শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

প্রথম ষট্‌ক

প্রথম ছয় অধ্যায়ের মূল শ্লোক, অন্বয় ও অনুবাদ এবং শ্রীধরস্বামী-কৃত
সুবোধিনী টীকা ও উহার অনুবাদ এবং শংকরাচার্য্য-কৃত
ভাষ্য ও অন্যান্য বহু টীকার অনেক উদ্ধৃতি
এবং দুই তথ্যপূর্ণ পরিশিষ্ট সম্বলিত

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
বেলুড়

প্রকাশক :-
স্বামী দুর্গেশানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
২১১এ, গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়
পোষ্ট : বেলুড় মঠ, জেলা : হাওড়া
পশ্চিম বঙ্গ। পিন : ৭১১২০২

প্রথম সংস্করণ—১৩৬৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৯৪

পুস্তক প্রাপ্তির স্থান :—

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

সর্বোদয় বুক ষ্টল
হাওড়া ষ্টেশন

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রাকর :-
এন্. সি. পাল
চারু প্রেস
৭৩, ডি. ডি. খান্না রোড
কলিকাতা-৫৪

নিবেদন

প্রায় বিশ বর্ষ পূর্বে মৎকর্তৃক অনূদিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার প্রথম সংস্করণ কলিকাতা উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি উহার সপ্তম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে এবং এই সাত সংস্করণে প্রকাশিত একাশি হাজার খণ্ড গীতা মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে সাতশত মূল শ্লোক, অন্বয়মুখে প্রত্যেক শ্লোকের শব্দার্থ ও অনুবাদ ও বিস্তৃত ভূমিকা প্রদত্ত। মৎপ্রণীত 'কিশোর গীতা' ও 'গীতার আলো' গ্রন্থদ্বয়ে গীতাতত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচিত। এই গ্রন্থত্রয়ের অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা আমাকে পুনঃ পুনঃ সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন কোন টীকার অনুবাদ সহ একখানি বড় গীতা প্রকাশ করিতে। তাঁহাদের আন্তরিক অনুরোধ রক্ষার্থ এই গীতা লিখিত ও প্রকাশিত হইল। বর্তমান পুস্তক পূর্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ের পরিপূরকরূপে গণ্য হইতে পারে।

গীতার বহু ভাষ্য ও টীকা অধ্যয়নান্তে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছি, শ্রীধর স্বামী কৃত সুবোধিনী টীকাই সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত, সরল ও সারগর্ভ এবং অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকার পক্ষে অতিশয় উপযোগী। আচার্য্য শ্রীধর স্বামী স্বয়ং সত্যই বলিয়াছেন, পাঠমাত্র প্রযত্নেই এই টীকার অর্থ বোঝা যায়। সুবোধিনী টীকার একটী অনন্য বৈশিষ্ট্য জ্ঞান ও ভক্তির অভিনব সমন্বয় সাধন। এই হেতু মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন এবং ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়ে উক্ত টীকা পাঠে অনুরক্ত। এই সকল কারণে সানুবাদ শ্রীধরী টীকা ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার শ্লোকাবলী ও সমগ্র সুবোধিনী টীকা বোম্বাই নির্ণয় সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত ও বহু ভাষ্য-টীকা সম্বলিত গীতা অনুসারে সংশোধিত।

এই ষট্‌কে মূল শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এবং সমগ্র সুবোধিনী টীকা ও উহার অনুবাদ দিয়াছি এবং শাংকর ভাষ্য ও অন্যান্য টীকার বাক্য কোন কোন

স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহাতে সানুবাদ গীতামাহাত্ম্য ও গীতাধ্যান, শ্লোকসূচী, গীতাকবচ, গীতাপাঠবিধি, শ্রীধর স্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং বিস্তৃত বাংলা পাদটীকা সংযোজিত হইয়াছে। মূলের অনুবাদ টীকার অনুগত ও টীকার অনুবাদ যথাসাধ্য আক্ষরিক করিয়াছি। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পার্বতীচরণ তর্কতীর্থ কৃত শ্রীধরী টীকার অনুবাদ বহু পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু অধুনা উহা মুদ্রিত হয় না। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল সম্পাদিত গীতাতে (তিন খণ্ডে) শ্রীধরী টীকার অনুবাদ প্রকাশিত। অবশ্য ইহা এখনও পাওয়া যায়। বেলুড় মঠের শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ ইংরাজিতে শ্রীধরী টীকার যে প্রাঞ্জল অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত। বর্তমান অনুবাদ উল্লিখিত অনুবাদ ত্রয়ের আলোকে সম্পাদিত। বহু বার এই টীকার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াছি বলিয়া ইহার প্রতি আমার অকৃত্রিম অনুরাগ জন্মিয়াছে। এই জন্য ইহার বহুল প্রচারে প্রয়াসী হইয়াছি। একটী টীকার সাহায্যে সমগ্র গীতা না পড়িলে ইহার সম্যক্ যথার্থ বা মর্মার্থ হৃদ্গত হয় না। যথাসাধ্য সমস্ত শ্রুতিবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের মূল উৎস নানা স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। গীতাও একটী উপনিষৎ এবং ইহাতে বিশুদ্ধ বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যা সুব্যাখ্যাত। যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন, গীতাশাস্ত্র শ্রেষ্ঠতম বেদভাষ্য। সর্বশাস্ত্রের সারমর্ম গীতায় সুচারুরূপে সংগৃহীত হওয়ায় ইহার তত্ত্বার্থ উদ্‌ঘাটনের জন্য নানা শাস্ত্রের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি। সমস্ত ভাষ্য ও টীকায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গীতার্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই জন্য সর্বভাষ্য টীকার আলোকে গীতার্থবোধ অবশ্য কর্তব্য। এই গীতায় শংকরাচার্য্যকৃত ভাষ্য, আনন্দগিরিকৃত টীকা, মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত গূঢ়ার্থ দীপিকা, রামকুমার সূক্ষ্ম ধনপতি রচিত গীতাভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা, অভিনব গুপ্তাচার্য্য প্রণীত গীতার্থসংগ্রহ, শ্রীধর্ম দত্ত শর্মা বিরচিত গূঢ়ার্থ তত্ত্বালোক শ্রীনীলকণ্ঠ সূরীকৃত গীতার্থ প্রকাশ, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও হনুমৎ স্বামী ও যামুনাচার্য্য কৃত টীকাবলী এবং শ্রীশংকরানন্দ সরস্বতী কৃত গীতাতাৎপর্য্য বোধিনী প্রভৃতি বহু টীকা হইতে প্রচুর বাক্যোদ্ধার করিয়াছি।

স্বর্গীয় রামদয়াল মজুমদার সম্পাদিত গীতার প্রভূত সাহায্য লইয়াছি। মদীয় ইষ্টদেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতের উদ্ধৃতিও এই মহাগ্রন্থকে অমৃতময় করিয়াছে। গ্রন্থশেষে পরিশিষ্টদ্বয়ে আলোচিত গঙ্গামাহাত্ম্য ও শিবতত্ত্ব গীতোক্ত বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই খণ্ডে প্রথম ছয় অধ্যায় মুদ্রিত হইল। ইহার মুদ্রণে কলিকাতার শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায় ১০০ ্ টাকা, হাওড়ার শ্রীকৃষ্ণধন দে ১০০ ্ টাকা ও শ্রীঅখিলেন্দু মজুমদার ১০০ ্ টাকা এবং মাকড়দহের শ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০ ্ টাকা দান করিয়াছেন। আমার অর্থাভাব, ভগ্ন স্বাস্থ্য ও ক্ষীণদৃষ্টির দুরতিক্রম্য প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই গীতা বিরচিত ও প্রকাশিত হইল। অবশিষ্ট খণ্ডদ্বয় কখন মুদ্রিত হইবে, তাহা কেবল ঈশ্বরই জানেন। বেলুড় হাইস্কুলের সুযোগ্য শিক্ষক শ্রীবীরেন্দ্র-নাথ প্রতিহার বি· এ· বি· টি, ইহার একটি প্রুফ সযত্নে দেখিয়াছেন ও মাকড়দহের একনিষ্ঠ ভক্তবন্ধু শ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রণাদি ব্যাপারে বহু শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে অক্লান্ত লিপিকার স্বামী বিশ্বরূপানন্দের সহযোগিতাও প্রশংসনীয়। উল্লিখিত সকলকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই গীতা সর্বশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা কর্তৃক সমাদৃত হইলেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক হইবে। অলমিতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র, বেলুড়
দশহরা, ২২ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার ১৩৬৭
দ্বিতীয় বার্ষিক গঙ্গোৎসব দিবস

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

দ্বিতীয় সংস্করণের
নিবেদন

পুরুষোত্তম শ্রীরাধামাধবের অশেষ কৃপায় ও একান্ত আরাধ্য গ্রন্থকার শ্রীগুরুদেবের শুভাকাঙ্ক্ষায় এই দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। প্রথম সংস্করণের মুদ্রণত্রুটী সংশোধিত হইলেও এই সংস্করণ যে একেবারেই নির্ভুল তাহা বলিতে পারি না। যদি থাকে, শ্রদ্ধালু গীতা পাঠক তাহা নিজগুণে সংশোধন করিয়া পাঠ করিলে অনুগৃহীত হইব। মুদ্রণ সামগ্রীর মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রন্থ মূল্য বাড়াইতে বাধ্য হইলাম। আশাকরি শ্রীধর স্বামীর টীকার অনুবাদ তৎসহ মূল্যবান কিছু তথ্য যুক্ত গ্রন্থটী সকলের নিকট সমাদর লাভ করিবে। অলমিতি—

প্রকাশক

শুভ অক্ষয় তৃতীয়া

১৩৯৪ বঙ্গাব্দ

সূচী

অলৌকিক গীতাপাঠ	....	....	(চ)
আচার্য্য শ্রীধর স্বামী	....	....	(১)
গীতামাহাত্ম্য	....	....	(১১)
শ্লোক-সূচী	....	....	(২৮)
গীতাপাঠবিধি	....	....	(৪৪)
গীতাধ্যান	....	....	(৫২)
গীতা-কবচ	....	....	(৫৫)
প্রথম অধ্যায়	....	....	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	....	....	৩৩
তৃতীয় অধ্যায়	....	....	১১০
চতুর্থ অধ্যায়	....	....	১৬৪
পঞ্চম অধ্যায়	....	....	২১১
ষষ্ঠ অধ্যায়	....	....	২৪৪
পরিশিষ্ট—			
এক—শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবী	....	....	২৮৯
দুই—শিবপূজা ও শিবরাত্রি	....	....	৩১৩

অলৌকিক গীতাপাঠ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য লীলা, নবম পরিচ্ছেদ) আছে, দক্ষিণ ভারতে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে গীতা পাঠ করিতে দেখেন। নৈষ্ঠিক পাঠক গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় প্রেমাবেশে আবৃত্তি করেন। তাঁহার পাঠে অশুদ্ধি থাকায় লোকে উপহাস ও নিন্দাবাদ করে। ইহা অগ্রাহ্য করিয়া পাঠক আনন্দিত অন্তঃকরণে গীতাপাঠ করেন। পাঠকালে তাঁহার পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন কোন্ অর্থ জানিয়া তোমার এত আনন্দ হয়? ভক্তবিপ্র করজোড়ে বলিলেন, "আমি মূর্খ, গীতার শব্দার্থ বুঝি না। গুরুর আজ্ঞা পালনার্থ আমি গীতাপাঠ করি এবং পাঠকালে দেখি, অর্জুনের রথে সারথিরূপে শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট এবং তাঁহার হাতে লাগাম ও চাবুক। তিনি অর্জুনকে হিতকর উপদেশ দিতেছেন। ভগবানের শ্যামল সুন্দর শ্রীমূর্তি দর্শনে আমার প্রেমাবেশ হয়; যাবৎ গীতা পাঠ করি, তাবৎ এই দিব্য দর্শন পাই বলিয়া আমার মন গীতা পাঠ ছাড়িতে চাহে না।" মহাপ্রভু বলিলেন, "হে ভক্তবর, তোমারই গীতাপাঠে যথার্থ অধিকার আছে এবং তুমিই গীতার সারার্থ জান।" এই বলিয়া মহাপ্রভু বিপ্রবরকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গীতাপাঠ করিয়াছিলেন কি না তাহা জানা যায় না। তবে তিনি বলিয়াছিলেন, গীতা, গীতা কয়েক বার বলিলে যাহা হয়, তাহাই গীতার মর্মার্থ। ইহার অর্থ, গীতা গীতা বার বার বলিলে ত্যাগ শব্দ উচ্চারিত হয় এবং ত্যাগই গীতার মর্মবাণী। গীতা পড়িলে বা শুনিলে শ্রীরামকৃষ্ণের কিরূপ অবস্থা হইত তাহাও কোন গ্রন্থে উল্লিখিত নাই। সম্প্রতি কোন সাধিকার গীতাপাঠ দেখিয়া চরিতামৃতোক্ত গীতাপাঠকের কথা সত্য মনে হইল। কোন চিরকুমারী ব্রহ্মচারিণী আমার কাছে গীতাপাঠ করেন। তিনি প্রথম বার

আমার কাছে সমগ্র গীতা দুই এক মাস পূর্বেই পাঠ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বার তিনি আমার নিকট গীতা পড়িতেছেন। গীতাপাঠে তাহার আজন্ম অনুরাগ দেখা যায়। গীতার্থ না বুঝিলেও তিনি প্রত্যহ গীতাপাঠ ও গীতাপূজা করেন। বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে যে বৃহত্তর গীতামাহাত্ম্য আছে, তাহাতে উল্লিখিত গীতার দ্বাদশ নাম তিনি নিত্য ভক্তিভরে উচ্চারণ করেন। দ্বিতীয় বার গীতাপাঠকালে তিনি যেদিন গীতার ধ্যান ও প্রথম অধ্যায় পাঠ করিলেন, মৎসমক্ষেই তিনি দেখিলেন, সম্মুখে দুই শ্বেত অশ্ব বাহিত রথে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উপবিষ্ট। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সারথিরূপে রথের বাহিরে বসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া আছেন ও অর্জুন রথ মধ্যে বিদ্যমান। এই সংসিদ্ধা পাঠিকা বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়ের গাত্রবর্ণ প্রভৃতি সবই একই রকম। উভয়ের মাথায় সোনার মুকুট। শ্রীকৃষ্ণের হাতে সুদর্শন চক্র থাকায় তাঁহাকে চেনা যায়।" গীতায় আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমি পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়। শ্রীকৃষ্ণার্জুনের আকৃতি অভিন্ন—ইহা মহাভারতে বা হরিবংশে উল্লিখিত নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে এক স্থানে আছে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুরুষোত্তম লোকে গমন করেন এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুন দ্বিতীয় কৃষ্ণ রূপে সম্বোধিত হন। মহাভারতের কোথাও আছে, অর্জুন স্বর্গলোকে সখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরাজ করিতেছেন। পূর্বোক্ত সাধিকার দর্শন হইতে জানা যায়, অভিন্ন-হৃদয় কৃষ্ণার্জুনের অদ্ভুত দৈহিক সাদৃশ্য ছিল।

পরদিন উক্ত সাধিকা আমার কাছে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করেন। উক্ত অধ্যায়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, "আমি আপনার শিষ্য ও শরণাগত। আমাকে গীতাতত্ত্ব উপদেশ দিন।" এই অংশ পাঠকালে পূর্বোক্ত পাঠিকা দেখিলেন, "অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পায়ে দুটি হাত রাখিয়া প্রিয় সখার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন এবং অর্জুন এক হাঁটু মুড়িয়া ও অন্য হাঁটু তুলিয়া সখার দুই পা ধরিয়া বসিয়া আছেন। উভয়ের চেহারা একই প্রকার। অর্জুন লাল কাপড় পরেছেন এবং তাহাদের চারি দিকে সংখ্যাতীত

সূক্ষ্মদেহী দাঁড়িয়ে তাঁহাদিগকে দেখছেন।” গীতাপাঠকালে এইরূপ অদ্ভুত দর্শন হয়, ইহা কোথাও দেখি নাই বা শুনিও নাই। মনে হয়, গীতাপাঠের ইহাই উৎকৃষ্ট আদর্শ।

প্রথমবার পাঠ কালে পঞ্চদশ অধ্যায়োক্ত ব্রহ্মধামের বর্ণনা পড়িয়া সেই সাধিকা বলিলেন, “উক্ত ধামে যাবার অতি উচ্চ ও অতি সরু পথ আমি গভীর ধ্যানে দেখেছি। দল বেঁধে বহু জন একে একে উক্ত সংকীর্ণ মার্গে যাচ্ছেন, যেতে যেতে কেউ বসে পড়েছেন, আর কেউ বা নীচে পড়ে যাচ্ছেন। যাত্রীবৃন্দ সকলেই অতিশয় শুভ্রবর্ণ।” অষ্টাদশ অধ্যায়োক্ত মোক্ষযোগ পাঠ কালে উক্ত সাধিকা নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন। এই অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদ্দেশে বিরাজ করেন। উক্ত শ্লোক পাঠ ও উহার অর্থ বুঝিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “কখনও কখনও ঐ উচ্চ তত্ত্ব স্পষ্ট ভাবে অনুভব করি ও স্পষ্ট দেখি, সকল মানুষের অন্তরে আমার ইষ্টদেব বসে উঁকি মারছেন।” গীতাপাঠ শেষ হইতেই তিনি পরিতৃপ্ত হইয়া আমাকে বলিলেন, “আমি রোজ গীতাপূজা করি। গীতা ছুঁলেই আমার বাক্‌রোধ হয়ে যায়। গীতার সব শ্লোকের অর্থ না বুঝলেও অর্থের অন্তর্নিহিত তত্ত্বজ্ঞান মনে ভেসে ওঠে। আপনার কাছে সমগ্র গীতা একবার পাঠ করে পরম আনন্দ পেলাম।”

আচার্য্য শ্রীধরস্বামী

আচার্য্য শ্রীধর স্বামী শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ ও বিষ্ণু পুরাণ গ্রন্থত্রয়ের চিরঞ্জীবী টীকাকার। তৎকৃত টীকাত্রয় নিখিল ভারতে সমাদৃত ও সুপঠিত। তৎকৃত গীতাটীকার নাম সুবোধিনী। উক্ত টীকার বিশুদ্ধ সংস্করণ বোম্বাই নির্ণয় সাগর প্রেস ও পুণা আনন্দ আশ্রম হইতে দেবনাগরী অক্ষরে এবং কলিকাতা সংস্কৃত বুক ডিপো হইতে বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। আরও বহু স্থান হইতে ইহার প্রকাশ হইয়াছে। ইহা ভক্তিমূলক ও সহজবোধ্য বলিয়া সমগ্র ভারতে সমধিক সমাদর পাইয়াছে ও পাইতেছে। উক্ত টীকার সুবোধ্যতা সম্বন্ধে স্বয়ং টীকাকার উপক্রমণিকায় বলেন—

গীতা ব্যাখ্যায়তে যস্যাঃ পাঠমাত্রপ্রযত্নতঃ।
সেয়ং সুবোধিনী টীকা সদা ধ্যেয়া মনীষিভিঃ॥

এই সুবোধিনী টীকা পাঠরূপ প্রযত্ন মাত্র দ্বারা গীতার্থ বোঝা যায়। এই জন্য বাংলা ও ইংরাজি প্রভৃতি ভাষায় সুবোধিনী অনুদিতা। ইহার প্রাঞ্জল ইংরাজি অনুবাদ বেলুড় মঠের শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ কর্তৃক কৃত ও মান্দ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত। সুবোধিনীতে যে সকল শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের মূল উৎস ইংরাজি অনুবাদে সযত্নে উল্লিখিত। পণ্ডিত পার্বতীচরণ তর্কতীর্থ ও শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল কৃত ইহার বঙ্গানুবাদ বহু পূর্বে কলিকাতা হইতে স্বতন্ত্র পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীধর স্বামী কৃত ভাগবত-টীকা ও বিষ্ণু পুরাণ টীকার নাম যথাক্রমে ভাবার্থ দীপিকা ও আত্মপ্রকাশিকা। ভাবার্থ দীপিকার উপোদ্‌ঘাতে এই শ্লোক পাওয়া যায়—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

এই শ্লোক সমগ্র ভারতে কোটি কণ্ঠে উচ্চারিত হয় এবং গীতা-মাহাত্ম্য প্রভৃতি অনেক প্রশস্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। মোক্ষতীর্থ কাশীধামে অবস্থান কালে শ্রীধর স্বামী কর্তৃক উল্লিখিত টীকাত্রয় বিরচিত হয়। কাশীধামস্থ বিন্দুমাধবের বন্দনান্তে তিনি টীকাত্রয় রচনায় প্রবৃত্ত হন। কথিত আছে, শ্রীবিন্দুমাধবের স্বপ্নাদেশ পাইয়াই তিনি ভাবার্থ দীপিকা লিখিতে আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ এই টীকাই সর্ব-প্রথমে রচিত হয়। উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থ ভগবান্ স্বয়ং উহার পাণ্ডুলিপিকে স্বীয় পাদপদ্মে স্থান দেন ও কাশীবাসী সংকীর্ণচেতা পণ্ডিত-মণ্ডলীর দর্পচূর্ণ করেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যও ভাবার্থ দীপিকার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন এবং উহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন। 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' মহাগ্রন্থের অন্ত্যলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে, পণ্ডিত বল্লভ ভট্ট স্বরচিত ভাগবত ব্যাখ্যায় ভাবার্থ দীপিকার সমালোচনা করিয়া উহা মহাপ্রভুকে দেখান ও তাঁহার সমর্থন লাভের অভিলাষী হন। ইহাতে মহাপ্রভু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলেন—

শ্রীধর স্বামীকে নাহি মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করি যে গণন॥
শ্রীধর স্বামীরে নিন্দি নিজে টীকা কর।
শ্রীধর স্বামী নাহি মানি এত গর্ব ধর॥
শ্রীধর স্বামীর প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধর স্বামী গুরু করি মানি॥

শ্রীধর স্বামীর গুরু সম্ভবতঃ পরমানন্দ ছিলেন। স্বরচিত টীকাত্রয়ের বহু স্থলে ভক্তিভরে তিনি শ্রীগুরু স্মরণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের দশম স্কন্ধের ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের টীকার উপসংহারে তিনি বলেন—

সেয়ং শ্রীপরমানন্দ-সেবি-শ্রীধর নির্মিতা।
শ্রীভাগবত-ভাবার্থ দীপিকা দশমাশ্রয়া॥

পরমানন্দের পদসেবী শ্রীধর স্বামী কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের

ভাবার্থ দীপিকা রচিত হইল। আত্মপ্রকাশিকা টীকার প্রারম্ভেও তিনি লিখিয়াছেন—

শ্রীবিন্দুমাধবং বন্দে পরমানন্দ-বিগ্রহম্।
বাচং বিশ্বেশ্বরং গঙ্গাং পরাশরমুখান্ মুনীন্॥

শ্রীবিন্দু মাধব; শ্রীগুরু পরমানন্দ সরস্বতী, বিশ্বনাথ, গঙ্গা ও পরাশর প্রমুখ মুনিগণকে বন্দনা করি। সুবোধিনীর আদি শ্লোকেও আছে,'বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।' আত্ম-প্রকাশিকা টীকা হইতে জানা যায়, শ্রীধর স্বামীর পূর্বে শ্রীমৎ চিৎসুখ যোগী বিষ্ণুপুরাণের টীকা লিখিয়া ছিলেন। সেই টীকা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। উক্ত টীকা পাঠান্তে শ্রীধর স্বামী তন্মতানুগ হইয়াই আত্ম-প্রকাশিকা রচনা করেন। উক্ত মর্মে তিনি বলেন, 'শ্রীমচ্চিৎ-সুখযোগীমুখ্য রচিত ব্যাখ্যাং নিরীক্ষ্য স্ফুটং তন্মার্গেণ সুবোধসংগ্রহবতীমাত্ম প্রকাশিকাভিগাম্"। ভাবার্থদীপিকার শেষ শ্লোকেও শ্রীধর স্বামী বলেন—

ভাবার্থদীপিকামেতাং ভগবদ্ভক্তবৎসলাম্।
পরমানন্দ পাদাব্জ ভৃঙ্গশ্রীঃ শ্রীধরোঽকরোৎ॥
স্ববালচপলালাপৈঃ স্বলীলা পরিণর্ত্তিতৈঃ।
প্রীয়তাং পরমানন্দ নৃহরিঃ সদ্গুরু স্বয়ম্॥
শ্রীপরমানন্দ সম্প্রীত্যৈ গুহ্যং ভাগবতং ময়া।
বিবৃতং তন্মতেনেদং ন তু মন্মতি বৈভবাৎ॥
ক্বেদং নানানিগূঢ়ার্থং শ্রীমদ্ভাগবতং ক্ব তু।
মন্দবুদ্ধিরহং কৃষ্ণপ্রেমঃ কিং কিং ন কারয়েৎ॥

এই ভগবদ্ভক্তজনপ্রিয় ভাবার্থদীপিকা পরমানন্দের পাদপদ্ম-মধুকর শ্রীধরস্বামী বালকসুলভ চপলবাক্য সহায়ে রচনা করিলেন। পরমানন্দের সম্যক্ প্রীত্যর্থ শ্রীমদ্ভাগবতের এই গূঢ় তত্ত্ব তন্মতানুসারে ব্যাখ্যাত হইল, আমার বুদ্ধিবলে নহে। কোথায় বহু গূঢ় অর্থে পরিপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত? আর কোথায় অল্পবুদ্ধি আমি? কৃষ্ণপ্রেম কিনা সম্পন্ন করিতে পারে?

ভাবার্থদীপিকার প্রারম্ভে টীকাকার শ্রীধর স্বামী 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই দ্বিতীয় ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় বেদান্তসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। গীতায় পঞ্চম অধ্যায়ের নবম শ্লোকের ব্যাখ্যান্তে তিনি এই ব্রহ্মসূত্র (৪।১।১৩) উদ্ধৃত করিয়াছেন স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রমাণার্থ—তদধিগমে উত্তরপূর্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ। (সেই ব্রহ্ম অধিগত হইলে সঞ্চিত ও আগামী সর্বপাপ বিনষ্ট হয়। ইহা শ্রুতিবাক্যেও উপদিষ্ট) শঙ্করাচার্য্য কৃত বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ভাষ্যের বার্তিককার সুরেশ্বরাচার্যের বহু শ্লোক শ্রীধর স্বামী সুবোধিনীর নানা স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের আদি অংশেও ইহাই প্রতিষ্ঠিত। তথায় তিনি বলেন, 'যস্মিন্ ব্রহ্মণি ত্রয়াণাং মায়াগুণানাং তমোরজঃসত্ত্বানাং মিথ্যাসর্গোঽপি সত্যবৎ প্রতীয়তে।' ইহার অর্থ, যে ব্রহ্মে মায়াজাত গুণত্রয় সত্ত্ব, রজঃ ও তম মিথ্যা হইয়াও সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে তাঁহাকে ধ্যান করি। ইহাই অদ্বৈত বেদান্তের মূলতত্ত্ব। বিষ্ণুপুরাণে আছে, যখন প্রহ্লাদ শ্রীহরির দর্শন লাভ করেন, তখন তিনি ভক্তিরসে এত পরিপ্লুত হন যে, তিনি ভক্ত-ভগবানের ঐক্য উপলব্ধিপূর্বক বলেন—

সর্বগত্বাৎ অনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্বমহং সর্বং ময়ি সর্বং সনাতনে॥
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্।

অনন্ত অনাদি ব্রহ্ম সর্বব্যাপী বলিয়া তিনি আমি রূপে অবস্থিত। আমা হইতে সর্ববস্তু উৎপন্ন এবং আমি সর্বরূপী ও আমার সনাতন সত্তাতেই সর্বজগৎ বিরাজিত। আমিই অব্যয় নিত্যস্বরূপ পরমাত্মা। সৃষ্টির পূর্বে আমি ব্রহ্ম নামক সত্তা এবং প্রলয়ান্তে আমিই পরম পুরুষ। উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় বিষ্ণুপুরাণে (১।১৯।৮৫-৮৬) বিদ্যমান। টীকাকার শ্রীধরস্বামী এই অংশের ব্যাখ্যায় মন্তব্য করেন, "তদেবং বিষ্ণুর্ব্রহ্মতয়া সর্বাত্মত্বং ভাবয়ন্ স্বস্যাপি ব্রহ্মত্বাবির্ভাবেন তদভেদং পশ্যন্ আহ।" ইহার অর্থ, বিষ্ণুই ব্রহ্ম বলিয়া

তাঁহার সর্বাত্মত্ব ভাবনা করিতে করিতে প্রহ্লাদের অন্তরে ব্রহ্মত্ব উদিত হইল এবং তিনি স্বাত্মাকে ব্রহ্মরূপে অনুভবপূর্বক এই উক্তি করিলেন। ভগবদ্ ভক্ত আত্মজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ হইলেন। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞান অভিন্ন।

আচার্য্য শ্রীধর স্বামীর দার্শনিক অবদান চিরকাল স্মরণীয়। অতিশয় পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহার জীবন কাহিনী কিছু পাওয়া যায় না। শুধু এইটুকু জানা যায় যে, প্রায় ছয় শতক পূর্বে ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতকে গুর্জর বা গুজরাটের অন্তর্গত বেলোড়ি গ্রামে মহারাষ্ট্রিয় ব্রাহ্মণ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের রচয়িতা বোপদেবের অব্যবহিত পরেই তাঁহার আবির্ভাব ঘটে। প্রবাদ আছে যে, বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার নৃসিংহই তাঁহার গৃহদেবতা ছিলেন এবং তাঁহার কয়েকটি সহোদর ছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগকালে ভ্রাতৃবৃন্দ ঠাকুর নৃসিংহকে শ্রীধরের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট ধনসম্পত্তি নিজেদের মধ্যে বিভাগপূর্বক আত্মসাৎ করেন। ইহাতে শ্রীধরের মনে তীব্র বৈরাগ্য উদিত হয় এবং তিনি নৃসিংহদেবকে সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। অন্য মতে তাঁহার গৃহত্যাগের কারণ নিম্নে লিখিত হইল। ইহা কতদূর ঐতিহাসিক ও কত দূর কিম্বদন্তীমূলক তাহা নির্ণয় অধুনা দুঃসাধ্য।

পূর্বাশ্রমে শ্রীধর স্বামী বিবাহিত ছিলেন। তৎপত্নী একমাত্র শিশুপুত্র রাখিয়াই মৃত্যুমুখে পতিতা হন। ইহার ফলে শ্রীধরের হৃদয়ে প্রবল বৈরাগ্য সঞ্চারিত হয় ও তিনি সংসার ত্যাগে উদ্যত হন। কিন্তু শিশুপুত্রের ভারগ্রহণে অন্য কেহ না থাকায় তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়েন। এমন সময় স্বগৃহের চাল হইতে একটি টিকটিকির ডিম তৎসম্মুখে পড়িয়া ফাটিয়া যায়। ইহা হইতে একটি ছোট ছানা বাহির হইয়া সম্মুখবর্তী একটি পোকা ধরিয়া খাইল। এই ঘটনা দেখিয়া শ্রীধর বিস্মিত হন ও ভাবিলেন, "কেহ কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে না। সকলের একমাত্র রক্ষক স্বয়ং শ্রীভগবান। উচ্চ স্থান হইতে নিপতিত ও সদ্যোজাত টিকটিকির ছানাটিকে যিনি রক্ষা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আহার জোগাইলেন,

তিনিই এই মাতৃহীন শিশুপুত্রের গুরুভার লইবেন।" ইহা ভাবিয়া তিনি গৃহত্যাগের সুদৃঢ় সংকল্প করিলেন এবং সেই দিনই গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। অনাথ শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া গ্রামবাসিগণ আকৃষ্ট হইলেন ও তাঁহাকে লইয়া গেলেন এবং উক্ত দেশের রাজার অনাথ আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। প্রবাদ আছে যে, সেই রাজপালিত শ্রীধর-পুত্রই ভট্টিকাব্য রচয়িতা মহাকবি ভর্তৃহরি।

সে যাহাই হউক, সম্ভবতঃ শ্রীধর গৃহত্যাগান্তে কাশীধামে উপস্থিত হন ও তথায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন॥ তিনি নানা শাস্ত্র অধ্যয়নান্তে উল্লিখিত শাস্ত্রত্রয়ের ব্যাখ্যা রচনায় ব্রতী হন। তৎকৃত সুবোধিনী টীকায় ভক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সংকীর্ণচেতা জ্ঞানপন্থী সন্ন্যাসীবৃন্দ উহা সমর্থনে অসম্মত হন। উক্ত টীকার মূল্য নির্ণয়ার্থ উহার প্রথমতম পাণ্ডুলিপি কাশীধামস্থ বিশ্বনাথ মন্দিরে বিগ্রহের সম্মুখে রক্ষিত হয়। ভগবান্ বিশ্বনাথ স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া আদেশ দিলেন—

অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহ প্রসাদতঃ॥

ইহার অর্থ—শাস্ত্রমর্ম আমি জানি এবং শুকদেবও জানে। ব্যাস ইহা জানিতেও পারেন বা নাও পারেন; কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় শ্রীধর সকলই জানেন।

সুবোধিনী নাম্নী গীতাটীকা সরল, সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ। ইহা পাঠ করিলে গীতার গূঢ়ার্থ সহজে জানা যায়।

সম্ভবতঃ শ্রীধর স্বামী শংকরাচার্য্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। সুবোধিনী টীকার প্রারম্ভেই তিনি বলেন—

ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তৎব্যাখ্যাতৃগিরস্তথা।
যথামাধ্য সমালোচ্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে।

ভাষ্যকার শংকরাচার্য্য ও ভাষ্যব্যাখ্যাতা আনন্দগিরি, সুরেশ্বরাচার্য্য প্রভৃতি

টীকাকারগণের সিদ্ধান্ত সম্যক্ আলোচনাপূর্বক এই সুবোধিনী গীতাব্যাখ্যা আরম্ভ করিতেছি।

গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে উক্ত হইয়াছে যে, গীতা একটি উপনিষৎ। গীতাধ্যানেও কথিত আছে, সর্বোপনিষৎরূপ গাভীসমূহের অমৃত দুগ্ধই গীতা। ইহার ভাবার্থ, গীতায় সর্বোপনিষদের সারতত্ত্ব সংগৃহীত। অনেক উপনিষৎ শ্লোক কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে গীতার শ্লোকরূপে বিরচিত। উপনিষদের মুখ্যার্থ ব্রহ্মবিদ্যা। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে উক্ত আছে, গীতাশাস্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যাত। সুবোধিনীর দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে শ্রীধর স্বামী বলেন—

দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া।
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শোকগ্রস্ত অর্জুনকে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা প্রতিবোধিত করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণসমূহ বলিলেন। সপ্তম অধ্যায়ের শেষে কৃষ্ণভক্ত টীকাকার মন্তব্য করেন—

কৃষ্ণভক্তৈরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে।
ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমে সম্প্রকাশিতম্॥

সপ্তম অধ্যায়োক্ত বিজ্ঞান যোগে সম্যক্ প্রকাশিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণভক্তগণ অনায়াসে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন। কিরূপে কৃষ্ণভক্তের সাকার উপাসনা নিরাকার উপাসনায় পরিণত হয়? এই প্রসঙ্গে শ্রীধর স্বামী অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে এবং অন্যত্রও নৃসিংহপূর্বতাপনীয় উপনিষদের এই বাক্য (১।৭) উদ্ধৃত করিয়াছেন, "দেহান্তে পরমং ব্রহ্মতারকং ব্যাচষ্টে"। ইহার অর্থ, মৃত্যুকালে ইষ্টদেব ভক্তকে মুক্তিপ্রদ পরব্রহ্ম প্রদর্শন করেন, স্বীয় নিরাকার নির্বিশেষ নির্গুণ স্বরূপ দেখাইয়া দেন। দ্বাদশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর-স্বামী উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলেন, মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরে অর্পণ করিলে ভক্ত তৎপ্রসাদে জ্ঞানী হন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, সচ্চিদানন্দ

ব্রহ্মসমুদ্র ভক্তিহিমে জমিয়া কৃষ্ণ, কালী, রাম, শিব, দুর্গা প্রভৃতি রূপ ধারণ করেন এবং জ্ঞান-সূর্য্য উদিত হইলে রূপনাম গলিয়া যায়। কৃষ্ণ, রাম,দুর্গা, শিবাদি রূপ ও নাম সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-সমুদ্রের ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদ্‌ স্বরূপ।”

শ্রীধর স্বামী, শংকরানন্দ সরস্বতী প্রমুখ টীকাকারগণের মধ্যে গীতার শ্লোক সংখ্যা নির্ধারণে বৈমত্য দৃষ্ট হয়। শ্রীধর, নীলকণ্ঠ ও মধুসূদন প্রভৃতি টীকাকারগণ কোথাও কোথাও ভাষ্যবিরুদ্ধ মতও প্রকাশ করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে পুরা শব্দের অর্থ শাংকর ভাষ্যমতে সৃষ্টির আদিতে। মধুসূদন, নীলকণ্ঠ ও শ্রীধরস্বামীর মতে উক্ত শব্দের অর্থ পূর্বাধ্যায়ে, সৃষ্টির পূর্বে নহে। তৃতীয় অধ্যায়ের নবম শ্লোকের প্রথমার্ধে আছে, যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ। শাংকর ভাষ্যমতে ‘অন্যত্র’ শব্দের অর্থ, অন্য কর্ম দ্বারা এই লোক কর্মবদ্ধ হয়। শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি টীকাকারগণ এই স্থলে ভাষ্যবিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, ‘অন্যত্র কর্মণি প্রবৃত্ত অয়ং লোকঃ কর্মণা বধ্যতে।’ ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা অনুসারে ইহাতে এই দোষত্রয় ঘটে—প্রবৃত্তপদের অধ্যাহার ও লুডনুপপত্তি ও বহুব্রীহির অভাবে পুংলিঙ্গের অনুপপত্তি। গীতার মূল শ্লোকেও শ্রীধর স্বামী কর্তৃক গৃহীত ভিন্ন পাঠ কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয়। তৃতীয় অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে শ্রীধরস্বামী ‘যোজয়েৎ’ স্থলে ‘জোষয়েৎ’ পাঠ ধরিয়াছেন। তাঁহার মতে জোষয়েৎ এর অর্থ সেবয়েৎ। ইহার সমর্থনে ‘জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ’—এই ব্যাকরণ সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। শংকরাচার্য্য, আনন্দগিরি, নীলকণ্ঠ, শংকরানন্দ মধুসূদন প্রভৃতি ব্যাখ্যাতৃবৃন্দের ন্যায় তিনি গীতাব্যাখ্যায় শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৎকৃত সুবোধিনীতে ঋগেদ, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, শ্রীমদ্‌ভাগবত, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, দেবীভাগবত, নৃসিংহপূর্বতাপনীয় উপনিষৎ, মনুসংহিতা, যোগশাস্ত্র, ঈশ ও কঠ উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র, কৌষিতকী উপনিষৎ, মুণ্ডক ও মহানারায়ণ উপনিষৎ; তৈত্তিরীয় সংহিতা, সর্বদর্শন সংগ্রহ,

তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রের বহু বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ও অন্যান্য নানা স্থলে ভক্তিনিষ্ঠার শ্রেষ্ঠত্ব ভগবদ্বাক্যেই স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত। দ্বাদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকের শেষার্দ্ধে ভগবান্ বলিতেছেন, 'অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।' ইহার ভাবার্থ, নিরাকার উপাসনা দেহাভিমানী ব্যক্তির পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর। আর কলিযুগের মানুষ অন্নগতপ্রাণ ও দেহবুদ্ধিপ্রবণ। সুতরাং ভক্তিপথ সাধারণ নরনারীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, নারদীয় ভক্তিযোগই বর্তমান যুগধর্ম। উল্লিখিত কৃষ্ণোক্তি অবলম্বনে শ্রীধর স্বামী গীতাব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুবোধিনীর দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষে তিনি বলেন—

দুঃখমব্যক্তবর্ত্মৈতদ্বহুবিঘ্নমতো বুধঃ।
সুখং কৃষ্ণপদাম্ভোজং ভক্তিসৎপথবান্ ভজেৎ॥

এই অব্যক্তবর্ত্ম বা জ্ঞানমার্গ অতিশয় দুঃখকর ও বিঘ্নসংকুল। সেই জন্য ভক্তি-পথবর্তী সুধী ভক্ত সুখকর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ভজনা করেন। গীতার প্রতি অধ্যায় ব্যাখ্যান্তে কৃষ্ণভক্ত টীকাকার কৃষ্ণভক্তির মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। সুবোধিনী, ভাবার্থদীপিকা ও আত্মপ্রকাশিকা টীকাত্রয়ের মূলসূত্র সুবিমলা কৃষ্ণভক্তি। এমন কি, কোথাও, কোথাও তিনি জ্ঞানকে ভক্তির অবান্তর ফলরূপে মন্তব্য করিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি অদ্বৈত বেদান্ত সিদ্ধান্ত খণ্ডন করেন নাই। ইহাই সুবোধিনী টীকার অনুপম বিশেষত্ব। সেইজন্য ভাগবত ব্যাখ্যায় বহু স্থলে তিনি শ্রুতিবাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামী আচার্য্য রামানুজের পরবর্তী বলিয়া জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় সংস্থাপনার্থ শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত।

গীতার বিশ্বরূপাধ্যায়ের ৫৪ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শনান্তে বলিতেছেন, 'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জুন।'

ইহার অর্থ, "হে অর্জুন, আমি কেবল অনন্যা ভক্তিবলে এবম্ভূত বিশ্বরূপ ধারণ করি ও ভক্তকে দেখাই।" গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন—

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

আমাকে যে ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে ভজনা করে, সে গুণত্রয় অতিক্রমপূর্বক ব্রহ্মদর্শনে বা মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। শ্রীধর স্বামী বলেন, ইহার কারণ, আমি ব্রহ্মের প্রতিমা, ঘনীভূত বিগ্রহ; যেমন সূর্যমণ্ডল আলোর ঘনীভূত প্রকাশ। সুতরাং শ্রীধরস্বামীর মতে অবতার ব্রহ্মপ্রতিমা, ঘনীভূত ব্রহ্মরূপ। ইহা হইতে প্রতীত হয়, ভক্তবর টীকাকার ভক্তিযোগোক্ত অবতারবাদকে জ্ঞানযোগোক্ত ব্রহ্মবাদের সহিত সমন্বয় সংসাধনে ব্রতধারী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে এই গূঢ় তত্ত্বই প্রতিপাদিত হয়। শ্রীধর স্বামী সুবোধিনীর উপসংহারে বলেন, 'তস্মাৎ ভগবদ্ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধম্।' ইহার অর্থ, সুতরাং ভগবদ্-ভক্তিই, মুক্তিপ্রদ—ইহাই সিদ্ধ হইল। ইহাই শ্রীধর স্বামীর চরম সিদ্ধান্ত। তাঁহার গীতা ব্যাখ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কোথায়ও **text torture** বা মূল শ্লোকের কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা করেন নাই। সুবোধিনীর সমাপ্তি শ্লোকচতুষ্টয় উদ্ধৃত করিয়া এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধের উপসংহার করিতেছি—

তেনৈব দত্তয়া মত্যা তদ্‌গীতাবিবৃতিঃ কৃতা।
স এব পরমানন্দস্তয়া প্রীণাতু মাধবঃ॥
পরমানন্দ-পাদাব্জ-রজঃ শ্রীধারিণাধুনা।
শ্রীধর স্বামি যতিনা কৃতা গীতা সুবোধিনী॥
স্বপ্রাগল্‌ভ্যবলাদ্বিলোড্য ভগবদ্গীতাং তদন্তর্গতং
তত্ত্বং প্রেপ্সুরুপৈতি কিং গুরুকৃপাপীযূষ দৃষ্টিং বিনা।
অম্বুস্বাঞ্জলিনা নিরস্য জলধেরাদিৎসুরন্তর্মণী
নাবর্তেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সংকর্ণধারং বিনা॥

তদ্দত্তা মতি দ্বারা তদ্‌গীতার সরল ব্যাখ্যা লিখিলাম। সেই পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণ ইহার দ্বারা প্রীত হউন। শ্রীগুরু পরমানন্দের পাদপদ্মের পূত রজঃ ধারী যতি শ্রীধর স্বামী কর্ত্তৃক সম্প্রতি সুবোধিনী গীতাব্যাখ্যা রচিত হইল। স্বীয় দুঃসাহসের প্রেরণায় ভগবদ্‌গীতা আলোচনা করিয়াছি, তন্মধ্যস্থ গূঢ় তত্ত্ব প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায়। শ্রীগুরুর কৃপামৃতময় দৃষ্টি ব্যতীত কি এই তত্ত্ব লাভ করা যায়? সমুদ্রের জলরাশি ক্ষুদ্র হস্তে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া সেচনপূর্ব্বক যে সমুদ্রতলস্থ মণিমুক্তাদি গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়, সেই ব্যক্তি কি উপযুক্ত কর্ণধার ব্যতীত সামুদ্র আবর্ত্তে নিমজ্জিত হয় না?

গীতা-মাহাত্ম্য

ঋষিরুবাচ

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ।
পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্ ॥ ১

ঋষি শৌনক বলিলেন, হে সূত, পুরাকালে নারায়ণ ক্ষেত্রে (নৈমিষারণ্যে) ব্যাসমুনি কর্তৃক কথিত গীতামাহাত্ম্য আমাকে যথাযথ বলুন। ১

সূত উবাচ

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ২

সূত বলিলেন, হে ভগবান্, আপনি শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন করিয়াছেন; কারণ ইহা অতিশয় গোপনীয়। কে গীতামাহাত্ম্য উত্তমরূপে বর্ণিতে পারেন? ২

কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্ ।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ ॥ ৩

ভগবান্ কৃষ্ণই গীতাপাঠের ফল সম্পূর্ণ রূপে জানেন। অর্জুন, ব্যাসদেব, শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য ও জনক উহা কিঞ্চিৎ মাত্র জানেন। ৩

অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিৎ বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪

অন্য সকলে উহা শ্রবণান্তে কিঞ্চিৎ কীর্তন করিয়া থাকেন। আমি ব্যাসমুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র বলিব। ৪

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎস সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৫

সকল উপনিষৎ গাভীতুল্য ও শ্রীকৃষ্ণ উহার দোহন কর্তা, অর্জুন বৎসতুল্য ও সুধীগণ গীতামৃতরূপ মহাদুগ্ধের ভোক্তা। ৫

সারথ্যমর্জুনস্যাদৌ কুর্বন্ গীতামৃতং দদৌ ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ॥ ৬

অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভুবনের উপকারার্থ যে গীতামৃত দিলেন, সেই পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। ৬

সংসার-সাগরং ঘোরং তর্তুমিচ্ছতি যো নরঃ ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ ॥ ৭

এই দুর্লঙ্ঘ্য সংসার-সাগর যে ব্যক্তি উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি গীতারূপ নৌকা গ্রহণ করিলে অনায়াসে উহা পার হইতে পারেন। ৭

গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ ।
মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্ ॥ ৮

অভ্যাসযোগে গীতাজ্ঞান লাভ না করিয়া যে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, সে মূঢ়মতি বালকেরও উপহাসাস্পদ হয়। ৮

যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্ ।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥ ৯

যাহারা দিবারাত্রি গীতাশাস্ত্র পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহারা নিঃসন্দেহে দেবতুল্য, মনুষ্য নহেন। ৯

গীতাজ্ঞানেন সম্বোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জুনায় বৈ ।
ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নির্গুণম্ ॥ ১০

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে গীতাতত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে সগুণ ও নির্গুণ ভক্তিতত্ত্ব নিহিত। ১০

সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভুক্তিমুক্তি-সমুচ্ছ্রিতৈঃ ।
ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদি কর্মসু ॥ ১১

ভুক্তি-মুক্তি সমুচ্ছ্রিত গীতাশাস্ত্রের আঠার অধ্যায়রূপ আঠার সোপানে আরোহণ করিলে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হয় ও প্রেমভক্তিমূলক কর্মে নিষ্ঠা জন্মে। ১১

সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎকার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥ ১২

গীতাতোয়ে সাধুর স্নান সংসারের মালিন্য নাশ করে; আর শ্রদ্ধাহীনের সেই কার্য্য হস্তীস্নানবৎ বৃথা হয়। ১২

গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ ॥ ১৩

যে গীতার পঠন ও পাঠন করিতে না জানে, এই নরলোকে তাহার সবকর্ম নিষ্ফল হয়। ১৩

যস্মাদ্‌গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥ ১৪

যে গীতাশাস্ত্র না জানে, তৎতুল্য অধম ব্যক্তি আর নাই। তাহার নরদেহে, শাস্ত্রজ্ঞানে ও কুলশীলে ধিক্। ১৪

গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবন্তদ্ গৃহাশ্রমম্ ॥ ১৫

যে গীতার্থ অবগত নহে, তদপেক্ষা নরাধম আর কেহ নাই। তাহার দেহ, পুণ্যশীলতা, গৃহাশ্রম ও সম্পদাদিতে ধিক্। ১৫

গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং জ্ঞানং মহত্তমম্ ॥ ১৬

গীতাশাস্ত্র যে না জানে তাহার সমান অধম মনুষ্য আর নাই। তাহার প্রারব্ধ কর্ম, প্রতিষ্ঠা, মহাপূজা ও মহাদান প্রভৃতি সর্ব কার্য্যে ধিক্। ১৬

গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ ॥ ১৭

গীতার্থ যাহার বুদ্ধিগত না হয়, তাহার সমস্তই নিষ্ফল। তাহার জ্ঞানদাতাকে ধিক্। তাহার ব্রত, নিষ্ঠা, তপস্যা ও সুনামে ধিক্। ১৭

গীতার্থ পঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
গীতাগীতং ন যজ্‌জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্ ॥
তন্মোঘং ধর্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্ ॥ ১৮

গীতার অর্থবোধ যাহার নাই, তাহার মত অধম মানব আর নাই। যে জ্ঞান গীতাশাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই, তাহা অসুরসুলভ জ্ঞান বলিয়া জানিবে। সেই জ্ঞান সর্বথা নিষ্ফল, ধর্মবিরোধী ও বেদ-বেদান্ত কর্তৃক বিনিন্দিত। ১৮

তস্মাৎ ধর্মময়ী গীতা সর্বজ্ঞানপ্রযোজিকা।
সর্বশাস্ত্র-সারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে ॥ ১৯

অতএব সেই ধর্মময়ী সর্বজ্ঞানপ্রদায়িনী সর্বশাস্ত্র-সাররূপা বিশুদ্ধা গীতা সর্ব শাস্ত্রের মধ্যে বিশিষ্ট জানিবে। ১৯

যোঽধীতে বিষ্ণুপর্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে।
স্বপন্ জাগ্রন্ চলংস্তিষ্ঠন্ শত্রুভির্ন স হীয়তে ॥ ২০

বিষ্ণুপর্বে ও একাদশীতে যিনি গীতা অধ্যয়ন করেন, তিনি নিদ্রিত, জাগ্রত চলন্ত বা উপবিষ্ট অবস্থায় শত্রুগণ কর্তৃক ত্রাসিত হন না। ২০

শালগ্রামে শিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠেৎ গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২১

যিনি শালগ্রাম শিলার সম্মুখে, দেবস্থানে বা শিবালয়ে, তীর্থস্থানে বা নদীতটে গীতা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। ২১

দেবকীনন্দনো কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈ র্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ২২

দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতা পাঠে যেরূপ তুষ্ট হন, তদ্রূপ বেদাধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, তীর্থদর্শন এবং ব্রতানুষ্ঠান দ্বারাও তুষ্ট হন না। ২২

গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্বশঃ ॥ ২৩

যিনি ভক্তিযুক্ত চিত্তে গীতা অধ্যয়ন করেন, তিনি সর্ব প্রকারে চতুর্বেদ, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণাদির সারমর্ম অবগত হন। ২৩

যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাসু চ।
যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪

যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে, শালগ্রাম সমীপে, সজ্জন সভায়, যজ্ঞস্থলে ও বিষ্ণুভক্তের নিকটে যিনি গীতা পাঠ করেন, তিনি পরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন। ২৪

গীতাপাঠং চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যা কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫

যিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি সদক্ষিণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হন। ২৫

যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্তয়ত্যেব যঃ পরম্।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রযাতি পরং পদম্। ২৬

যিনি গীতার্থ শ্রবণ ও কীর্তন করেন এবং অন্যকে গীতার্থ শ্রবণ করান, তিনি পরম পদ লাভ করেন। ২৬

গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ।
বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭

যিনি ভক্তিভরে বিধিপূর্বক সাদরে বিশুদ্ধ গীতা গ্রন্থ দান করেন, তাঁহার পত্নী প্রিয়া হন। ২৭

যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮

তিনি যশঃ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য প্রাপ্ত হন এবং স্নেহপাত্রদিগের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া পরম সুখ ভোগ করেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ২৮

অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতং চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চনং গৃহে ॥ ২৯

যে গৃহে গীতার অর্চনা হয়; তথায় অভিচার বা অভিশাপ জনিত দুঃখই আসিতে পারে না। ২৯

তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ কচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপং দুর্গতির্নরকং ন চ ॥ ৩০

তথায় ত্রিতাপ হইতে উদ্ভূত পীড়া, ব্যাধি, অভিশাপ, পাপ, দুর্গতি বা নরক যন্ত্রণা হয় না। ৩০

বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিং চাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১

তাঁহার দেহে বিস্ফোটকাদি ব্যাধি উৎপন্ন হয় না এবং কৃষ্ণপদে তাঁহার অব্যভিচারিণী দাস্য ভক্তি লাভ হয়। ৩১

জায়তে সততং সখ্যং সর্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ ॥ ৩২

গীতাপাঠে অভ্যস্থ ব্যক্তির সর্ব জীবের সহিত প্রীতি জন্মে। তিনি প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করিলেও ইহলোকে মুক্ত ও সুখী হন এবং কোন কর্মে লিপ্ত হন না। ৩২

স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্মণা নোপলিপ্যতে।
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ ॥
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা ॥ ৩৩

গীতাধ্যায়ী মহাপাপ ও অতিপাপ করিলেও পদ্মপত্রস্থিত জলবৎ সেই পাপ দ্বারা স্পৃষ্ট হন না। ৩৩

অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদিকৃতং চ যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পৃশ্যস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতং চ যৎ।
তৎসর্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫

অনাচার ও অকথ্যভাষণ জনিত সর্বপাপ, অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অস্পৃশ্য স্পর্শন সম্ভূত সর্বদোষ এবং জ্ঞানাজ্ঞানকৃত বা ইন্দ্রিয়কৃত সর্ব কলুষ গীতাপাঠ মাত্রেই বিনষ্ট হয়। ৩৪-৩৫

সর্বত্র প্রতিভোক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্বশঃ।
গীতাপাঠং প্রকুর্বাণঃ ন লিপ্যেত কদাচন ॥ ৩৬

সর্বত্র ভোজন এবং সর্বত্র প্রতিগ্রহ করিলেও গীতাপাঠে অনুরক্ত ব্যক্তি উক্ত পাপে লিপ্ত হন না। ৩৬

রত্নপূর্ণাং মহীং সর্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ।
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা ॥ ৩৭

শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্বক যিনি রত্নপূর্ণা পৃথিবীকে প্রতিগ্রহ করেন, তিনিও একমাত্র গীতাপাঠ দ্বারাই ধৌতপাপ হইয়া সুস্বচ্ছ স্ফটিকবৎ নির্মল হন। ৩৭

যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮

যাঁহার অন্তঃকরণ সর্বদা গীতাতত্ত্বে অনুরক্ত থাকে, তিনিই সাগ্নিক, তিনিই জাপক, তিনিই ক্রিয়াশীল ও তিনিই পণ্ডিত। ৩৮

দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি।
স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯

তিনিই দর্শনীয়, তিনিই ধনশালী, তিনিই মহাযোগী, তিনিই জ্ঞানবান্, তিনিই যাজ্ঞিক ও যাজক এবং তিনিই সর্ববেদার্থদর্শী। ৩৯

গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ততে।
তত্র সর্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে ।। ৪০

যথায় গীতাগ্রন্থের নিত্যপাঠ চলে, তথায় ভূতলস্থ প্রয়াগাদি সর্বতীর্থ বিরাজ করেন। ৪০

নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্বদা।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনঃ দেহরক্ষকাঃ ।। ৪১

তাঁহার জীবদ্দশায় এবং দেহান্তেও দেবগণ, ঋষিগণ ও যোগিগণ তাঁহার দেহরক্ষক হইয়া বাস করেন। ৪১

গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদ-ধ্রুব-পার্ষদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ততে ।। ৪২

যেখানে গীতাপাঠ প্রবর্তিত হয়, সেখানে বালকৃষ্ণ, গোপাল, নারদ ও ধ্রুব প্রভৃতি পার্ষদগণ সহ তাঁহার সহায়ক হন। ৪২

যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধিকা সহ ।। ৪৩

যথায় গীতার্থ বিচার এবং গীতার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হয়, তথায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা সহ সানন্দে বিরাজ করেন। ৪৩

শ্রীভগবানুবাচ

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ।। ৪৪

শ্রীভগবান বলিলেন, "হে পার্থ, গীতা আমার হৃদয়, গীতা আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, গীতা আমার চরম জ্ঞান ও গীতা আমার অব্যয় স্বরূপ। ৪৪

গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্ ।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ।। ৪৫

গীতা আমার পরম পদ, গীতা আমার উৎকৃষ্ট স্থান, গীতাই আমার অতি গুহ্য তত্ত্ব এবং গীতাই আমার সদ্গুরু । ৪৫

গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্ ।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকং পালয়াম্যহম্ ।। ৪৬

আমি গীতার আশ্রয়ে বাস করি, গীতা আমার শ্রেষ্ঠ গৃহ ও গীতাজ্ঞান আশ্রয়পূর্বক আমি ত্রিলোক পালন করি । ৪৬

গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ ।
অর্দ্ধমাত্রা পরা নিত্যা অনির্বাচ্যপদাত্মিকা ।। ৪৭

গীতাই ব্রহ্মরূপা, পরাবিদ্যা, অর্ধমাত্রাস্বরূপা ও অনির্বাচ্য পদাত্মিকা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । ৪৭

গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব ।
কীর্তনাৎ সর্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ।। ৪৮

হে পাণ্ডব, গীতার গুহ্যতম নামাবলী বলিতেছি, শ্রবণ কর । এই সকল গীতা নাম শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ সবপাপ বিদূরিত হয় । ৪৮

গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা ।
ব্রহ্মাবলি ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ।। ৪৯

গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা ও মুক্তিগেহিনী । ৪৯

অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥ ৫০

অর্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী ও তত্ত্বার্থজ্ঞান-মঞ্জরী। ৫০

ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্ ॥ ৫১

এই সকল গীতানাম যিনি স্থির চিত্তে নিত্য জপ করেন, তিনি জ্ঞান-সিদ্ধি লাভ করিয়া অন্তে পরম পদ প্রাপ্ত হন। ৫১

পাঠেঽসমর্থ সম্পূর্ণে তদর্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২

যিনি সম্পূর্ণ গীতা পাঠে অক্ষম হন, তিনি উহার অর্ধাংশ পাঠ করিবেন। ইহার ফলে তিনি গোদানের পুণ্য লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। ৫২

ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩

যিনি গীতার এক তৃতীয়াংশ পাঠ করেন, তিনি সোমযাগের ফল প্রাপ্ত হন। যিনি গীতার এক ষষ্ঠাংশ পাঠ করেন, তিনি গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করেন। ৫৩

তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেৎ ধ্রুবম্ ॥ ৫৪

যিনি নিত্য দুই অধ্যায় গীতা পাঠ করেন, তিনি এক কল্প কাল নিরন্তর ইন্দ্রলোকে বাস করেন। ৫৪

একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫

যিনি ভক্তিভরে প্রত্যহ এক অধ্যায় গীতা পাঠ করেন, তিনি রুদ্রগণরূপে দীর্ঘ কাল রুদ্রলোকে বাস করেন। ৫৫

অধ্যায়াশ্লোকার্ধপাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥ ৫৬

যিনি গীতার কোন অধ্যায়ের অর্ধাংশ বা একপাদ প্রত্যহ পাঠ করেন, তিনি একশত মন্বন্তর সূর্যলোকে বাস করেন। ৫৬

গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
ত্রিদ্ব্যেকমেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ॥
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা ॥ ৫৭

যিনি গীতার দশ, সাত, পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক বা অর্ধ শ্লোকও পাঠ করেন, তিনি অযুত বর্ষ চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। ৫৭

গীতার্থমেকপাদং চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রযাতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮

গীতার এক অধ্যায়, এক শ্লোক বা এক পাদ মাত্রের অর্থ স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনিও পরম পদ প্রাপ্ত হন। ৫৮

গীতার্থমপি পাঠং য়ো শৃণুয়াৎ অন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥ ৫৯

যে জন মৃত্যুকালে গীতার্থ বা গীতাপাঠ শ্রবণ করেন, তিনি মহাপাপী হইলেও মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন। ৫৯

গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রযাতি যঃ।
স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬০

যিনি গীতা-গ্রন্থসহিত সংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্ত হন ও বিষ্ণু সহ আনন্দে বাস করেন। ৬০

গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ ॥ ৬১

যিনি গীতার এক অধ্যায় সংযুক্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, তিনি আর নীচ যোনি প্রাপ্ত হন না। তিনি পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ করেন এবং সেই দেহে গীতাপাঠ করিয়া উত্তম গতি প্রাপ্ত হন। যিনি মৃত্যুকালে 'গীতা' এই শব্দ মাত্র উচ্চারণ করেন, তাঁহারও সদ্‌গতি লাভ হয়। ৬১

যদ্‌যদ্ কর্ম চ সর্বত্র গীতাপাঠ-প্রকীর্তিমৎ।
তত্তৎ কর্ম চ নির্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬২

গীতাপাঠপূর্বক যে যে শুভ কর্ম আরব্ধ হয়, সেই সেই কর্ম নির্দোষ হইয়া পূর্ণ ফল দানে সমর্থ হয়। ৬২

পিতৄনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ যান্তি স্বর্গতিম্ ॥ ৬৩

শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে গীতাপাঠ করিলে পিতৃগণ নরকে থাকিলেও আনন্দে স্বর্গে গমন করেন। ৬৩

গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রযান্ত্যেব পুত্রাশীর্বাদতৎপরাঃ ॥ ৬৪

শ্রাদ্ধতর্পিত পিতৃগণ গীতাপাঠে প্রসন্ন হইয়া পুত্রগণকে আশীর্বাদ করিতে করিতে পিতৃলোকে গমন করেন। ৬৪

গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥ ৬৫

যে জন ধেনুপুচ্ছযুক্ত গীতা গ্রন্থ দান করেন, তিনি সেই দিনই সম্যক্ কৃতার্থ হন। ৬৫

পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্ ॥ ৬৬

যিনি স্বর্ণসংযুক্ত গীতাপুস্তক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে দান করেন, তিনি আর পুনর্জাত হন না। ৬৬

শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ৬৭

যিনি এক শত গীতাগ্রন্থ দান করেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ও তাঁহার পুনর্জন্ম লাভের সম্ভাবনা থাকে না। ৬৭

গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬৮

গীতাদানের ফলে বিষ্ণুলোকে গমনপূর্বক তিনি সপ্ত কল্প কাল পর্যন্ত বিষ্ণুর সহিত পরম আনন্দ সম্ভোগ করেন। ৬৮

সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ ॥
তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসে স্থিতম্ ॥ ৬৯

সম্যক্ গীতার্থ শ্রবণপূর্বক যিনি গীতাগ্রন্থ দান করেন, তৎপ্রতি ভগবান প্রীত হন ও তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ৬৯

দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্বর্ণেষু ভারত।
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম ॥
হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরোঃ বিষমশ্নুতে ॥ ৭০

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র কুলে নরদেহ লাভ করিয়া যিনি অমৃতরূপিণী গীতা পাঠ বা শ্রবণ না করেন, তিনি হস্তস্থিত অমৃত ফেলিয়া বিষ পান করেন। ৭০

জনঃ সংসার-দুঃখার্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধা ভক্তিং সুখী ভবেৎ॥ ৭১

ঐহিক দুঃখে পীড়িত হইয়া যে জন গীতাজ্ঞান লাভ ও গীতামৃত পান করেন, তিনি ভক্তি লাভ করিয়া সদা সুখী হন। ৭১

গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্॥ ৭২

জনকাদি বহু ভূপাল গীতোপনিষৎ আশ্রয়পূর্বক সর্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছেন। ৭২

গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চারকেষু চ।
জ্ঞানেষেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণি॥ ৭৩

গীতার শ্লোক উচ্চারক ও গীতাজ্ঞান প্রাপক—এই উভয়ের মধ্যে ফলভেদ নাই; কারণ ব্রহ্মরূপা গীতা সর্বজনের নিকট সমভাবাপন্না। ৭৩

যোঽভিমানেন গর্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ।
সমেতি নরকং ঘোরং যাবদাভূত-সংপ্লবম্॥ ৭৪

অহংকৃত হইয়া যে মূঢ় ব্যক্তি গীতার নিন্দা করে, সে প্রলয়কাল পর্যন্ত ঘোর নরক ভোগ করে। ৭৪

অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ॥ ৭৫

যে মূঢ় ব্যক্তি অহংকার সহকারে গীতার্থ মান্য করে না, সে কল্পক্ষয় পর্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পচিতে থাকে। ৭৫

গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ।
স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি॥ ৭৬

যে ব্যক্তি অদূরে গীতাপাঠ হইতেছে জানিয়াও উহা শ্রবণ না করে, সে বহু জন্ম শূকর যোনি প্রাপ্ত হয়। ৭৬

চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ।
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ॥ ৭৭

যে গীতাগ্রন্থ চুরি করিয়া আনে, তাহার গীতাপাঠ সফল হয় না ও তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ৭৭

যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ।
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথাশ্রমঃ॥ ৭৮

যে গীতার্থ শ্রবণ না করিয়া পরমার্থ লাভের প্রয়াসী হয়, উন্মত্তের শ্রমতুল্য তাহার সেই প্রচেষ্টাও নিষ্ফল হয়। ৭৮

গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ॥ ৭৯

গীতা শ্রবণান্তে স্বর্ণ, ভোজ্য, পট্টবস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য পরমাত্মার প্রীত্যর্থ নিবেদন করিবে। ৭৯

বাচকং পূজয়েৎ ভক্ত্যা দ্রব্য-বস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ॥ ৮০

গীতার বাচক বা ব্যাখ্যাতাকে ভক্তিভরে বিবিধ দ্রব্য ও বস্ত্রাদি উপহার দিলে ভগবান হরি প্রসন্ন হন। ৮০

সূত উবাচ

মাহাত্ম্যমেতদ্ গীতায়াং কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্।
গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ॥ ৮১

সূত বলিলেন,—"যিনি গীতা পাঠান্তে শ্রীকৃষ্ণোক্ত এই পুরাতন গীতা-মাহাত্ম্য পাঠ করেন, তিনি যথোক্ত ফলভোগী হন।" ৮১

গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮২

যিনি গীতাপাঠ করিয়া গীতা-মাহাত্ম্য পাঠ না করেন, তাঁহার গীতাপাঠের ফল লাভ হয় না ও শ্রমই সার হয়। ৮২

এতন্মাহাত্ম্য সংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৩

এই মাহাত্ম্য সংযুক্ত গীতা যিনি শ্রদ্ধাভরে পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি পরাগতি প্রাপ্ত হন। ৮৩

শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্বসুখাবহম্ ॥ ৮৪

ইতি বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে শ্রীমদ্‌গীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্।

যিনি অর্থবোধ সহকারে গীতাশাস্ত্র ও গীতামাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাঁহারই সর্বসুখপ্রদ পুণ্য ফল লাভ হয়। ৮৪

শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারোক্ত গীতা-মাহাত্ম্যের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্লোক-সূচী

(অকারাদি বর্ণক্রমে)

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
অ		
অকীর্তিং চাপি ভূতানি	২	৩৪
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম	৮	৩
অক্ষরাণামকারোঽস্মি	১০	৩৩
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্ল	৮	২৪
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ং	২	২৪
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা	৪	৬
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ	৪	৪০
অত্র শূরা মহেষ্বাসা	১	৪
অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং	৩	৩৬
অথ চিত্তং সমাধাতুং	১২	৯
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যম্	২	৩৩
অথ চৈনং নিত্যজাতং	২	২৬
অথবা বহুনৈতেন	১০	৪২
অথবা যোগিনামেব	৬	৪২
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা	১	২০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি	১২	১১
অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি	১১	৪৫
অদেশকালে যদ্দানং	১৭	২২
অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং	১২	১৩
অধর্মং ধর্মমিতি যা	১৮	৩২
অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ	১	৪০
অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতা	১৫	২
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ	৮	৪
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র	৮	২
অধিষ্ঠানং তথা কর্তা	১৮	১৪
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং	১৩	১২
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং	১৮	৭০
অনন্তবিজয়ং রাজা	১	১৬
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং	১০	২৯
অনন্যচেতা সততং	৮	১৪
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং	৯	২২
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ	১২	১৬
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ	১৩	৩২
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যং	১১	১৯
অনাশ্রিতঃ কর্মফলং	৬	১
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ	১৮	১২
অনুদ্বেগকরং বাক্যং	১৭	১৫
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাং	১৮	২৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা	১৬	১৬

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
অনেকবক্ত্রনয়নং	১১	১০
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং	১১	১৬
অন্তকালে চ মামেব	৮	৫
অন্তবত্তু ফলং তেষাং	৭	২৩
অন্তবন্ত ইমে দেহা	২	১৮
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি	৩	১৪
অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ	১	৯
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ	১৩	২৬
অপরং ভবতো জন্ম	৪	৪
অপরে নিয়তাহারাঃ	৪	৩০
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং	৭	৫
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং	১	১০
অপানে জুহ্বতি প্রাণং	৪	২৯
অপি চেৎ সুদুরাচারো	৯	৩০
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ	৪	৩৬
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য	১	৩৫
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ	১৪	১৩
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো	১৭	১১
অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি	১৬	১
অভিসন্ধায় তু ফলং	১৭	১২
অভ্যাসযোগযুক্তেন	৮	৮
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি	১২	১০
অমানিত্বমদম্ভিত্বং	১৩	৮
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য	১১	২৬

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
অমী হি ত্বাং সুরসংঘা	১১	২১
অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো	৬	৩৭
অয়নেষু চ সর্বেষু	১	১১
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ	১৮	২৮
অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ	৯	১১
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্	২	৩৬
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি	২	১৭
অবিভক্তং চ ভূতেষু	১৩	১৭
অব্যক্তাদীনি ভূতানি	২	২৮
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ	৮	১৮
অব্যক্তঃ ক্ষর ইত্যুক্ত	৮	২১
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ম্	২	২৫
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং	৭	২৪
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং	১৭	৫
অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং	২	১১
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ	৯	৩
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং	১৭	২৮
অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং	১০	২৬
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র	১৮	৪৯
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ	১৩	১০
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে	১৬	৮
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুঃ	১৬	১৪
অসংযতাত্মনা যোগো	৬	৩৬
অসংশয়ং মহাবাহো	৬	৩৫

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে	১	৭
অহঙ্কারং বলং ...সংশ্রিতাঃ	১৬	১৮
অহঙ্কারং বলং ...পরিগ্রহং	১৮	৫৩
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ	৯	১৬
অহমাত্মা গুড়াকেশঃ	১০	২০
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা	১৫	১৪
অহং সর্বস্য প্রভবঃ	১০	৮
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং	৯	২৪
অহিংসা সত্যমক্রোধঃ	১৬	২
অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ	১০	৫
অহোবত মহৎ পাপং	১	৪৪
আ		
আখ্যাহি মে কো ভবান্	১১	৩১
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি	১৬	১৫
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ	১৬	১৭
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র	৬	৩২
আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ	১০	২১
আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং	২	৭০
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ	৮	১৬
আয়ুধানামহং বজ্রং	১০	২৮
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য	১৭	৮
আরুরুক্ষোর্মুনে যোগং	৬	৩
আবৃতং জ্ঞানমেতেন	৩	৩৯
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ	১৬	১২
আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি	২	২৯
আসুরীং যোনিমাপন্নাঃ	১৬	২০
আহারস্ত্বপি সর্বস্য	১৭	৭
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে	১০	১৩
ই		
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন	৭	২৭
ইচ্ছাদ্বেষঃ সুখং দুঃখং	১৩	৭
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং	১৩	১৯
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রং	১৫	২০
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং	১৮	৬৩
ইত্যর্জুনং বাসুদেবঃ	১১	৫০
ইত্যহং বাসুদেবস্য	১৮	৭৪
ইদং তু তে গুহ্যতমং	৯	১
ইদং তে নাতপস্কায়	১৮	৬৭
ইদমদ্য ময়া লব্ধং	১৬	১৩
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য	১৪	২
ইদং শরীরং কৌন্তেয়	১৩	২
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে	৩	৩৪
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং	২	৬৭
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ	৩	৪২
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঃ	৩	৪০
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং	১৩	৯
ইমং বিবস্বতে যোগং	৪	১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি	৩	১২

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়-শ্লোক	
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং	১১	৭
ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গো	৫	১৯
ঈ		
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং	১৮	৬১
উ		
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং	১০	২৭
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি	১৫	১০
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ	১৫	১৭
উৎসন্নকুলধর্মাণাং	১	৪৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ	৩	২৪
উদারাঃ সর্ব এবৈতে	৭	১৮
উদাসীনবদাসীনো	১৪	২৩
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং	৬	৫
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ	১৩	২৩
ঊ		
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ	১৪	১৮
ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখং	১৫	১
ঋ		
ঋষিভির্বহুধা গীতং	১৩	৫
এ		
এতৎ শ্রুত্বা বচনং কেশবস্য	১১	৩৫
এতদ্যোনীনি ভূতানি	৭	৬
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ	৬	৩৯
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি	১	৩৪
এতান্যপি তু কর্মাণি	১৮	৬
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য	১৬	৯
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ	১০	৭
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়	১৬	২২
এবমুক্তো হৃষিকেশো	১	২৪
এবমুক্ত্বা ততো রাজন্	১১	৯
এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে	১	৪৬
এবমুক্ত্বা হৃষিকেশং	২	৯
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বং	১১	৩
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম	৪	১৫
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং	৪	২
এবং প্রবর্তিতং চক্রং	৩	১৬
এবং বহুবিধা যজ্ঞা	৪	৩২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা	৩	৪৩
এবং সততযুক্তা যে	১২	১
এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে	২	৩৯
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ	২	৭২
ও		
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম	৮	১৩
ওঁ তৎ সদিতি নির্দেশঃ	১৭	২৩
ক		
কচ্চিৎ এতৎ শ্রুতং পার্থ	১৮	৭২
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টঃ	৬	৩৮
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ	১৭	৯

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ	১	৩৮
কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে	২	৪
কথং বিদ্যামহং যোগীন্	১০	১৭
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি	২	৫১
কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ	১৪	১৬
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্	৩	২০
কর্মণ হ্যপি বোদ্ধব্যম্	৪	১৭
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ	৪	১৮
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে	২	৪৭
কর্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি	৩	১৫
কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য	৩	৬
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং	১৭	৬
কবিং পুরাণম্	৮	৯
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্	১১	৩৭
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং	৪	১২
কাম এষ ক্রোধ এষঃ	৩	৩৭
কামক্রোধবিমুক্তানাং	৫	২৬
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং	১৬	১০
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ	২	৪৩
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ	৭	২০
কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং	১৮	২
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা	৫	১১
কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ	২	৭
কার্যকারণকর্তৃত্বে	১৩	২১
কার্যমিত্যেব যৎকর্ম	১৮	৯
কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ	১১	৩২
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ	১	১৭
কিং কর্ম কিমকর্মেতি	৪	১৬
কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং	৮	১
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ	১	৩২
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ	৯	৩৩
কিরীটিনং গদিনং চক্র	১১	৪৬
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ	১১	১৭
কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং	২	২
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি	১	৩৯
কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং	১১	৪৪
কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতান্	১৪	২১
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ	২	৬৩
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং	১২	৫
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ	২	৩
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা	৯	৩১
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবং	১৩	৩৫
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাংবিদ্ধি	১৩	৩

গ

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য	৪	২৩
গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী	৯	১৮
গামাবিশ্য চ ভূতানি	১৫	১৩

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্	১৪	২০
গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্	২	৫
চ		
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ	৬	৩৪
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং	৭	১৬
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং	৪	১৩
চিন্তামপরিমেয়াং চ	১৬	১১
চেতসা সর্বকর্মাণি	১৮	৫৭
জ		
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং	৪	৯
জরামরণমোক্ষায়	৭	২৯
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ	২	২৭
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য	৬	৭
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে	৯	১৫
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা	৬	৮
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ	১৮	১৯
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা	১৮	১৮
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানং	৭	২
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং	৫	১৬
জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি	১৩	১৩
জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সন্ন্যাসী	৫	৩
জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে	৩	১
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ	১৩	১৮
ত		
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে	১	৩৩
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য	১৮	৭৭
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং	১৫	৪
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ	১	১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে	১	১৪
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো	১১	১৪
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক চ	১৩	৪
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো	৩	২৮
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং	৬	৪৩
তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ	১৪	৬
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থ	১	২৬
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং	১১	১৩
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা	৬	১২
তত্রৈবং সতি কর্তারং	১৮	১৬
তদিত্যনভিসন্ধায়	১৭	২৫
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন	৪	৩৪
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানঃ	৫	১৭
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী	৬	৪৬
তপাম্যহমহং বর্ষং	৯	১৯
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি	১৪	৮
তমুবাচ হৃষিকেশঃ	২	১০
তমেব শরণং গচ্ছ	১৮	৬২
তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে	১৬	২৪

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং	১১	৪৪
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ	৩	৪১
তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব	১১	৩৩
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু	৮	৭
তস্মাৎ অজ্ঞানসম্ভূতং	৪	৪২
তস্মাদশক্তঃ সততং	৩	১৯
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং	২	২৫
তস্মাৎ ওমিত্যুদাহৃত্য	১৭	২৪
তস্মাৎ যস্য মহাবাহো	২	৬৮
তস্মান্নার্হাঃ বয়ং হন্তুং	১	৩৬
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং	১	১২
তং তথা কৃপয়াবিষ্টং	২	১
তং বিদ্যাৎ দুঃখসংযোগ	৬	২৩
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্	১৬	১৯
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়	১	২৭
তানি সর্বাণি সংযম্য	২	৬১
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী	১২	১৯
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচং	১৬	৩
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং	৯	২১
তেষামহং সমুদ্ধর্তা	১২	৭
তেষামেবানুকম্পার্থং	১০	১১
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তো	৭	১৭
তেষাং সততযুক্তানাং	১০	১০
ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং	৪	২০
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে	১৮	৩
ত্রিগুর্ণময়ৈর্ভাবৈঃ	৭	১৩
ত্রিবিধং নরকস্যেদং	১৬	২১
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা	১৭	২
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ	২	৪৫
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ	৯	২০
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং	১১	১৮
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ	১১	৩৮
দ		
দণ্ডো দময়তামস্মি	১০	৩৮
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ	১৬	৪
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে	১১	২৫
দাতব্যমিতি যদ্দানং	১৭	২০
দিবি সূর্যসহস্রস্য	১১	১২
দিব্যমাল্যাম্বরধরং	১১	১১
দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম	১৮	৮
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ	২	৫৬
দূরেণ হ্যবরং কর্ম	২	৪৯
দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং	১	২
দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং	১১	৫১
দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ	১	২৮
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং	১৭	১৪
দেবান্ ভাবয়তানেন	৩	১১
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে	২	১৩

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং	২	৩০
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং	৪	২৫
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায়	১৬	৫
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী	৭	১৪
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং	১	৪২
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং	১১	২০
দ্যূতং ছলয়তামস্মি	১০	৩৬
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞাঃ	৪	২৮
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ	১	১৮
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ	১১	৩৪
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে	১৫	১৬
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকে	১৬	৬
ধ		
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে	১	১
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নিঃ	৩	৩৮
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণ	৮	২৫
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে	১৮	৩৩
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ	১	৫
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি	১৩	২৫
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ	২	৬২
ন		
ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি	৫	১৪
ন কর্মণামনারম্ভাৎ	৩	৪
ন চ তস্মাৎ মনুষ্যেষু	১৮	৬৯
ন চ মৎস্থানি ভূতানি	৯	৫
ন চ মাং তানি কর্মাণি	৯	৯
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং	১	৩০
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি	১	৩১
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্ন	২	৬
ন জায়তে ম্রিয়তে বা	২	২০
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা	১৮	৪০
ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো	১৫	৬
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুং	১১	৮
নত্বেবাহং জাতু নাসং	২	১২
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম	১৮	১০
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য	৫	২০
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ	৩	২৬
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং	১১	২৪
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে	১১	৪০
ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি	৪	১৪
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া	৭	১৫
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং	৩	২২
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ	১০	২
ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে	১৫	৩
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈঃ	১১	৪৮
নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা	১৮	৭৩
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি	৩	৫
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং	৪	৩৮

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
ন হি দেহভৃতা শক্যং	১৮	১১
ন হি প্রপশ্যামি মম	২	৮
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি	৬	১৬
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং	৫	১৫
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং	১০	৪০
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং	১৪	১৯
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য	৪	৩২
নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ	২	১৬
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য	২	৬৬
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য	৭	২৫
নাহং বেদৈর্ন তপসা	১১	৫৩
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ	১৮	৭
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং	৩	৮
নিয়তং সঙ্গরহিতং	১৮	২৩
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা	৪	২১
নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষাঃ	১৫	৫
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র	১৮	৪
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ন	১	৩৫
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি	২	৪০
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্	৮	২৭
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি	২	২৩
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি	৫	৮
নৈব তস্য কৃতেনার্থো	৩	১৮

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
প		
পঞ্চৈতানি মহাবাহো	১৮	১৩
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং	৯	২৬
পরস্তস্মাৎ তু ভাবোঽন্যো	৮	২০
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম	১০	১২
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি	১৪	১
পরিত্রাণায় সাধূনাং	৪	৮
পবনঃ পবতামস্মি	১০	৩১
পশ্য মে পার্থ রূপাণি	১১	৫
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্	১১	৬
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে	১১	১৫
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণাম্	১	৩
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো	১	১৫
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্	১	৩৬
পার্থ নৈবেহ নামুত্র	৬	৪০
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য	১১	৪৩
পিতাহমস্য জগতো	৯	১৭
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ	৭	৯
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি	১৩	২২
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ	৮	২২
পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং	১০	২৪
পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব	৬	৪৪
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং	১৮	২১
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ	১৪	২২

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব	১৩	২০
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব	১৩	১
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য	৯	৮
প্রকৃতেগু´ণসংমূঢ়াঃ	৩	২৯
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি	৩	২৭
প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি	১৩	৩০
প্রজহাতি যদা কামান্	২	৫৫
প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু	৬	৪৫
প্রয়াণকালে মনসাচলেন	৮	১০
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্	৫	৯
প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনান্	১৬	৭
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে	১৮	৩০
প্রশান্তমনসং হ্যেনং	৬	২৭
প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ	৬	১৪
প্রসাদে সর্বদুঃখানাং	২	৬৫
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং	১০	৩০
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্	৬	৪১

ব

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য	৬	৬
বলং বলবতামস্মি	৭	১১
বহিরন্তশ্চ ভূতানাং	১৩	১৬
বহূনাং জন্মনামন্তে	৭	১৯
বহূনি মে ব্যতীতানি	৪	৫
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা	৫	২১
বীজং মাং সর্বভূতানাং	৭	১০
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ	২	৫০
বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ	১০	৪
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব	১৮	২৯
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তঃ	১৮	৫১
বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং	১০	৩৫
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহম্	১৪	২৭
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি	৫	১০
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা	১৮	৫৪
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ	৪	২৪
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং	১৮	৪১

ভ

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ	১১	৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি	১৮	৫৫
ভয়াদ্রণাৎ উপরতং	২	৩৫
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ	১	৮
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং	১১	২
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ	১	২৫
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং	৮	১৯
ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ	৭	৪
ভূয় এব মহাবাহো	১০	১
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং	৫	২৯
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং	২	৪৪

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
ম		
মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি	১৮	৫৮
মচ্চিত্তা মদগতপ্রাণাঃ	১০	৯
মৎকর্মকৃৎ মৎপরমো	১১	৫৫
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ	৭	৭
মদনুগ্রহায় পরমং	১১	১
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং	১৭	১৬
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু	৭	৩
মন্মনা ভব…মৎপরায়ণঃ	৯	৩৪
মন্মনা ভব…প্রিয়োঽসি	১৮	৬৫
মন্যসে যদি তৎ শক্যং	১১	৪
মম যোনির্মহদ্‌ ব্রহ্ম	১৪	৩
মমৈবাংশ জীবলোকে	১৫	৭
ময়া ততমিদং সর্বং	৯	৪
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ	৯	১০
ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং	১১	৪৭
ময়ি চানন্যযোগেন	১৩	১১
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি	৩	৩০
ময্যাবেশ্য মনো যে মাং	১২	২
ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ	৭	১
ময্যেব মন আধৎস্ব	১২	৮
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে	১০	৬
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং	১০	২৫
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ	৯	১৩
মহাভূতান্যহংকারঃ	১৩	৬
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ	১৪	২৬
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ	১	৩৪
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়	১১	৪৯
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়	২	১৪
মানাপমানয়োস্তুল্য	১৪	২৫
মামুপেত্য পুনর্জন্ম	৮	১৫
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য	৯	৩২
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী	১৮	২৬
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ	১৭	১৯
মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহং	১০	৩৪
মোঘাশা মোঘকর্মাণো	৯	১২
য		
য ইদং পরমং গুহ্যং	১৮	৬৮
য এনং বেত্তি হন্তারং	২	১৯
য এবং বেত্তি পুরুষং	১৩	২৪
যচ্চাপি সবভূতানাং	১০	৩৯
যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোঽসি	১১	৪২
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্‌	১৭	৪
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহং	৪	৩৫
যজ্ঞদানতপঃকর্ম	৩	১৩
যততো হ্যপি কৌন্তেয়	২	৬০
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং	১৫	১১
যতঃ প্রবৃত্তিঃ ভূতানাং	১৮	৪৬

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ	৫	২৮
যতো যতো নিশ্চরতি	৬	২৬
যৎকরোষি যদশ্নাসি	৯	২৭
যত্তদগ্রে বিষমিব	১৮	৩৭
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম	১৮	২৪
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্	১৮	২২
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং	১৭	২১
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিং	৮	২৩
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ	১৮	৭৮
যত্রোপরমতে চিত্তং	৬	২০
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে	৫	৭
যথাকাশস্থিতো নিত্যং	৯	৬
যথা দীপো নিবাতস্থো	৬	১৯
যথা নদীনাং বহবো	১১	২৮
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ	১৩	৩০
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং	১১	২৯
যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাৎ	১৩	৩৩
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নিঃ	৪	৩৭
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি	৮	১১
যদগ্রে চানুবন্ধে চ	১৮	৩৯
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য	১৮	৫৯
যদা তে মোহকলিলং	২	৫২
যদাদিত্যগতং তেজঃ	১৫	১২
যদা ভূতপৃথগ্ভাবং	১৩	৩১
যদা যদা হি ধর্মস্য	৪	৭
যদা বিনিয়তং চিত্তং	৬	১৮
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু	১৪	১৪
যদা সংহরতে চায়ং	২	৫৮
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু	৬	৪
যদি মামপ্রতিকারং	১	৪৫
যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং	৩	২৩
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং	২	৩২
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো	৪	২২
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ	৩	২১
যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং	১০	৪১
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি	১	৩৭
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং	১৮	৩৫
যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং	৮	৬
যয়া তু ধর্মকামার্থান্	১৮	৩৪
যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ	১৮	৩১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং	৬	২২
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুঃ	৬	২
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে	২	১৫
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য	১৬	২৩
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহঃ	২	৫৭
যজ্ঞদানতপঃকর্ম	১৮	৫
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো	৩	১৩
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো	৪	৩১

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র	৩	৯
যজ্ঞে তপসি দানে চ	১৭	১৭
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ	৩	১৭
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা	৩	৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহং	১৫	১৮
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো	১২	১৫
যস্য নাহংকৃতো ভাবো	১৮	১৭
যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ	৪	১৯
যাতযামং গতরসং	১৭	১০
যা নিশা সর্বভূতানাং	২	৬৯
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং	২	৪২
যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ	১৩	২৭
যাবৎ এতান্নিরীক্ষেঽহং	১	২২
যাবানর্থ উদপানে	২	৪৬
যান্তি দেবব্রতাঃ দেবান্	৯	২৫
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা	৫	১২
যুক্তাহারবিহারস্য	৬	১৭
যুঞ্জন্নেবং নিয়তমানসঃ	৬	১৫
যুঞ্জন্নেবং বিগতকল্মষঃ	৬	২৮
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তঃ	১	৬
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা	৭	১২
যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং	১২	২০
যে তু সর্বাণি কর্মাণি	১২	৬
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যং	১২	৩
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো	৩	৩২
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তাঃ	৯	২৩
যে মে মতমিদং নিত্যং	৩	৩১
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে	৪	১১
যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য	১৭	১
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং	৭	২৮
যে হি সংস্পর্শজাঃ ভোগাঃ	৫	২২
যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারামঃ	৫	২৪
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা	৫	৭
যোগসংন্যস্তকর্মাণং	৪	৪১
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি	২	৪৮
যোগিনামপি সর্বেষাং	৬	৪৭
যোগী যুঞ্জীত সততং	৬	১০
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং	১	২৩
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি	১২	১৭
যো মামজমনাদিঞ্চ	১০	৩
যো মামেবমসংমূঢ়ো	১৫	১৯
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র	৬	৩০
যো যো যাং যাং তনুং	৭	২১
যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ	৬	৩৩
র		
রজসি প্রলয়ং গত্বা	১৪	১৫
রজস্তমশ্চাভিভূয়	১৪	১০
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি	১৪	৭

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়	৭	৮
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু	২	৬৪
রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুঃ	১৮	২৭
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য	১৮	৭৬
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং	৯	২
রুদ্রাণাং শংকরশ্চাস্মি	১০	২৩
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ	১১	২২
রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং	১১	২৩
ল		
লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণং	৫	২৫
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ	১১	৩০
লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা	৩	৩
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ	১৪	১২
ব		
বক্তুমর্হস্যশেষেণ	১০	১৬
বক্ত্রানি তে ত্বরমানা	১১	২৭
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ	১১	৩৯
বাসাংসি জীর্ণানিযথা	২	২২
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে	৫	১৮
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং	১৭	১৩
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী	১৮	৫২
বিষয়া বিনিবর্তন্তে	২	৫৯
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ	১৮	৩৮
বিস্তরেণাত্মনো যোগং	১০	১৮

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্	২	৭১
বীতরাগভয়ক্রোধাঃ	৪	১০
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি	১০	৩৭
বেদানাং সামবেদোঽস্মি	১০	২২
বেদাবিনাশিনং নিত্যং	২	২১
বেদাহং সমতীতানি	৭	২৬
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু	৮	২৮
বেপথুশ্চ শরীরে মে	১	২৯
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি	২	৪১
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন	৩	২
ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবান্	১৮	৭৫
শ		
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং	৫	২৩
শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ	৬	২৫
শমো দমস্তপঃ শৌচং	১৮	৪২
শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ	১৮	১৫
শরীরং যদবাপ্নোতি	১৫	৮
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে	৮	২৬
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য	৬	১১
শুভাশুভ ফলৈরেবং	৯	২৮
শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং	১৮	৪৩
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং	১৭	১৭
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ	১৮	৭১

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং	৪	৩৯
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে	২	৫৩
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাৎ	৪	৩৩
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো ভয়াবহঃ	৩	৩৫
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো কিল্বিষং	১৮	৪৭
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ	১২	১২
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে	৪	২৬
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ	১৫	৯
স		
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য	৪	৩
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো	৩	২৫
সখেতি মত্বা প্রসভং	১১	৪১
স ঘোষঃ ধার্তরাষ্ট্রাণাং	১	১৯
সংকরো নরকায়ৈব	১	৪১
সংকল্পপ্রভবান কামান্	৬	২৪
সততং কীর্তয়ন্তো মাং	৯	১৪
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ	৭	২২
সৎকারমানপূজার্থং	১৭	১৮
সত্ত্বং রজস্তম ইতি	১৪	৫
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি	১৪	৯
সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং	১৪	১৭
সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য	১৭	৩
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ	৩	৩৩
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ	১৭	২৬

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী	১২	১৪
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো	৫	৬
সংন্যাসস্য মহাবাহো	১৮	১
সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ	৫	১
সন্ন্যাসং কর্মযোগশ্চ	৫	২
সমদুঃখঃ সুখঃ স্বস্থঃ	১৪	২৪
সমং কায়শিরোগ্রীবং	৬	১৩
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র	১৩	২৯
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু	১৩	২৮
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ	১২	১৮
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু	৯	২৯
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ	১০	৩২
সর্ব্বকর্মাণি মনসা	৫	১৩
সর্ব্বকর্মাণ্যপি সদা	১৮	৫৬
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ	১৮	৬৪
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ	১৩	১৪
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য	৮	১২
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্	১৪	১১
সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য	১৮	৬৬
সর্বভূতস্থমাত্মানং	৬	২৯
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং	৬	৩১
সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয়	৯	৭
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং	১৮	২০
সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে	১০	১৪

শ্লোকের প্রথমাংশ	অধ্যায়	শ্লোক
সর্বযোনিষু কৌন্তেয়	১৪	৪
সর্বস্য চাহং হৃদি	১৫	১৫
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি	৪	২৭
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং	১৩	১৫
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো	৪	৩১
সহজং কর্ম কৌন্তেয়	১৮	৪৮
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা	৩	১০
সহস্রযুগপর্য্যন্তং	৮	১৭
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং	১২	৪
সাধিভূতাধিদৈবং মাং	৭	৩০
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালা	৫	৪
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম	১৮	৫০
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা	২	৩৮
সুখমাত্যন্তিকং যৎতৎ	৬	২১
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং	১৮	৩৬
সুদুর্দর্শমিদং রূপং	১১	৫২
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন	৬	৯
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে	১	২১
স্থানে হৃষিকেশ তব	১১	৩৬
স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা	২	৫৪
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যান্	৫	২৭
স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য	২	৩১
স্বভাবজেন কৌন্তেয়	১৮	৬০
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং	১০	১৫
স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ	১৮	৪৫
হ		
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং	২	৩৭
হন্ত তে কথয়িষ্যামি	১০	১৯
হৃষিকেশং তদা বাক্যং	১	২১

—::—

গীতাপাঠবিধি

এক

স্নান ও সন্ধ্যাদি সমাপনান্তে শুদ্ধ ভাবে শান্ত চিত্তে পবিত্র আসনে বসিয়া গীতাশাস্ত্রের পূজা পঞ্চোপচারে করিবে। যেমন অখণ্ড চণ্ডীপাঠের পূর্বে চণ্ডী-গ্রন্থের পূজা করিতে হয়, তদ্রূপ অখণ্ড গীতাপাঠের পূর্বে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য—এই পঞ্চ উপচারে গীতাপূজা করিবে। আসামের ধর্মগুরু শঙ্করদেবের ভক্তবৃন্দ কৃষ্ণমূর্তির পরিবর্তে কৃষ্ণের বাণীরূপ ভাগবতকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ও পূজা করেন। পাঞ্জাবের নানকপন্থী শিখগণ নিরাকারবাদী হইয়াও গুরুদ্বারাতে শিখগুরুগণের বাণীমূর্তি গ্রন্থসাহেবকে পূজা করেন। সুতরাং চণ্ডীপূজা বা গীতাপূজা ধর্মসঙ্গত।

ওঁ অস্য শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-মালামন্ত্রস্য শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ঋষিঃ অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা দেবতা 'অশোচ্যান্ অন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে' (২।১১) ইতি বীজম্। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' (১৮।৬৬) ইতি শক্তিঃ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ' (১৮।৬৬) ইতি কীলকম্।

করন্যাস—'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ' (২।২৩) ইতি অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ' (২।২৩) ইতি তর্জনীভ্যাং স্বাহা। অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ অদাহ্যোঽয়ম্ অক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ' (২।২৪) ইতি মধ্যমাভ্যাং বষট্। 'নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ (২।২৪) ইতি অনামিকাভ্যাং হুম্। 'পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ' (১১।৫) ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। 'নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ' (১১।৫) ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। ইতি করন্যাসঃ।

অঙ্গন্যাস—'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ' ইতি হৃদয়ায় নমঃ। 'ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ' ইতি শিরসে স্বাহা। 'অচ্ছেদ্যোঽয়ং অদাহ্যোঽয়ং অক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ইতি শিখায়ৈ বষট্। 'নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ' ইতি কবচায় হুং। 'পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ' ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। 'নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ' ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। ইতি অঙ্গন্যাসঃ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থং পাঠে বিনিয়োগঃ। এই সুশুভ সংকল্পান্তে গীতাকবচ ও গীতাধ্যান পাঠ করিবে। শ্রীভগবানকে স্মরণ ও প্রণাম করিয়া গীতাতত্ত্ব হৃদয়ে প্রকটিত করিবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইয়া গীতাপাঠ আরম্ভ করিতে হয়। অখণ্ড গীতাপাঠান্তে গীতামাহাত্ম্য অবশ্য পঠনীয়। শুদ্ধ পাঠ ও অর্থবোধ সহকারে গীতাপাঠ করিলে সংকল্পসিদ্ধি সুনিশ্চিত। নিত্যপাঠার্থ গীতাধ্যান পাঠান্তে একটী অধ্যায় পাঠ করিবে। তখন গীতাপূজা বা করন্যাসাদি বা গীতা-মাহাত্ম্য পড়িতে হইবে না। কৃষ্ণভক্ত পুরুষ ও নারী উভয়েই গীতাপাঠের অধিকারী। আমাদের মন্দিরে জনৈকা ব্রাহ্মণী অখণ্ড চণ্ডীপাঠ ও গীতাপাঠ করেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ ভারতে কোন স্থানে গীতাপাঠ সময়ে কোন অজ্ঞ ভক্তকে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে দেখেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া উক্ত ভক্ত বলিয়াছিলেন, "আমি গীতার্থ বুঝিতে না পারিলেও মানস নয়নে দেখিতেছি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রথে বসিয়া অর্জুনকে গীতাশাস্ত্র উপদেশ করিতেছেন।'—এইরূপ ভক্তিভরে গীতা শ্রবণ কর্তব্য। শ্রদ্ধাভরে গীতাপাঠ বা গীতাশ্রবণ করিলে ত্রিতাপ বিদূরিত হয়; আর শ্রদ্ধাহীন পাঠক বা শ্রোতার পাঠ বা শ্রবণ হস্তীস্নানবৎ নিষ্ফল হয়।

দুই

ভগবদ্গীতা মন্ত্রমালারূপে নির্দেশিত বা বিশেষিত। দুর্গা-সপ্তশতীর ন্যায় সপ্তশত শ্লোকময়ী গীতারূপ মন্ত্রমালা গূঢ় অর্থে পরিপূর্ণ। যাহা মনন করিলে

ত্রাণ পাওয়া যায় তাহাই মন্ত্র। সেই জন্য চণ্ডীজপবৎ গীতাজপ কৈবল্যদায়ক। গীতার প্রত্যেক শ্লোকের গূঢ়ার্থ ধ্যান করিলে অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব উপলব্ধ হয়। গুরুমুখে গীতাব্যাখ্যা অবশ্য শ্রোতব্য। গীতার দেবতা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ শব্দ ব্রহ্মবাচক, শ্রীকৃষ্ণ সাকার ব্রহ্ম, 'মানুষীতনুমাশ্রিত' ভগবান, মায়াতীত পরম পুরুষ। তাঁহার নররূপের পশ্চাতে বিশ্বরূপ লুক্কায়িত আছে। প্রিয় সখা অর্জুনও ইহা জানিতেন না। তাই ভগবান তাঁহাকে দেবগণের আকাঙ্ক্ষিত বিশ্বরূপ দেখাইলেন। পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা এক বস্তু বা তত্ত্ব নির্দেশক। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে এই শ্লোক প্রচলিত—

পরমাত্মা পরব্রহ্ম নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরঃ।
কারণং কারণানাঞ্চ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ং॥

শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তিনি সর্বকারণের মূল কারণ এবং পরমা প্রকৃতির অতীত নির্গুণ পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম। ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে যে, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম ও ভগবান এই তিন শব্দ একার্থবোধক। অথর্ববেদীয় গোপালপূর্বতাপনীয় উপনিষদে আছে—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

কৃষ্ণ শব্দের অন্তর্গত কৃষ্ ও ন অংশদ্বয় যথাক্রমে ভূমিবাচক ও আনন্দবাচক। এই দুই অংশের সমানাধিকরণে পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ অভিহিত হন। টীকাকার শ্রীধরস্বামীও কৃষ্ণ শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবানের শরণাগতিই গীতার শক্তি। গীতার অন্তিম অধ্যায়ে তাঁহার শরণাগত হইবার জন্যই ভগবান অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন। অবতারে অটল বিশ্বাস গীতার কীলক বা আশ্রয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "অবতারে বিশ্বাস আসিলে পূর্ণজ্ঞান বা পরামুক্তি লাভ হয়।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য নিষ্ঠাভরে গীতাপাঠ করিতে হয়। অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া গীতাজপ আরম্ভ করিবে। গীতামন্ত্রমালার জপক্রম অত্যন্ত সরল। গীতাধ্যান ও গীতাকবচ পাঠান্তে

আঠার অধ্যায় পর পর পড়িবে ও সর্বশেষে মাহাত্ম্য পাঠ করিবে। ভগবৎ-গীতারূপ মন্ত্রমালার মালাকর বা ঋষি ব্যাসদেব। ঋষি ব্যাস বিশালবুদ্ধি, ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র ও কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। শ্রীমদ্ভাগবতে মহর্ষি ব্যাস ঈশ্বরের অবতাররূপে গৃহীত। ব্যাসশব্দ গীতায় তিন বার ব্যবহৃত ১০।১৩, ১৮।৭৫ ও ১০।৩৭ শ্লোকত্রয়ে। শেষোক্ত শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, 'মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ।' ইহার অর্থ, মুনিগণের মধ্যে আমিই ব্যাস। ব্যাসদেব সপ্ত চিরঞ্জীবীর অন্যতম। নিম্নলিখিত শ্লোকত্রয়ে মনোহর ব্যাসস্তুতি পাওয়া যায়—

ব্যাসং বশিষ্ঠনপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম্।
পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্ ॥
ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে।
নমো বৈ ব্রহ্মবিধয়ে বশিষ্ঠায় নমো নমঃ ॥
অচতুর্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরো হরিঃ।
অভাললোচনো শম্ভুর্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ॥

মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্যাসের আদিপুরুষ। বশিষ্ঠ ও নারদ ব্রহ্মার দুই মানসপুত্র। বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তি পুত্র পরাশর ও পরাশরপুত্র ব্যাস। হিমালয়ের মহাতীর্থ বদরীনারায়ণের সন্নিকটে ব্যাসের তপঃক্ষেত্র লোকে এখনও নির্দেশ করিয়া থাকে। বেদমন্ত্র-মুখরিত শিল্যবেষ্টিত ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিমতীরে ব্যাসের আশ্রম সম্যাপ্রাশ অবস্থিত। এই আশ্রম অদ্যাপি বদরী বৃক্ষে সুশোভিত, জনশূন্য ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। এই আশ্রমে নারদের সহিত ব্যাসের মিলন হয়। একদিন ব্যাসদেব মানব কল্যাণ চিন্তায় নিবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় নারদ আসিলেন এবং ব্যাসকে ব্যথিত ও বিষণ্ণ দেখিয়া বলিলেন, "হে মহাভাগ পরাশরপুত্র, আপনার দেহ ও মন বেশ সুস্থ আছে তো? আপনি ধর্মতত্ত্ব জানিতে উৎসুক ও জিজ্ঞাসু হইয়া উত্তমরূপেই জানিয়াছেন এবং সাধন দ্বারা তৎসমুদয় সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। আপনি চতুর্বর্গ সাধক অনুপম মহাভারত মহাকাব্যের রচয়িতা ও চতুর্বেদের বিভাগকর্তা। আপনি কেন

নিজেকে অকৃতার্থ ভাবিতেছেন?" ইহার উত্তরে নারদকে ব্যাস বলিলেন, "আমি বহু তপস্যা করিয়াছি ও বহু শাস্ত্র লিখিয়াছি; তথাপি 'নাত্মা পরিতুষ্যতে মে'—আমার চিত্ত পরিতুষ্ট হইতেছে না।" নারদ ব্যাসের অপূর্ণতা দেখাইয়া দিলেন এবং জ্ঞানের সহিত ভক্তি সংযুক্ত করিয়া সাধন করিতে বলিলেন। সুতরাং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই বর্তমান যুগধর্ম। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও স্বীয় জীবনে জ্ঞানভক্তির অপূর্ব সমন্বয় দেখাইয়াছেন। টীকাকার শ্রীধর স্বামীও গীতাব্যাখ্যায় এই সুদুর্লভ সমন্বয় সাধনে সংসিদ্ধ হইয়াছেন।

প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে বেদবিভাগকর্তা ও পুরাণকার ব্যাস অভিন্ন। টীকাকার শ্রীধর স্বামী শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকার প্রারম্ভেই বলেন, নানা পুরাণ রচনায় চিত্তপ্রসত্তিলাভে অক্ষম ও অপরিতুষ্ট হইয়া নারদের উপদেশে ব্যাসদেব শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনায় প্রবৃত্ত হন। বিষ্ণুপুরাণে (৩।৪।৭) আছে—

ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তুং প্রচক্রমে।
অথ শিষ্যান্ সজগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্॥

ব্রহ্মার নির্দেশে ব্যাস বেদবিভাগে প্রবৃত্ত হন। বেদবিভাগান্তে তিনি চারি বেদজ্ঞ শিষ্য—পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তুকে যথাক্রমে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ; সামবেদ ও অথর্ববেদ শিক্ষা দেন।

'ব্যাস' শব্দ পুংলিঙ্গ ও এইরূপে নিষ্পন্ন হয়—বি+অস্ ধাতু+ঘঞ্। ইহার ধাত্বর্থ বিস্তার। উক্ত মর্মে মহাভারতে (১।১।৫১) এই শ্লোক পাওয়া যায়।—

বিস্তীর্ণৈতৎ মহজ্‌জ্ঞানমৃষিঃ সংক্ষিপ্য চাব্রবীৎ।
ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্॥

ঋষি ব্যাস এই বিশাল মহৎ জ্ঞান সংক্ষেপে বলিলেন। এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি ইহলোকে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের প্রার্থিত। পূর্বোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, সমাসঃ সংক্ষেপঃ ব্যাসো বিস্তারঃ। "শব্দরত্নাবলী" অনুসারে ব্যাস শব্দের অন্য অর্থ মানভেদ। যে ব্রাহ্মণ পুরাণাদি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাকেও ব্যাস বলে। ব্যস্যতি বেদানিতি বেদব্যাসঃ। —বি+আ+

অস্+অচ্। বেদব্যাস নামের নিরুক্তি মহাভারতে (১০৫।১৪) এইরূপ দেখা যায়।—

যো ব্যস্য বেদাংশ্চতুরস্তপসা ভগবানৃষিঃ।
লোকে ব্যাসত্বমাপেদে কার্ষ্ণ্যাৎ কৃষ্ণত্বমেব চ॥

যে ভগবান্ ঋষি বেদরাশিকে তপোবলে চারি ভাগে বিভাগ করিয়া ব্যাস নামে অভিহিত হন, কৃষ্ণবর্ণ ও দ্বীপজাত বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ হইয়াছে। এই ব্যাস সুকুমারী সত্যবতীর গর্ভে পরাশর ঋষির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যাসদেব নিম্নলিখিত শাস্ত্রাদির রচয়িতারূপে সুপ্রসিদ্ধ—অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ লক্ষণ, পঞ্চরত্ন, গোলাধ্যায়, (ব্যাসসিদ্ধান্ত), তত্ত্ব-বোধ ও উহার টীকা, যোগসূত্রভাষ্য, দত্তকদর্পণ, তীর্থপরিভাষা, প্রতিমালক্ষণ, বালকৃষ্ণাষ্টক, বৃহৎ সংহিতা, ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত, বক্রতুণ্ডস্তোত্র, বক্রতুণ্ডাষ্টক, বিশ্বনাথাষ্টক, শিবতত্ত্ববিবেক, গঙ্গাস্তোত্র, ইতিহাস প্রভৃতি।

সাধারণতঃ বেদব্যাস এই সকল নামেও সুপরিচিত—মাঠর, দ্বৈপায়ন, পারাশর্য্য, কানীন্, বাদরায়ণ, ব্যাস, সত্যভারত, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পারাশরি, সত্যব্রত, বাদরায়ণি, সত্যবতীসুত ও সত্যরত।

মহাভারতের আদিপর্বে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ে ব্যাসদেবের জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ বিবৃত আছে। একদা পরাশর ঋষি তীর্থপর্য্যটনক্রমে যমুনায় উপস্থিত হইয়া রূপলাবণ্যবতী মুনিমনোহারিণী সুচারুহাসিনী, দাসনন্দিনী মৎস্যগন্ধাকে দর্শনমাত্র মদনবেদনায় অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া কহিলেন. 'হে কল্যাণি, তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।' সে বলিল, 'ভগবন্, ঐ দেখুন, নদীর উভয় তীরে পার হইবার জন্য ঋষিগণ উপস্থিত আছেন। এই সময়ে কিরূপে আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে?' তাহার এই কথা শুনিয়া ঋষিবর পরাশর যোগবলে কুজ্ঝটিকা সৃষ্টিপূর্ব্বক তৎপ্রদেশ তমোময় করিলেন। ঋষিসৃষ্ট কুজ্ঝটিকা দেখিয়া কন্যা লজ্জিতা ও বিস্মিতা হইয়া বলিল, "ভগবন্, আমি পিতার অধীন ও কুমারী। আপনার সহযোগে আমার কৌমার্য্য দূষিত হইবে। ইহা হইলে

গীতাধ্যান

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥ ১

হে গীতা, তুমি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃতা ও অর্জুনকে উপদিষ্টা এবং প্রাচীন মহর্ষি ব্যাসদেব কর্তৃক মহাভারতের মধ্যে ভীষ্মপর্বে সন্নিবিষ্টা। তুমি অষ্টাদশ অধ্যায়রূপিণী, অদ্বৈততত্ত্বামৃতবর্ষিণী ও সংসার-নাশিনী। হে মাতঃ, তোমাকে আমি ধ্যান করি।

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণ-
প্রজ্বালিতঃ জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ ২

হে ব্যাসদেব, আপনি বিশালবুদ্ধি ও আপনার চক্ষুঃদ্বয় প্রস্ফুটিত পদ্মপত্রতুল্য মনোহর। আপনি মহাভারতরূপ তৈলপূর্ণ জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়াছেন। আপনাকে প্রণাম করি। ২

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥ ৩

সমুদ্র মন্থন কালে উত্থিত দেবতরু পারিজাতবৎ যিনি আশ্রিত ভক্তের অভীষ্ট পূরণ করেন, অর্জুনের সারথিরূপে অশ্বচালনার্থ যিনি এক হস্তে বেত্র ও লাগাম ধারণ করেন, এবং যিনি গীতারূপ অমৃতদোহনকারী ও জ্ঞানমুদ্রাধারী সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ৩

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৪

সমস্ত উপনিষৎ গাভীসমূহ, উহাদের দোগ্ধা নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন বৎস, গীতামৃতই মহাদুগ্ধ ও বিবেকিগণই সেই দুগ্ধের পানকর্তা। ৪

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্ ॥ ৫

কংস ও চাণূর নামক দৈত্যদ্বয়ের বিনাশক, জননী দেবকীর পরমানন্দ দায়ক, বসুদেবের তনয় ও জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। ৫

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোপলা *
শল্যগ্রাহবতীকৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থাম-বিকর্ণ-ঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈঃ রণনদী কৈবর্তকে কেশবে † ॥ ৬

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধরূপ যে নদীতে ভীষ্ম ও দ্রোণরূপ দুই তীর, জয়দ্রথরূপ জল, গান্ধাররাজরূপ সুনীল প্রস্তর, শল্যরূপ কুম্ভীর, কৃপরূপ খরস্রোত, কর্ণরূপ উত্তাল তরঙ্গ, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণরূপ ভয়ঙ্কর মকরযুগল এবং দুর্যোধনরূপ আবর্তিনী ছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ণধার হওয়ায় পাণ্ডবগন সেই রণনদী নিশ্চিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ৬

পারাশর্য্য-বচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানক-কেশরং হরিকথা-সম্বোধনা বোধিতম্।
লোকে সজ্জন-ষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াৎ ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসিনঃ‡ শ্রেয়সে ॥ ৭

পরাশরপুত্র ব্যাসদেবের বাক্যরূপ সরোবরে উৎপন্ন, হরিকথাপ্রসঙ্গ দ্বারা প্রস্ফুটিত

* নীলোৎপলা ইতি অন্যঃ পাঠ
† কৈবর্তকঃ কেশবঃ ইতি বা পাঠঃ
‡ প্রধ্বংসি নঃ ইতি পাঠান্তরম্

আমি কিরূপে পিতৃগৃহে পুনঃপ্রবেশ করিব এবং কিরূপেই বা লোকসমাজে থাকিব? এই সকল বিষয় আদ্যোপান্ত বিবেচনান্তে যাহা উচিত তাহাই বিধান করুন।" ইহা শুনিয়া পরাশর প্রীত মনে কন্যাকে কহিলেন, "হে ভীরু, আমার অভিলাষ পূর্ণ করিলে তোমার কন্যাত্ব বিনষ্ট হইবে না। আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। মদীয় প্রসন্নতা কদাপি নিষ্ফল হয় না।" ঋষিবাক্যে আশ্বস্তা হইয়া মৎস্যগন্ধা কহিল, "আমার সর্ব্বাঙ্গ হইতে মৎস্যগন্ধ বিদুরিত ও সৌগন্ধ নির্গত হউক।" মৎস্যগর্ভে উৎপন্ন হওয়ায় সত্যবতীর সর্ব্বগাত্র হইতে মৎস্যগন্ধ বাহির হইত। পরাশর 'তথাস্তু' বলিয়া সত্যবতীকে এই বর দিলেন। অনন্তর ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধা সত্যবতী অভীষ্ট বর লাভে সন্তুষ্ট হইয়া মহর্ষি পরাশরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিল। তদবধি সেই যুবতীর নাম গন্ধবতী বলিয়া ত্রিভুবনে বিদিত হইল। লোকে এক যোজন অন্তর হইতে তাহার গাত্রগন্ধের আঘ্রাণ পাইত। এইরূপে সত্যবতী যমুনা নদীর দ্বীপে এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রের নাম ব্যাস। পরাশরপুত্র তেজস্বী ব্যাস মাতৃ-নির্দেশে তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন এবং জননীকে বলিলেন, কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিলেই আমি আসিব। উক্তরূপে পরাশরের ঔরসে ও সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করেন। যমুনাদ্বীপে জাত হওয়ায় তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইল। বেদবিভাগ করেন বলিয়া তিনি বেদব্যাস নামে অভিহিত। তিনি সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন ও স্বপুত্র শুকদেবকে চারি বেদ সংহিতা ও ভারত সংহিতা অধ্যয়ন করান। এই পঞ্চ ঋষি পঞ্চ সংহিতার প্রকাশক। এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত পুরাণ বচন পাওয়া যায়—

বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্।
কার্ষ্ণাঞ্চ পঞ্চমং বেদং যন্মহাভারতং স্মৃতম্।

ঋগ্বেদ সংহিতা, যজুর্ব্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা ও অথর্ববেদ সংহিতার ন্যায় ভারত সংহিতা বা মহাভারত পঞ্চম বেদ ও তদংশ গীতা উপনিষৎ। শান্তনুতনয় বিচিত্রবীর্য্য লোকান্তরিত হইলে সত্যবতী ব্যাসকে আহ্বানপূর্ব্বক বিধবা

পুত্রবধূগণের গর্ভোৎপাদনে নিযুক্ত করেন। ব্যাসের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মাত্মা বিদুরও ব্যাসনন্দন বলিয়া প্রথিত। পুরাণসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায়, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন কল্পে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কূর্মপুরাণ, বায়ুপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণে ২৮ জন ব্যাসের উল্লেখ আছে। তাঁহারা বিষ্ণু বা ব্রহ্মার বিভিন্ন স্বরূপরূপে বর্ণিত। কল্পে কল্পে ধর্মগ্লানি দর্শনে ধর্মরক্ষার্থ স্বয়ং ব্রহ্মা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। ব্যাস ব্যক্তিবিশেষ নহে। উহা বেদবিভাগকারী ঋষিগণের সম্মানজনক সাধারণ উপাধিবিশেষ। যেমন আমাদের দেশে ঋষিদের ব্যাস উপাধি দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ গ্রীসদেশেও জ্ঞানগরিমাব্যঞ্জক Homoros [হোমোরস] উপাধি বিদ্যমান আছে; কিন্তু অস্মদীয় ব্যাসবৃন্দ সনাতন। ব্রহ্মসূত্রকার, মহাভারতকার, অষ্টাদশ পুরাণকার ও চতুর্বেদের বিভাগকর্তা ব্যাসদেব এক ব্যক্তি—এইরূপ অনুমান অতিশয় অমূলক ও অযৌক্তিক। কূর্মপুরাণে (১।৫২।১—১০) উল্লিখিত ২৮ জন ব্যাসের নাম প্রদত্ত হইল। ইঁহারা প্রথমাদি দ্বাপরে পর পর সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন—স্বয়ম্ভূব, প্রজাপতি বা মনু, উশনা, বৃহস্পতি, সবিতৃ, মৃত্যু বা যম, ইন্দ্র, বশিষ্ঠ, সারস্বত, ত্রিধামন্, ঋষভ বা ত্রিবৃষণ্, সুতেজা বা ভারদ্বাজ, অন্তরীক্ষ বা ধর্ম, বপ্রবন্ বা সুচক্ষুঃ, ত্রয্যারুণি, ধনঞ্জয়, পৃতঞ্জয়, ঋতঞ্জয়, ভরদ্বাজ, গৌতম, উত্তম বা হর্য্যাত্মন্, বাচশ্রবস্, বেণ বা নারায়ণ; সোমমুখ্যায়ন বা তৃণবিন্দু, ঋক্ষ বা বাল্মীকি, শক্তি, পরাশর, জাতুকর্ণ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ। অতএব দ্বৈপায়নই সর্বশেষ ও সুপ্রসিদ্ধ ব্যাসদেব।

বিবিধ আখ্যানরূপ কেসরযুক্ত যে পদ্মের মধু এই জগতে সজ্জনরূপ ভ্রমরগণ নিত্য পান করেন, কলিকলুষনাশক গীতারূপ তীব্র সুগন্ধযুক্ত অমল মহাভারতরূপী সেই মহাপদ্ম আমাদের কল্যাণকারক হউক। ৭

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৮

যাঁহার কৃপা বোবাকে বাগ্মী করেন ও পঙ্গুকে পর্বত অতিক্রম করান, সেই পরমানন্দস্বরূপ শ্রীমাধবকে আমি বন্দনা করি। ৮

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুবন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ
বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৯

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাধ্যানং সমাপ্তম্

যাঁহাকে ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুদ্গণ দিব্য স্তব দ্বারা স্তব করেন, সামগায়কগণ ষড়ঙ্গ পদক্রম ও উপনিষৎ সহিত চতুর্বেদ দ্বারা যাঁহার মহিমা কীর্তন করেন, যোগীবৃন্দ ধ্যানে মগ্ন হইয়া তদ্গত অন্তরে যাঁহাকে দর্শন করেন এবং দেবাসুরবৃন্দ যাঁহার স্বরূপ অবগত নহেন, সেই পরম দেবতাকে প্রণাম করি। ৯

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ধ্যানানুবাদ সমাপ্ত

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥
ভারতে সর্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনোঽয়ং সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা ॥

গীতাকবচ *

ওঁ অস্যাঃ ভগবদ্গীতায়াঃ শ্রীবেদব্যাসো ভগবানৃষিঃ অনুষ্টুপাদি ছন্দাংসি। শ্রীকৃষ্ণো বাসুদেবঃ পরমাত্মা দেবতা 'অশোচ্যান্ অন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে' ইতি বীজং, 'সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' ইতি শক্তিঃ, অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ' ইতি কীলকম্, 'মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি' ইতি কবচং এবং প্রকারেণ শ্রীগোপালকৃষ্ণ বাসুদেব ভগবৎপ্রীত্যর্থং কবচজপে বিনিয়োগঃ।

শ্রীমজ্জ্ঞানাত্মনে শ্রীকৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।
শ্রীমদৈশ্বর্য্যাত্মনে বৈশ্বানরায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা।
শ্রীবাসুদেবায় মধ্যমাভ্যাং বষট্।
শ্রীমদ্বলাত্মনে বলভদ্রায় অনামিকাভ্যাং হুম্।
শ্রীমত্তেজসাত্মনে শ্রীকৃষ্ণায় কনিষ্ঠিকাভ্যাং বৌষট্।
শ্রীমদ্বিজয়াত্মনে গাণ্ডীবধন্বিনে শ্রীমদর্জ্জুনায় করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।

ইত্থং 'হৃদয়ায় নমঃ' 'শিরসে স্বাহা' 'শিখায়ৈ বষট্' 'কবচায় হুম্' 'নেত্রত্রয়ায় বৌষট্' চ 'করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্' ইতি অঙ্গন্যাসঃ।

যো গীতানাং সমূহেন শ্রোতুমিচ্ছতি পাণ্ডব।
স্বহৃদি ষষ্ঠকৈঃ শ্লোকৈঃ স্তুত এব ন সংশয়ঃ॥

---

* গীতাকবচ পাঠ ব্যতীত গীতাপাঠ পূর্ণফলপ্রদ হয় না। দুই তিন বর্ষ পূর্বে নৈমিষারণ্য প্রবাসী একটি ব্রাহ্মণবংশজ বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী অখণ্ড গীতাবৃত্তি করিতেন দিবারাত্রি জাগ্রৎ ও সুপ্ত অবস্থায়। সমগ্র গীতা তাঁহার কণ্ঠস্থ থাকায় তিনি অখণ্ড মানস আবৃত্তি করিতেন। দীর্ঘকাল অখণ্ডাবৃত্তির পূর্ণফল কেন হইতেছে না? এই চিন্তায় আকুল হইলে তিনি স্বপ্নাদেশ পান, বেলুড়ে আমার কাছে আসিয়া গীতাকবচ শিক্ষার্থ। তিনি আমার কাছে গীতা কবচ লইয়া গীতার সহিত পাঠ করিয়া পূর্ণফল পাইয়াছেন।

ওঁ নমো নারায়ণায়েতি করশুদ্ধিং কৃত্বা
মণিবন্ধে প্রকোষ্ঠে চ কূর্পরে হস্তয়োস্তলে।
করাগ্রে করপৃষ্ঠে চ করশুদ্ধিরুদাহৃতা ।
ওমিতি মূলমন্ত্রেণ ত্রিঃ প্রাণায়ামং কৃত্বা রেচকত্রয়ং কৃত্বা ।
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্ ।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং ॥ ১
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ২
ইতি হৃদয়ায় নমঃ ।

শ্রীমদৈশ্বর্য্যাত্মনে ছন্দসে শিরসি স্বাহা ।
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩
শ্রীমচ্ছক্ত্যাত্মনে শ্রীবেদব্যাসায় শিখায়ৈ বষট্ ।
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৪
শ্রীবলাত্মনে বলভদ্ররামায় কবচায় হুং ।
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ৫
শ্রীমত্তেজসাত্মনে শ্রীকৃষ্ণায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ।
ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ৬
শ্রীমদ্বিজয়াত্মনে গাণ্ডীবধন্বিনে শ্রীমদর্জ্জুনায় অস্ত্রায় ফট্ ।
ওঁ ভূর্ভুব স্বরোমিতি দিগ্বন্ধঃ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাকবচং সমাপ্তম্ । শ্রীকৃষ্ণায়ার্পণমস্তু ।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

প্রথম অধ্যায়

বিষাদযোগ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়॥ ১

অন্বয়—ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ, সঞ্জয় ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ মামকাঃ[১] পাণ্ডবাঃ চ এব সমবেতাঃ কিম্‌ অকুর্বত ? ১

মূলের অনুবাদ—ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে সঞ্জয়, ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে[২] যুদ্ধাভিলাষী মৎপুত্রগণ ও পাণ্ডবগণ একত্রিত হইয়া কি করিলেন ?১

শ্রীধরস্বামীকৃতা সুবোধিনী টীকার উপক্রমণিকা

শেষাশেষ-মুখব্যাখ্যা চাতুর্যং ত্বেক-বক্ত্রতঃ।
দধানমদ্ভুতং বন্দে পরমানন্দমাধবম্‌॥ ১
শ্রীমাধবং প্রণম্যোমাধবং বিশ্বেশমাদরাৎ।
তদ্‌ভক্তি-যন্ত্রিতঃ কুর্বে গীতাব্যাখ্যাং সুবোধিনীম্‌॥ ২

---

১ মমেতি কায়ন্তীতি মামকা অবিদ্যা পুরুষাঃ। —অভিনব গুপ্ত

২ কুরুদেশ। জাবাল উপনিষদে আছে, 'বৃহস্পতি যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, কুরুক্ষেত্র দেবগণের দেবযজন স্থান এবং সর্ব্বভূতের ব্রহ্মসদন। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, কুরুক্ষেত্রেই দেবযজনের শ্রেষ্ঠ স্থান। —মধুসূদন সরস্বতী

ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতৃগিরস্তথা।
যথামতি সমালোচ্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে ॥ ৩
গীতা ব্যাখ্যায়তে যস্যাঃ পাঠমাত্র-প্রযত্নতঃ * ।
সেয়ং সুবোধিনী টীকা সদা সেব্যা † মনীষিভিঃ ॥ ৪

ইহ খলু সকল-লোক-হিতাবতারঃ সকল-বন্দিতচরণঃ পরমকারুণিকো ভগবান্ দেবকীনন্দনঃ তত্ত্বাজ্ঞান-বিজৃম্ভিত-শোক-মোহ-বিভ্রংশিত-বিবেকতয়া নিজধর্মত্যাগ-পরধর্মাভিসন্ধিপরম্ অর্জ্জুনং ধর্মজ্ঞান-রহস্যোপদেশ-প্লবেন তস্মাৎ শোক-মোহ-সাগরাৎ উদ্দধার। তমেব ভগবদুপদিষ্টমর্থং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈঃ উপনিববন্ধ। তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখনিঃসৃতানেব শ্লোকান-লিখৎ। কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ং চ ব্যরচয়ৎ। যথোক্তং গীতমাহাত্ম্যে—

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাৎ বিনিঃসৃতা ॥

তত্র তাবৎ ধর্মক্ষেত্র ইত্যাদিনা বিষীদন্ ইদমব্রবীৎ ইত্যন্তেন গ্রন্থেন শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ-প্রস্তাবায় কথা নিরূপ্যতে। ততঃপরম্ আসমাপ্তেঃ তয়োধর্মজ্ঞানার্থসংবাদঃ। তত্র ধর্মক্ষেত্র ইত্যনেন শ্লোকেন ধৃতরাষ্ট্রেণ হস্তিনাপুর-স্থিতং স্বসারথিং সমীপস্থং সঞ্জয়ং প্রতি কুরুক্ষেত্রবৃত্তান্তে পৃষ্টে সঞ্জয়ো হস্তিনাপুরস্থিতোঽপি ব্যাস-প্রসাদাৎ লব্ধদিব্যচক্ষুঃ কুরুক্ষেত্র-বৃত্তান্তং সাক্ষাৎ পশ্যন্নিব ধৃতরাষ্ট্রায় নিবেদয়ামাস 'দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্' ইত্যাদিনা।

উপক্রমণিকার অনুবাদ—বিষ্ণুবাহন অনন্তনাগ অসংখ্য মুখ দ্বারা যে ব্যাখ্যাকৌশল প্রদর্শন করেন, তাহা যিনি এক মুখে ধারণ করেন, সেই অলৌকিক পরমানন্দস্বরূপ মাধবকে (শ্রীকৃষ্ণকে) বন্দনা করি। মাধব ও উমাপতি বিশ্বেশ্বরকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিয়া ও তৎপদে ভক্তি দ্বারা চালিত হইয়া আমি সুবোধিনী গীতাব্যাখ্যা রচনা করিতেছি। ভাষ্যকার

---

* পাঠমাত্রাদযত্নতঃ ইতি পাঠান্তরঃ।

† ধ্যেয়া ইতি পাঠান্তরঃ।

শংকরাচার্য্যের সিদ্ধান্ত ও তদ্ব্যাখ্যাকারগণের বাক্যসমূহ যথাবুদ্ধি আলোচনান্তে এই গীতাব্যাখ্যা আরম্ভ করিতেছি। এই সুবোধিনী টীকা দ্বারা এমন সরলভাবে গীতা ব্যাখ্যাত হইল যে, শুধু পাঠরূপ প্রযত্ন দ্বারা ইহা বুদ্ধিগত হয়। সুতরাং ইহা মনীষিগণ কর্তৃক অবশ্যই পঠনীয়।

দেবকীতনয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম করুণাবশে সর্বলোকের কল্যাণার্থ নররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সকলেই ভক্তিভরে তৎপদ বন্দনা করেন। তাত্ত্বিক অজ্ঞতা নিমিত্ত শোক ও মোহ উপস্থিত হয়। উক্ত শোক-মোহ দ্বারা বিবেক বিনষ্ট হওয়ায় অর্জ্জুন স্বীয় ক্ষাত্রধর্ম ত্যাগ ও ব্রাহ্মণোচিত পরধর্ম গ্রহণে উৎসুক হন। ভগবান ধর্মজ্ঞান-রহস্যের উপদেশরূপ শ্রেষ্ঠ ভেলা দ্বারা তাঁহাকে শোক-মোহের সাগর হইতে উদ্ধার করেন। ভগবান কর্তৃক উপদিষ্ট বিষয় মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন[১] ব্যাসদেব সাত শত শ্লোকে নিবদ্ধ করেন। তাহাতে প্রায়ই তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত শ্লোকসমূহ লিখিয়াছেন। পূর্বাপর সম্বন্ধ রক্ষার্থ অল্প সংখ্যক শ্লোক তিনি স্বয়ং রচনা করেন। গীতামাহাত্ম্যে সত্যই উক্ত হইয়াছে, "গীতা উত্তমরূপে পঠনীয়। অন্য বহু শাস্ত্র পাঠে কি প্রয়োজন? কারণ গীতা স্বয়ং পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে বহির্গত।" তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকোক্ত ধর্মক্ষেত্র হইতে ২৭ শ্লোকোক্ত 'বিষাদ প্রকাশ করিতে করিতে বলিলেন' পর্যন্ত গ্রন্থাংশ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদের প্রস্তাবনারূপে নির্দ্দেশিত। অতঃপর গীতাগ্রন্থের সমাপ্তি পর্য্যন্ত ধর্মজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন লিপিবদ্ধ। প্রথম শ্লোক দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরে অবস্থিত সমীপস্থ স্বীয় অমাত্য সঞ্জয়কে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। হস্তিনাপুরে অবস্থিত হইয়াও সঞ্জয়[২] ব্যাসপ্রসাদে[৩] দিব্যচক্ষু লাভান্তে কুরুক্ষেত্রের বৃত্তান্ত যেন সাক্ষাৎ দর্শনপূর্বক অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিলেন।

---

১ কৃষ্ণবর্ণ ও দ্বীপজাত ব্যাসদেব। ২ ভীষ্মপর্ব্বে আছে, সঞ্জয় গবলগণসুত। অন্যত্র সঞ্জয়কে গাবলগণি বলা হইয়াছে। কোন বাংলা অভিধান অনুসারে সঞ্জয় বিদুরপুত্র।

৩ ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি উহা লইতে অস্বীকার করায় সঞ্জয়কে দেন।

শ্রীধরী টীকা—ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি। ধর্মক্ষেত্র ইতি। ভোঃ সঞ্জয় ধর্মক্ষেত্রে ধর্মভূমৌ কুরুক্ষেত্রে। ধর্মক্ষেত্র ইতি কুরুক্ষেত্রস্য বিশেষণম্। এষামাদিপুরুষঃ কশ্চিৎ কুরুনামা বভূব। তস্য করোধর্মস্থানে। মামকাঃ মদীয়াঃ মৎপুত্রাঃ। পাণ্ডবাঃ পাণ্ডুপুত্রাশ্চ। যুযুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছন্তঃ। সমবেতাঃ মিলিতাঃ সন্তঃ। কিং কৃতবন্ত। ১

টীকার অনুবাদ—ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন[১], জিজ্ঞাসা করিলেন, ধর্মক্ষেত্র ইত্যাদি দ্বারা। হে সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্র ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের বিশেষণ। কুরু নামে ইহাদের কোন পূর্ব পুরুষ ছিলেন। সেই কুরুর ধর্মস্থানে। মামকাগণ মৎপুত্রগণ, মৎপক্ষীয়গণ। পাণ্ডবগণ[২], পাণ্ডুপুত্রগণ; যুযুৎসু, যুদ্ধাভিলাষী। সমবেত, মিলিত হইয়া। কি করিলেন? ১

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ, তদা পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দৃষ্ট্বা তু রাজা দুর্যোধনঃ আচার্যম্ উপসঙ্গম্য বচনম্ অব্রবীৎ। ২

মূলের অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন, তখন রাজা দুর্যোধন[৩] পাণ্ডব পক্ষের

---

১ ইহা জনমেজয়ের প্রতি বৈশম্পায়নের বাক্য। —মধুসূদন সরস্বতী

২ পাণ্ডবগণের পৃথক্ গ্রহণ দ্বারা তাঁহাদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের মমতাভাব সূচিত।—নীলকণ্ঠ

৩ যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনাদির প্রকৃতি মহাভারতে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

দুর্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা
দুঃশাসন পুষ্প-ফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী।
যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥

অনুবাদ—দুর্যোধন অধর্মময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ উক্ত বৃক্ষের স্কন্ধ, শকুনি উহার শাখা, দুঃশাসন উহার সমৃদ্ধ পুষ্প ও ফল এবং মনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র উহার মূল। আর যুধিষ্ঠির ধর্মময় মহাদ্রুম, অর্জুন উহার স্কন্ধ, ভীমসেন উহার শাখা ও মাদ্রীসুতদ্বয় নকুল ও সহদেব উহার সমৃদ্ধ পুষ্প ও ফল এবং উহার মূল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, বেদ ও ব্রাহ্মণ।

সৈন্যগণকে ব্যূহাকারে অবস্থিত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের[১] নিকটে যাইয়া এই কথা বলিলেন। ২

শ্রীধরী টীকা—সঞ্জয় উবাচ দৃষ্ট্বেত্যাদি। পাণ্ডবানাম্ অনীকং সৈন্যং ব্যূঢ়ং ব্যূহ-রচনয়া ব্যবস্থিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণাচার্য্যসমীপং গত্বা রাজা দুর্য্যোধনো বক্ষ্যমাণং বচনমুবাচ। ২

টীকার অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন, 'দেখিয়া ইত্যাদি।' পাণ্ডবগণের অনীককে, সৈন্যসমূহকে ব্যূঢ়, ব্যূহাকারে অবস্থিত দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের সমীপে যাইয়া বক্ষ্যমান বাক্য বলিলেন। ২

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদ-পুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩

অন্বয়—ভোঃ আচার্য্য, তব ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ ব্যূঢ়াং পাণ্ডুপুত্রাণাম্ এতাং মহতীং চমূং পশ্য। ৩

মূলের অনুবাদ—হে আচার্য্য, আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক ব্যূহকারে সুসজ্জিত পাণ্ডুপুত্রগণের এই সুবিশাল সৈন্যদল দেখুন। ৩

শ্রীধরী টীকা—তদেব বচনমাহ 'পশ্যৈতাম্' ইত্যাদিভিঃ নবভিঃ শ্লোকৈঃ। ভো আচার্য্য, পাণ্ডবানাং মহতীং বিততাং বিপুলাং চমূং সেনাং পশ্য। তব শিষ্যেণ দ্রুপদ-পুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন ব্যূঢ়াং ব্যূহরচনয়া অধিষ্ঠীতাম্। ৩

টীকার অনুবাদ—তৃতীয় হইতে একাদশ পর্যন্ত নয় শ্লোকে দুর্য্যোধন সেই বাক্য বলিলেন। হে আচার্য্য, পাণ্ডবগণের সুবিশাল সৈন্যসমাবেশ দেখুন। আপনার শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক এই সৈন্য-ব্যূহ রচিত, ব্যূহাকারে সজ্জিত। ৩

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪

---

১ মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র। ইনি একটি দ্রোণ বা কলসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া দ্রোণ নামে অভিহিত হন।

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্‌।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্‌।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬

অন্বয়—অত্র মহেষ্বাসাঃ শূরাঃ যুধিঃ ভীমার্জ্জুনসমাঃ মহারথঃ যুযুধানঃ, বিরাটঃ চ দ্রুপদঃ চ ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ বীর্য্যবান্‌ কাশীরাজঃ চ পুরুজিত্‌ কুন্তিভোজঃ চ নরপুঙ্গবঃ শৈব্যঃ চ বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ চ বীর্য্যবান্‌ উত্তমৌজাঃ চ সৌভদ্রঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ সর্বে এব মহারথাঃ। ৪-৬

মূলের অনুবাদ—মৎপক্ষীয় সৈন্যদলে ভীমার্জ্জুনতুল্য ধনুর্ধারী মহাবীর যোদ্ধাগণ বিদ্যমান। মহারথ সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, মহাবীর কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্‌ উত্তমৌজা, সুভদ্রা-তনয় অভিমন্যু, এবং যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার ঔরসে ও দ্রৌপদীর গর্ভজাত প্রতিবিন্ধ্যাদি পঞ্চপুত্র[১] প্রভৃতি[২] সকলেই মহারথ। ৪-৬

শ্রীধরী টীকা—অত্রেত্যাদি। অত্র অস্মাং চম্বাম্‌। ইষবো বাণা অস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে এভিরিতি ইষ্বাসাঃ ধনূংষি। মহান্ত ইষ্বাসা যেষাং তে মহেষ্বাসাঃ। ভীমার্জ্জুনৌ তাবদত্রাতিপ্রসিদ্ধৌ যোদ্ধারৌ। তাভ্যাং সমাঃ শূরাঃ শৌর্য্যেণ ক্ষাত্রধর্ম্মেণোপেতা সন্তি। তানেব নামভিঃ নির্দিশতি—যুযুধান ইতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ। কিঞ্চ ধৃষ্টকেতুরিতি। চেকিতানো নামৈকো রাজা।

১ প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতসোম, শ্রুতকীর্ত্তি, শতানিক ও শ্রুতসেন। তন্মধ্যে প্রতিবিন্ধ্য যুধিষ্ঠিরের ঔরসে, শ্রুতসোম ভীমের ঔরসে, শ্রুতকীর্ত্তি অর্জ্জুনের ঔরসে, শতানিক নকুলের ঔরসে ও শ্রুতসেন সহদেবের ঔরসে জাত হন।

২ ষষ্ঠ শ্লোকের অন্তিম চকার দ্বারা পাণ্ডবগণ ও ঘটোৎকচাদি প্রসিদ্ধ বীরবৃন্দ গ্রহণীয়। যুধামন্যু, উত্তমৌজা, সুভদ্রাসুত অভিমন্যু ও প্রতিবিন্ধ্যাদি পঞ্চ দ্রৌপদীপুত্র—এই অষ্ট শূর পূর্বেই উল্লিখিত। —নীলকণ্ঠকৃত চতুর্ধরী টীকা।

নরপুঙ্গবঃ নরশ্রেষ্ঠঃ শৈব্যঃ। ৫ যুধামন্যুরিতি। বিক্রান্তো যুধামন্যুর্নামৈকঃ। সৌভদ্রো অভিমন্যুঃ। দ্রৌপদেয়াঃ দ্রৌপদ্যাং পঞ্চভ্যো যুধিষ্ঠিরাদিভ্যো জাতাঃ পুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ পঞ্চঃ। মহারথাদিনাং লক্ষণম্।—

একো দশ সহস্রাণি যোধয়েৎ যস্তু ধন্বিনাম্।
শস্ত্র-শাস্ত্র-প্রবীণশ্চ মহারথঃ ইতি স্মৃতঃ॥
অমিতান্ যোধয়েৎ যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ।
রথী চৈকেন যো যুধ্যেৎ তন্ন্যূনোঽর্ধরথী মতঃ॥ ৪-৬

টীকার অনুবাদ—এই চমূ (সেনা) মধ্যে। ইষু সমূহ, বাণসমূহ নিক্ষিপ্ত হয় যৎকর্তৃক তাহা ইম্বাস, ধনু। মহান্ ইম্বাস যাঁহাদের তাঁহারা মহেম্বাস, মহাধনুর্দ্ধারী। এই সৈন্যদলে ভীমার্জুনতুল্য অতিপ্রসিদ্ধ মহাযোদ্ধা ধনুর্ধারী শূরগণ (বীরবৃন্দ) বিদ্যমান। তাঁহাদিগের নামসমূহ রাজা দুর্য্যোধন নির্দেশ করিতেছেন —সাত্যকি, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান নামক রাজা, বীর্য্যবান কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান উত্তমৌজা, সুভদ্রাসুত অভিমন্যু এবং যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার ঔরসে ও দ্রৌপদীর গর্ভে জাত প্রতিবিন্ধ্যাদি পঞ্চপুত্র। ইহারা সকলেই মহারথ। মহারথাদির লক্ষণ কথিত হইতেছে। যিনি একক দশ হাজার ধনুর্দ্ধারীর সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ ও যুদ্ধ-শাস্ত্রে পারদর্শী, তিনি মহারথ নামে উক্ত হন। যিনি একক অসংখ্য * সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন তিনি অতিরথ নামে কথিত হন। যিনি একক এক রথীর সহিত যুদ্ধ করেন, তিনি রথী ও যিনি তদপেক্ষা অল্পবল যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করেন, তিনি অর্ধরথী। ৪-৬

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥ ৭

অন্বয়—দ্বিজোত্তম, তু অস্মাকং যে বিশিষ্টাঃ মম সৈন্যস্য নায়কাঃ তান্ নিবোধ। তে সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি। ৭

---

* দশ হাজারের ন্যূন (কম)

মূলের অনুবাদ— হে দ্বিজবর, আমাদের যে সকল বিশিষ্ট সেনানায়ক আছেন, তাঁহাদিগকে অবগত হউন। আপনার সম্যক্‌ অবগতির নিমিত্ত তাঁহাদের পরিচয় দিতেছি।৭

শ্রীধরী টীকা—অস্মাকমিতি। নিবোধ বুধ্যস্ব। নায়কাঃ নেতারঃ। সংজ্ঞার্থং সম্যক্‌ জ্ঞানার্থম্‌ ইত্যর্থঃ। ৭

টীকার অনুবাদ—আমাদের পক্ষে যে সকল সেনানায়ক আছেন তাঁহাদিগকে জ্ঞাত হউন। আপনার অবগতির জন্য তাঁহাদের পরিচয় দিতেছি।৭

ভবান্‌ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ॥ ৮

অন্বয়—সমিতিংজয়ঃ ভবান্‌ ভীষ্মঃ চ কর্ণঃ চ কৃপঃ অশ্বত্থামা চ বিকর্ণ তথা এব সৌমদত্তিঃ। ৮

মূলের অনুবাদ—আপনি, পিতামহ ভীষ্মদেব, কর্ণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা *, বিকর্ণ, জয়দ্রথ ও সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা সকলেই সমরবিজয়ী। ৮

শ্রীধরী টীকা—তানেবাহ ভবানিতি দ্বাভ্যাম্‌। ভবান্‌ দ্রোণঃ সমিতিঃ সংগ্রামং জয়তি ইতি সমিতিঞ্জয়ঃ। তথা সৌমদত্তিঃ সোমদত্তস্য পুত্রো ভূরিশ্রবাঃ। ৮

টীকার অনুবাদ—আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা সমরবিজয়ী। ৮

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্ত-জীবিতাঃ।
নানাশস্ত্র-প্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥ ৯

অন্বয়—অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ মদর্থে সর্বে ত্যক্তজীবিতাঃ নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ যুদ্ধবিশারদাঃ। ৯

---

* ভরদ্বাজ-পুত্র দ্রোণের ঔরসে শরদ্বৎ কন্যা কৃপীর গর্ভে অশ্বত্থামার জন্ম হয়। উক্ত শিশু জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববৎ শব্দ করিয়াছিল। তাহা শুনিয়া অন্তরীক্ষস্থ কোন অদৃশ্য প্রাণী বলিয়াছিলেন যে, অশ্বতুল্য শব্দকারী এই শিশুর স্থাম (শব্দ) দিগদিগন্ত গমন করাতে ইহার নাম অশ্বত্থামা হইবে।

মূলের অনুবাদ—অন্যান্য বহু বীর আছেন, যাঁহারা আমার যুদ্ধজয়ার্থ প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প। তাঁহারা সকলে বিবিধ শস্ত্রনিক্ষেপে সুদক্ষ এবং যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ। ৯

শ্রীধরী টীকা—অন্যে চেতি। মদর্থে মৎপ্রয়োজনার্থং জীবিতং প্রাণান্ ত্যক্তুম্ অধ্যবসিতা ইত্যর্থঃ। নানা অনেকানি শস্ত্রাণি প্রহরণসাধনানি যেষাং তে। যুদ্ধে বিশারদাঃ নিপুণা ইত্যর্থঃ। ৯

টীকার অনুবাদ—ইহার অর্থ, আরও অনেক বীর যোদ্ধা আমার প্রয়োজনার্থ প্রাণত্যাগে সুদৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন। ইহার অর্থ, ইঁহারা সকলেই নানা অস্ত্র নিক্ষেপে সুনিপুণ এবং যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ। ৯

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১০

অন্বয়—ভীষ্মাভিরক্ষিতং অস্মাকং তৎ বলং অপর্য্যাপ্তম্। এতেষাং তু ভীমাভিরক্ষিতং ইদং বলং পর্য্যাপ্তম্। ১০

মূলের অনুবাদ—তাদৃশ শূরসম্পন্ন এবং ভীষ্মদেব কর্তৃক সুরক্ষিত হইলেও আমাদের সৈন্যবল অপর্য্যাপ্ত, এবং পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম বিজয়ে অসমর্থ বলিয়া মনে হয়; পরন্তু ভীমসেন কর্তৃক রক্ষিত পাণ্ডব সৈন্য যুদ্ধজয়ে পর্য্যাপ্ত বা সমর্থ বোধ করি। ১০

শ্রীধরী টীকা—ততঃ কিম্ অতো আহ অপর্য্যাপ্তম্ ইত্যাদি। তত্তথাভূতৈর্বীরৈর্যুক্তমপি ভীষ্মেণাভিরক্ষিতমপ্যস্মাকং বলং সৈন্যং অপর্য্যাপ্তম্। তৈঃ সহ যোদ্ধুম্ অসমর্থং ভাতি। ইদং তু এতেষাং পাণ্ডবানাং বলং ভীমেন অভিরক্ষিতং সৎ পর্য্যাপ্তং সমর্থং ভাতি। ভীষ্মস্য উভয়পক্ষপাতিত্বাৎ অস্মদ্বলং পাণ্ডবসৈন্যং প্রতি অসমর্থম্। ভীমস্য একপক্ষপাতিত্বাৎ এতদ্বলং অস্মদ্বলং প্রতি সমর্থং ভাতি। ১০

টীকার অনুবাদ—তাদৃশ বীরযুক্ত ও ভীষ্ম কর্তৃক সুরক্ষিত হইলেও

আমাদের সৈন্যবল অপর্য্যাপ্ত *, তাহাদের (পাণ্ডবদের) সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ মনে হয়। আর পাণ্ডবগণের সৈন্যবল ভীম কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হওয়ায় পর্য্যাপ্ত *, সমর্থ বোধ হয়। ভীষ্মদেব স্নেহবশে কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষপাতী বলিয়া আমাদের সৈন্যবল পাণ্ডবসৈন্যের সহিত যুদ্ধজয়ে অসমর্থ। ভীমসেনের একপক্ষপাতিত্ব হেতু পাণ্ডবদের সৈন্যসমূহ আমাদের সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ মনে হয়। ১০

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১

অন্বয়—ভবন্তঃ সর্বে এব হি সর্বেষু অয়নেষু যথাভাগম্ অবস্থিতাঃ ভীষ্মম্ এব অভিরক্ষন্তু। ১১

মূলের অনুবাদ—আপনারা সকলেই সর্বব্যূহপথে স্ব স্ব বিভাগ অনুসারে অবস্থিত হইয়া ভীষ্মদেবকেই রক্ষা করুন। ১১

শ্রীধরী টীকা—তস্মাৎ ভবদ্ভিঃ এবং বর্তিতব্যম্ ইত্যাহ অয়নেষ্বিতি। অয়নেষু ব্যূহ-প্রবেশ-মার্গেষু। যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং স্বাং রণভূমিম্

---

* পর্য্যাপ্ত ও অপর্য্যাপ্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ শ্রীধরস্বামীর ন্যায় টীকাকার রামানুজ ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ধরিয়াছেন। আচার্য্য রামানুজ বলেন, ভীমাভিরক্ষিত পাণ্ডবগণের সৈন্যবল অবলোকন পূর্বক দুর্যোধন কৌরব বিজয়ে পাণ্ডব বলের পর্য্যাপ্ততা ও পাণ্ডববিজয়ে কৌরববলের অপর্য্যাপ্ততা দ্রোণাচার্য্যকে নিবেদন করিয়া অন্তরে বিষণ্ণ হইলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন, অপর্য্যাপ্ত শব্দের অর্থ অপরিপূর্ণ, পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অক্ষম। ভাষ্যকার শংকরাচার্য্য ও তাঁহার টীকাকার আনন্দ গিরি উভয়ে রামানুজাচার্য্য ও শ্রীধরস্বামী কর্ত্তৃক প্রদত্ত শব্দার্থ গ্রহণ করেন নাই। উল্লিখিত শব্দদ্বয়ের অর্থ সম্বন্ধে আনন্দ গিরি বলেন, আমাদের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যদল অপরিগণিত, অপরিমিত এবং উহা সূক্ষ্মবুদ্ধি রণকুশল ভীষ্মদেব কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হওয়ায় পাণ্ডব সৈন্যবল পরিভবে সর্বথা সমর্থ। অন্য পক্ষে পাণ্ডবগণের সৈন্যবল অল্পমাত্র সপ্ত অক্ষৌহিণী এবং চপলবুদ্ধি ও বুদ্ধিক্রিয়া অনিপুণ ভীমসেন কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত বলিয়া আমাদিগকে পরাজিত করিতে অসমর্থ। দুরাকাংক্ষ দুর্যোধনের এইরূপ অহংকার অসংগত নহে। অক্ষৌহিণীতে চতুরঙ্গ সৈন্য থাকিত। ১০৯৩৫০ পদাতিক, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তী ও ২১৮৭০ রথ=২১৮৭০০ সৈন্যে এক অক্ষৌহিণী হয়।

অপরিত্যজ্য অবস্থিতাঃ সন্তঃ সর্বে ভীষ্মমেব অভিতঃ রক্ষন্তু ভবন্তঃ। যথা অন্যৈঃ যুধ্যমানঃ পৃষ্ঠতঃ কশ্চিৎ ন হন্যতে তথা রক্ষন্তু। ভীষ্মবলেন এব অস্মাকং জীবনমিতি ভাবঃ। ১১

টীকার অনুবাদ—অতএব আপনারা এইরূপে রণক্ষেত্রে অবস্থান করিবেন অয়নসমূহে প্রভৃতি। অয়নসমূহে, ব্যূহ-প্রবেশমার্গসমূহে স্ব স্ব বিভাগ অনুসারে অবস্থিত হইয়া রণভূমি পরিত্যাগ না করিয়া আপনারা ভীষ্মকেই চারি দিক হইতে রক্ষা করুন। যাহাতে কোন শত্রুযোদ্ধা পৃষ্ঠদেশ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে না পারে, সেইরূপে তাঁহাকে রক্ষা করুন। ইহার ভাবার্থ এই যে, সেনাপতি ভীষ্মের বলই আমাদের জীবন। ১১

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২

অন্বয়—প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ তস্য হর্ষং সংজনয়ন্ উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য শঙ্খং দধ্মৌ। ১২

মূলের অনুবাদ—কুরুকুলের বয়োবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মদেব * দুর্যোধনের হর্ষোৎপাদনার্থ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদপূর্বক শঙ্খধ্বনি করিলেন। ১২

শ্রীধরী টীকা—তদেবং বহুমানযুক্তং রাজবাক্যং রাজ্ঞো দুর্যোধনস্য বাক্যং শ্রুত্বা ভীষ্মঃ কিং কৃতবান্? তদাহ তস্যেত্যাদি। তস্য রাজ্ঞোঃ হর্ষং সংজনয়ন্ কুর্বন্ পিতামহো ভীষ্ম উচ্চৈঃ মহান্তং সিংহনাদং কৃত্বা শঙ্খং দধ্মৌ বাদিতবান্। ১২

টীকার অনুবাদ—বহুমানযুক্ত রাজবাক্য শুনিয়া পিতামহ ভীষ্মদেব কি করিলেন? তাহাই বলিতেছেন তাহার ইত্যাদি বাক্যে। তাঁহার, রাজার (দুর্যোধনের) হর্ষ উৎপাদন করিয়া পিতামহ ভীষ্মদেব উচ্চ, মহা সিংহনাদ করিয়া শংখ বাজাইলেন। ১২

---

* দাসরাজ তৎকন্যাসত্যবতীকে এই সর্তে ভীষ্মের পিতা শান্তনুর সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হন যে, সত্যবতীর গর্ভজ সন্তানই সিংহাসনের অধিকারী হইবেন। ইহা শুনিয়া দেবব্রত ভীষ্মদেব প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি চিরকুমার থাকিবেন ও সিংহাসন লইবেন না। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য দেবব্রত ভীষ্ম নামে অভিহিত।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানক-গোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩

অন্বয়—ততঃ শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ চ পণব-আনক-গোমুখাঃ সহসা এব অভ্যহন্যন্ত। সঃ শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ। ১৩

মূলের অনুবাদ—অনন্তর শঙ্খসমূহ, ভেরীসমূহ, পণব (মাদল) সমূহ, আনক (ঢাক) সমূহ ও গোমুখ (রণশিঙ্গা) সমূহ তৎক্ষণাৎ বাজিয়া উঠিল। সেই রণবাদ্য ভীষণ আকার ধারণ করিল। ১৩

শ্রীধরী টীকা—তদেবং সেনাপতের্ভীষ্মস্য যুদ্ধোৎসবমালোক্য সর্বতো যুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্তঃ ইত্যাহ তত ইত্যাদি। পণবাঃ মর্দলাঃ, আনকাঃ গোমুখাশ্চ বাদ্য-বিশেষাঃ। সহসাঃ তৎক্ষণমেব অভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ সঃ শব্দঃ শঙ্খাদি শব্দস্তুমুলো মহান্ অভবৎ। ১৩

টীকার অনুবাদ—সেনাপতি ভীষ্মের এইরূপ যুদ্ধোৎসব দেখিয়া সর্বত্র যুদ্ধোৎসব আরম্ভ হইল। পণব, মর্দল, আনক ও গোমুখ বাদ্যবিশেষ। সহসা, সেইক্ষণে বাদিত হইল। সেই শব্দ, শংখাদি শব্দ তুমুল. মহান্ হইল। ১৩

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধব পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥ ১৪

অন্বয়—ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতী স্যন্দনে স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ। ১৪

মূলের অনুবাদ—অনন্তর শ্বেতাশ্ব সংযুক্ত * বৃহৎ রথে অবস্থানপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দুই দিব্য শঙ্খ প্রকৃষ্টরূপে বাজাইলেন। ১৫

শ্রীধরী টীকা—ততঃ পাণ্ডবসৈন্যে প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ ততঃ ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ। ততঃ কৌরব-সৈন্যবাদ্যকোলাহলানন্তরং। স্যন্দনে রথে স্থিতৌ সন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্জুনৌ দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রকর্ষেণ দধ্মতুঃ বাদয়ামাসতুঃ। ১৪

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোক হইতে পঞ্চ শ্লোকে পাণ্ডবসৈন্যের

* তাঁহার রথাশ্বযুগল শ্বেতবর্ণ বলিয়া অর্জুনের এক নাম শ্বেতবাহন।

যুদ্ধোৎসব বলিতেছেন। কৌরব সৈন্যের রণবাদ্যের অনন্তর। স্যন্দনে, রথে অবস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দুই দিব্য শংখ প্রকৃষ্টরূপে বাজাইলেন। ১৪

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ॥ ১৫

অন্বয়—হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মৌ। ১৫

মূলের অনুবাদ—হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য * শঙ্খ, ধনঞ্জয় (অর্জুন) দেবদত্ত † শঙ্খ, এবং ঘোরকর্ম্মা বৃকোদর ‡ (ভীম) পৌণ্ড্র শঙ্খ বাজাইলেন। ১৫

শ্রীধরী টীকা—তদেব বিভাগেন দর্শয়ন্নাহ পাঞ্চজন্যমিতি। পাঞ্চজন্যাদীনি নামানি শ্রীকৃষ্ণাদিশঙ্খানাম্। ভীমং ঘোরং কর্ম যস্য সঃ ভীমকর্মা। বৃকবৎ উদরং যস্য স বৃকোদরো মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মৌ ইতি। ১৫

টীকার অনুবাদ—পাঞ্চজন্য ইত্যাদি বাক্যে বিভাগ করিয়া বলিতেছেন, কে কোন শংখ বাজাইলেন। পাঞ্চজন্য প্রভৃতি নাম শ্রীকৃষ্ণাদি কর্তৃক বাদিত মহাশংখ-সমূহের। ভীম, ঘোর কর্ম যাঁহার তিনি ভীমকর্ম, ঘোরকর্ম পৌণ্ড্র নামক মহাশংখ বাজাইলেন। ১৫

---

* বাল্যকালে কৃষ্ণ ও রাম সন্দীপনী মুণির নিকট শিক্ষালাভ করেন ও নিম্নলিখিত গুরুদক্ষিণা দেন। প্রভাসতীর্থ সমীপে সন্দীপনীর এক পুত্র সমুদ্রগর্ভে শংখরূপী জলদৈত্য পঞ্চজন কর্তৃক নিহত হয়। কৃষ্ণ রাম সহ দিগ্বিজয়কালে প্রভাস তীর্থে যাইয়া পূর্বোক্ত জলদৈত্য পঞ্চজনকে বধ করেন এবং তাহার অস্থি দ্বারা স্বীয় শঙ্খ নির্মাণ করেন। এই শংখের নাম পাঞ্চজন্য।

† কৈলাসের উত্তরে মৈনাক পর্বত সন্নিধানে দৈত্যরাজ বৃষপর্বার এক বৃহৎ রাজ্য ছিল। তত্রস্থ বিন্দু সরোবরে বৃষপর্বার স্বর্ণবিন্দুসংযুক্ত প্রকাণ্ড গদা ও দেবদত্ত নামক সুঘোষবান্ মহাশংখ নিহিত ছিল। যুধিষ্ঠিরের রাজসভা নির্মাণকালে ময়দানব অন্যান্য দ্রব্যসহ উক্ত গদা ও শংখ আনেন এবং গদাটী ভীমকে ও শংখটী অর্জুনকে দেন। বরুণদেব এই শংখ বৃষপর্বাকে দিয়াছিলেন।

‡ হিড়িম্ব-বধাদিরূপ ভীম কর্ম যাহার তিনি ভীম-কর্মা। বহু অন্ন পাকহেতু বৃকবৎ (ব্যাঘ্রবৎ) বৃহৎ উদর যাঁহার তিনি।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬

অন্বয়—কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং চ নকুলঃ সহদেবঃ সুঘোষমণি-পুষ্পকৌ [দধ্মৌ]। ১৬

মূলের অনুবাদ—রাজা কুন্তীসুত যুধিষ্ঠির * অনন্তবিজয় শংখ, নকুল সুঘোষ শংখ এবং সহদেব মণিপুষ্পক শংখ বাজাইলেন। ১৬

শ্রীধরী টীকা—অনন্তেতি। নকুলঃ সুঘোষং নাম শংখ দধ্মৌ। সহদেবো মণিপুষ্পকং নাম। ১৬

টীকার অনুবাদ—নকুল সুঘোষ নামক শংখ বাজাইলেন। সহদেব মণিপুষ্পক নামক শংখধ্বনি করিলেন। ১৬

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মৌ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮

অন্বয়—পৃথিবীপতে, পরমেষ্বাসঃ কাশ্যঃ চ মহারথঃ শিখণ্ডী চ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিরাটঃ চ অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ মহাবাহু সৌভদ্রঃ চ সর্বশঃ পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মৌ। ১৭-১৮

মূলের অনুবাদ—হে পৃথ্বীরাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ, অপরাজেয় সাত্যকি, দ্রুপদরাজ, প্রতিবিন্ধ্য প্রভৃতি দ্রৌপদী-তনয়গণ এবং মহাবীর সুভদ্রা-সুত অভিমন্যু চারি দিকে পৃথক ভাবে শংখধ্বনি করিলেন। ১৭-১৮

---

* মধুসূদন সরস্বতী বলেন, কুন্তী=মহাতপস্যা, তদ্বারা ধর্মারাধনপূর্বক যুধিষ্ঠির লব্ধ হন। যুধিষ্ঠির স্বয়ং মুখ্য রাজা ও রাজসূয়যাজী এবং যুদ্ধে জয়ভাক বলিয়া স্থির থাকেন। এই অর্থ যুধিষ্ঠির পদ দ্বারা সূচিত হয়। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃপ্রেমবশে দুর্যোধনকে সুযোধন বলিয়া ডাকিতেন।

শ্রীধরী টীকা—কাশ্যশ্চেতি। কাশ্য কাশীরাজঃ কথংভূতঃ? পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ ইম্বাসো ধনুর্যস্য সঃ। দ্রুপদ ইতি। হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র। ১৭-১৮

টীকার অনুবাদ—কাশ্য, কাশীরাজ। তিনি কিরূপ? পরম, উৎকৃষ্ট ইম্বাস, ধনু যাঁহার তিনি কাশ্য। হে পৃথিবীপতে, ধৃতরাষ্ট্র। ১৭-১৮

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯

অন্বয়—সঃ তুমুলঃ ঘোষঃ নভঃ চ পৃথিবীং চ এব ব্যনুনাদয়ন্ ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ। ১৯

মূলের অনুবাদ—সেই সুবিপুল রণনির্ঘোষ নভস্থল ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনাদির হৃদয়সমূহ বিদীর্ণ করিল। ১৯

শ্রীধরী টীকা—স চ শঙ্খানাং নাদঃ তদীয়ানাং মহাভয়ং জনয়ামাস ইত্যাহ স ঘোষ ইত্যাদি। ধার্তরাষ্ট্রাণাং তদীয়ানাং হৃদয়ানি বিদারিতবান্। কিং কুর্বন্? নভশ্চ পৃথিবীং চ অভ্যনুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন্। ১৯

টীকার অনুবাদ—সেই ঘোষ ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন, সেই সকল শংখের মহানাদ তাঁহাদের হৃদয়ে মহাভয় জন্মাইল। ধার্তরাষ্ট্রগণের (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের) ও তৎপক্ষীয়দের হৃদয়সমূহকে সেই ভয়ঙ্কর শংখনাদ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কি করিয়া? নভোমণ্ডল ও পৃথিবী অত্যন্ত অনুনাদিত, প্রতিধ্বনি দ্বারা আপুরিত করিয়া। ১৯

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

অর্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১
যাবদেতান্নিরীক্ষ্যেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২

অন্বয়—মহীপতে, অথ ধার্তরাষ্ট্রান্ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ ধনুঃ উদ্যম্য তদা হৃষীকেশং ইদং বাক্যম্ আহ। অর্জুনঃ উবাচ, অচ্যুত [তাবৎ] উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয়, যাবৎ এতান্ যোদ্ধু-কামান্ অবস্থিতান্ অহং নিরীক্ষে অস্মিন্ রণসমুদ্যমে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্। ২০-২২

মূলের অনুবাদ—অনন্তর ধার্তরাষ্ট্রগণকে যুদ্ধার্থে ব্যবস্থিত দেখিয়া কপিচিহ্নিত ধ্বজাযুক্ত মহারথে * আরূঢ় অর্জুন শস্ত্রনিক্ষেপে উদ্যত হইলেন। তখন তিনি ধনু হাতে তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। অর্জুন বলিলেন, হে অচ্যুত, উভয় সেনাদলের মধ্যে আমার রথ স্থাপন করুন; যাবৎ আমি যুদ্ধার্থে অবস্থিত বীরগণকে নিরীক্ষণ করি এবং কাহাদের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে তাহা রণারম্ভে অবগত হই তাবৎ তথায় রথ রাখুন। ২০-২২

শ্রীধরী টীকা—তস্মিন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণমর্জুনো বিজ্ঞাপয়ামাস ইত্যাহ অথেত্যা-দিভিঃ চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ। অথেতি। অথানন্তরং মহাশব্দানন্তরং। ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধোদ্যোগেন অবস্থিতান্ কপিধ্বজোঽর্জুনঃ হৃষীকেশমিতি তদেব বাক্যমাহ সেনয়োরিত্যাদি। যাবদিতি। ননু ত্বং যোদ্ধা, নতু যুদ্ধপ্রেক্ষকঃ। তত্রাহ কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্। ২০-২২

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোক হইতে চারি শ্লোকে বলিতেছেন, এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন ইহা বিজ্ঞাপিত করিলেন। অথ, অনন্তর, মহাশব্দের পরে। ব্যবস্থিত, যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত। কপিধ্বজ, অর্জুন। দুই সৈন্যদলের মধ্যে ইত্যাদি বাক্যে বলিলেন, সেই কথা। তুমি যোদ্ধা, যুদ্ধদর্শক নও। ইহাই বলিতেছেন, কাহাদের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। ২০-২২

---

* কপিধ্বজ দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা কর্তৃক সুমহৎ তপস্যা দ্বারা নির্মিত। এই মহারথে চড়িয়া রাজা সোম দানবগণকে পরাজিত করেন। ইহা মন ও বায়ু তুল্য বেগশালী, রজতপ্রভ, দিব্যাস্ত্র সমন্বিত ও অপরাজেয়। ইহার শিরোদেশ ইন্দ্রধনু-তুল্য বিরাজমান সুমনোহর হিরণ্ময় ধ্বজ-যষ্টির উপরে সিংহ-শার্দূল সদৃশ পরাক্রান্ত দিব্য বানরমূর্তি অবস্থিত। এই হেতু উক্ত মহারথের নাম কপিধ্বজ।

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহম্ য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

অন্বয়—দুর্বুদ্ধেঃ ধার্তরাষ্ট্রস্যপ্রিয়চিকীর্ষবঃ যে এতে অত্র যুদ্ধে সমাগতাঃ [তান্] যোৎস্যমানান্ অহম্ অবেক্ষে। ২৩

মূলের অনুবাদ—দুর্বুদ্ধি ধার্তরাষ্ট্র দুর্যোধনের হিতকর্ম করিতে অভিলাষী হইয়া যাঁহারা এই যুদ্ধে সমাগত হইয়াছেন, সেই সকল যুদ্ধার্থীকে আমি অবলোকন করিব। ২৩

শ্রীধরী টীকা—যোৎস্যমানানিতি, ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্যোধনস্য প্রিয়ং কর্তুমিচ্ছন্তো যে ইহ সমাগতাঃ তান্যহং দ্রক্ষ্যামি যাবৎ, তাবৎ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয় ইতি অন্বয়ঃ। ২৩

টীকার অনুবাদ—এইরূপ অন্বয় হইবে। ধার্তরাষ্ট্র দুর্যোধনের মঙ্গল করিতে ইচ্ছুক যাঁহারা এখানে সমবেত, তাঁহাদিগকে আমি যতক্ষণ দেখিব ততক্ষণ উভয় সৈন্যদলের মধ্যে আমার রথ স্থাপন করুন। ২৩

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫

অন্বয়—সঞ্জয়ঃ উবাচ, ভারত গুড়াকেশেন এবম্ উক্তঃ হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে সর্বেষাং মহীক্ষিতাং চ ভীষ্ম-দ্রোণপ্রমুখতঃ রথোত্তমম্ স্থাপয়িত্বা উবাচ, পার্থ এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ পশ্য ইতি। ২৪-২৫

মূলের অনুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন, "হে ধৃতরাষ্ট্র, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জিতনিদ্র অর্জুন কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া উভয় সৈন্যদলের মধ্যে সমস্ত রাজন্যবৃন্দ ও

ভীষ্মদ্রোণের সম্মুখে তদীয় শ্রেষ্ঠ রথ স্থাপন করিয়া বলিলেন, "হে পৃথাপুত্র, যুদ্ধার্থ সমবেত কৌরবগণকে দেখ।" ২৪-২৫

শ্রীধরী টীকা—ততঃ কিং প্রবৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ এবমিতি। গুড়াকা নিদ্রা, তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণ অর্জুনেন। এবমুক্তঃ সন্। হে ভারত, ধৃতরাষ্ট্র। সেনয়োর্মধ্যে রথানামুত্তমং রথং হৃষীকেশঃ স্থাপিতবান্। ভীষ্মদ্রোণেতি মহীক্ষিতাং পিতামহ দ্রোণ রাজ্ঞাং চ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথং স্থাপয়িত্বা হে পার্থ এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ পশ্যেতি শ্রীভগবান্ উবাচ। ২৪-২৫

টীকার অনুবাদ—অনন্তর কি ঘটিল? ইহা জানিবার অভিপ্রায়ে সঞ্জয় বলিলেন। গুড়াকা, নিদ্রা। তাহার ঈশ (জয়ী) দ্বারা, জিতনিদ্র অর্জুন কর্তৃক। এইরূপে উক্ত হইয়া। হে ভারত, হে ধৃতরাষ্ট্র! ভীষ্ম-দ্রোণাদি পৃথিবীপতিগণের ও রাজগণের প্রমুখে, সম্মুখে রথ স্থাপন করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে পার্থ, এই সকল সমবেত কৌরব পক্ষীয়গণকে দেখ। ২৪-২৫

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬

অন্বয়—অথ পার্থঃ তত্র* স্থিতান্ উভয়োরপি সেনয়োঃ পিতৄন্ পিতামহান্ আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ তথা সখীন্ শ্বশুরান্ সুহৃদঃ চ এব অপশ্যৎ। ২৬

মূলের অনুবাদ—অনন্তর অর্জুন তথায় উপস্থিত উভয় পক্ষীয় সৈন্যদলের মধ্যে ভূরিশ্রবাদি পিতৃব্য, ভীষ্মপ্রমুখ পিতামহ, দ্রোণাদি আচার্য্য, শল্যাদি মাতুল, ভীম-দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতা, অভিমন্যু প্রভৃতি পুত্র, লক্ষ্মণাদি পৌত্র, অশ্বত্থামাদি সখা, দ্রুপদাদি শ্বশুর এবং সাত্যকি ও কৃতবর্মাদি সুহৃদগণকে দেখিলেন। ২৬

---

* এই শব্দে সপ্তমী বিভক্তি দ্বারা সূচিত হয়, ভগবানের আদেশে সমর সমারম্ভ সম্প্রবৃত্ত হইয়া।

শ্রীধরী টীকা—ততঃ কিং প্রবৃত্তমিতি? অত্র আহ অত্রেত্যাদি। পিতৄন্ পিতৃব্যান্ ইত্যর্থঃ। পুত্রান্ পৌত্রান্ ইতি দুর্য্যোধনাদিনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তান্ ইত্যর্থঃ। সখীন্ মিত্রাণি সুহৃদঃ কৃতোপকারাংশ্চাপশ্যৎ।২৬

টীকার অনুবাদ—এখানে বলিতেছেন, অনন্তর কি ঘটিল? পিতৃগণের অর্থ পিতৃব্যগণ। পুত্রগন ও পৌত্রগণের অর্থ, দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণের যে পুত্রগণ ও পৌত্রগন তাঁহারা। সখীগন, মিত্রগণ ও সুহৃদ্গণকে, উপকারীবৃন্দকে দেখিলেন। ২৬

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭

অন্বয়—সঃ কৌন্তেয়ঃ তান্ সর্বান্ বন্ধূন্ অবস্থিতান্ সমীক্ষ্য পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ বিষীদন্ ইদম্ অব্রবীৎ। ২৭

মূলের অনুবাদ—সেই কুন্তিপুত্র তদীয় বন্ধুবৃন্দকে যুদ্ধস্থলে সমবেত দেখিয়া অতিশয় করুণার্দ্র হইয়া বিষাদ করিতে করিতে ইহা বলিলেন। ২৭

শ্রীধরী টীকা—ততঃ কিং কৃতবান্ ইতি? অত আহ তান্ ইতি। সেনয়োরুভয়োরেবং সমীক্ষ্য কৃপয়া করুণয়া মহত্যা আবিষ্টো ব্যাপ্তঃ যুক্তঃ বিষীদন্ বিশেষেন সীদন্ অবসাদং গ্লানিং লভমানঃ। ২৭

টীকার অনুবাদ—অনন্তর তিনি কি করিলেন? উভয় সৈন্যদলের মধ্যে তাঁহাদিগকে দেখিয়া মহতী করুণায় আবিষ্ট, ব্যাপ্ত, যুক্ত হইয়া। বিশেষ রূপে অবসাদ, গ্লানি লাভ করিয়া। ২৭

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্। *
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮

অন্বয়—অর্জুনঃ উবাচ, হে কৃষ্ণ ইমান্ যুযুৎসূন্ স্ব জনান্ সমবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি সীদন্তি মুখং চ পরিশুষ্যতি। ২৮

---

* পাঠান্তরঃ– দৃষ্ট্বে মং স্বজনং···সমবস্থিতম্।

মূলের অনুবাদ—অর্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ*, এই সকল যুযুৎসু স্বজনকে রণক্ষেত্রে অবস্থিত দেখিয়া আমার করচরণাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবসন্ন ও মুখ শুষ্ক হইতেছে। ২৮

শ্রীধরী টীকা—কিমব্রবীৎ ইতি অপেক্ষায়ামাহ দৃষ্ট্বা মান্ ইত্যাদি যাবৎ সমাপ্তি। হে কৃষ্ণ, যোদ্ধুমিচ্ছতঃ পুরতঃ সম্যক্ অবস্থিতান্ স্বজনান্ বন্ধুজনান্ দৃষ্ট্বা মদীয়ানি গাত্রাণি করচরণাদীনি সীদন্তি বিশীর্য্যন্তে কিং চ মুখং পরি সমন্তাৎ শুষ্যতি নির্দ্রবী ভবতি। ২৮

টীকার অনুবাদ—অর্জুন কি বলিলেন তাহাই এই শ্লোক হইতে অধ্যায়-সমাপ্তি পর্যন্ত বলিতেছেন। হে কৃষ্ণ, যুদ্ধ করিতে উৎসুক হইয়া পুরোভাগে অবস্থিত স্বজনবৃন্দকে, বন্ধুগণকে দেখিয়া আমার অঙ্গসমূহ, করচরণাদি (হস্তপদাদি) বিশেষরূপে অবসন্ন, বিশীর্ণ এবং এমন কি, সমগ্র মুখও শুষ্ক, নীরস হইতেছে। ২৮

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯

অন্বয়—মে শরীরে বেপথুঃ চ রোমহর্ষঃ চ জায়তে, হস্তাৎ গাণ্ডীবং স্রংসতে, ত্বক্ এব চ পরিদহ্যতে। ২৯

মূলের অনুবাদ—আমার শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে। হস্ত হইতে গাণ্ডীব ধনু খসিয়া পড়িতেছে ও গাত্রচর্ম সন্তপ্ত হইতেছে। ২৯

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ বেপথুশ্চেতি। বেপথুঃ কম্পঃ। রোমহর্ষো রোমাঞ্চ। স্রংসতে নিপততি। পরিদহ্যতে সর্বতঃ সন্তপ্যতে। ২৯

---

* কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥

কৃষি শব্দ ভূমিবাচক ও ণ শব্দ নিবৃত্তিবাচক। এই দুইয়ের একত্বসূচক পরব্রহ্ম কৃষ্ণ নামে অভিহিত।

অন্যত্র আছে, "কর্ষয়েৎ কালরূপেণ সর্বং জগৎ যঃ স কৃষ্ণঃ।" ইহার অর্থ, কালরূপে যিনি সমস্ত জগৎ কর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ ভগবান্, ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন পরমেশ্বর।

টীকার অনুবাদ—আরও, বেপথু প্রভৃতি। বেপথু, গাত্রকম্প। রোমহর্ষ, রোমাঞ্চ। গাণ্ডীব* হস্তচ্যুত হইতেছে। সর্বগাত্র পরিদগ্ধ, সন্তপ্ত হইতেছে। ২৯

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০

অন্বয়—হে কেশব, [অহম্] অবস্থাতুং চ ন শক্নোমি মে মনঃ চ ভ্রমতি ইব. বিপরীতানি নিমিত্তানি চ পশ্যামি। ৩০

মূলের অনুবাদ—হে কেশব, আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আমার চিত্তও চঞ্চল হইয়াছে। শকুনাদি অনিষ্টসূচক নিমিত্তসমূহ দেখিতেছি। ৩০

শ্রীধরী টীকা—অন্যচ্চ ন চেতি। বিপরীতানি নিমিত্তানি অনিষ্টসূচকানি শকুনাদীনি পশ্যামি। ৩০

টীকার অনুবাদ—আরও, স্থির থাকিতে পারিতেছি না। বিপরীত নিমিত্তসমূহ, অনিষ্টসূচক শকুনাদি† দেখিতেছি। ৩০

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ॥ ৩১

অন্বয়—আহবে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ চ ন অনুপশ্যামি। হে কৃষ্ণ, [অহং] বিজয়ং ন কাংক্ষে, রাজ্যং চ সুখানি চ ন [কাঙ্ক্ষে]। ৩১

---

* গাণ্ডীব দিব্য শরাসন ও ব্রহ্মা কর্তৃক নির্মিত। খাণ্ডব বন দাহনকালে অর্জুন অগ্নিদেবের নিকট উৎকৃষ্ট শরাসন, রথ ও তূণীর প্রার্থনা করেন। তখন অগ্নি বরুণকে স্মরণ করায় বরুণ আবির্ভূত হইলে অগ্নি বরুণকে বলিলেন, "তোমাকে রাজা সোম যে তূণীর, গাণ্ডীব ও কপিধ্বজ রথ দিয়াছিলেন সেইগুলি অর্জুনকে দাও।" তদনুসারে অর্জুনকে বরুণ গাণ্ডীবাদি দিলেন। গাণ্ডীব শত শরাসনতুল্য, অধৃষ্য, অক্ষত, বর্ণাঢ্য ও সুদৃঢ় ধনু। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে অর্জুন এই গাণ্ডীব তুলিতে অক্ষম হন। মহা-প্রস্থানকালে আবির্ভূত অগ্নিদেবের নির্দেশক্রমে অর্জুন গাণ্ডীব ধনু তূণীর সহ সলিলে নিক্ষেপ করেন।

† আনন্দগিরির মতে বাম নেত্র স্ফুরণাদি এবং নীলকণ্ঠ মতে লোকক্ষয়কর ভূকম্পাদি।

মূলের অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, এই যুদ্ধে স্বজনগণকে বধ করিয়া কোন মঙ্গল দেখিতেছি না। আমি বিজয় আকাংক্ষা করি না; অথবা রাজ্য ও সুখ আকাংক্ষা করি না। ৩১

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ ন চেত্যাদি। আহবে যুদ্ধে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ো ন পশ্যামি। বিজয়াদিকং ফলং কিং ন পশ্যসীতি চেৎ? তত্রাহ ন কাঙ্ক্ষে ইতি। ৩১

টীকার অনুবাদ—আহবে যুদ্ধে স্বজনদিগকে হত্যা করিয়া কোন শ্রেয়ঃ সুফল দেখিতেছি না। যদি বল, যুদ্ধজয়াদি সুফল দেখিতেছ না কেন? ইহার উত্তরে অর্জুন বলিলেন, রাজ্যাদি আকাংক্ষা করি না ইত্যাদি। ৩১

যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ॥ ৩২
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ * সংবন্ধিনস্তথা॥ ৩৩
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে। ৩৪

অন্বয়—হে গোবিন্দ, যেষাম্ অর্থে নঃ রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ কাঙ্ক্ষিতং, তে ইমে আচার্য্যাঃ, পিতরঃ পুত্রাঃ তথা এব চ পিতামহাঃ, মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ, শ্যালাঃ তথা সম্বন্ধিনঃ ধনানি প্রাণান্ চ ত্যক্ত্বা যুদ্ধে অবস্থিতাঃ নঃ রাজ্যেন কিং, ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্? হে মধুসূদন, মহীকৃতে কিং নু ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ অপি ঘ্নতঃ অপি এতান্ ন হন্তুম্ ইচ্ছামি। ৩২-৩৪

---

* 'স্যালাঃ' ইতি নীলকণ্ঠধৃত পাঠঃ। স্যালঃ শব্দ দন্ত্যাদি। 'বিজামাতুরুত বাধা স্যালাৎ' ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। স্যাল্লা জানা বপতীতি বা লাজা লাজতেঃ স্যং শূর্পং স্যতেঃ ইতি যাস্কঃ—নীলকণ্ঠ

মূলের অনুবাদ—হে গোবিন্দ, যাঁহাদের জন্য আমাদের রাজ্য, ভোগ্যবস্তু ও সুখ আকাংক্ষিত হয় সেই সকল আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও কুটুম্বগণ ধন ও প্রাণ ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া এই যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন। অতএব আমাদের রাজ্যের প্রয়োজন কি? ভোগসুখ ও প্রাণধারণেই বা কি প্রয়োজন? হে মধুসূদন, পৃথিবীর নিমিত্ত কেন, ত্রিভুবনব্যাপী সাম্রাজ্যের জন্য ইহারা আমাকে মারিলেও আমি ইহাদিগকে মারিতে চাহি না। ৩২-৩৪

শ্রীধরী টীকা—এতদেব প্রপঞ্চয়তি কিং নো রাজ্যেন ইতি সার্ধ শ্লোক দ্বয়েন। তে ইমে ইতি। যদর্থমস্মাকং রাজ্যাদিকমপেক্ষিতং তে এতে প্রাণ-ধনাদি ত্যক্ত্বা ত্যাগম্ অঙ্গীকৃত্য যুদ্ধার্থম্ অবস্থিতাঃ। অতঃ কিমস্মাকং রাজ্যাদিভিঃ কৃতমিত্যর্থঃ। ননু যদি কৃপয়া ত্বম্ এতান্ ন হংসি তর্হি ত্বামেতে রাজালোভেন হনিষ্যন্তি এব। অতস্ত্বমেবৈতান্ হত্বা রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ ইতি। তত্রাহ সার্ধেন এতানিত্যাদি ঘ্নতোহপি অস্মান্ মারয়তোহপি এতান্। ৩২-৩৪

টীকার অনুবাদ—ইহাই পরবর্তী সার্ধ শ্লোকদ্বয়ে বিস্তারিত করিতেছেন। যাঁহাদের জন্য আমাদের রাজ্যাদি আকাংক্ষিত সেই সকল স্বজন প্রাণ ও ধনাদি ত্যাগ অঙ্গীকার (স্বীকার) করিয়া যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহার অর্থ, অতএব আর আমাদের রাজ্যাদিতে প্রয়োজন কি? আর যদি তুমি কৃপাবশে ইহাদিগকে হত্যা না কর, তথাপি তাহারা রাজ্যলোভে তোমাকে নিশ্চয়ই বধ করিবে। অতএব তুমি ইহাদিগকে হত্যা করিয়া রাজ্য ভোগ কর। ইহার উত্তরে অর্ধশ্লোকে বলিতেছেন, ইহারা আমাকে বধ করিলেও, মারিলেও ইহাদিগকে আমি মারিতে চাহি না। ৩২-৩৪

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ॥ ৩৫

অন্বয়—হে জনার্দন, ধার্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ? এতান্ আততায়িনঃ হত্বা অস্মান্ পাপম্ এব আশ্রয়েৎ। ৩৫

মূলের অনুবাদ—হে জনার্দন, দুর্য্যোধনাদি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে? এই সকল আততায়ীকে হত্যা করিলে আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে। ৩৫

শ্রীধরী টীকা—অপীতি। ত্রৈলোক্য রাজ্যস্যাপি হেতোঃ তৎপ্রাপ্ত্যর্থমপি এতান্ হন্তুং নেচ্ছামি। কিং পুনঃ মহীমাত্রপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ। ৩৫

টীকার অনুবাদ—ত্রৈলোক্যরাজ্যের হেতুও, ত্রিভুবনপ্রাপ্তির নিমিত্তও আমি ইহাদিগকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করি না। ইহার অর্থ, আর শুধু পৃথিবী প্রাপ্তির জন্য কি ইহাদিগকে হত্যা করিব? ৩৫

তস্মান্নার্হাঃ বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥ ৩৬

অন্বয়—তস্মাৎ বয়ং সবান্ধবান ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং ন অর্হাঃ। হে মাধব, হি স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম। ৩৬

মূলের অনুবাদ—অতএব আমাদের স্বজন সহিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করা উচিত নয়। হে মাধব, এই সকল স্বজনকে বধ করিলে আমরা কিরূপে সুখী হইব? ৩৬

শ্রীধরী টীকা—ননু চ অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী* চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥

ইতি স্মরণাৎ অগ্নিদ ইত্যাদিভিঃ ষড়্ভিঃ হেতুভিঃ এতে তাবৎ আততায়িনঃ আততায়িনাং চ বধো যুক্ত এব।

আততায়িনম্ আয়ান্তং হন্যাৎ এব অবিচারয়ন্
ন আততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।

ইতি মনুবচনাৎ। অত আহ পাপমেবেত্যাদি সার্দ্ধেন। আততায়িনমায়ান্তম্ ইত্যাদিকং অর্থশাস্ত্রম্। তচ্চ ধর্মশাস্ত্রাৎ দুর্বলম্। যথোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন—

স্মৃত্যোর্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ।
অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবৎ ধর্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ।

---

* অপহর্ত্তা ইতি পাঠান্তরঃ।

তস্মাৎ আততায়িনামপি এতেষামাচার্য্যাদীনাং বধেঽস্মাকং পাপমেব ভবেৎ। অন্যায্যত্বাৎ অধর্ম্যত্বাৎ চৈতদ্বধস্য অমূত্র চেহ বা ন সুখং স্যাৎ ইত্যাহ স্বজনং ইতি। ৩৬

টীকার অনুবাদ—স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে যে গৃহদাহ করে, যে বিষদান করে, যে শস্ত্র দ্বারা প্রাণবধে উদ্যত, যে ধন অপহরণ করে এবং যে ভূমি ও নারী হরণ করে—এই ছয়জন আততায়ী। জতুগৃহদাহ, ভীমকে বিষপ্রয়োগ, কপটপাশা খেলায় ধন ও ভূমি অপহরণাদি ছয় প্রকার দোষ দ্বারা ইহারা (কৌরবগণ) আততায়ী হইয়াছেন। এইরূপ আততায়ীকে বধ করাই কর্তব্য। মনু সংহিতায় উক্ত হইয়াছে, আততায়ী হইয়া যে আসিবে, সে গুরুজন বা বিপ্রাদি হইলেও তাঁহাকে না বিচার করিয়াই হত্যা করিবে। আততায়ী বধে হন্তার কোন দোষ হয় না। সেই জন্য অর্জুন অর্ধশ্লোকে বলিতেছেন, ইহাদিগকে বধ করিলে আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে। অর্থশাস্ত্র অনুসারে আততায়ী বধ্য হইলেও ইহা ধর্মশাস্ত্র কর্তৃক অনুমোদিত নহে। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে আচার্য্য, গুরু প্রভৃতি অবধ্য। ধর্মশাস্ত্র অপেক্ষা অর্থশাস্ত্র দুর্বল। উক্ত মর্মে যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক কথিত হইয়াছে, অর্থশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে ব্যবহারার্থে ধর্মশাস্ত্রই বলবান এবং অর্থশাস্ত্র হইতে ধর্মশাস্ত্রই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার্য্য। সেই হেতু এই সকল আচার্য্যাদি আততায়ী হইলেও ইহাদের বধে আমাদের পাপই হইবে। ইহা অন্যায্য ও অধর্ম্য বলিয়া উক্ত বধে পরলোকে বা ইহলোকে আমাদের সুখ হইবে না। ৩৬

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥ ৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন॥ ৩৮

অন্বয়—হে জনার্দন, যদ্যপি এতে লোভোপহতচেতসঃ [সন্তঃ] কুলক্ষয়কৃতং

দোষং মিত্রদ্রোহে পাতকং চ ন পশ্যন্তি [তথাপি] কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্ ? ৩৭-৩৮

মূলের অনুবাদ—হে জনার্দন, যদিও ইহারা রাজ্যলোভে বুদ্ধিহীন হইয়া কুলক্ষয়কৃত দোষ ও মিত্রদ্রোহজনিত পাতক দেখিতে না পায়, তথাপি আমরা কুলক্ষয়জনিত দোষ দেখিয়াও এই মহাপাপ হইতে নিবৃত্ত হইব না কেন ? ৩৭-৩৮

শ্রীধরী টীকা—ননু তব এতেষামপি বন্ধুবধে দোষে সমানে যথৈবৈতে বন্ধুবধমঙ্গীকৃত্যাপি যুদ্ধে প্রবর্তন্তে তথৈব ভবানপি প্রবর্ততাম্। কিমনেন বিষাদেন ইত্যত যদ্যপীতি দ্বাভ্যাম্। রাজ্যলোভেন উপহতং ভ্রষ্টবিবেকং চেতো যেষাং তে এতে দুর্যোধনাদয়ো যদ্যপি দোষং ন পশ্যন্তি। কথমিতি তথাপি অস্মাভিঃ দোষং প্রপশ্যদ্ভিরস্মাৎ পাপাৎ নিবর্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্ ? নিবৃত্তৌ এব বুদ্ধিঃ কর্তব্যা ইত্যর্থঃ। ৩৭-৩৮

টীকার অনুবাদ—যদি বল, তোমার এবং তাহাদেরও বন্ধুবধে দোষ সমান বলিয়া যেমন তাহারা বন্ধুবধ অঙ্গীকার করিয়াও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ তুমিও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এই বিষাদের প্রয়োজন কি ? ইহার উত্তর এই দুই শ্লোকে বলিতেছেন। রাজ্যলোভে অভিভূত বিবেকহীন চিত্ত যাহাদের তাহারা, এই সকল দুর্যোধনাদি যদিও এই দোষ দেখিতেছেন না। তথাপি আমরা উক্ত দোষ দেখিয়াও এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য সচেতন হইব না কেন ? ইহার অর্থ, দুষ্কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার সংকল্প করাই আমাদের কর্তব্য। ৩৭-৩৮

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯

অন্বয়—কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ কুলধর্মাঃ প্রণশ্যন্তি, ধর্মে নষ্টে অধর্মঃ কৃৎস্নং কুলম্ উত অভিভবতি। ৩৯

মূলের অনুবাদ—কুলক্ষয় হইলে চিরাচরিত কুলধর্ম নষ্ট হয়। আর ধর্ম নষ্ট হইলে সমগ্র কুলকে অধর্ম অভিভূত করে। ৩৯

শ্রীধরী টীকা—তমেব দোষং দর্শয়তি। কুলক্ষয় ইতি। সনাতনাঃ পরম্পরা-প্রাপ্তাঃ। কৃতঃ অপি। অবশিষ্টং কৃৎস্নমপি কুলং অধর্ম্মোঽভিভবতি, ব্যাপ্নোতি ইত্যর্থঃ। ৩৯

টীকার অনুবাদ—কুলক্ষয়াদি বাক্যে সেই দোষই অর্জুন দেখাইতেছেন। কুলক্ষয় হইলে সনাতন, বংশানুক্রমে আগত (কুলাচরিত) ধর্ম্মও* নষ্ট হয়। কুলধর্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট সমগ্র কুলও অধর্ম দ্বারা অভিভূত হয়, অধর্মদুষ্ট হয়। ৩৯

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪০

অন্বয়—হে কৃষ্ণ, অধর্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি। হে বার্ষ্ণেয়, স্ত্রীষু দুষ্টাসু বর্ণসংকরঃ জায়তে। ৪০

মূলের অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, কুল অধর্ম কর্ত্তৃক অভিভূত হইলে কুলনারীগণ

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠ কৃত চতুর্ধরী টীকায় নিম্নোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।—

ফলতোঽপি চ যৎ কর্ম নানর্থেনানুবধ্যতে।
কেবলং প্রীতিহেতুত্বাৎ তদ্ধর্ম ইতি কথ্যতে॥

যে কর্ম ফলরূপেও কর্তাকে অনর্থে আবদ্ধ করে না ও কেবল প্রীতিবশে অনুষ্ঠিত হয় তাহাই ধর্ম বলিয়া কথিত। ধর্মের সংজ্ঞা সম্বন্ধে আরও দুটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল—

এক এব সুহৃদ্ধর্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্যৎ তু গচ্ছতি॥
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্মস্তমনুগচ্ছতি॥

ধর্মই একমাত্র সুহৃৎ, যে মৃত্যুর পরেও মানুষের অনুগমন করে; আর অন্য সকলে দেহতুল্য নাশপ্রাপ্ত হয়। কাষ্ঠ বা লোষ্ট্রবৎ মৃতদেহ শ্মশানভূমিতে ফেলিয়া বন্ধুগণ পেছন ফিরিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু ধর্ম পরলোকেও মানবের অনুসরণ করে।

† টীকাকার আনন্দগিরি বলেন, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞসাধ্য কুলাচরিত চিরন্তন ধর্মসমূহ কুলধর্ম।

ব্যভিচারিণী হন। হে বৃষ্ণি-বংশোদ্ভব, কুলনারীগণ ব্যভিচারদুষ্ট হইলে বর্ণ-সংকর* জন্মে। ৪০

শ্রীধরী টীকা—ততশ্চ অধর্মাভিভবাৎ ইতি। ৪০

টীকার অনুবাদ—অনন্তর—অধর্ম (অনাচার) দ্বারা কৃৎস্ন কুল অভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়। ৪০

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥ ৪১

অন্বয়—সংকরঃ কুলঘ্নানাং কুলস্য চ নরকায় এব [ভবতি]। এষাং লুপ্ত-পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ পিতরঃ [নরকে] পতন্তি হি। ৪১

মূলের অনুবাদ—বর্ণসংকর কুলঘ্নগণের ও কুলের নরকভোগের কারণ হয়। ইহাদের পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডদান ও তর্পণাদি ক্রিয়ার অভাবে নিশ্চয় নরকে পতিত হয়। ৪১

---

* বর্ণসংকরের লক্ষণ মনু সংহিতায় (১০।২৪) এই ভাবে উক্ত হইয়াছে—

ব্যভিচারেণ বর্ণানাম্ অবেদ্যা-বেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাং চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণ-সংকরাঃ॥

বর্ণের ব্যভিচার (নিম্নবর্ণ পুরুষের সহিত উচ্চবর্ণ কন্যার বিবাহ), অবিদ্যাবেদন (মাতার সপিণ্ডা, পিতার সগোত্রা ও সমান প্রবরা কন্যার বেদন বা বিবাহ) ও বর্ণধর্ম্মত্যাগ—এই তিন প্রকারে বর্ণসংকর সৃষ্ট হয়।

এই সম্বন্ধে নারদ সংহিতায় (১২।১০২) উক্ত হইয়াছে—

আনুলোম্যেন বর্ণানাং যৎ জন্মঃ স বিধিঃ স্মৃতঃ
প্রাতিলোম্যেন যৎ জন্মঃ স জ্ঞেয়ো বর্ণসংকরঃ॥

চতুর্বর্ণের অনুলোম (নিম্ন বর্ণের স্ত্রী ও উচ্চবর্ণের পুরুষ) ক্রমে যে জন্ম হয় তাহা বৈধ এবং প্রতিলোম (উচ্চ বর্ণের স্ত্রী ও নিম্ন বর্ণের পুরুষ) ক্রমে যে জন্ম হয় তাহাকে বর্ণসংকর বলে। বেন রাজার রাজত্বকালে বর্ণসংকর উৎপন্ন হয়। সংকর (মিশ্র) বর্ণ অনুলোম ও বিলোম ব্যাপারে জন্মে। ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, শূদ্রের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডাল, বৈশ্যের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে মাহিষ্য, শূদ্রার গর্ভে ও বৈশ্যের ঔরসে করণ, ব্রাহ্মণীর গর্ভে ও ক্ষত্রিয়ের ঔরসে সূত জাত হয় ইত্যাদি

শ্রীধরী টীকা—এবং সতি সঙ্কর ইতি। তেষাং কুলঘ্নানাং পিতরঃ পতন্তি। হি যস্মাৎ লুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ যেষাং তে তথা। ৪১

টীকার অনুবাদ—কুলধর্ম নষ্ট হইলে বর্ণসংকর উৎপন্ন হয়। এই সকল কুলঘ্নগণের পিতৃপুরুষগণ নরকে পতিত হন। কারণ, এই কুলনাশকদের পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডদান ও তর্পণক্রিয়ার অভাবে প্রেতলোকেই বাস করেন, উর্দ্ধগামী হইতে পারেন না। ৪১

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসংকরকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২

অন্বয়—কুলঘ্নানাং এতৈঃ বর্ণসংকরকারকৈঃ দোষৈঃ শাশ্বতাঃ জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাঃ চ উৎসাদ্যন্তে। ৪২

মূলের অনুবাদ—কুলঘ্নগণকৃত এই বর্ণসংকরকারক দোষসমূহ দ্বারা সনাতন জাতিধর্ম, কুলধর্ম ও আশ্রমধর্ম প্রভৃতি উৎসন্ন হয়। ৪২

শ্রীধরী টীকা—উক্তং দোষম্ উপসংহরতি দোষৈরিতি দ্বাভ্যাম্। উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে। জাতিধর্মাঃ বর্ণধর্মাঃ। কুলধর্মাশ্চেতি চকারাৎ আশ্রমধর্মাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে। ৪২

টীকার অনুবাদ – এই দুই শ্লোকে উল্লিখিত শ্লোকের উপসংহার করিতেছেন। উৎসন্ন হয়, বিলুপ্ত হয়। জাতিধর্ম, বর্ণধর্ম। কুলধর্মের পরবর্তী চকার দ্বারা আশ্রম ধর্মাদিও গৃহীত হয়। ইহার অর্থ, বর্ণসংকর দোষে সনাতন বর্ণধর্ম, কুলধর্ম ও আশ্রমধর্ম বিলুপ্ত প্রভৃতি সর্ব্বধর্ম হয়। ৪২

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩

অন্বয়—হে জনার্দন, উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম। ৪৩

মূলের অনুবাদ—হে জনার্দন, আমরা গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে শুনিয়াছি, যে সকল

মনুষ্যের কুলধর্মাদি বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা চিরকাল নরকে বাস করে। ৪৩

শ্রীধরী টীকা—উৎসন্নেতি। উৎসন্নাঃ কুলধর্মাঃ যেষামিতি উৎসন্নজাতিধর্মাণা-নামপি উপলক্ষণম্। অনুশুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ম্।

প্রায়শ্চিত্তমকুর্বাণাঃ পাপেষু নিরতাঃ নরাঃ।
অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্ নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্॥

ইত্যাদি বচনেভ্যঃ। ৪৩

টীকার অনুবাদ—উৎসন্ন কুলধর্মসমূহ যাহাদের, তাহাদের। যাহাদের কুলধর্মাদি নষ্ট হইয়াছে তাহাদের—ইহা উপলক্ষণ। এই কুলধর্ম দ্বারা চতুর্বিধ আশ্রমধর্ম ও (ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্যাদি) উপলক্ষিত। আমরা গুরুমুখে বা শাস্ত্রমুখে শুনিয়াছি, যে সকল ব্যক্তি পাপাসক্ত হইয়াও প্রায়শ্চিত্ত করে না এবং কৃত পাপের জন্য পশ্চাৎ অনুতপ্ত হয় না, তাহারা ঘোর নরকে গমন করে। ৪৩

অহোবত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্ রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥ ৪৪

অন্বয়—অহোবত বয়ং মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতাঃ, যৎ রাজ্যসুখলোভেন স্বজনং হন্তুম্ উদ্যতাঃ। ৪৪

মূলের অনুবাদ—হায়! আমরা মহাপাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যেহেতু রাজ্যসুখের লোভে আমরা স্বজনগণকে বধ করিতে উদ্যত। ৪৪

শ্রীধরী টীকা—বন্ধুবধাধ্যবসায়েন সন্তপ্যমান আহ অহোবতেত্যাদি। স্বজনং হন্তুমুদ্যতাঃ ইতি যদেতৎ মহৎ পাপং কর্তুমধ্যবসায়ং কৃতবন্তো বয়ম্। অহোবত মহৎ কষ্টং ইত্যর্থঃ। ৪৪

টীকার অনুবাদ—বন্ধুবধের উদ্যমে সন্তপ্ত হইয়া অর্জুন বলিতেছেন, আমরা স্বজন নিধনে উদ্যত হইয়া মহাপাপ করিতে সচেষ্ট হইতেছি। অহোবত মহৎ কষ্ট।৪৪

যদি মামপ্রতিকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥ ৪৫

অন্বয়—যদি শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্তরাষ্ট্রাঃ অপ্রতিকারম্ অশস্ত্রং মাং রণে হন্যুঃ তৎ মে ক্ষেমতরং ভবেৎ। ৪৫

মূলের অনুবাদ—যদি অস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ* প্রতিকারে পরাঙ্মুখ নিরস্ত্র নিশ্চেষ্ট আমাকে যুদ্ধে বধ করে, তাহা আমার পক্ষে হিতকর হইবে। ৪৫

শ্রীধরী টীকা—এবং সন্তপ্তঃ সন্ মৃত্যুমেব আশাসান আহ যদি ইতি। অকৃত-প্রতিকারং তূষ্ণীমুপবিষ্টং মাং যদি হনিষ্যন্তি তর্হি তৎহননং মম ক্ষেমতরমত্যন্তং হিতং ভবেৎ। পাপাৎ নিষ্পত্তেঃ। ৪৫

টীকার অনুবাদ—এইরূপে সন্তপ্ত হইয়া অর্জুন মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া বলিতেছেন। প্রতিকার না করিয়া, মৌনী (নিশ্চেষ্ট) থাকিলে আমাকে যদি

---

* ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের নাম—দুর্যোধন, যুযুৎসু, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, দুর্মুখ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, জলসন্ধ, সুলোচন, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্ধর্ষ, সুবাহু, সুপ্রধর্ষ, দুর্মর্ষণ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাখ্য, চারুচিত্র, অঙ্গদ, দুর্মদ, দুষ্প্রহর্ষ, বিবিৎসু, বিকট, সম, উর্ণনাভ, পদ্মনাভ, নন্দ, উপনন্দ, সেনাপতি, সুসেন, কুণ্ডোদর, মহোদর, চিত্রবাহু, চিত্রবর্ম্মা, সুকর্ম্মা, দুর্বিরোচন, আয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রচাপ, সুকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকি, ভীমবিক্রম, উগ্রায়ুধ, ভীমশর, কনকায়ু, দৃঢ়য়ুধ, দৃঢ়কর্ম্মা, দৃঢ়ক্ষেত্র, সোমকীর্তি, অনূদর, জরাসন্ধ, দৃঢ়সন্ধ, সত্যসন্ধ, সহস্রবাক্, উগ্রশ্রবা, উগ্রসেন, ক্ষেমমূর্তি, অপরাজিত, পণ্ডিতক, বিশালাক্ষ, দুরাধন, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চা, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অনুযায়ী, কবচী, নিষঙ্গী, দণ্ডী, দণ্ডাধার, ধনুর্গ্রহ, উগ্র, ভীমরথ, বীর, বীরবাহু, আলোলুপ, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা, দৃঢ়রথ, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, দীর্ঘলোচন, দীর্ঘবাহু, গূঢ়োরু, কনকাঙ্গব, কুণ্ডজ ও চিত্রক। এই একশত পুত্র ও দুঃশলা নাম্নী কন্যা ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে জন্মে।

† মধুসূদন সরস্বতী কর্তৃক এই শ্লোক স্বীয় টীকায় উক্ত হইয়াছে :—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্যমণ্ডলভেদিনী।
পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ॥

ইহলোকে যোগযুক্ত পরিব্রাজক ও সম্মুখযুদ্ধে হত ব্যক্তিদ্বয় সূর্যমণ্ডল ভেদপূর্ব্বক ঊর্ধ্বগতিলাভ করেন।

ইহারা হত্যা করে, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে ক্ষেমতর, হিতকর হইবে, যেহেতু ইহা পাপ দূর করিবে। ৪৫

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-
সংবাদে অর্জুন-বিষাদ-যোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয় – সঞ্জয়ঃ উবাচ, অর্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা সংখ্যে সশরং চাপং বিসৃজ্য শোকসংবিগ্নমানসঃ রথোপস্থে উপাবিশৎ। ৪৬

মূলের অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন, এই কথা বলিয়া অর্জুন শরযুক্ত ধনু পরিত্যাগ করিয়া শোকাকুল চিত্তে রথমধ্যে উপবেশন করিলেন। ৪৬

ভগবান্ ব্যাস কৃত লক্ষ শ্লোকযুক্ত সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন
সংবাদে অর্জুন-বিষাদযোগ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীধরী টীকা - ততঃ কিং বৃত্তম্ ইত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ এবমিতি। সংখ্যে সংগ্রামে। রথোপস্থে রথস্য উপরি। উপাবিশৎ উপবিবেশ। শোকেন সংবিগ্নং প্রকম্পিতং মানসং চিত্তং যস্য সঃ। ৪৬

ইতি শ্রীশ্রীধর স্বামিকৃতায়াং শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাটীকায়াং
সুবোধিন্যামর্জুন-বিষাদো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

টীকার অনুবাদ—অনন্তর কি ঘটিল—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সঞ্জয় বলিলেন। সংখ্য, সংগ্রাম। রথোপস্থে, রথের উপরে। উপবেশন করিলেন। শোক দ্বারা সন্তপ্ত, কম্পিত মানস, চিত্ত যাঁহার তিনি। ৪৬

শ্রীধর স্বামীকৃত শ্রীমদ্ভগবৎগীতা টীকা সুবোধিনীর অর্জুন-বিষাদ নামক
প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ*

সাংখ্যযোগ

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১

অন্বয়—সঞ্জয়ঃ উবাচ, তথা কৃপয়া আবিষ্টম্ অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং বিষীদন্তং তম্ মধুসূদনঃ ইদং বাক্যম্ উবাচ। ১

মূলের অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন, তখন মধুসূদন[১] শ্রীকৃষ্ণ উক্ত রূপে বিষাদকারী করুণার্দ্র সজলনয়ন অর্জুনকে সেই কথা কহিলেন। ১

শ্রীধরী টীকা—"দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া।
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্॥"

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—তং তথেত্যাদি। অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে যস্য তম্। তথা উক্তপ্রকারেণ বিষীদন্তমর্জুনং প্রতি মধুসূদনঃ ইদং বাক্যমুবাচ। ১

টীকার অনুবাদ—দ্বিতীয় অধ্যায়ে শোকগ্রস্ত অর্জুনকে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা প্রবুদ্ধ করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করিলেন। অনন্তর কি ঘটিল? ইহার উত্তরে সঞ্জয় বলিলেন, অশ্রু দ্বারা পূর্ণ আকুল, অভিভূত চক্ষুদ্বয় যাহার তাহাকে। উক্তরূপে বিষাদকারী অর্জুনকে মধুসূদন এই কথা বলিলেন। ১

---

* টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী বলেন—

জ্ঞানং তৎসাধনং কর্ম সত্ত্বশুদ্ধিশ্চ তৎফলম্।
তৎফলং জ্ঞাননিষ্ঠৈবেত্যধ্যায়েঽস্মিন্ প্রকীর্তিতম্॥

এই অধ্যায়ে জ্ঞান, জ্ঞানসাধন নিষ্কাম কর্ম, তৎফল চিত্তশুদ্ধি ও তৎফল জ্ঞাননিষ্ঠাই বিঘোষিত হইয়াছে।

১ মধুনামানমসুরং সূদিতবানিতি মধুসূদনঃ। ইহার অর্থ, মধুনামা অসুরকে যিনি বিনাশ করিয়াছিলেন তিনি মধুসূদন।—আনন্দগিরি।

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ অর্জুন, বিষমে কুতঃ ইদম্ অনার্যজুষ্টম্ অস্বর্গ্যম্ অকীর্তিকরম্ কশ্মলং ত্বা সমুপস্থিতম্ ? ২

মূলের অনুবাদ—শ্রীভগবান বলিলেন, "হে অর্জুন, ঈদৃশ সংকট সময়ে কি হেতু তোমার এই অনার্য্যাচরিত ; স্বর্গরোধক, অযশস্কর মোহ আসিল ? " ২

শ্রীধরী টীকা—তদেব বাক্যমাহ শ্রীভগবানুবাচ—কুত ইতি। কুতো হেতোঃ ত্বা ত্বাং। বিষমে সংকটে ইদং কশ্মলমুপস্থিতম্ অয়ং মোহঃ প্রাপ্তঃ। যত আর্য্যৈর্-সেবিতম্। অস্বর্গ্যম্, অধর্ম্যম্, অযশস্করঞ্চ। ২

টীকার অনুবাদ—সেই বাক্যই বলিলেন কি হেতু প্রভৃতি দ্বারা। কি হেতু সংকট সময়ে এই মোহ তোমাতে উপস্থিত হইল, তোমাকে অভিভূত করিল যেহেতু ইহা আর্য কর্তৃক অনাচরিত, অধর্মজনক ও অযশস্কর। ২

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

অন্বয়—পার্থ, ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ। এতৎ ত্বয়ি ন উপপদ্যতে। পরন্তপ, ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ। ৩

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, ক্লীবত্ব আশ্রয় করিও না। ইহা তোমাতে শোভা পায় না। হে শত্রুতাপন, এই তুচ্ছ হার্দিক কাতর্য্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে উত্থিত হও। ৩

শ্রীধরী টীকা—তস্মাৎ ক্লৈব্যমিতি। হে পার্থ ! ক্লৈব্যং কাতর্য্যং মাস্ম গমঃ, ন প্রাপ্নুহি। যতস্ত্বয়ি এতন্নোপপদ্যতে, যোগ্যং ন ভবতি। ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়দৌর্বল্যং কাতর্য্যং ত্যক্ত্বা যুদ্ধায় উত্তিষ্ঠ। হে পরন্তপ, শত্রুতাপন। ৩

টীকার অনুবাদ—হে পৃথাপুত্র (কুন্তী-সুত), ক্লৈব্য কাতর্য্য (কাতরতা) প্রাপ্ত হইও না, আশ্রয় করিও না। যেহেতু তোমাতে ইহা উপপন্ন, শোভনীয় হয় না। ক্ষুদ্র তুচ্ছ হার্দিক দৌর্বল্য, কাতর্য্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ উত্থিত হও। হে পরন্তপ, শত্রুতাপন। ৩

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪

অন্বয়—অর্জুন উবাচ, অরিসূদন মধুসূদন, কথম্ অহং সঙ্খ্যে পূজার্হৌ ভীষ্মং দ্রোণং চ প্রতি ইযুভিঃ যোৎস্যামি। ৪

মূলের অনুবাদ—অর্জুন বলিলেন, "হে শত্রুমর্দন ভগবন্, কিরূপে আমি রণক্ষেত্রে পূজ্য ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত বাণ দ্বারা যুদ্ধ করিব ?" ৪

শ্রীধরী টীকা—নাহং কাতর্য্যেন যুদ্ধাৎ উপরতোঽস্মি, কিন্তু যুদ্ধস্য অন্যায্যত্বাদধর্ম্যত্বাচ্চেত্যাহ অর্জুন উবাচ—কথমিতি। ভীষ্ম-দ্রোণৌ পূজার্হৌ পূজায়ামর্হৌ যোগ্যৌ, তৌ প্রতি কথমহং যোৎস্যামি। তত্রাপি ইষুভিঃ। মহ বাচাপি যোৎস্যামীতি বক্তুমনুচিতং তত্র বাণৈঃ কথং যোৎস্যামীত্যর্থঃ। হে অরিসূদন, শত্রুসূদন। ৪

টীকার অনুবাদ—আমি কাতরতা নিমিত্ত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছি না, পরন্তু যুদ্ধের অন্যায্যত্ব ও অধর্ম্যত্বহেতু উপরত হইতেছি। অর্জুন বলিলেন, হে অরিসূদন, মধুসূদন পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত কিরূপে বাণযুদ্ধ করিব? যাঁহাদের সহিত বাক্যযুদ্ধ করিব বলাও অনুচিত, অসঙ্গত তাঁহাদের সহিত কিরূপে বাণযুদ্ধ করিব ? ৪

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির-প্রদিগ্ধান্ ॥ ৫

অন্বয়—মহানুভাবান্ গুরূন্ অহত্বা হি ইহলোকে ভৈক্ষ্যম্ অপি ভোক্তুম্ শ্রেয়ঃ, গুরূন্ হত্বা তু ইহ এব রুধির-প্রদিগ্ধান্ অর্থকামান্ ভোগান ভুঞ্জীয়। ৫

মূলের অনুবাদ—মহানুভব গুরুজনগণকে হত্যা না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন আমার পক্ষে শ্রেয়ঃস্কর; কিন্তু গুরুবধ করিলে ইহকালেই তাঁহাদের শোণিতসিক্ত অর্থভোগ ও কামভোগ করিতে হইবে। ৫

শ্রীধরী টীকা—তর্হি তব দেহযাত্রাপি ন স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ—গুরূনিতি গুরূন্ দ্রোণাচার্য্যাদীন্ অহত্বা পরলোকবিরুদ্ধো গুরুবধস্তমকৃত্বা ইহলোকে ভিক্ষান্নমপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ উচিতম্। বিপক্ষে তু ন কেবলং পরত্র দুঃখং ইহৈব তু নরকদুঃখমনুভবেয়মিত্যাহ—হত্বেতি। গুরূন্ হত্বা ইহৈব তু রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রকর্ষেণ লিপ্তান্ অর্থকামাত্মকান্ ভোগানহং ভুঞ্জীয় অশ্নীয়াম্ যদ্বা অর্থকামানিতি গুরূণাং বিশেষণম্। অর্থতৃষ্ণাকুলত্বাদেতে তাবৎ যুদ্ধে নিবর্ত্তেরন্ তস্মাদেতদ্বধঃ প্রসজ্যেতৈবেত্যর্থঃ। তথাচ যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেণোক্তম্—

"অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥" ৫

টীকার অনুবাদ—যদি তাঁহাদিগকে বধ না করিয়া দেহযাত্রা না চলে, তবুও দ্রোণাচার্য্যাদি গুরুবধরূপ পরলোকরোধক কর্ম না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজনও শ্রেয়ঃস্কর, কর্তব্য। বিপক্ষে কেবল পরলোকে দুঃখভোগ হইবে না; কিন্তু ইহলোকেই নারকীয় দুঃখভোগ করিতে হইবে। গুরুগণকে

১ কাহারা গুরুজন সেই সম্বন্ধে এই শ্লোক পাওয়া যায়—

উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ।
মাতুলঃ শ্বশুরস্ত্রাতা মাতামহ-পিতামহৌ॥
বন্ধুর্জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যশ্চ পুংস্যেতে গুরবঃ স্মৃতাঃ।

আচার্য, পিতা, অগ্রজ, রাজা, মাতুল, শ্বশুর, জীবনরক্ষক, মাতামহ, পিতামহ, জ্যেষ্ঠ বন্ধু ও পিতৃব্য—এই পুরুষগণই গুরুজন বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বধ করিয়া ইহকালেই রুধির দ্বারা প্রদিগ্ধ, প্রকৃষ্টরূপে লিপ্ত অর্থকামাত্মক ভোগসমূহ উপভোগ করিতে হইবে। অথবা 'অর্থকামান্'কে 'গুরূণাম্' এর বিশেষণ ধরা যায়। অর্থতৃষ্ণায় আকুল হইয়া ইহারা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন না। সেই জন্য ইহাদিগের বধ যুক্তিসঙ্গত। এই মর্মে মহাভারতের ভীষ্মপর্বে আছে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্মদেব বলিয়াছিলেন, "হে মহারাজ, পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে। ইহা সত্য যে, কৌরবগণ কর্তৃক আমি অর্থ দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছি[১]।" ৫

> ন চৈতদ্‌বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো।
> যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
> যানেব হত্বা ন জিজীবিষামঃ
> তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

অন্বয়—নঃ কতরৎ গরীয়ঃ এতৎ চ ন বিদ্মঃ, যৎ বা জয়েম যদি বা নঃ জয়েয়ুঃ। যান্ হত্বা ন এব জিজীবিষামঃ তে ধার্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে অবস্থিতাঃ। ৬

মূলের অনুবাদ—এই যুদ্ধে জয়লাভ বা পরাজয় কোন্‌টি অধিকতর গৌরবজনক হইবে তাহা জানি না; কারণ যাঁহাদিগকে বধ করিয়া আমরা জীবিত থাকিতে চাহি না, সেই ধার্তরাষ্ট্রগণই সম্মুখ সমরে সমবেত হইয়াছেন। ৬

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ যদ্যপ্যধর্মমঙ্গীকরিষ্যামঃ, তথাপি কিমস্মাকং জয়ঃ পরাজয়ো বা গরীয়ান্ ভবেদিতি ন জ্ঞায়ত ইত্যাহ—ন চৈতদিত্যাদি। এতদ্দ্বয়োর্মধ্যে নোঽস্মাকং কতরৎ কিং নাম গরীয়োঽধিকতরং ভবিষ্যতীতি ন

---

১ উক্ত মর্মে ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকায় স্মৃতিশাস্ত্র হইতে নিম্নোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

> গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ।
> উৎপথ-প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

যে সকল গুরুজন যুদ্ধগর্বে অবলিপ্ত হইয়া অন্যায় উপায়ে রাজ্যগ্রাস ও শিষ্যদ্রোহ দ্বারা কার্যাকার্যবিবেকশূন্যতা হেতু উৎপথপ্রবণ হইয়াছেন সেই সকল গুরুবর্জনও শ্রেয়ঃস্কর।

বিদ্মঃ । তদেব দ্বয়ং দর্শয়তি । যদ্বা এতান্ বয়ং জয়েমঃ জেষ্যামঃ, যদি বা নোঽস্মানেতে জয়েয়ুর্জেষ্যন্তীতি । জয়োঽপি কিঞ্চাস্মাকং বা ফলতঃ পরাজয় এবেত্যাহ । যানেব হত্বা জীবিতুং নেচ্ছামস্ত এবৈতে সম্মুখেঽবস্থিতাঃ । ৬

টীকার অনুবাদ—কিন্তু যদি অধর্ম অঙ্গীকারও করি, তাহা হইলেও আমাদের পক্ষে জয় ভাল, কি পরাজয় ভাল, তাহা বুঝিতেছি না। তাই বলিতেছেন—এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি গরীয়, অধিকতর শ্রেয়ঃস্কর হইবে তাহা জানি না। সেই দুইটি দেখাইতেছেন, যদি ইহাদিগকে আমরা জয় করি, অথবা ইহারা আমাদিগকে জয় করেন ; ফলতঃ আমাদের জয়ও পরাজয়রূপেই গণ্য হইবে ; কারণ যাঁহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, তাঁহারাই যুযুৎসু হইয়া সম্মুখে অবস্থিত। ৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭

অন্বয়—কার্পণ্যদোষ-উপহত স্বভাবঃ ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ [অহং] ত্বাং পৃচ্ছামি-যৎ মে শ্রেয়ঃ স্যাৎ তৎ নিশ্চিতং ব্রূহি। অহং তে শিষ্যঃ, ত্বাং প্রপন্নং মাং শাধি ।

মূলের অনুবাদ—আমার হৃদয় কাতর্যে অভিভূত ও ধর্মাধর্ম বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়াছে। সেই হেতু আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়ঃস্কর তাহাই বলুন। আমি আপনার শিষ্য ও শরণাগত, আমার কর্তব্য উপদেশ করুন ।

শ্রীধরী টীকা—কার্পণ্যেত্যাদি। তস্মাৎ কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ ... হত্বা কথং জীবিষ্যাম ইতি কার্পণ্যং দোষশ্চ স্বকুলক্ষয়কৃতঃ, তাভ্যামুপহতোঽভিভূতঃ স্বভাবঃ শৌর্য্যাদিলক্ষণো যস্য সোঽহং ত্বাং পৃচ্ছামি। তথা ধর্মে সংমূঢ়ং চেতো যস্য সঃ। যুদ্ধং ত্যক্ত্বা ভিক্ষাটনমপি ক্ষত্রিয়স্য ধর্মোঽধর্মো বেতি সন্দিগ্ধচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। অতো মে যন্নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ যুক্তং স্যাৎ তদ্ ব্রূহি। কিঞ্চ তেঽহং শিষ্যঃ শাসনার্হঃ।* অতস্ত্বাং প্রপন্নং শরণাগতং মাং শাধি শিক্ষয় । ৭

টীকার অনুবাদ—ইহাদিগকে বধ করিয়া কিরূপে জীবিত থাকিব? এই কার্পণ্য[১] বা কাতরতা আর কুলক্ষয়জনিত দোষ দ্বারা আমার শৌর্যাদি সম্পন্ন ক্ষাত্র স্বভাব অভিভূত হইয়াছে। সেই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। ধর্মে, কর্তব্যে সংমূঢ় চিত্ত যাঁহার তিনি। ইহার অর্থ, যুদ্ধ ছাড়িয়া ভিক্ষাচর্যাও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বা অধর্ম এই বিষয়ে আমার চিত্ত সন্দেহ-চঞ্চল হইয়াছে। অতএব আমার পক্ষে নিঃসংশয়ে যাহা মঙ্গলজনক তাহা বলুন। আমি আপনার শিষ্য[২], শাসনযোগ্য। সেই হেতু আপনার চরণে প্রপন্ন, শরণাগত, আমাকে ধর্ম শিক্ষা দিন। ৭

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮

অন্বয়—ভূমৌ অসপত্নম্ ঋদ্ধম্ রাজ্যং [তথা] সুরাণাম্ অপি

---

১ শাস্ত্রে আছে, "যোঽল্পাং স্বল্পামপি স্বক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণঃ।" ইহার অর্থ, যিনি স্বকীয় অল্প বা স্বল্প ক্ষতি ক্ষমা না করেন তিনি কৃপণ। সুতরাং যিনি আত্মজ্ঞ নহেন বা পরম পুরুষার্থ প্রাপ্ত হন নাই, তিনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত কৃপণ। উপনিষদে আছে, যো বা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।' ইহার অর্থ, হে গার্গি, যিনি এই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন তিনি কৃপণ।—আনন্দগিরি।

২ শাস্ত্রে আছে, প্রব্রূহি ন অপুত্রায়, ন অশিষ্যায়। ইহার অর্থ, অপুত্রকে বা অশিষ্যকে তত্ত্বকথা বলিবে না। এই শাস্ত্রীয় নিষেধ স্মরণপূর্বক অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব স্বীকৃতি করিলেন। শিষ্যত্ব শ্রেয়ঃস্কর মনোভাব। ইহা ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞানলাভ হয় না। হৃদয়ে শিষ্যত্ব প্রকট হইলেই প্রকৃতি বহুজন্মরুদ্ধ জ্ঞানরাজ্যের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেন। শিষ্যত্ব লাভ না করিয়া জ্ঞানান্বেষণ করিলে সর্বশ্রম ব্যর্থ হয়।

আধিপত্যং যৎ মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণম্ শোকম্ অপনুদ্যাৎ [তৎ] ন হি প্রপশ্যামি। ৮

মুলের অনুবাদ—পৃথ্বীধামে নিষ্কণ্টক সুসমৃদ্ধ সাম্রাজ্য এবং দেবগণের আধিপত্য লাভেও আমার ইন্দ্রিয়শোষক শোকতাপ দূরীভূত হইবে না। কিরূপে আমার শোকাপনোদন হইবে, তাহার কোন উপায় দেখিতেছি না। ৮

শ্রীধরী টীকা—ত্বমেব বিচার্য্য যদ্ যুক্তং তৎ কুর্বিতি চেৎ, তত্রাহ—নহি প্রপশ্যামীতি। ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণমতিশোষণকরং মদীয়ং শোকং যৎকর্ম অপনুদ্যাৎ অপনয়েৎ তদহং ন প্রপশ্যামীতি। যদ্যপি ভূমৌ নিষ্কণ্টকং সমৃদ্ধং রাজ্যং প্রাপ্স্যামি। তথা সুরেন্দ্রত্বমপি যদি প্রাপ্স্যামি এবমভীষ্টং তত্তৎ সর্বমবাপ্যাপি শোকাপনোদনোপায়ং ন প্রপশ্যামীত্যন্বয়ঃ। ৮

টীকার অনুবাদ—যদি বল, যাহা কর্তব্য তাহা তুমিই বিচারপূর্বক অনুষ্ঠান কর। তদুত্তরে বলিতেছেন, যদিও পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত সাম্রাজ্য পাই, অথবা যদি সুরেন্দ্রত্ব, স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য পাই, এইরূপে সমস্ত অভীষ্ট পাইয়াও ইন্দ্রিয়শোষক শোকনাশের কোন উপায় দেখিতেছি না। এইরূপ অন্বিত হইবে

সঞ্জয় উবাচ *

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥ ৯

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ, পরন্তপঃ গুড়াকেশঃ হৃষীকেশং গোবিন্দম্ [অহং] ন যোৎস্যে ইতি উক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ। ৯

মুলের অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন, শত্রুতাপন নিদ্রাজয়ী অর্জুন হৃষীকেশ গোবিন্দকে[১] 'আমি যুদ্ধ করিব না'—এই কথা বলিয়া মৌনী রহিলেন। ৯

---

* বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেসের গীতায় ইহা নাই।

১ গাং (বেদলক্ষণাং) বাণীং বিন্দতি ইতি বুৎপত্ত্যা সর্ববেদোপাদানত্বেন সর্বজ্ঞঃ গোবিন্দঃ—মধুসূদন।

শ্রীধরী টীকা—এবমুক্ত্বা অর্জুনঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষয়াং সঞ্জয় উবাচ। এবমিত্যাদি স্পষ্টার্থঃ। ৯

টীকার অনুবাদ—এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়া অর্জুন কি করিলেন? ইহার উত্তরে সঞ্জয় বলিলেন, এইরূপে ইত্যাদি শ্লোকার্থ সুস্পষ্ট। ৯

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০

অন্বয়—হে ভারত, হৃষীকেশঃ প্রহসন্ ইব উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তং তম্ ইদং বচঃ উবাচ। ১০

মূলের অনুবাদ—হে ধৃতরাষ্ট্র, তখন হৃষীকেশ প্রসন্ন বদনে উভয় সেনাদলের মধ্যে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে এই বাক্য বলিলেন। ১০

শ্রীধরী টীকা—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তমুবাচেতি। প্রহসন্নিব প্রসন্নমুখঃ সন্নিত্যর্থঃ। ১০

টীকার অনুবাদ—অনন্তর কি ঘটিল? ইহাই বলিতেছেন, তাঁহাকে বলিলেন ইত্যাদি। ইহার অর্থ, প্রসন্নমুখ[১] হইয়া। ১০

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, ত্বম্ অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ প্রজ্ঞাবাদান্ ভাষসে চ; পণ্ডিতাঃ গতাসূন্ অগতাসূন্ চ ন অনুশোচন্তি। ১১

---

১ এই অংশের ব্যাখ্যা টীকাকারগণ নানাভাবে করিয়াছেন॥ তাঁহাকে আশ্বাস দানার্থ যেন উপহাস করিতে—আনন্দগিরি। অনুচিত আচরণ প্রকাশন দ্বারা লজ্জাম্বুধিতে যেন মজ্জিত করিতে।—মধুসূদন। ইনি মূঢ় হইয়াও অমূঢ়বৎ কথা বলিতেছেন। এইরূপে প্রহসন করিয়া—নীলকণ্ঠ। অকস্মাৎ পার্থকে নিরুদ্যোগ দেখিয়া যেন পরিহাস বাক্য বলিতে—রামানুজ। হায়! তোমারও ঈদৃশ বিবেক! এইরূপ সখ্যভাব দ্বারা প্রহসনপূর্ব্বক অনুচিত ভাষণ নিমিত্ত ত্রপাসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিতে।—বলদেব বিদ্যাভূষণ। অহো! তোমারও এইরূপ অবিবেক! এইরূপ সখ্যভাব দ্বারা তাঁহাকে প্রহসনপূর্বক তাঁহার অনৌচিত্য প্রকটিত করিয়া লজ্জাম্বুধিতে নিমজ্জিত করিতে—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

মূলের অনুবাদ—ভগবান[১] শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হে অর্জুন, তুমি অশোচ্য[২] আত্মীয়গণের নিমিত্ত শোক করিতেছ ; অথচ প্রাজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় কথা বলিতেছ। পণ্ডিতগণ[৩] মৃত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না।" ১১

শ্রীধরী টীকা—দেহাত্মনোরবিবেকাদস্যৈবং শোকো ভবতীতি তদ্বিবেক-প্রদর্শনার্থং শ্রীভগবানুবাচ—অশোচ্যানিত্যাদি। শোকস্যাবিষয়ীভূতানেব বন্ধূন্ ত্বম্ অন্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি "দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনং কৃষ্ণ" ইত্যাদিনা। তত্র "কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিত" মিত্যাদিনা ময়া বোধিতোঽপি পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্ শব্দান্ "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদীন্ কেবলং ভাষসে। ন তু পণ্ডিতোঽসি। যতো গতাসূন্ গতপ্রাণান্ বন্ধূন্ অগতাসূংশ্চ বন্ধুহীনা এতে কথং জীবিষ্যন্তীতি নানুশোচন্তি পণ্ডিতা বিবেকিনঃ। ১১

টীকার অনুবাদ—দেহ ও আত্মার অভেদ হেতু ইহার এইরূপ শোক হইতেছে। উক্ত ভেদ দর্শনের জন্য ভগবান্ বলিলেন। শোকের অবিষয়ীভূত বন্ধুবর্গের জন্য

---

১ অনুগীতায় ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন, 'তখন আমি যোগস্থ হইয়া গীতা-শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছি। ভগবান শব্দের অর্থ ভগযুক্ত। এই সম্বন্ধে দুই শ্লোক উদ্ধৃত হইল—

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য ধর্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥
উৎপত্তিং চ বিনাশং চ ভূতানামাগতিং গতিং
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥

সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র ধর্ম, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র বৈরাগ্য ও সমগ্র মোক্ষ—এই ছয় শক্তির একত্রকে ভগ বলে। এই ভগ যাঁহার আছে তিনি ভগবান্। আরও ভূতগণের উৎপত্তি, বিনাশ, বিদ্যা, অবিদ্যা, পুনর্জন্ম ও পারলৌকিক গতি যিনি জানেন, তিনি ভগবান্ নামে অভিহিত হন।

২ ভীষ্ম-দ্রোণাদি স্বজনগণের জন্য শোক করা উচিত নহে ; কারণ তাঁহারা সদ্বস্তু ও পরমার্থ রূপে নিত্য। ইহাই শ্রীকৃষ্ণোক্তির ভাবার্থ। শাংকর ভাষ্য

৩ পণ্ডা (বেদোজ্জ্বলা বা আত্মবিষয়া বুদ্ধি) যাহাদের তাঁহারা। বেদপাঠ বা শাস্ত্রপাঠ ব্যতীত বুদ্ধি উজ্জ্বল বা মার্জিত হয় না। পরাবিদ্যার অনুসরণে বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয়।

তুমি বৃথা শোক করিতেছ ও বলিতেছ, 'হে কৃষ্ণ ; এই স্বজনগণকে দেখিয়া ইত্যাদি।' এই বিপৎকালে কি হেতু তোমার মোহ আসিল ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তোমাকে উপদেশ দান সত্ত্বেও তুমি পুনরায় প্রজ্ঞাবান্‌গণের, পণ্ডিতগণের বাদসমূহ, শব্দসমূহ 'কিরূপে আমি ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিব ?' এই সকল কথা বলিতেছ। তুমি পণ্ডিতও নও। যেহেতু পণ্ডিতগণ, বিবেকিগণ গতাসু, গতপ্রাণ ও অগতাসু, জীবিত বন্ধুগণকে হারাইয়া বন্ধুহীন ব্যক্তিগণ কিরূপে প্রাণধারণ করিবে—এইরূপ অনুশোচনা করিতেছ। ১১

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্॥ ১২

অন্বয়—অহং জাতু ন আসম্ তু ন এব, ত্বং ন [আসীঃ] ন ইমে জনাধিপাঃ ন [আসন্] ইতি ন। অতঃপরম্ বয়ং ন ভবিষ্যামঃ চ ন এব। ১২

মূলের অনুবাদ—পূর্বে আমি, তুমি ও ঐ নরপতিগণ ছিলেন না, তাহা সত্য নহে। ইহার পরে আমরা থাকিব না, তাহাও সত্য নহে। ১২

শ্রীধরী টীকা—অশোচ্যত্বে হেতুমাহ—ন ত্বেবাহমিতি। যথাহং পরমেশ্বরো জাতু কদাচিৎ লীলাবিগ্রহস্যাবির্ভাবে তিরোভাবেঽপি নাসমিতি নৈব, অপি ত্বাসমেব অনাদিত্বাৎ। ন চ ত্বং নাসীঃ নাভূঃ, অপি ত্বাসীরেব। ইমে চ জনাধিপাঃ নৃপাঃ নাসন্নিতি ন, অপি তু আসন্নেব মদংশত্বাৎ, তথাতঃ পরম্ ইত উপর্য্যপি ন ভবিষ্যামো ন স্যাস্যাম ইতি চ নৈব, অপি তু স্যাস্যাম এবেতি জন্ম-মরণ-শূন্যত্বাদশোচ্যা ইত্যর্থঃ। ১২

টীকার অনুবাদ—স্বজনগণের অশোচ্যত্বের কারণ শ্রীভগবান বলিতেছেন—আমি পরমেশ্বর, আমার লীলামূর্ত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব নিমিত্ত আমি পূর্বে ছিলাম না, তাহা নহে ; পরন্তু আমি আত্মরূপে বিদ্যমান ছিলাম, আমি অনাদি বলিয়া। তুমিও দেহ ধারণের পূর্বে ছিলে না, তাহাও নহে ; পরন্তু তুমি আত্মরূপে নিশ্চয়ই ছিলে।

অথবা এই জনাধিপগণ, নৃপতিগণ জন্মের পূর্বে ছিলেন না, তাহা নহে ; পরন্তু তাঁহারা সূক্ষ্মরূপে ছিলেন ; কারণ তাঁহারা মদংশভূত। অতঃপর, ইহার পরেও আমরা থাকিব না[১], তাহাও নহে। পরন্তু আমরা অবশ্যই থাকিব। ইহার অর্থ, স্বজনগণ জন্মমরণশূন্য বলিয়া অশোচ্য। ১২

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩

অন্বয়—যথা দেহিনঃ অস্মিন্ দেহে কৌমারং যৌবনং জরা, তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ তত্র ধীরঃ ন মুহ্যতি। ১৩

মূলের অনুবাদ—যেমন দেহাভিমানী জীব এই স্থূল দেহে কৌমার (বাল্যাবস্থা), যৌবন ও জরা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বর্তমান দেহনাশের পর অন্য দেহ প্রাপ্তি ঘটে। ইহাতে ধীমান্ মোহগ্রস্ত হন না। ১৩

শ্রীধরী টীকা—নন্বীশ্বরস্য তব জন্মাদিশূন্যত্বং সত্যমেব, জীবানাং তু জন্মমরণে প্রসিদ্ধে ইত্যাহ দেহিন ইত্যাদি। দেহিনো দেহাভিমানিনো জীবস্য যথাস্মিন্ স্থূলদেহে কৌমারাদ্যবস্থা দেহনিবন্ধনা এব ন তু স্বতঃ, পূর্বাবস্থানাশেঽবস্থান্তরোৎপত্তাবপি স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ, তথৈব এতদ্দেহনাশে দেহান্তরপ্রাপ্তিরপি লিঙ্গদেহনিবন্ধনৈব। ন তু তাবদাত্মনো নাশঃ। জাতমাত্রস্য পূর্বসংস্কারেণ স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। অতো ধীরো ধীমান্ তত্র তয়োর্দ্দেহনাশোৎপত্ত্যোর্ন মুহ্যতি আত্মৈব মৃতো জাতশ্চেতি ন মন্যতে। ১৩

টীকার অনুবাদ—আপনি ঈশ্বর (অবতার)। আপনার জন্মমরণরাহিত্য সত্যই কিন্তু জীবগণের জন্ম ও মৃত্যু প্রসিদ্ধ। এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন; দেহিগণের ইত্যাদি। দেহীর, দেহাভিমানী জীবের এই স্থূল দেহে যে কৌমারাদি

১ ঘটাদির উৎপত্তি ও বিনাশে ঘটস্থ আকাশের উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না ; কারণ আকাশ নিত্য। তদ্রূপ দেহের জন্ম ও মৃত্যু ঘটিলেও আত্মস্বরূপে আমরা বর্তমান থাকিব।—শংকর

অবস্থা তাহা দেহনিমিত্তক, উহা স্বতঃসিদ্ধ নহে। পূর্ব অবস্থা নষ্ট হইবার পর অন্য অবস্থা উৎপন্ন হইলেও—সেই আমি এখনও আছি—এই প্রত্যভিজ্ঞান থাকে। ইহার অর্থ, দৈহিক পরিবর্তন ঘটিলেও 'আমি' জ্ঞানের ব্যভিচার হয় না। সেইরূপ এই স্থূল দেহ নাশান্তে অন্য দেহ গ্রহণও সূক্ষ্মদেহ নিমিত্তকই। ইহাতে আত্মার বিনাশ হয় না; কারণ, পূর্বজন্মের সংস্কারহেতু ইহজন্মের পরই মাতৃস্তন্য পানাদিতে নবজাতকের প্রবৃত্তি দেখা যায়। অতএব ধীর, ধীমান দেহের বিনাশে বা উৎপত্তিতে মোহগ্রস্ত হন না। তিনি মনে করেন না, আত্মাই মৃত ও জাত হন। ১৩

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪

অন্বয়—হে কৌন্তেয়, মাত্রাস্পর্শাঃ তু শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ, আগমাপায়িনঃ। [অতএব তে] অনিত্যাঃ। হে ভারত, তান্ তিতিক্ষস্ব। ১৪

মূলের অনুবাদ—হে কুন্তিপুত্র, বিষয় পঞ্চকের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিসমূহ সম্বন্ধ হইলে শীত ও গ্রীষ্ম এবং সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হয়। সেই সকল দ্বন্দ্ব আসে ও যায়; চিরস্থায়ী হয় না। হে ভারত, অতএব তুমি তৎসমুদয় সহ্য কর। ১৪

শ্রীধরী টীকা—নন্থ গতাম্থগতানহং ন শোচামি, কিন্তু তদ্বিয়োগাদি দুঃখভাজনম্ আত্মানমেবেতি চেত্তত্রাহ—মাত্রাস্পর্শা ইতি। মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ, তাসাং স্পর্শাঃ বিষয়ৈঃ সম্বন্ধাঃ, তে শীতোষ্ণাদিপ্রদা ভবন্তি, তে ত্বাগমাপায়িত্বাৎ অনিত্যা অস্থিরাঃ অতস্তান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব। যথা জলাতপাদিসংপর্কাস্তত্তৎকালকৃতাঃ স্বভাবতঃ শীতোষ্ণাদি প্রযচ্ছন্তি, এবমিষ্টসংযোগবিয়োগা অপি সুখদুঃখাদি প্রযচ্ছন্তি, তেষাং চাস্থিরত্বাৎ সহনং তব ধীরস্যোচিতং ন তু তন্নিমিত্তহর্ষবিষাদ-পারবশ্যমিত্যর্থঃ। ১৪

টীকার অনুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে, যাহারা মৃত বা জীবিত তাহাদের জন্য শোক করিতেছি না; কিন্তু তাহাদের বিয়োগজনিত দুঃখভাক্ আমি;

আমার জন্যই শোক করিতেছি। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, মাত্রাস্পর্শাদি। বিষয়সমূহ যাহাদের দ্বারা মিত, জ্ঞাত হয় সেইগুলিই মাত্রা, ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ। তাহাদের স্পর্শ, বিষয় সহ সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ সমুদয় শীত-গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্বদায়ক হয়। কিন্তু সেইগুলি উৎপত্তি ও বিনাশশীল বলিয়া অনিত্য, অস্থির। অতএব সেইগুলিকে তিতিক্ষা কর, সহ্য কর। যেমন বৃষ্টি ও রৌদ্রের সংসর্গ সেই সেই সময়ে শীত-গ্রীষ্মাদি স্বতঃই প্রদান করে, তদ্রূপ প্রিয় বস্তুর সংযোগ এবং বিয়োগও সুখ-দুঃখাদি প্রদান করে। সেইগুলি অস্থির (অস্থায়ী) বলিয়া উহাদিগকে সহ্য করা উচিত তোমার, ধীর ব্যক্তির। ইহার অর্থ, এই হেতু তোমার পক্ষে হর্ষ-বিষাদের বশীভূত হওয়া উচিত নহে। ১৪

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ ১৫

অন্বয়—হে পুরুষর্ষভ, এতে যং সমদুঃখসুখং ধীরং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি স হি অমৃতত্বায় কল্পতে। ১৫

মূলের অনুবাদ—হে পুরুষপ্রবর, এই ইন্দ্রিয়-বিষয় সম্বন্ধ * যাঁহাকে অভিভূত না করে এবং দুঃখ-সুখে যিনি অবিচলিত থাকেন সেই সুধীর পুরুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হন। ১৫

শ্রীধরী টীকা—তৎপ্রতিকারপ্রযত্নাদপি তৎসহনমেবোচিতং মহাফলত্বাদিত্যাহ—যং হীত্যাদি। এতে মাত্রাস্পর্শা যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি নাভিভবন্তি সমে সুখদুঃখে যস্য স তম্। স তৈরবিক্ষিপ্যমানো ধর্মজ্ঞানদ্বারা অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি। ১৫

---

* এই বিষয়ে শাস্ত্রে আছে—

যাবন্তঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোক-শঙ্কবঃ॥

জীব যতগুলি প্রিয় বস্তুর সহিত মনের সম্বন্ধ স্থাপন করে, ততগুলি শোকশঙ্কু তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-বিষয়ের প্রতি অনুরাগই সর্বদুঃখের মূলীভূত কারণ।

টীকার অনুবাদ—উহার প্রতিকারের প্রযত্ন অপেক্ষা উহার সহনই উচিত। উহাতে মহাফল লাভ হয়। এই উদ্দেশ্যে বলিতেছেন, যাহাকে ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংস্পর্শ যে পুরুষকে ব্যথিত, অভিভূত না করে। দুঃখে ও সুখে সমভাব যাঁহার তিনি। তৎসমুদয়ের দ্বারা অবিক্ষিপ্ত (অবিচলিত) থাকিয়া ধর্মজ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ব, মোক্ষলাভের যোগ্য, সমর্থ হন। ১৫

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১৬

অন্বয়—অসতঃ ভাবঃ ন বিদ্যতে, সতঃ অভাবঃ ন বিদ্যতে। তত্ত্বদর্শিভিঃ তু অনয়োঃ অপি অন্তঃ দৃষ্টঃ। ১৬

মূলের অনুবাদ—অনিত্য অনাত্ম বস্তুর স্থায়ী সত্তা নাই এবং নিত্যবস্তু আত্মার বিনাশ নাই। উক্তরূপে তত্ত্ববেত্তাগণ নিত্য আত্মা ও অনিত্য অনাত্মা উভয়ের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। ১৬

শ্রীধরী টীকা—নম্বু তথাপি শীতোষ্ণাদিকমতিদুঃসহং কথং সোঢ়ব্যম্? অত্যন্তং তৎসহনে চ কদাচিদ্দেহনাশস্যাপি সংভবাদিত্যাশংক্য তত্ত্ববিচারতঃ সর্বং সোঢ়ুং শক্যমিত্যাশয়েনাহ—নাসতো বিদ্যতে ইতি। অসতঃ অনাত্মধর্ম-ত্বাদবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে। তথা সতঃ সংস্বভাবস্যা-ত্মনোঽভাবো বিনাশো ন বিদ্যতে, এবমুভয়োঃ সদসতোরন্তো নির্ণয়ো দৃষ্টঃ। কৈঃ? তত্ত্বদর্শিভিঃ বস্তুযাথার্থ্যবেদিভিঃ। এবম্ভূতবিবেকেন সহস্বেত্যর্থঃ। ১৬

টীকার অনুবাদ—আপনার কথা স্বীকার করিলেও অত্যন্ত দুঃসহ শীত-গ্রীষ্মাদি কিরূপে সহ্য করা যায়? যদি অধিক দ্বন্দ্ব সহনে আত্মনাশ ঘটে? এই আশংকার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন, তত্ত্ববিচার দ্বারা সর্ব দ্বন্দ্ব সহনে সামর্থ্য জন্মে। অসৎ বস্তু অনাত্মধর্মী বলিয়া অবিদ্যমান। এইরূপ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব বা সত্তা আত্মায় নাই। সর্ব দ্বন্দ্ব অনাত্মধর্মী, আত্মধর্মী নহে।

তদ্রূপ সৎবস্তুর, সৎস্বভাব আত্মার অনস্তিত্ব বা বিনাশ হয় না। এইরূপ সৎ ও অসৎ বস্তুর অন্ত, স্বরূপ নির্ণয় দৃষ্ট হইয়াছে। কাহাদের দ্বারা? তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ কর্তৃক, সদসৎবস্তুর যাথার্থ্য বেত্তাগণ কর্তৃক। এইরূপ আত্মা ও অনাত্মার ভেদ জ্ঞান দ্বারা এই সকল দ্বন্দ্ব সহ্য[১] কর। ১৬

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি॥ ১৭

অন্বয়—যেন ইদং সর্বং ততং তৎ তু অবিনাশি বিদ্ধি। কশ্চিৎ অস্য অব্যয়স্য বিনাশং কর্তুম্ ন অর্হতি। ১৭

মূলের অনুবাদ—যে আত্মা দ্বারা এই দেহাদি ব্যাপ্ত তাহা বিনাশরহিত বলিয়া জানিবে। কেহ এই অব্যয় আত্মার বিনাশ করিতে পারে না। ১৭

শ্রীধরী টীকা—তত্র সৎস্বভাবমবিনাশি বস্তু সামান্যেনোক্তং, বিশেষতো দর্শয়তি—অবিনাশি ত্বিতি। যেন সর্বমিদমাগমাপায়ধর্মাত্মকং দেহাদিকং ততং সাক্ষিত্বেন ব্যাপ্তম্। তত্তু আত্মস্বরূপম্ অবিনাশি বিনাশশূন্যং বিদ্ধি জানীহি। তত্র হেতুমাহ—বিনাশমিতি। ১৭

টীকার অনুবাদ—সৎস্বরূপ বিনাশশূন্য আত্মবস্তু পূর্বে সাধারণভাবে কথিত হইয়াছেন; এখন বিশেষভাবে উহার স্বরূপ দেখাইতেছেন অবিনাশি প্রভৃতি দ্বারা। জনমরণ ধর্মাত্মক এই সমস্ত দেহাদি বস্তু যৎকর্তৃক সাক্ষীরূপে পরিব্যাপ্ত সেই আত্মাকে স্বরূপতঃ বিনাশরহিত বলিয়া জানিবে। ইহার কারণ বলিতেছেন, কে উহার বিনাশ সাধনে সমর্থ নহে। ১৭

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥১৮

অন্বয়—নিত্যস্য অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য শরীরিণঃ ইমে দেহাঃ অন্তবন্তঃ উক্তাঃ; ভারত, তস্মাদ্ যুধ্যস্ব। ১৮

---

১ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "শ ষ স। যে সয় সে রয়। যে না সয়, সে নাশ হয়।"

মূলের অনুবাদ—তত্ত্বদর্শিগণ কর্তৃক উক্ত নিত্য অবিনাশী অপরিচ্ছিন্ন শরীরী জীবাত্মার এই সকল স্থূল দেহ নশ্বর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব, বৃথা শোক্ ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর। ১৮

শ্রীধরী টীকা—আগমাপায়ধর্মকং সন্দর্শয়তি—অন্তবন্ত ইতি। অন্তো বিনাশো বিদ্যতে যেষাং তে অন্তবন্তঃ। নিত্যস্য সর্বদৈকরূপস্য শরীরিণঃ শরীরবতঃ অতএবানাশিনো বিনাশরহিতস্য অপ্রমেয়স্যাপরিচ্ছিন্নস্যাত্মন ইমে সুখদুঃখাদিধর্মকা দেহা উক্তাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। যস্মাদেবমাত্মনো ন বিনাশঃ, ন চ সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ তস্মান্মোহজং শোকং ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব। স্বধর্মং মা ত্যাক্ষীরিত্যর্থঃ। ১৮

টীকার অনুবাদ—আগম (উৎপত্তি) ও অপায় (বিনাশ) ধর্মাত্মক দেহাদি অনাত্ম বস্তুর স্বরূপ দেখাইতেছেন—অন্তযুক্ত ইতি। অন্ত, নাশ আছে যাহাদের তাহারা অন্তবান্, অন্তযুক্ত। নিত্য, সর্বদা একরূপ। শরীরী, শরীরবান্। অতএব অনাশী, বিনাশরহিত। অপ্রমেয়, অপরিচ্ছিন্ন আত্মার এই সকল দেহ সুখ-দুঃখ ধর্মাত্মক বলিয়া তত্ত্বদর্শীবৃন্দ কর্তৃক কথিত হইয়াছে। সুতরাং আত্মার মৃত্যু নাই, সুখ-দুঃখাদি সম্বন্ধও নাই। সেই হেতু মোহজাত শোক ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর[১]। ইহার অর্থ, স্বধর্ম ত্যাগ করিও না। ১৮

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

অন্বয়—যঃ এনং হন্তারং বেত্তি, যঃ চ এনং হতং মন্যতে, তৌ উভৌ [এনং] ন বিজানীতঃ। অয়ং ন হন্তি, ন হন্যতে। ১৯

---

১ আত্মা নিত্য ও বিকারশূন্য বলিয়া তুমি স্বধর্ম হইতে স্খলিত হইও না, যুদ্ধোপরম করিও না। ইহার দ্বারা যুদ্ধের কর্তব্যতা বিহিত হইল না। অর্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াই কুরুক্ষেত্রে শোকমোহে প্রতিবদ্ধ হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। অতএব ভগবান তাঁহার কর্তব্য প্রতিবন্ধের অপনয়নমাত্র করিতেছেন। সুতরাং 'যুদ্ধ কর' ইহা বিধিবাক্য নহে। পূর্বারব্ধ কর্মের অনুবৃত্তি মাত্র।—শংকরাচার্য্য।

মূলের অনুবাদ—যিনি মনে করেন, এই জীবাত্মা অন্যের হন্তা হন এবং যিনি মনে করেন, ইহা অন্য দ্বারা হত হন, তাঁহারা উভয়েই আত্মস্বরূপ জানেন না। এই আত্মা কাহাকেও হত্যা করেন না, ও কদাপি হত হন না। ১৯

শ্রীধরী টীকা—তদেবং ভীষ্মাদিমৃত্যুনিমিত্তঃ শোকো নিবারিতঃ। যচ্চাত্মনো হন্তৃত্ব-নিমিত্তং দুঃখমুক্তম্ "এতান্ন হন্তুমিচ্ছামী" ইত্যাদিনা, তদপি তদ্বদেব নির্নিমিত্তমিত্যাহ—য এনমিতি। এনমাত্মানম্। আত্মনো হনন-ক্রিয়ায়াং কর্মত্বং কর্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্নায়মিতি। ১৯

টীকার অনুবাদ—এইরূপে ভীষ্মাদির মৃত্যুহেতু শোক নিবারিত হইল। তুমি দুঃখ করিতেছ, তাহাদের হন্তা হইবে! কিরূপে? ইহাও নির্নিমিত্ত, অহেতুক। আত্মা হন্তা বা হত হন না; কারণ হনন ক্রিয়ারূপ কর্মত্ববং আত্মার হননক্রিয়ারূপ কর্তৃত্বও নাই। ১০

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

অন্বয়—অয়ং কদাচিৎ ন জায়তে, বা ন ম্রিয়তে, ভূত্বা বা ভূয়ঃ ন ভবিতা। অয়ম্ অজঃ নিত্যঃ শাশ্বতঃ পুরাণঃ। [অয়ং] শরীরে হন্যমানে ন হন্যতে। ২০

মূলের অনুবাদ—ইনি জাত বা মৃত হন না; অথবা পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন বা বর্ধিত হন না। ইনি জন্মরহিত, হ্রাস-বৃদ্ধিশূন্য, ক্ষয়হীন ও পরিণামবর্জিত। স্থূলাদি শরীর[১] বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হন না। ২০

শ্রীধরী টীকা—ন হন্যত ইত্যেতদেব ষড়্ভাববিকারশূন্যত্বেন দ্রঢ়য়তি—নেতি। ন জায়ত ইতি জন্মপ্রতিষেধঃ। ন ম্রিয়তে চেতি বিনাশপ্রতিষেধঃ। বা

১ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের অতীত আত্মার সত্তা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালত্রয়ে অবাধিত। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি, তাহা স্থূল দেহের নাশ মাত্র। স্থূল দেহ নাশের পরও সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর যুগল অক্ষত থাকে এবং সূক্ষ্ম দেহই নব স্থূল দেহ পরিগ্রহ বা নব জন্মলাভ করে।

শঙ্কা চার্থে। ন চায়ং ভূত্বা উৎপদ্য ভবিতা ভবতি অস্তিত্বং ভজতে। কিন্তু প্রাগেব স্বতঃ সদ্রূপ ইতি জন্মানন্তরাস্তিত্বলক্ষণ দ্বিতীয়বিকারপ্রতিষেধঃ। তত্র হেতুঃ—যস্মাদজঃ। যো হি জায়তে স জন্মানন্তরমস্তিত্বং ভজতে, ন তু যঃ স্বয়ম্ এবাস্তি স ভূয়োঽপ্যন্যদস্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ। নিত্যঃ সর্বদৈকরূপ ইতি বৃদ্ধি-প্রতিষেধঃ। শাশ্বতঃ শশ্বদ্ভব ইত্যপক্ষয়প্রতিষেধঃ। পুরাণ ইতি বিপরিণামপ্রতিষেধঃ। পুরাপি নব এব ন তু পরিণামতো রূপান্তরং প্রাপ্য নবো ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা ন ভবিতেত্যস্যানুষঙ্গং কৃত্বা ভূয়োঽধিকং যথা ভবতি তথা ন ভবতীতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। অজো নিত্য ইতি চোভয়বৃদ্ধ্যাভাবে হেতুরিতি ন পৌনরুক্ত্যম্। অনেবং "জায়তে অস্তি বর্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতী"ত্যেবং যাস্কাদিভির্বেদবাদিভিরুক্তাঃ ষড়্‌ভাববিকারা নিরস্তাঃ। যদর্থমেতে বিকারা নিরস্তাস্তং প্রস্তুতং বিনাশাভাবমুপসংহরতি—ন হন্যতে হন্যমানে শরীর ইতি। ২০

টীকার অনুবাদ—আত্মার অজত্ব ও অমরত্ব ষড়্‌বিকাররাহিত্য দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন। আত্মা জাত হন না—ইহার দ্বারা আত্মার জন্ম প্রতিষিদ্ধ হইল। আত্মা মৃত হন না—ইহার দ্বারা আত্মার মৃত্যু প্রতিষিদ্ধ হইল। বা শব্দের অর্থ এবং। ইহা উৎপন্ন হইয়া অস্তিত্ব লাভ করে না; পরন্তু পূর্বেই স্বভাবতঃ সদ্রূপ ছিলেন—ইহার দ্বারা জন্মের পরে অস্তিত্ব লাভরূপ দ্বিতীয় বিকার প্রতিষিদ্ধ হইল। ইহার কারণ, আত্মা অজ। যাহা জাত হয়, তাহাই অন্য জন্মরূপ অস্তিত্ব লাভ করে। ইহার অর্থ, যাহা স্বভাবতঃই বিদ্যমান তাহা পুনরায় অন্য অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয় না। আত্মা নিত্য, সর্বদা একরূপ। ইহার দ্বারা আত্মার বৃদ্ধি প্রতিষিদ্ধ হইল। আত্মা শাশ্বত, চিরন্তন, ক্ষয়হীন—ইহার দ্বারা আত্মার অপক্ষয় প্রতিষিদ্ধ হইল। আত্মা পুরাণ, পরিণামরহিত, পরিবর্তনহীন—ইহার দ্বারা আত্মার পরিণাম প্রতিষিদ্ধ হইল। আত্মা পুরাণ হইয়াও নূতন। ইহার অর্থ আত্মা পরিণাম বা পরিবর্তনের ফলে অন্য রূপ পাইয়া নূতন হন না। অথবা 'ন ভবিতা' এই অংশের অর্থ পূর্বানুবৃত্তি

করিয়া এইরূপ হয়—ভূয়ঃ, অধিক (বর্ধিত) যেমন হয় তেমন হয় না। ইহার দ্বারা বৃদ্ধি প্রতিষিদ্ধ হইল। অজ ও নিত্য—এই দুই বিশেষণ বৃদ্ধি অভাবের কারণ বলিয়া পুনরুক্তি[১] নহে। যাস্কাদি বেদব্যাখ্যাতৃবৃন্দ কর্তৃক জড় বস্তুর এই ষড়বিকার[২] কথিত হইয়াছে—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ। পূর্বোক্ত যুক্তিবলে আত্মার ছয় বিকার নিষিদ্ধ হইল। এই সকল বিকার আত্মাতে প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় আলোচ্য বিনাশ-রাহিত্যের উপসংহার করিতেছেন—শরীর বিনষ্ট হইলে আত্মা বিনষ্ট হন না। ২০

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১

অন্বয়—হে পার্থ, য এনম্ অবিনাশিনম্ অব্যয়ম্ নিত্যম্ অজম্ বেদ, সঃ পুরুষঃ কথং কং ঘাতয়তি, কং [বা] হন্তি। ২১

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, যিনি ইহাকে বৃদ্ধিশূন্য, অপক্ষয়রহিত ও জন্মহীন বলিয়া জানেন, তিনি স্বয়ং কাহাকেও হত্যা করেন না, অথবা অন্যের দ্বারা হত্যা করান না। ২১

শ্রীধরী টীকা—অতএব হন্তৃত্বাভাবোঽপি পূর্বোক্তঃ প্রতিষিদ্ধ ইত্যাহ। বেদাবিনাশিনমিত্যাদি। নিত্যং বৃদ্ধিশূন্যম্, অব্যয়ম্, অপক্ষয়শূন্যম্, অজম্ অবিনাশিনং চ যো বেদ, স পুরুষঃ কং হন্তি? কথং বা হন্তি? এবম্ভূতস্য বধে সাধনাভাবাৎ। তথা স্বয়ং প্রযোজকো ভূত্বা অন্যেন কং ঘাতয়তি? ন কিঞ্চিদপি কথঞ্চিদপীত্যর্থঃ। অতো ন মযাপি প্রযোজকত্বাৎ দোষ-দৃষ্টিং মা কার্ষীরিত্যুক্তং ভবতি। ২১

১ শংকরাচার্য্য বলেন, "একমাত্র শ্লোকে আত্মার নিত্যত্ব ও অবিক্রিয়ত্ব কথিত হইয়াছে। ইহা পুনঃপুনঃ বহু শ্লোকে ব্যাখ্যা করা পৌনরুক্ত্য নহে; আত্মবস্তু অত্যন্ত দুর্বোধ্য বলিয়া পুনঃপুনঃ প্রসঙ্গ তুলিয়া শব্দান্তর দ্বারা ভগবান্ বাসুদেব আত্মবস্তুর স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন। এই সদ্বস্তু কোন রূপে সংসারী জীবের বুদ্ধিগত হইলে তাহার সংসার নিবৃত্তি করিবে।"

২ সাংখ্য দর্শন অনুসারে এই ছয় জড়ধর্ম প্রকৃতির আছে, পুরুষের নাই।

টীকার অনুবাদ—অতএব পূর্বকথিত আত্মার হন্তৃত্বাভাবও সিদ্ধ হইল। এই হেতু বলিতেছেন, আত্মাকে অবিনাশী বলিয়া জানিবে। নিত্য, বৃদ্ধিশূন্য। অব্যয়, অপক্ষয়শূন্য এবং অজ, বিনাশরহিত। যিনি আত্মাকে জানেন সেই পুরুষ কাহাকে হত্যা করেন? কিরূপে বা তিনি অন্যকে বধ করেন? এইরূপ আত্মার বধের কোন উপায় নাই। আর তিনি নিজে প্রযোজক হইয়া অন্য দ্বারা কাহাকেই বা বধ করাইবেন? ইহার অর্থ, কাহাকেও কোন প্রকারে বধ করা সম্ভব নহে। ইহাও উক্ত হইল যে, যথার্থ যুদ্ধে আমিও তোমার বলিয়া আমাতে দোষ-দৃষ্টি করিও না। ২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২

অন্বয়—যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় অপরাণি নবানি গৃহ্ণাতি, তথা দেহী জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় অন্যানি নবানি সংযাতি। ২২

মূলের অনুবাদ—যেমন মানুষ জীর্ণ বস্ত্র ছাড়িয়া নব বস্ত্র পরিধান করে, তদ্রূপ দেহী জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নব দেহ ধারণ করে। ২২

শ্রীধরী টীকা—নন্বাত্মনোঽবিনাশিত্বেঽপি তদীয়শরীরনাশং পর্য্যালোচ্য শোচামীতি চেৎ? তত্রাহ বাসাংসীতি। কর্মনিবন্ধনভূতানাং দেহানাম-বশ্যম্ভাবিত্বাৎ ন তজ্জীর্ণদেহনাশে শোকাবকাশ ইত্যর্থঃ। ২২

টীকার অনুবাদ—যদি বল, আত্মার অবিনাশ সিদ্ধ হইলেও তাঁহার শরীর-বিনাশ পর্য্যালোচনা করিয়া শোক করিতেছি। তদুত্তরে বলিতেছেন, বাসাংসি ইত্যাদি। ইহার অর্থ, কর্মফলহেতু নূতন শরীর* ধারণ অনিবার্য্য বলিয়া জীর্ণ দেহনাশে শোকের অবসর নাই। ২২

*বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, "অন্যং নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যম্ বা গান্ধর্ব্বং বা প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মং বা ইতি।" ইহার অর্থ, পূর্ব স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া জীব পিতৃলোকে বা গন্ধর্বলোকে বা দেবলোকে বা প্রজাপতিলোকে অধিকতর নূতন উৎকৃষ্ট শরীর ধারণ করে।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩

অন্বয়—শস্ত্রাণি এনং ন ছিন্দন্তি, পাবকঃ এনং ন দহতি, আপঃ এনং ন ক্লেদয়ন্তি, মারুতঃ চ [এনং] ন শোষয়তি। ২৩

মূলের অনুবাদ—এই আত্মাকে শস্ত্রাদি ছিন্ন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল সিক্ত করিতে পারে না বা বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না। ২৩

শ্রীধরী টীকা—কথং হন্তি ইত্যনেনোক্তং বধসাধনাভাবং দর্শয়ন্নবিনাশিত্বমাত্মনঃ স্ফুটীকরোতি নৈনমিতি। আপো নৈনং ক্লেদয়ন্তি মৃদুকরণেন শিথিলং ন কুর্বন্তি। ২৩

টীকার অনুবাদ—কিরূপে হত্যা করেন—ইহার দ্বারা কথিত অস্ত্রাদির বধোপায়াভাব দেখাইয়া বিনাশরাহিত্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিতেছেন—ইহাকে ইত্যাদি। ইহাকে জল ক্লেদাক্ত করিতে পারে না, মৃদু করিয়া শিথিল করিতে পারে না। বায়ুও ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ২৩

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪

অন্বয়—অয়ম্ অচ্ছেদ্যঃ। অয়ম্ অদাহ্যঃ। অয়ম্ অক্লেদ্যঃ, অশোষ্যঃ চ এব। অয়ং নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুঃ অচলঃ সনাতনঃ চ। ২৪

মূলের অনুবাদ—এই আত্মা কদাপি ছিন্ন, দগ্ধ, ক্লিন্ন, বা শুষ্ক হন না। ইনি অবিনাশী, সর্বব্যাপী, স্থিরস্বভাব, সদৈকরূপ ও অনাদি। ২৪

শ্রীধরী টীকা—অত্র হেতুমাহ অচ্ছেদ্য ইতি সার্দ্ধেন। নিরবয়বত্বাৎ অচ্ছেদ্যোঽয়মক্লেদ্যশ্চ। অমূর্ত্তত্বাদদাহ্যঃ, দ্রবত্বাভাবাদশোষ্য ইতি ভাবঃ। অতশ্চ ছেদাদিযোগ্যো ন ভবতি। যতো নিত্যঃ, অবিনাশী সর্বত্রগতঃ, স্থাণুঃ স্থিরস্বভাবঃ রূপান্তরাপত্তিশূন্যঃ। অচলঃ পূর্বরূপাপরিত্যাগী। সনাতনোঽনাদিঃ। ২৪

টীকার অনুবাদ—আত্মার অবিনাশিত্বের কারণসমূহ অর্ধশ্লোকে বলিতেছেন—ইহা অচ্ছেদ্য ইতি। আত্মা অবয়বশূন্য বলিয়া অস্ত্রাদি দ্বারা ছেদ্য ও জলাদি দ্বারা ক্লেদ্য নহে। ইহা অমূর্ত (অশরীরী, নিরাকার) বলিয়া অগ্ন্যাদি দ্বারা দাহ্য নহে। ইহাতে দ্রবত্ব না থাকায় ইহা শোষ্য নহে। যেহেতু ইহা নিত্য, অবিনাশি। সর্বগত, সর্বত্র ব্যাপ্ত। স্থাণু, স্থিরস্বভাব, অন্যরূপবর্জিত। অচল, পূর্বরূপ পরিত্যাগ করেন না। সনাতন, অনাদি। ২৪

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬

অন্বয়—অয়ম্ [আত্মা] অব্যক্তঃ, অয়ম্ অচিন্ত্যঃ, অয়ম্ অবিকার্যঃ উচ্যতে। তস্মাৎ এনম্ এবম্ বিদিত্বা অনুশোচিতুম্ ন অর্হসি। অথ চ এনং নিত্যজাতং বা নিত্যং মৃতং মন্যসে, তথাপি মহাবাহো ত্বম্ এনং শোচিতুং ন অর্হসি। ২৫-২৬

মূলের অনুবাদ—এই আত্মা[১] চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়, মনের অগোচর ও বাক্যাদি কর্মেন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য। অতএব তুমি এই আত্মার জন্মমরণাভাব জানিয়া অনুশোচনা পরিত্যাগ কর। আত্মা কর্মভোগার্থ দেহধারণ

১ টীকাকার নীলকণ্ঠ আত্মার অবস্থাত্রয়াতীতত্ব প্রকাশার্থ এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

স্বপ্ননিদ্রাযুতবাদ্যৌ প্রাজ্ঞস্ত্বস্বপ্ননিদ্রয়া।
ন নিদ্রাং নৈব চ স্বপ্নং তূর্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ ॥

প্রথম দুই অবস্থা (বিশ্ব ও তৈজস) স্বপ্ন ও নিদ্রা প্রাপ্ত হয়; আর তৃতীয় অবস্থা প্রাজ্ঞ স্বপ্ন ও নিদ্রা উভয়রহিত। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত যোগিগণ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও নিদ্রা অবস্থাত্রয়ের অতীত তূরীয় ভূমিতে আত্মদর্শন করেন। তূরীয় শব্দের অর্থ চতুর্থ।

অন্য শাস্ত্রে আছে, এই আত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্মা। অধ্যাত্ম রামায়ণে (৪:৩১) ব্যাসদেব বলেন, "জীবশ্চ পরমাত্মা চ পর্যায়ো নাত্র ভেদধীঃ।" ইহার অর্থ, এখানে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পর্য্যায় ভেদসূচক নহে।

ও দেহবর্জন করিয়া থাকেন। আর যদি তুমি ইহাকে সর্বদা জাত বা মৃত মনে কর, তথাপি হে মহাবাহো, ইহার জন্য শোক কর্তব্য নহে। ২৫-২৬

শ্রীধরী টীকা—উপসংহরতি তস্মাদিতি। তদেবমাত্মনো জন্মবিনাশাভাবান্ন শোকঃ কার্যঃ ইত্যুক্তম্। ইদানীং দেহেন সহাত্মনো জন্মঃ, তদ্বিনাশেন চ বিনাশমঙ্গীকৃত্যাপি শোকো ন কার্য ইত্যাহ—অথ চেতি। অথচ যদ্যপি এনমাত্মানং নিত্যং সর্বদা তত্তদ্দেহে জাতে জাতং মন্যসে তথা তৎ তদ্দেহে মৃতে মৃতং মন্যসে, পুণ্যপাপয়োস্তৎফলভূতয়োশ্চ জন্মমরণয়োরাত্মগামিত্বাৎ। তথাপি ত্বং শোচিতুং নার্হসি। ২৫-২৬

টীকার অনুবাদ—আলোচ্য বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন, সেই হেতু ইত্যাদি বাক্যে। অতএব আত্মার জন্ম ও মৃত্যু না থাকায় শোক করা উচিত নহে—ইহা কথিত হইল। এখন দেহোৎপত্তির সহিত আত্মার জন্ম এবং দেহ-নাশের সহিত আত্মার মৃত্যু স্বীকার করিলেও শোক কর্তব্য নহে। এইজন্য বলিতেছেন, আর যদি। আর যদিও এই আত্মাকে নিত্য, সর্বদা সেই সেই দেহ জাত হইলে জাত মনে কর; তদ্রূপ সেই সেই দেহ মৃত হইলে উহাকে মৃত মনে কর। পুণ্য ও পাপ এবং তাহাদের ফলভূত জন্ম ও মৃত্যু আত্মার অনুগামী। তাহা সত্ত্বেও তোমার পক্ষে শোক করা উচিত নয়। ২৫-২৬

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২৭

অন্বয়—হি জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ, মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবম্। তস্মাৎ অপরিহার্যে অর্থে ত্বং শোচিতুং ন অর্হসি। ২৭

অন্বয়ের অনুবাদ—জাত ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ও মৃত ব্যক্তির

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১।৩৮) আছে—

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ।

বসুদেব রাজা কংসকে বলিতেছেন, "হে বীর, জন্মবানের মৃত্যু দেহের সহিত জাত হয়। আজ বা শতাব্দী পরে সবপ্রাণীর মৃত্যু নিশ্চিত।"

পুনর্জন্ম[১] অবধারিত। অতএব এই অপরিহার্য বিষয়ে শোকগ্রস্ত হওয়া তোমার মত বীর ও জ্ঞানীর পক্ষে শোভনীয় নহে। ২৭

শ্রীধরী টীকা—কুত ইত্যত আহ—জাতস্যেতি। হি যস্মাজ্জাতস্য স্বারম্ভককর্মক্ষয়ে মৃত্যুর্ধ্রুবো নিশ্চিতঃ, মৃতস্য তৎ তদ্দেহকৃতেন কর্মণা জন্মাপি ধ্রুবমেব। তত্তস্মাদেবমপরিহার্যেঽর্থেঽবশ্যম্ভাবিনি জন্মমরণলক্ষণে অর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং নার্হসি। যোগ্যো ন ভবসি ইত্যর্থঃ। ২৭

টীকার অনুবাদ—কি হেতু শোক অনুচিত তাহা বলিতেছেন, জাত ব্যক্তির ইত্যাদি বাক্যে। যেহেতু প্রারব্ধ কর্মক্ষয়ে জাত ব্যক্তির মৃত্যু ধ্রুব; নিশ্চিত এবং মৃত ব্যক্তিরও সেই দেহ কৃত কর্মদ্বারা জন্ম নিশ্চিতই। সুতরাং এইরূপ অপরিহার্য বিষয়ে, জন্মমরণরূপ অবশ্যম্ভাবী ব্যাপারে তুমি বিদ্বান্, জ্ঞানী, তোমার পক্ষে শোক[২] উচিত নয়, কর্তব্য নয়। ২৭

---

১ আত্মজ্ঞান বা মুক্তিলাভ হইলে পুনর্জন্ম হয় না। আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু লাভ করিয়া লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয়।

২ ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকায় যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ হইতে পরমাস্তিক শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভগবান বশিষ্ঠের এই পঞ্চ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

ত্বং চেদ্ভূবিথ পুরা তদেদানীং ভবিষ্যসি।
অদ্য চেদস্থিতোঽসীতি জ্ঞাতবানসি নিশ্চয়ম্॥
তদানন্তরগানন্যান্ প্রাণাদীন্ নিকটস্থিতান।
বন্ধূনতীতান্ সুবহূন্ কস্মাৎ ত্বং নানুশোচসি॥
পূর্বমন্যস্তবেদানীং বভূবিথ ভবিষ্যসি।
যদি রাম তথাপি ত্বং সদ্রূপঃ কিং বিমুহ্যসি॥
পুরা ভূত্বাথ ভূত্বা চ ভূয়শ্চেৎ ন ভবিষ্যসি।
তথাপি ক্ষীণ-সংসারঃ কিনর্থমনুশোচসি॥
তস্মাৎ ন দুঃখিতা যুক্তা প্রাকৃতে জাগতে ভ্রমে।
তথৈব মুদিতা যুক্তা যুক্তং কার্যানুবর্তনম্॥

যদি তুমি পূর্বে ছিলে তাহা হইলে এখনও থাকিবে। যদি আজ থাক, তবে নিশ্চয়ই কালও থাকিবে। অন্তরস্থ প্রাণাদি ও নিকটস্থ ইন্দ্রিয়াদি ও অতীত সুবহু

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

অন্বয়—ভারত, ভূতানি অব্যক্তাদীনি, ব্যক্তমধ্যানি [চ] অব্যক্তনিধনানি এব। তত্র কা পরিদেবনা। ২৮

মূলের অনুবাদ—হে ভারত[১], জীবগণ জন্মলাভের পূর্বে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত থাকে। তাহারা জন্মের পরে ও মৃত্যুর পূর্বে মধ্যকালে দেহধারী হয়। পুনরায় দেহান্তে তাহারা সূক্ষ্মদেহে প্রত্যাবর্তন করে। সূক্ষ্মদেহই ইহলোকে বা লোকান্তরে সংসরণশীল। অতএব এই বিষয়ে শোক ও বিলাপ কি প্রয়োজন? ২৮[২]

বন্ধুদের জন্য শোক করিতেছ না কেন? পূর্বে যেরূপ ছিলে অধুনাও তদ্রূপ থাকিবে। হে রাম, তুমি আত্মরূপ হইয়া মোহগ্রস্ত হইতেছ কেন? পূর্বে হইয়াও যদি পুনরায় হও তাহা হইলে পরে থাকিবে না। আত্মস্বরূপে আরূঢ় সংসৃতিরহিত হইয়া কি হেতু শোক করিতেছ? প্রাকৃত অবস্থায়, জাগ্রতে ও ভ্রমে দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। অতএব আনন্দিত হইয়া বিহিত কর্তব্যের অনুসরণ কর।

১ ভরতবংশজ। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে ও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই নামে সম্বোধন করিতেন।

২ উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার নীলকণ্ঠ নিম্নোক্ত তিনটি উদ্ধৃতি দিয়াছেন —

ন্যায়শাস্ত্রে আছে, 'আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেঽপি তত্তথা ॥' ইহার অর্থ, যাহা আদিতে ও অন্তে নাই তাহা বর্তমানেও তদ্রূপ (নাই)। কৌষীতকি ব্রাহ্মণে স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থাদ্বয়ে জগতের লয়োদয় এই ভাবে উক্ত হইয়াছে — "স যদা স্বপিতি তদৈনং বাক্ সর্বৈর্নামভিঃ সহ অপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্বৈঃ রূপৈঃ সহ অপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহ অপ্যেতি, মনঃ সর্বৈঃ ধ্যানৈঃ সহ অপ্যেতি। স যদা প্রবুধ্যতে অথ তস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ ইতি।' ইহার অর্থ, যখন সে সুপ্ত হয় তখন তাহাকে বাক্য সর্বনাম সহ প্রাপ্ত হয়, চক্ষু সর্বরূপ সহ তাহাতে লীন হয়, কর্ণ সর্বশব্দ সহ তাহাকে প্রাপ্ত হয়, ও মন সব চিন্তা সহ তাহাতে লয় হয়। যখন সেই আত্মা জাগ্রত হয়, তখন সেই আত্মা হইতে সর্বপ্রাণ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়) যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে তাহাদের অনুগ্রাহক সূর্যাদি দেবগণ ও দেবগণ হইতে রূপাদি লোকসমূহ (জগৎ) পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মই আত্মা বা ব্রহ্মই সর্বভূতের লয়স্থান ও জন্মস্থান।

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ দেহাদীনাং চ স্বভাবং পর্য্যালোচ্য তদুপাধিকে আত্মনো জন্মমরণে চ শোকো ন কার্য্য ইত্যাহ অব্যক্তাদীনীতি। অব্যক্তং প্রধানং, তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপং যেষাং তানি অব্যক্তাদীনি ভূতানি শরীরাণি কারণাত্মনাপি স্থিতত্বাদুৎপত্তেঃ। তথা ব্যক্তম্ অভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণান্তরালং স্থিতিলক্ষণং যেষাম্ তানি ব্যক্তমধ্যানি। অব্যক্তে নিধনং-লয়ো যেষাং তানীমান্যেবম্ভূতান্যেব। তত্র তেষু কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ। প্রতিবুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্টবস্তুম্বিব শোকো ন যুজ্যতে ইত্যর্থঃ। ২৮

টীকার অনুবাদ—কিন্তু দেহাদির স্বভাব সম্যক আলোচনা করিয়া তৎ কর্ত্তৃক উপহিত আত্মার জন্ম ও মৃত্যুতে শোক অনুচিত। সেইজন্য বলিতেছেন, জীব আদিতে অব্যক্ত ইত্যাদি। অব্যক্ত, প্রধান। তাহাই আদি, উৎপত্তির পূর্বরূপ যাঁহাদের তাঁহারা অব্যক্তাদি। ভূতসমূহ, শরীরসমূহ। উৎপত্তির পূর্বে কারণরূপে অবস্থিত। তদ্রূপ ব্যক্ত, অভিব্যক্ত (প্রকটিত)। মধ্য, জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী স্থিতিকাল যাঁহাদের তাঁহারা ব্যক্তমধ্য। অব্যক্তে যাঁহাদের লয় হয়, তাঁহারা উক্তরূপই। সেই সকল ভূতের জন্য শোকাদি কি হেতু? শোকনিমিত্ত বিলাপই কেন? ইহার অর্থ, যেমন জাগরিত ব্যক্তির পক্ষে স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুর জন্য শোক উচিত নয়, তদ্রূপ নশ্বর দেহের জন্য শোককর্তব্য নয়। ২৮

ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণও নহে। এই সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

অস্য দ্বৈতেন্দ্রজালস্য যদুপাদনকারণম্।
অজ্ঞানং তদুপাশ্রিত্য ব্রহ্মকারণমুচ্যতে॥

এই দ্বৈত প্রপঞ্চরূপ ইন্দ্রজালের যাহা উপাদান কারণ, সেই অজ্ঞানকে উপাশ্রিত করিয়া নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্ম উহার কারণরূপে উক্ত হন।

১ ব্যাসদেব বলেন—

মায়য়া কল্পিতং বিশ্বং পরমাত্মনি কেবলে।
রজ্জৌ ভুজঙ্গবৎ ভ্রান্ত্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন॥

কেবল পরমাত্মাতে মায়ার দ্বারা এই বিশ্ব কল্পিত। অন্ধকারে রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, তেমনি ব্রহ্মে জগৎভ্রম হইতেছে। তাত্ত্বিক বিচারে জগতের মিথ্যাত্ব অনুভূত হয়। যতক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে, ততক্ষণ এই মিথ্যাত্ববোধ আসে না।

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯*

অন্বয়—কশ্চিৎ এনম্ আশ্চর্যবৎ পশ্যতি, তথা এব চ অন্যঃ আশ্চর্যবৎ বদতি, অন্যঃ চ এনম্ আশ্চর্যবৎ শৃণোতি, কঃ চিৎ শ্রুত্বা চ অপি এনং ন এব বেদ। ২৯

মূলের অনুবাদ—কেহ[১] এই আত্মাকে বিস্ময় সহকারে দর্শন করেন। কেহ ইহাকে বিস্ময় সহকারে বর্ণনা করেন। আবার কেহ ইহার কথা শুনিয়া[২] আশ্চর্যান্বিত[৩] হন। কেহ বা ইহার কথা শুনিয়াও ইহাকে সম্যক্ বুঝিতে[৪] পারেন না। ২৯

---

* এই শ্লোকে কঠোপনিষদের (১।২।৭) নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের পূর্ণ ভাব প্রতিধ্বনিত :—

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥

আত্মা বহু ব্যক্তির পক্ষে শ্রবণমাত্রের জন্যও সুলভ নহেন। আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও বহু ব্যক্তি তাঁহাকে জানিতে পারে না। আত্মতত্ত্বের সুবক্তাও অদ্ভুত পুরুষ এবং নিপুণ ব্যক্তিই আত্মজ্ঞানের লব্ধা হন। নিপুণ আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট অদ্ভুত (বিরল) অধিকারীই আত্মার জ্ঞাতা হয়।

১ তপস্যা দ্বারা ক্ষীণপাপ ও উপচিতপুণ্য—রামানুজ।

সাধন চতুষ্টয়সম্পন্ন চরম শরীর—মধুসূদন।

২ ভক্তগণও অশরীরী ভাগবত বাণী শুনিতে পান। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে আছে, নারদ উক্ত বাণী শ্রবণ করেন। তিনি বাক্যমনার অগোচর ভগবানের দর্শন কামনায় নির্জন অরণ্যে তপোমগ্ন ছিলেন। ভগবান তাঁহাকে গম্ভীর ও সস্নেহ বাক্যে তাঁহার মনঃপীড়া দূর করিবার জন্য বলিলেন—

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্ক-কষায়াণাম্ দুর্দর্শোঽহম্ কুযোগিনাম্ ॥

হে নারদ, এই জন্মে তুমি আমার দর্শনলাভের যোগ্য নও। যে সকল যোগীর চিত্তে কাম-ক্রোধাদি কষায় বিদ্যমান, তাহারা আমার দর্শনলাভের অধিকারী নহে।

শ্রীধরী টীকা—কুতস্তর্হি বিদ্বাংসোঽপি লোকে শোচন্তি, আত্মাজ্ঞানাদেব ইত্যাশয়েনাত্মনো দুর্বিজ্ঞেয়তামাহ—আশ্চর্য্যবদিতি। কশ্চিদেনমাত্মানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং পশ্যন্নাশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি। সর্বগতস্য নিত্যজ্ঞানানন্দ-স্বভাবস্যাত্মনোঽলৌকিকত্বাদৈন্দ্রজালিকবদ্ঘটমানং পশ্যন্নিব বিস্ময়েন পশ্যতি অসম্ভাবনাভিভূতত্বাৎ। তথা আশ্চর্যবদেবান্যো বদতি চ শৃণোতি চ। অন্যঃ কশ্চিৎ পুনর্বিপরীত ভাবনাভিভূতঃ শ্রুত্বাপি নৈব বেদ। চ শব্দাদুক্ত্বাপি ন সম্যগ্বেদেতি দ্রষ্টব্যম্। ২৯

টীকার অনুবাদ—তাহা হইলে কেন বিদ্বানগণও (ব্রহ্মজ্ঞগণও) ইহলোকে শোক করেন? আত্মস্বরূপের অজ্ঞতাহেতু—এইরূপ আশয় করিয়া আত্মজ্ঞানের দুর্বিজ্ঞেয়ত্ব বলিতেছেন, আশ্চর্য্য ইত্যাদি বাক্যে। কেহ এই আত্মাকে শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশে দর্শনার্থী হইয়া আশ্চর্য্যবৎ দেখেন। সর্বগত সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা অলৌকিক বলিয়া ঐন্দ্রজালিকের (যাদুকরের) অলৌকিক ঘটনাতুল্য কেহ বিস্ময়ে আত্মাকে দর্শন করেন। অসম্ভাবনায় অভিভব হেতু। তদ্রূপ অন্য কেহ আত্মার দর্শন আশ্চর্য্য ঘটনাতুল্য বলেন। এইরূপ অন্যেও আত্মতত্ত্ব শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হন। পুনরায় অন্য কেহ অশ্রদ্ধাদি বিপরীত ভাবনায় অভিভূত হইয়া আত্মতত্ত্ব শুনিয়াও আত্মাকে জানিতে পারেন না। চ শব্দে ইহাই দ্রষ্টব্য যে, আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইলেও সাক্ষাৎ দর্শন ব্যতীত উহাকে কেহ যথাযথভাবে জানিতে পারে না। ২৯

---

৩ শ্রুতিবাক্যে আছে, "ইমে লোকা ইমে দেবা ইমে বেদা ইদং সর্বং যদয়মাত্মেতি।" ইহার অর্থ, এই লোকসমূহ, দেবগণ, বেদচতুষ্টয় ও সমস্ত দৃশ্য জগৎ আত্মাই। —নীলকণ্ঠ।

৪ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার অত্যন্ত আয়াসসাধ্য বলিয়া—আনন্দগিরি।

১ টীকাকার মধুসূদন ও নীলকণ্ঠ উভয়ে বার্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্যের নিম্নোক্ত চারি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ভাগবত অভিপ্রায় সুব্যক্ত করিয়াছেন—

দুর্বলত্বাদবিদ্যায়া আত্মত্বাদ্বোধরূপিণঃ।
শব্দশক্তেরচিন্ত্যত্বাৎ বিদ্মস্তং মোহহানতঃ॥

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০

অন্বয়—ভারত, অয়ং দেহী সর্বস্য দেহে নিত্যম্ অবধ্যঃ। তস্মাৎ ত্বং সর্বাণি ভূতাণি শোচিতুং ন অর্হসি। ৩০

মূলের অনুবাদ—হে ভারত, এই আত্মা নিয়ত সর্বদেহে অবধ্য স্বরূপে বিদ্যমান। অতএব ভীষ্মাদি কাহারও জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে। ৩০

শ্রীধরী টীকা—তদেবং দুর্বোধমাত্মতত্ত্বং সংক্ষেপেণোপদিশন্নশোচ্যত্বমুপসংহরতি—দেহীতি। ৩০

টীকার অনুবাদ—সেই আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্বোধ্য। এই হেতু সংক্ষেপে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া আত্মার অশোচ্যত্ব উপসংহার করিতেছেন, দেহী (আত্মা) ইত্যাদি শ্লোকে। ৩০

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১

অন্বয়—স্বধর্মম্ অপি চ অবেক্ষ্য [ত্বং] ন বিকম্পিতুম্ অর্হসি, হি ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বিদ্যতে। ৩১

অগৃহীত্বৈব সম্বন্ধমভিধানাভিধেয়য়োঃ।
হিত্বা নিদ্রাং প্রবুধ্যন্তে সুষুপ্তেবোধিতাঃ পরৈঃ ॥
জাগ্রদ্বৎ ন যতঃ শব্দং সুষুপ্তৌ বেত্তি কশ্চন।
ধ্বস্তেঽতো জ্ঞানতোঽজ্ঞানে ব্রহ্মাস্মীতি ভবেৎ ফলম্ ॥
অবিদ্যাঘাতিনঃ শব্দাস্যাহং ব্রহ্মেতি ধীর্ভবেৎ।
নশ্যত্যবিদ্যয়া সার্দ্ধং হত্বা রোগমিবৌষধম্ ॥

অবিদ্যা দুর্বল ও আত্মা বোধস্বরূপ ও শব্দশক্তি অচিন্ত্য বলিয়া মোহনাশে তাঁহাকে নিশ্চয়ই জানিব। নাম ও নামীর সম্বন্ধ গ্রহণ না করিয়া অন্য কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া লোকে নিদ্রা ত্যাগপূর্বক সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত হয়। জাগ্রৎ অবস্থাবৎ সুষুপ্তিতেও কেহ কোন শব্দ জ্ঞাত হয় না। অজ্ঞান বিধ্বস্ত হইলে 'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞানলাভ হয়। অবিদ্যাঘাতী-মহাবাক্য দ্বারা 'আমি ব্রহ্ম' এই বুদ্ধি জন্মে। যেমন ঔষধ রোগ নাশান্তে নিজেও নষ্ট হয়, তদ্রূপ অবিদ্যার সহিত অজ্ঞানও জ্ঞানলাভের ফলে নষ্ট হয়।

মূলের অনুবাদ—স্বীয় ক্ষাত্র ধর্মের[১] প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তোমার এইরূপ বিকম্পিত (বিচলিত) হওয়া উচিত নয়। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্য যুদ্ধ ব্যতীত অন্য শুভ কর্ম নাই। ৩১

শ্রীধরী টীকা—যচ্চোক্তমর্জুনেন "বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চজায়তে" ইতি তদপ্যযুক্তমিত্যাহ—স্বধর্মমিতি। আত্মনো নাশাভাবাদেবৈতেষাং হননেঽপি বিকম্পিতুং নার্হসি। কিঞ্চ স্বধর্মমপ্যবেক্ষ্য বিকম্পিতুং নার্হসীতি সম্বন্ধঃ। যচ্চোক্তং—"ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" ইত্যাদি তত্রাহ—ধর্ম্যাদিতি। ধর্ম্যাদনপেতান্ন্যায্যাদ্ যুদ্ধাদন্যৎ। ৩১

টীকার অনুবাদ—অর্জুন কর্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছে, 'আমার শরীরে বেপথু হইতেছে' ইত্যাদি তাহাও অযৌক্তিক—ইহা ভগবান বলিতেছেন, স্বধর্ম ইত্যাদি শ্লোকে। আত্মার বিনাশভাব হেতুই ইহাদের হননেও তোমার বিকম্পিত হওয়া উচিত নয়। আর স্বকীয় ক্ষাত্রধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও তোমার বিকম্পিত হওয়া উচিত নয়—এইরূপে শ্লোকের সম্বন্ধ হইবে। অর্জুন কর্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছে—'সংগ্রামে স্বজনবধে কোন শ্রেয় দেখিতেছি না।' সেই সম্বন্ধে

---

১ ক্ষাত্রধর্ম সম্বন্ধে টীকাকার মধুসূদন কর্তৃক পরাশর সংহিতা ও মনু সংহিতা হইতে নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। পরাশর সংহিতায় আছে—

ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন্ শস্ত্রপাণিঃ প্রদণ্ডবান্।
নির্জিত্য পরসৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্মেণ পালয়েৎ॥

ক্ষত্রিয় শস্ত্রপাণি ও দণ্ডদাতা হইয়া প্রজারক্ষা করিবেন এবং পরসৈন্য পরাজিত করিয়া স্বধর্ম অনুসারে পৃথিবী পালন করিবেন। মনুসংহিতায় আছে—

সমোত্তমাধমৈ রাজা চাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রধর্মমনুস্মরন্॥
সংগ্রামেষ্বনিবর্তিত্বং প্রজানাং চৈব পালনম্।
শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাং চ রাজ্ঞঃ শ্রেয়স্করং পরম্॥

ক্ষাত্রধর্ম স্মরণপূর্বক রাজা উত্তম ও অধম কর্তৃক আহূত হইয়া প্রজাপালন করিবেন এবং যুদ্ধে কদাপি নিবৃত্ত হইবেন না। সংগ্রামে অনিবৃত্তি, প্রজাপালন ও ব্রাহ্মণসেবাই শ্রেয়স্কর রাজধর্ম।

ভগবান বলিতেছেন, ধর্ম্ম্য যুদ্ধ ইত্যাদি। ধর্ম্ম্য যুদ্ধ, ন্যায় যুদ্ধ অপেক্ষা অন্য শ্রেয় আর নাই। ৩১

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২

অন্বয়—পার্থ, সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ চ যদৃচ্ছয়া উপপন্নম্ অপাবৃতম্ স্বর্গদ্বারম্ ঈদৃশং যুদ্ধং লভন্তে। ৩২

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ[১], যে ক্ষত্রিয়গণ উদ্ঘাটিত স্বর্গদ্বারতুল্য[২] এইরূপ অপ্রার্থিত ধর্ম্ম্য যুদ্ধ লাভ করেন, তাহারাই ভাগ্যবান্। ৩২

---

১ মহাভারতের বিরাট পর্বে ৪৪ অধ্যায়ে বিরাটতনয় উত্তর কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া অর্জুন স্বীয় দশ নাম এইরূপে উল্লেখ করিয়া আত্মপরিচয় দেন।—অর্জুন, ফাল্গুণ, জিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেতবাহন, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী ও ধনঞ্জয়। সাগরাম্বরা বসুন্ধরায় সর্বদা নির্ম্মল কর্ম্ম করিয়া থাকি বলিয়া আমার নাম অর্জুন। হিমালয় পৃষ্ঠে উত্তর ফাল্গুণী নক্ষত্রযুক্ত দিবসে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় আমার নাম ফাল্গুণ। অত্যন্ত দুর্দ্দম শত্রুকেও জয় করি বলিয়া আমার নাম জিষ্ণু। পূর্বে আমি মহাবল দানব দলের সহিত ভীষণ সমরে অবতীর্ণ হইলে দেবরাজ ইন্দ্র প্রসন্ন হইয়া আমার মস্তকে সূর্য্যবৎ সমুজ্জল কিরীট প্রদান করেন। এই নিমিত্ত আমার নাম কিরীটী। যুদ্ধকালে আমার রথে শ্বেতাশ্ব সংযোজিত হয় বলিয়া আমার নাম শ্বেতবাহন। যুদ্ধস্থলে বীভৎস কর্ম্ম করার জন্য দেবলোকে ও নরলোকে আমার নাম বীভৎসু। আমি সমরাঙ্গনে রণবিশারদ বীরগণকে পরাজয় না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হই না বলিয়া আমার নাম বিজয়। বিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ বালক সর্বলোকের অতিশয় প্রিয় বলিয়া আমার পিতৃদত্ত নাম কৃষ্ণ। আমি বাম ও ডান দুই হাতে গাণ্ডীব ধনু আকর্ষণ করি। এই হেতু আমার নাম সব্যসাচী। নিখিল জনপদ জয় করিয়া ধন সংগ্রহপূর্বক তন্মধ্যে অবস্থান করি বলিয়া আমার নাম ধনঞ্জয় হইয়াছে।

২ এই সম্বন্ধে মনু সংহিতায় আছে—

আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানা পরংশক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ।

সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ যোদ্ধৃবৃন্দ স্ব স্ব শক্তিতে পরস্পরকে হিংসাহত ও দুর্বৃত্ত অবস্থায় নিহত হইলে স্বর্গে গমন করেন।

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ মহতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপগতে সতি, কুতো বিকম্পস ইত্যাহ—যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া অপ্রার্থিতমেবোপপন্নং প্রাপ্তমীদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ সুভাগ্যা এব লভন্তে। যতোঽনিরাবরণং স্বর্গদ্বারমেবৈতৎ। যদ্বা য এবংবিধং যুদ্ধং লভন্তে ত এব সুখিন ইত্যর্থঃ। এতেন "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম" ইতি যদুক্তং তন্নিরস্তং ভবতি। ৩২

টীকার অনুবাদ—আর যখন মহা শ্রেয় স্বয়ংই উপস্থিত হইয়াছে, তখন তুমি বিকম্পিত হইতেছ কেন? এই অভিপ্রায়ে ভগবান বলিতেছেন, যদৃচ্ছয়া ইতি। যদৃচ্ছয়া অপ্রার্থিত বস্তুই স্বয়ং উপস্থিত। এইরূপ যুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়গণই লাভ করেন। যেহেতু ইহা উদ্ঘাটিত স্বর্গদ্বারতুল্য। অথবা ইহার অর্থ হইতে পারে, যাঁহারা এইরূপ যুদ্ধ লাভ করেন তাঁহারাই সুখী, ধন্য, সৌভাগ্যশালী।[১] ইহার দ্বারা অর্জুনের উক্তি 'হে মাধব, স্বজন বধ করিয়া কিরূপে সুখী হইব'—নিরস্ত হয়। ৩২

---

১ টীকাকার মধুসূদন অর্জুনের কর্তব্য সম্বন্ধে এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকা মিতাক্ষরা হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত মনুবাক্য অনুসারে আততায়ী বধ প্রত্যবায়জনক নহে—

গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তমপি বেদান্তপারগম্।
জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়াৎ ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ॥

গুরু, বালক, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞ বা বেদান্তপারগ আততায়ীরূপে আসিলে সেই হিংসাকারীকে হিংসা করিবে। ইহাতে ব্রহ্মহত্যা হইবে না। ইহা অর্থশাস্ত্রের উপদেশ। ব্যবহারকালে অর্থশাস্ত্র অপেক্ষা ধর্মশাস্ত্র বলবান; কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যকৃত ধর্মশাস্ত্র অনুসারে আততায়ী ব্রাহ্মণ বধেও প্রত্যবায় ঘটে; ধর্মশাস্ত্র অদৃষ্ট প্রয়োজন অপেক্ষা করে। আর অর্থশাস্ত্র স্বজীবনার্থক ও ইহলৌকিক। ধর্মশাস্ত্রেও আছে, ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণমালভেত।

এই বাক্য অনুসারে ধর্মশাস্ত্রও যুদ্ধবিধায়ক। যাজ্ঞবল্ক্যের বচন দৃষ্ট প্রয়োজনের উৎপাদক ও কূট যুদ্ধাদি কৃত বধ বিষয়ক বলিয়া নির্দোষ। মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর পণ্ডিত বলেন, "ধর্মার্থসন্নিপাতে অর্থগ্রাহিণ এতদেবেতি দ্বাদশবার্ষিকপ্রায়শ্চিত্তস্য এতচ্ছন্দপরামৃষ্টস্য আপস্তম্বেন বিধানাৎ মিত্র লব্ধাদি অর্থশাস্ত্রানুসারেণ

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩

চতুষ্পাদ্ব্যবহারে শত্রোরপি জয়ে ধর্মশাস্ত্রাতিক্রমো ন কর্তব্য ইত্যেতৎপরংবচনমেতৎ।" ইহার ভাবার্থ, ধর্ম, ও অর্থ উভয় উপস্থিত হইলে যাহারা কেবল অর্থগ্রাহক হন, তাহাদের জন্য আপস্তম্ব কর্তৃক দ্বাদশবার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। অর্থশাস্ত্র অনুসারে চতুষ্পাদ ব্যবহারে মিত্রলাভ ও শত্রুজয়েও ধর্মশাস্ত্রকে অতিক্রম করা উচিত নহে। ইহাই যাজ্ঞবল্ক্য বচনের মর্মার্থ। অতএব ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ পালনীয়।

[পণ্ডিত বিজ্ঞানেশ্বর কর্তৃক বিরচিত যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকার নাম মিতাক্ষরা। বঙ্গদেশে যেমন জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগ নামক স্মৃতিশাস্ত্র প্রচলিত, তেমনি মহারাষ্ট্রে মিতাক্ষরা নাম্নী টীকা বা ধর্মশাস্ত্র সমাদৃত। অষ্টাবক্র সংহিতার টীকা এবং ত্রিংশৎশ্লোকীর ভাষ্যও পণ্ডিত বিজ্ঞানেশ্বর কর্তৃক রচিত। বিজ্ঞানেশ্বরের পিতার নাম পদ্মনাভ। মিতাক্ষরা টীকার শেষে পণ্ডিতপ্রবর এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন।—

নাসীদস্তি ভবিষ্যতি ক্ষিতিতলে কল্যাণকল্পং পুরং
নো দৃষ্টঃ শ্রুত এব বা ক্ষিতিপতিঃ শ্রীবিক্রমার্কোপমঃ।
বিজ্ঞানেশ্বরঃ পণ্ডিতো ন ভজতে কিঞ্চান্যদন্যোপমা
মা কল্পং স্থিরমস্তু কল্পলতিকাকল্পং তদেতৎত্রয়ম্ ॥
আসেতোঃ কীর্তিরাশে রঘুকুলতিলকস্য চ শৈলাধিরাজা
দাচ প্রত্যক্ পয়োধেশ্চটুল তিমিকুলোত্তুঙ্গরিঙ্গত্তরঙ্গাৎ।
আচপ্রাচঃ সমুদ্রাদখিল নৃপশিরোরত্নভাভাস্বরাঙ্ঘ্রি
প্রায়াদাশ্চন্দ্রতারাং জগদিদমখিলং বিক্রমাদিত্যদেবঃ ।

পৃথিবীর উপরে কল্যাণতুল্য নগর ছিল না, নাই বা হইবে না। এই পৃথিবীতে বিক্রমাদিত্যবৎ রাজাও দেখা বা শোনা যায় নাই। অধিক কি, অন্য কাহারো সহিত মিতাক্ষরাকার পণ্ডিত বিজ্ঞানেশ্বরের উপমা দেওয়া যাইতে পারে না। এই তিনটি কল্পতরুর ন্যায় কল্প পর্য্যন্ত স্থির থাকুক। দক্ষিণে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের চিরন্তন কীর্তিরক্ষক সেতুবন্ধ, উত্তরে শৈলাধিপতি হিমালয় এবং পূর্বে ও পশ্চিমে উত্তাল তরঙ্গ সমাকুল ও তিমিমকরসঙ্কুল মহাসমুদ্র। এই চতুঃসীমাবিচ্ছিন্ন বিস্তীর্ণ ভূভাগের অন্তর্বর্তী প্রভাবশালী নৃপতিবৃন্দের বিনমিত মস্তকস্থিত রত্নরাজিপ্রভায় যাঁহার পদদ্বয় নিরন্তর প্রভান্বিত, সেই বিক্রমাদিত্যদেব চন্দ্রতারার স্থিতিকাল পর্য্যন্ত এই নিখিল পৃথিবী পালন করুন।]

অন্বয়—অথ চেৎ ত্বম্ ইমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি, ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপম্ অবাপ্স্যসি। ৩৩

মূলের অনুবাদ—যদি তুমি এই ধর্ম্য যুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম ও স্বকীর্তি[১] হইতে বঞ্চিত হইয়া পাপভাগী[২] হইবে। ৩৩

শ্রীধরী টীকা—বিপক্ষে* দোষমাহ অথ চেৎ ত্বমিতি। ৩৩

টীকার অনুবাদ—ইহার বিপরীত আচরণে কি দোষ হইবে তাহাই ভগবান বলিতেছেন, আর যদি তুমি ধর্ম যুদ্ধ না কর ইত্যাদি। ৩৩

অকীর্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪

অন্বয়—অপি চ ভূতানি তে অব্যয়াম্ অকীর্তিং চ কথয়িষ্যন্তি, সম্ভাবিতস্য চ অকীর্তি মরণাৎ অতিরিচ্যতে[৩]। ৩৪

---

১ রুদ্রসন্তোষণ ও নিবাত কবচাদি বধলব্ধা এবং মহাদেবাদি সমাগম নিমিত্তা কীর্তি—বলদেব বিদ্যাভূষণ।

২ টীকাকার মধুসূদন এই সম্বন্ধে মনুসংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং মন্তব্য করেন, যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলে স্বোপার্জিত সুকৃতিত্যাগ ও পরোপার্জিত দুষ্কৃতি ভোগ করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে মনুসংহিতায় আছে—

যস্তু ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ।
ভর্তুর্যদ্ দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎ সর্বং প্রতিপদ্যতে॥
যচ্চাস্য সুকৃতং কিঞ্চিৎ অমুত্রার্থমুপার্জিতম্।
ভর্তা তৎ সর্বমাদত্তে পরাবৃত্তহতস্য তু॥

যুদ্ধে যে ভীত নিবৃত্ত ব্যক্তি অন্য দ্বারা হত হয়, সে ভর্তার সমস্ত দুষ্কৃত ভোগ করে এবং উহার যাহা কিছু সুকৃত পরলোকের জন্য উপার্জিত থাকে নিবৃত্ত নিহত ব্যক্তির সেই সমস্ত পুণ্য ভর্তা প্রাপ্ত হন। যাজ্ঞবল্ক্যও বলেন, 'রাজা সুকৃতমাদত্তে হতানাং বিপলায়িনাম্।' ইহার অর্থ, পলায়িত, নিহত যোদ্ধার সমস্ত সুকৃতি রাজা ভোগ করেন।

* বিপর্যয়ে ইতি বা।

৩ কর্মকর্তৃবাচ্য প্রয়োগের দৃষ্টান্ত।

মূলের অনুবাদ—লোকে তোমার শাশ্বতী[1] অকীর্তি রটনা করিবে। বহুমানিত ব্যক্তির পক্ষে অকীর্তি মরণ অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখদায়ক। ৩৪

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ অকীর্তিমিতি অব্যয়াং শাশ্বতীম্। সম্ভাবিতস্য বহুমানিতস্য অকীর্তির্মরণাৎ অতিরিচ্যতে অধিকতরা ভবতি। ৩৪

টীকার অনুবাদ—আরও দেখ, লোকে তোমার অকীর্তি রটাইবে ইত্যাদি। অব্যয়া, শাশ্বতী। সম্ভাবিতের, বহুমানিতের। বহুমান্য ব্যক্তির পক্ষে অপযশ মৃত্যু অপেক্ষাও অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক। ৩৪

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫

অন্বয়—মহারথাঃ ত্বাং ভয়াৎ রণাৎ উপরতং মংস্যন্তে। যেষাং চ ত্বং বহুমতঃ ভূত্বা লাঘবং যাস্যসি। ৩৫

মূলের অনুবাদ—যে মহারথগণ তোমাকে বহুমান দিয়া থাকেন, তাঁহারা মনে করিবেন, তুমি মৃত্যুভয়ে মহাযুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ। অতএব, তাঁহাদের চক্ষেও তুমি কাপুরুষ প্রতিপন্ন হইবে। ৩৫

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ ভয়াদিতি। যেষাং বহুগুণত্বেন ত্বং পূর্বং সম্মতো ভূস্ত এব ভয়েন সংগ্রামাৎ ত্বাং নিবৃত্তং মন্যেরন্, ততশ্চ পূর্বং বহুমতো ভূত্বা অধুনা লাঘবং লঘুতাং যাস্যসি। ৩৫

টীকার অনুবাদ—আরও দেখ, যদি ভয়হেতু তুমি যুদ্ধ না কর ইত্যাদি। যাহাদের নিকট তুমি পূর্ব্বে বহুগুণশালী বলিয়া সম্মানিত হইয়াছে, তাঁহারাই মনে করিবেন, তুমি মৃত্যুভয়ে সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইয়াছ; ইহাতে পূর্বে সম্মানিত হইয়াও অধুনা লঘুতা প্রাপ্ত, হীন প্রতিপন্ন হইবে। ৩৫

---

১ সর্বদেশকালব্যাপিনী—রামানুজ।

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।

নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৩৬

অন্বয়—তব অহিতাঃ তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ বহূন্ অবাচ্যবাদান্ বদিষ্যন্তি চ। ততঃ দুঃখতরং কিং নু? ৩৬

মূলের অনুবাদ—তোমার শত্রুগণ তোমার সম্বন্ধে অকথ্য বচন বলিবে ও তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে। ক্ষাত্র বীরের পক্ষে ইহা অপেক্ষা ক্লেশকর আর কি আছে? ৩৬

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ অবাচ্যেতি। অবাচ্যান্ বাদান্ বচনানর্হান্ শব্দান্ তবাহিতাঃ ত্বচ্ছত্রবো বদিষ্যন্তি। ৩৬

টীকার অনুবাদ—আরও দেখ, তোমার শত্রুগণ অনেক অকথ্য বচন বলিবে ইত্যাদি। [নিবাত কবচাদির সহিত যুদ্ধে তুমি যে বীরত্ব দেখাইয়াছিলে সেই সব সম্বন্ধে] তোমার অহিতাকাংক্ষী ব্যক্তিগণ, শত্রুগণ অবাচ্য বচন, অকথ্য, শব্দ বলিবে। ৩৬

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ। ৩৭

অন্বয়——হতঃ বা স্বর্গং প্রাপ্স্যসি, জিত্বা বা মহীং ভোক্ষ্যসে। তস্মাৎ কৌন্তেয়, যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ [সন] উত্তিষ্ঠ। ৩৭

মূলের অনুবাদ—হে কুন্তীপুত্র[১], এই ধর্ম যুদ্ধে নিহত হইলে তুমি স্বর্গ[২] লাভ করিবে। আর যদি ইহাতে জয়ী হও, তুমি সমগ্র পৃথিবী সম্ভোগ করিবে। অতএব, স্বধর্ম বোধে যুদ্ধার্থ সুদৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া উত্থিত হও। ৩৭

---

১ যদুবংশীয় শূর নামক নৃপতি বসুদেবের জনয়িতা ছিলেন। প্রথমে তাঁহার পৃথা নাম্নী রূপবতী তনয়া জন্মিয়াছিলেন। রাজা শূর পিতৃ-স্বস্-পুত্র অনপত্য কুন্তিভোজের নিকট পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে স্বকন্যা পৃথাকে প্রদান করেন। অনন্তর তিনি কুন্তিভোজ কর্তৃক পালিত হন। কুন্তিভোজের পালিতা বলিয়া পৃথার অন্য নাম কুন্তী।

২ পরম নিঃশ্রেয়স—রামানুজ।

শ্রীধরী টীকা—যদুক্তং 'ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ' ইতি তত্রাহ—হতো বেতি। পক্ষদ্বয়েঽপি তব লাভ এবেত্যর্থঃ। ৩৭

টীকার অনুবাদ—তুমি যাহা বলিয়াছ, আমাদের জয় অথবা তাহাদের জয় এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়ঃস্কর বা গৌরবজনক তাহা জানি না—সেই সম্বন্ধে ভগবান বলিতেছেন, যদি যুদ্ধে হত হও ইত্যাদি। ইহার অর্থ, দুই পক্ষেই তোমার লাভই হইবে। ৩৭

সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৮

অন্বয় সুখ দুঃখ সমে কৃত্বা, লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ [চ সমৌ কৃত্বা] ততঃ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব। এবং [সতি] পাপং ন অবাপ্স্যসি। ৩৮

মূলের অনুবাদ—সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি ও জয় পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তাহা হইলে তুমি পাপভাগী হইবে না। ৩৮

শ্রীধরী টীকা—যদপ্যুক্তং "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্" ইতি তত্রাহ—সুখদুঃখে ইতি। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা, তথা তয়োঃ কারণভূতৌ যৌ লাভালাভৌ অপি তয়োরপি কারণভূতৌ জয়াজয়াবপি সমৌ কৃত্বা এতেষাং সমত্বে কারণং হর্ষবিষাদরাহিত্যম্। যুজ্যস্ব সন্নদ্ধো ভব। সুখদুঃখাদ্যভিলাষং হিত্বা স্বধর্মবুদ্ধ্যা যুধ্যমানঃ পাপং ন প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ। ৩৮

টীকার অনুবাদ—আরও যে তুমি বলিয়াছ, এই সকল আততায়ীকে বধ করিলে আমি পাপগ্রস্ত হইব—সেই সম্বন্ধে ভগবান বলিতেছেন, সুখদুঃখে ইত্যাদি। সুখদুঃখকে সমজ্ঞান করিয়া। আর তাহাদের কারণভূত লাভ ও ক্ষতি-কেও এবং তাহাদের কারণভূত জয়পরাজয়কে তুল্য বোধ করিয়া। ইহাদের সমত্ববোধের কারণ হর্ষবিষাদরাহিত্য। যুদ্ধ কর, যুদ্ধার্থ উদ্যোগী হও। ইহার অর্থ, সুখাদি অভিলাষ ত্যাগ করিয়া স্বধর্মবোধে যুদ্ধ করিলে পাপ প্রাপ্ত হইবে না। ৩৮

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯

অন্বয়—সাংখ্যে এষা বুদ্ধিঃ তে অভিহিতা। যোগে তু ইমাং [বুদ্ধিং] শৃণু। পার্থ, যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ [সন্] কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি। ৩৯

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, যে জ্ঞান দ্বারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধ হয়, তাহা তোমাকে উপদেশ দিলাম। এখন কর্মযোগ বিষয়ক জ্ঞান অবগত হও। এই জ্ঞান লাভ করিলে তুমি কর্মবন্ধন১ সম্যক ছেদন করিতে সমর্থ হইবে। ৩৯

শ্রীধরী টীকা—উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরন্, তৎসাধনং কর্মযোগং প্রস্তৌতি এষা ত ইতি। সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যক্ জ্ঞানং তস্মিন্ প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যং তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা অভিহিতা। এবমভিহিতায়ামপি সাংখ্যবুদ্ধৌ তব চেদাত্মতত্ত্বমপরোক্ষং ন সম্ভবতি, তর্হ্যন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা আত্মতত্ত্বাপরোক্ষার্থং কর্মযোগে ত্বিমাং বুদ্ধিং শৃণু। যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ পরমেশ্বরার্পিত কর্মযোগেন শুদ্ধান্তঃকরণঃ সন্ তৎপ্রসাদ-প্রাপ্তাপরোক্ষজ্ঞানেন কর্মাত্মকং বন্ধং প্রকর্ষেণ হাস্যসি ত্যক্ষ্যসি। ৩৯

টীকার অনুবাদ—ইতঃপূর্বে উপদিষ্ট জ্ঞানযোগের উপসংহার করিয়া তাহার সাধনস্বরূপ কর্মযোগের প্রস্তাবনা ভগবান করিতেছেন আলোচ্য শ্লোকে। যাহার দ্বারা বস্তুতত্ত্ব সম্যকরূপে আখ্যাত প্রকাশিত হয় তাহাই সংখ্যা বা সম্যক্

১ টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী কর্মফলের নশ্বরতা প্রমাণার্থ এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—'তদ্‌যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেব অমুত্র পুণ্যজিতো লোক ক্ষীয়তে।' ইহার অর্থ, যেমন ইহলোকে কর্মফলে লব্ধ লোক ক্ষয় হয়, তদ্রূপ পরলোকে পুণ্যফলে অর্জিত লোক ক্ষয় হয়। পুণ্য কর্মের ফলে অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে জ্ঞান-সূর্য্য উদিত হয়। উক্ত মর্মে এই শ্লোক আছে—

তদ্‌যথেহেতি যা নিন্দা সা ফলে ন তু কর্মণি।
ফলেচ্ছাং তু পরিত্যজ্য কৃতং কর্মবিশুদ্ধিকৃৎ॥

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে ফল নিন্দিত, কর্ম নহে। ফলের কামনা ত্যাগ করিলে চিত্তশোধক কর্ম অনুষ্ঠিত হয়।

জ্ঞান। সেই জ্ঞানে প্রকাশিত আত্মতত্ত্বই সাংখ্য[১]। তাহাতে করণীয় বুদ্ধি (জ্ঞান) তোমাকে উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে উপদিষ্ট হইয়াও যদি আত্মতত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভূতি তোমার না হয়, তাহা হইলে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা আত্মতত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য কর্মযোগ সম্বন্ধে এই জ্ঞান শ্রবণ কর। যে জ্ঞানের সহিত যুক্ত হইলে পরমেশ্বরে সমর্পিত কর্মযোগ দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া পরমেশ্বরের প্রসাদে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া কর্মজনিত বন্ধন প্রকৃষ্ট রূপে ছিন্ন করিবে। ৩৯

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ৪০

অন্বয়—ইহ অভিক্রমনাশঃ ন অস্তি, প্রত্যবায়ঃ [চ] ন বিদ্যতে। অস্য ধর্মস্য স্বল্পম্ অপি মহতঃ ভয়াৎ ত্রায়তে। ৪০

মূলের অনুবাদ—এই মোক্ষমার্গরূপ নিষ্কাম কর্মযোগের আরম্ভ মাত্রও নিষ্ফল[২] হয় না। ঈশ্বরার্থ অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইহাতে বিঘ্ন-বৈগুণ্যাদি প্রত্যবায়[৩] ঘটে না। উক্ত যোগধর্মের অত্যল্প সাধনও[৫] সংসৃতিরূপ মহাভয় হইতে মানুষকে রক্ষা করে। ৪০

শ্রীধরী টীকা—নন্থ কৃষ্যাদিবৎ কর্মণাং কদাচিদ্ বিঘ্নবাহুল্যেন ফলে

---

১ ঔপনিষদ পুরুষ বা উপনিষদোক্ত ব্রহ্ম—মধুসূদন সরস্বতী।

২ কৃষ্যাদিবৎ—শংকর।

৩ সমাধিযোগ্য হয় না—অভিনব গুপ্ত।

৪ চিকিৎসাবৎ—শংকর।

৫ উক্ত মর্মে এই স্মৃতিবাক্য নীলকণ্ঠ কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে।—

জন্মজন্মান্তরাভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ।
তেনৈবাভ্যাসযোগেন তচ্চৈবাভ্যসতে পুনঃ॥

বহু জন্মে দান, শাস্ত্রপাঠ ও তপস্যা অভ্যাস করিলে ইহজন্মে অভ্যাসযোগে প্রবৃত্তি জন্মে। বহু জন্মের সাধনফলে জ্ঞানবান্ এই জন্মে ঈশ্বর দর্শন করেন।

ব্যভিচারান্মন্ত্রাঙ্গবৈগুণ্যেন চ প্রত্যবায়সম্ভবাৎ কুতঃ কর্মযোগেন কর্মবন্ধপ্রহাণং*? তত্রাহ-নেহেতি। ইহ নিষ্কামকর্মযোগেঽভিক্রমস্য[১] প্রারম্ভস্য নাশো নিষ্ফলত্বং নাস্তি, প্রত্যবায়শ্চ ন বিদ্যতে ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বিঘ্নবৈগুণ্যাদ্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চ অস্য ধর্মস্য ঈশ্বরারাধনার্থকর্মযোগস্য স্বল্পমপি উপক্রমমাত্রমপি কৃতং মহতো ভয়াৎ সংসারাৎ ত্রায়তে রক্ষতি, ন তু কাম্যকর্মবৎ কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যাদিনা নৈষ্ফল্যমস্যেত্যর্থঃ। ৪০

টীকার অনুবাদ—যদি বল, কৃষ্যাদির ন্যায় কখনও কর্মের বিঘ্ন-বাহুল্য হেতু ফলের ব্যভিচার ঘটে এবং মন্ত্রাদির অঙ্গবৈগুণ্য নিমিত্ত প্রত্যবায়ের সম্ভাবনাও বিদ্যমান, তাহা হইলে কর্মযোগ দ্বারা কর্মবন্ধন মোচন কিরূপে হয়? ইহার উত্তর ভগবান এই শ্লোকে দিতেছেন। এই নিষ্কাম কর্মযোগে অভিক্রমের, প্রারম্ভের নাশ, নিষ্ফলতা নাই এবং প্রত্যবায়ও হয় না। ইহা ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইহাতে বিঘ্ন ও বৈগুণ্যাদি অসম্ভব। পরন্তু, এই ধর্মে ঈশ্বরের আরাধনার্থ কর্মযোগের অল্পমাত্রও অনুষ্ঠান করিলে সংসৃতিরূপ মহাভয় হইতে ইহা ত্রাণ, রক্ষা করে। ইহার অর্থ, কাম্য কর্মতুল্য অল্পমাত্র অঙ্গবৈগুণ্য দ্বারা ইহা[২] নিষ্ফল হয় না। ৪০

---

* প্রহরণং বা ১ অভিক্রম্যতে ব্যাপতে ইত্যভিক্রমঃ কর্মারম্ভঃ কর্মৈব বা—নীলকণ্ঠ। অভিক্রম্যতে কর্মণঃ প্রারভ্যতে যৎফলং সোঽভিক্রমঃ—মধুসূদন।

২ ইহার ব্যাখ্যায় টীকাকার নীলকণ্ঠ এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন, দানেন তপসা অনাশকেন। ইহার অর্থ, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ সেই অবিনশ্বর আত্মাকে বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান ও যদৃচ্ছালাভে সন্তোষরূপ তপস্যা দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং নিত্য কর্মের বিবিদিষার্থত্ব সিদ্ধ হয়। বার্তিকেও বিবিদিষার্থ কাম্যকর্মের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। এই সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক ভাষ্য বার্তিকের দুই শ্লোক উদ্ধৃত হইল—

বেদানুবচনাদীনামৈকাত্ম্য জ্ঞানজন্মনে।
তমেতমিতিবাক্যেন নিত্যানাং বক্ষ্যতে বিধিঃ॥

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১

অন্বয়—কুরুনন্দন, ইহ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ একা [এব], হি অব্যবসায়িনাম্ বুদ্ধয়ঃ বহুশাখা অনন্তাঃ চ। ৪১

মূলের অনুবাদ—হে কুরুবংশজ, ঈশ্বরারাধনরূপ নিষ্কাম সাধনে এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা একনিষ্ঠা[১] (একমুখী) মতি জন্মে—ভগবংভক্তিই নিশ্চয় আমাকে পরিত্রাণ করিবে। কাম্যকর্মের অনুষ্ঠাতার বুদ্ধি বহুমুখী ও বহুবিধ হইয়া থাকে। ৪১

শ্রীধরী টীকা—কুত ইত্যপেক্ষায়ামুভয়োর্বৈষম্যমাহ—ব্যবসায়াত্মিকেতি। ইহ ঈশ্বরারাধনলক্ষণে কর্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা পরমেশ্বরভক্ত্যৈব ধ্রুবং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিকা একৈব একনিষ্ঠৈব বুদ্ধির্ভবতি। অব্যবসায়িনান্তু ঈশ্বরারাধনবহির্মুখাণাং কামিনাং কামানামানন্ত্যাৎ অনন্তাস্তত্রাপি কর্মগুণফলাদি ভেদাৎ বহুশাখাশ্চ বুদ্ধয়ো ভবন্তি। ঈশ্বরারাধনার্থং হি নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ কর্ম

যদ্বা বিবিদিষার্থত্বং কাম্যানামপিকর্মণাম্।
তমেতমিতিবাক্যেন সংযোগস্য পৃথক্ত্বতঃ।

বেদবাক্যাদিসমূহের প্রয়োগে ঐকাত্ম্য জ্ঞানলাভার্থ 'তমেতমিতি' বাক্য দ্বারা নিত্য কর্মের বিধি উক্ত হয়; অথবা কাম্য কর্মসমূহের বিবিদিষার্থত্ব সংযোগপৃথকত্ব ন্যায়সহায়ে 'তমেতমিতি' বাক্য দ্বারা কথিত হয়।

১ চারি বেদে 'আমি ব্রহ্ম' প্রভৃতি চারি মহাবাক্যজন্য ব্রহ্মাকার চিত্তবৃত্তি উদিত হইলে অন্য সর্ববৃত্তি বাধিত হয় ও একনিষ্ঠ ব্রহ্মবোধ জন্মে। শ্রুতিতে আছে, সকৃদ্বিভাতো হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ ইতি। ইহার অর্থ, এই ব্রহ্মরূপ লোক একবার মাত্র বিভাত হইল। একবার মাত্র ব্রহ্ম জ্ঞাত হইলে অন্য কোন জ্ঞাতব্য বা কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞ কৃতকৃত্য হন ও তাঁহার পাতশংকা নাই। মুণ্ডক উপনিষদে আছে, 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।' ইহার অর্থ, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মই হন। অন্য শ্রুতিতে আছে, 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।' ইহার অর্থ অরে, বিজ্ঞাতা ব্রহ্মকে কিরূপে জানিবে? ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়বিষয়বৎ বিজ্ঞাত হন না, ব্রহ্মাত্মৈক্য বোধ জন্মে।—নীলকণ্ঠ সূরী। মধুসূদন মতে একনিষ্ঠ=এক ফলপ্রদ।

কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যেনাপি ন নশ্যতি। যথা শক্নুয়াৎ তথা কুর্য্যাদিতি হি তদ্বিধীয়তে চ ন চ বৈগুণ্যমপি। ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বৈগুণ্যোপশমাৎ। ন তু তথা কাম্যং কর্ম, "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ", "দধ্নেন্দ্রিয়কাম জুহুয়াৎ" ইতি। অতো মহদ্বৈষম্যমিতি ভাবঃ। ৪১

টীকার অনুবাদ—ইহা কিরূপে সম্ভব—এই আশংকার উত্তরে ভগবান উভয়ের বৈষম্য বর্ণনা করিতেছেন, এই ঈশ্বরারাধনরূপ কর্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা, নিশ্চয়াত্মিকা, একনিষ্ঠা বুদ্ধি হয়—পরমেশ্বরে ভক্তি দ্বারা নিশ্চয়ই আমি উদ্ধার পাইব; কিন্তু অব্যবসায়িগণের, ঈশ্বরারাধনে বহির্মুখ কামীদিগের কামনা অসংখ্য। এই জন্য তাহাদের কৃত বহু কর্মের বিভিন্ন ফল প্রসূত হয় এবং তাহাদের বুদ্ধিসমূহও বহুমুখী থাকে। ঈশ্বরের আরাধনার জন্য নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম অল্পমাত্র অঙ্গবৈগুণ্য সত্ত্বেও নষ্ট হয় না। ইহা শাস্ত্রে বিহিত আছে, যেরূপ সমর্থ হইবে সেইরূপ নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্ম করিবে। ইহাতে অঙ্গবৈগুণ্যও নাই। ঈশ্বরোদ্দেশে যে কর্ম কৃত হয়, তাহাতে বৈগুণ্যের উপশম ঘটে। কিন্তু কাম্য কর্ম তদ্রূপ নহে। শ্রুতিতে আছে, "স্বর্গলাভার্থ অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবে।" এবং "ইন্দ্রিয়ভোগার্থ দধি দ্বারা হোম করিবে।" ইহার ভাবার্থ এই যে, কাম্য কর্ম ও নিষ্কাম কর্মের মধ্যে মহা বৈষম্য বিদ্যমান। ৪১

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ৪২
কামাত্মা নঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ৪৪

অন্বয়—অবিপশ্চিতঃ বেদবাদরতাঃ [যে] অন্যৎ ন অস্তি ইতি বাদিনঃ[১]

[১] বেদবাক্যে প্রতিপাদিত স্বর্গাদি ফলাশাপাশবদ্ধ ব্যক্তিগণ। ইহারা শুধু স্বর্গ কামনা করেন, স্বর্গাতিরিক্ত অন্য কিছুতে বিশ্বাসী নহেন।—শ্রীহনুমৎ স্বামী।

যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি, তে কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম-ফলপ্রদাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ক্রিয়াবিশেষবহুলাং বাচং [প্রবদন্তি]। ভোগৈশ্বর্য প্রসক্তানাং তয়া [বাচা] অপহৃতচেতসাম্ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে[১]। ৪২-৪৪

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, যাহারা বিষলতাবৎ আপাততঃ রমণীয় কর্মকাণ্ডাত্মক বেদবাক্য কথনে অভ্যস্ত, যাহারা বিবিধ কুসুমিত বেদবাক্য শ্রবণে অনুরক্ত, যাহারা শুধু স্বর্গাদি ফলপ্রদ কর্ম স্বীকার করে, যাহারা কামনাসক্ত ও স্বর্গপ্রার্থী, জন্মকর্ম ফলপ্রদ এবং জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য লাভের উপায়ভূত নানাবিধ ক্রিয়া-প্রকাশক বাক্যে যাহাদের চিত্ত বিমোহিত এবং যাহারা ভোগে ও ঐশ্বর্যে অত্যন্ত আকৃষ্ট, আসক্ত সেই অবিবেকী[২] বিমূঢ় ব্যক্তিগণের বুদ্ধি পরমেশ্বরের অভিমুখী[৩] হয় না। ৪২-৪৪

শ্রীধরী টীকা—নন্বু কামিনোঽপি কষ্টান্ কামান্ বিহায় ব্যবসায়াত্মিকামেব বুদ্ধিং কিং ন কুর্বন্তি তত্রাহ—যামিমামিতি। পুষ্পিতাং বিষলতাবদাপাততো রমণীয়াং প্রকৃষ্টাং পরমার্থফলপরামেব বদন্তি বাচং স্বর্গাদি ফলশ্রুতিম্ যে তেষাং তয়া বাচাপহৃতচেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়ত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিমিতি তথা বদন্তি। যতোঽবিপশ্চিতো মূঢ়াঃ। তত্র হেতুঃ। বেদবাদরতা ইতি। বেদে যে বাদা অর্থবাদাঃ 'অক্ষয্যং হ বৈ

---

১ কর্মকর্তৃবাচ্যের প্রয়োগ হওয়ায় কর্মপদ 'বুদ্ধি' কর্তৃপদ হইয়াছে। উক্ত বাচ্যে কর্মপদ থাকে না ও ধাতু আত্মনেপদী হয়। এই সম্বন্ধে পাণিনীয় ব্যাকরণে উক্ত আছে—

ক্রিয়মাণন্তু যৎকর্ম স্বয়মেব হি সিধ্যতি।

সুকরৈ স্বৈগুণৈঃ কর্তুঃ কর্মকর্তেতি তদ্বিদুঃ।

কর্তার সুকর স্বগুণ দ্বারা যে ক্রিয়মাণ কর্ম স্বয়ংই সিদ্ধ হয়, তাহাকে কর্মকর্তা বলে।

২ অল্পমেধা—শংকরাচার্য্য

৩ শুদ্ধচিন্ময়াকারা—নীলকণ্ঠ

চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি', তথা "অপাম সোমমমৃতা* অভূম" ইত্যাদ্যাঃ, তেষ্বেব রতাঃ প্রীতাঃ। অতএব অতঃ পরমন্যদীশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যং নাস্তীতি বচনশীলাঃ। অতএব কামাত্মান ইতি। কামাত্মানঃ কামাকুলিতচিত্তাঃ। অতঃ স্বর্গ এব পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে। জন্ম চ তত্র কর্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি তথা তাম্+ ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ গতিং প্রাপ্তিং প্রতি সাধনভূতা যে ক্রিয়াবিশেষাস্তে বহুলা যস্যাং তাং প্রবদন্তীত্যনুষঙ্গঃ। ততশ্চ ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানামিতি। ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানামভিনিবিষ্টানাম্। তয়া পুষ্পিতয়া বাচা অপহৃতমাকৃষ্টংচেতো যেষাম্। তেষাং সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং পরমেশ্বরৈকাগ্র্যাভিমুখত্বং তস্মিন্নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিস্তু ন বিধীয়তে। কর্মকর্তরি প্রয়োগঃ। সা নোৎপদ্যত ইতি ভাবঃ। ৪২-৪৪

টীকার অনুবাদ—যদি বল, কামিগণও অতিকষ্টে কামনা বর্জনপূর্বক ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিই আশ্রয় করে না কেন? ইহার উত্তর ভগবান এই শ্লোকে দিতেছেন। বেদের কর্মকাণ্ডোক্ত অর্থবাদে অনুরাগীবৃন্দ কুসুমিত বিষলতাতুল্য আপাতরমণীয় প্রকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ স্বর্গাদি ফলশ্রুতি বলেন। তাহাদের সেই সকল বেদবাক্যে যাহাদিগের চিত্ত অভিভূত হইয়াছে, তাহাদিগের নিশ্চয়াত্মিকা

---

* ইহা ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৪৮ সূক্তের তৃতীয় ঋকের প্রথমাংশ। সমগ্র তৃতীয় ঋক্ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

অপাম সোমমমৃতা অভূমাগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্।
কিং নূনমস্মান্ কৃণবদরাতিঃ কিমু ধূর্তিরমৃত মর্ত্তস্য॥

আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে (৫।৬) এই ঋক্ সূত্রিত আছে। ইহা যে ঋকের অন্তর্ভুক্ত তাহা পনেরটী ঋকে সমাপ্ত। উক্ত সূক্তের ঋষি কাণ্ব প্রগাথ ও দেবতা সোম। সায়ণ ভাষ্য অনুসারে উদ্ধৃত ঋকের অনুবাদ এইরূপ হয়।—"হে অমৃত (অমরণ) সোমরস, তোমাকে আমরা পান করিব। ইহার ফলে আমরা অমৃত হইব। তুমি অমৃত বলিয়া তোমাকে পান করিয়া আমরা নিশ্চয়ই অমৃত (অমর) হইব। অনন্তর আমরা জ্যোতির্ময় স্বর্গলোকে যাইব ও দেবগণকে জানিব। তদবস্থ আমাদিগকে অরাতি (শত্রু) কি করিবে? ইদানীং মনুষ্যভূত আমাদিগকে ধূর্তি (হিংসক) কি করিবে?"

বুদ্ধি সমাধিতে বিহিত হয় না। পরবর্তী তৃতীয় শ্লোকের সহিত ইহা অন্বিত হইবে। কেন তাঁহারা তদ্রূপ বলেন? যেহেতু তাঁহারা অবিপশ্চিৎ, মূঢ়। উহার কারণ, তাঁহারা কর্মকাণ্ডাত্মক শ্রুতিবাক্যে অনুরক্ত। বেদবাদ, অর্থবাদ। একটি বেদবাক্যে আছে, চাতুর্মাস্যযাজিগণের অক্ষয় সুকৃতি লাভ হয়। আর একটি শ্রুতিবাক্যে আছে, আমরা সোমপান করিব ও অমর হইব। এই সকল বাক্যে রত, প্রীত। তাঁহারা এইরূপ বলিতে অভ্যস্ত। অতএব ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য প্রাপ্য ঈশ্বরতত্ত্ব নাই। অতএব কামাত্মগণ, কামাকুলিতচিত্ত ব্যক্তিগণ। স্বর্গই পরম পুরুষার্থ যাহাদের তাহারা। পুনঃপুনঃ জন্ম এবং কর্মফলসমূহ প্রদান করে। ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের গতির, প্রাপ্তির সাধনভূত যে সকল বিশেষ ক্রিয়া সেইগুলি বহুল, অনন্ত যাহাতে তাহা বলেন যাহারা তাহারা। এইরূপ পূর্বাপর অনুবৃত্তি (সংযোগ বা সম্বন্ধ) হইবে। তাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্যে প্রসক্ত, অভিনিবিষ্ট, অত্যন্ত আসক্ত এবং তাঁহাদের চিত্তসমূহ কর্মকাণ্ডাত্মক কুসুমিত বেদবাক্যে অপহৃত, আকৃষ্ট। সমাধি[১], চিত্তৈকাগ্র্য, চিত্তের একাগ্রতা, চিত্তবৃত্তিসমূহের নিরোধ। পরমেশ্বরের অভিমুখত্ব। সেই সমাধি লাভার্থ বেদবাদী স্বর্গকামী মীমাংসকগণের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না। ইহা কর্মকর্তৃ বাচ্যের প্রয়োগ। ৪২-৪৪

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫

অন্বয়—বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ। অর্জুন [ত্বং] নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ভব। নির্দ্বন্দ্বঃ নিত্যসত্ত্বস্থঃ নির্যোগক্ষেমঃ আত্মবান্ ভব। ৪৫

মূলের অনুবাদ—হে অর্জুন, কর্মকাণ্ডাত্মক বেদভাগ[২] সকাম কর্মাদির ফল প্রতিপাদক ও সংসারের বিষয়ীভূত। তুমি ত্রিগুণাতীত ও কামনারহিত

---

১ সমাধীয়তে অস্মিন্ পুরুষ উপভোগায় সর্বমিতি সমাধিঃ, অন্তঃকরণম্। ইহার অর্থ, সর্বোপভোগার্থ পুরুষ যাহাতে সমাহিত হয় তাহা সমাধি, অন্তঃকরণ।—শংকরাচার্য।

২ বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষৎ বা বেদান্ত নিস্ত্রৈগুণ্য প্রতিপাদক।

হও। তুমি শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বাতীত, সর্বদা সত্ত্বগুণাশ্রিত ও আত্মবান্[১] (অপ্রমত্ত) হও। তুমি অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণে উদাসীন হও। তাহা হইলে তুমি ত্রিগুণাতীত[২] মোক্ষধর্মের অধিকারী হইবে। ৪৫

শ্রীধরী টীকা—নমু চ যদি স্বর্গাদিকং পরমং ফলং ন ভবতি, তর্হি কিমিতি বেদৈস্তৎসাধনতয়া কর্মাণি বিধীয়ন্তে ? তত্রাহ ত্রৈগুণ্যবিষয়া ইতি। ত্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যেঽধিকারিণস্তদ্বিষয়াস্তেষাং কর্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকা বেদাঃ। ত্বং তু নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামো ভব। তত্রোপায়মাহ—নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখশীতোষ্ণাদি-যুগলানি দ্বন্দ্বাণি তদ্রহিতো ভব। তানি সহস্বেত্যর্থঃ। কথমিত্যত আহ। নিত্যসত্ত্বস্থঃ সন্। ধৈর্য্যমবলম্ব্যেত্যর্থঃ। তথা নির্যোগক্ষেমঃ। অপ্রাপ্তস্বীকারো যোগঃ; প্রাপ্তপরিপালনং ক্ষেমং তদ্রহিতঃ আত্মবান্ অপ্রমত্তঃ, নহি দ্বন্দ্বাকুলস্য যোগক্ষেমব্যাপৃতস্য চ প্রমাদিনস্ত্রৈগুণ্যাতিক্রমঃ সম্ভবতীতি। ৪৫

টীকার অনুবাদ—আর যদি বল, স্বর্গাদি পরম ফল লাভ না হয়, তবে চতুর্বেদে স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ যজ্ঞাদি কর্ম বিহিত হইয়াছে কেন ? ইহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন, কর্মকাণ্ডাত্মক বেদভাগ ত্রিগুণাত্মক ও সকাম অধিকারীর জন্য বিহিত। উহাতে তাহাদের কর্মফল সম্বন্ধ প্রতিপাদিত। কিন্তু তুমি ত্রিগুণরহিত, নিষ্কাম হও। ইহার উপায় বলিতেছেন নির্দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বাক্যে। সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি যুগলই দ্বন্দ্ব। তুমি দ্বন্দ্বমুক্ত হও। ইহার অর্থ, সেইগুলি সহ্য কর। কিরূপে নির্দ্বন্দ্ব হওয়া যায় ? ইহার উত্তরে

১ আত্মাতে বা পরমেশ্বরে বিশ্বাসী—মধুসূদন।

২ নির্গুণ সুখ বা শান্তির সংজ্ঞা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের নিম্নোক্ত শ্লোকে এইরূপ উক্ত হইয়াছে।—

সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থং তু রাজসম্।

তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণমদপাশ্রয়ম্॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, সাত্ত্বিক সুখ জীবাত্মা হইতে উত্থিত, রাজস সুখ শব্দাদি বিষয়জাত, তামস সুখ মোহ ও দৈন্য হইতে উৎপন্ন এবং নির্গুণ সুখ আমার আশ্রয়সম্ভূত।

বলিতেছেন, সর্বদা সত্ত্বগুণে সমারূঢ় হইয়া। ইহার অর্থ, ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া। আর যোগক্ষেমের অতীত হও। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিকে যোগ ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণকে ক্ষেম বলে। তুমি উভয়ের অতীত হও। আত্মবান্, অপ্রমত্ত। দ্বন্দ্বাকুল, যোগক্ষেমে ব্যাপৃত প্রমত্ত পুরুষের পক্ষে ত্রৈগুণ্যরাহিত্য সম্ভব হয় না। ৪৫

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।

তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬

অন্বয়—উদপানে যাবান্ অর্থঃ, সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে তাবান্ [এব অর্থঃ সিধ্যতি]। সর্বেষু বেদেষু যাবান্ অর্থ, তাবান্ [অর্থঃ] বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য [ভবতি এব]। ৪৬

মূলের অনুবাদ—স্বল্পোদক বাপী-কূপ-তড়াগাদিতে স্নানপানাদি যে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সংপ্লুতোদক একমাত্র মহাহ্রদে সেই প্রয়োজনসমূহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। চতুর্বেদের কর্মকাণ্ডে যে কর্মফলসমূহ বিবৃত আছে, তৎসমুদয় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ এক ব্রহ্মেই লাভ করেন। ৪৬

শ্রীধরী টীকা—নন্থ বেদোক্ত নানাফল-পরিত্যাগেন নিষ্কামতয়া ঈশ্বরারাধনবিষয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিস্ত কুবুদ্ধিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যাবানিতি। উদকং পীয়তেঽস্মিংস্তদুদপানং বাপীকূপ-তড়াগাদি, তস্মিন্ স্বল্পোদকে একত্র কৃৎস্নার্থস্যাসম্ভবাত্তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি, তাবান্ সর্বোঽপ্যর্থঃ সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি। এবং যাবান্ সর্বেষু বেদেষু তৎকর্মফলরূপোঽর্থঃ তাবান্ সর্বোঽপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মিকবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব। ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্ভূতত্বাৎ, "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদিয়মেব বুদ্ধিঃ সুবুদ্ধিরিত্যর্থঃ। ৪৬

টীকার অনুবাদ—যদি কেহ আশংকা করেন, বেদে কথিত নানা ফল ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা বিষয়ক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি কুবুদ্ধি; কারণ উহাতে বহু সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ইহার উত্তর ভগবান এই

লোকে দিতেছেন, যাহাতে জলপান করা যায় তাহা উদপান,—যেমন বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতি। এইরূপ ক্ষুদ্র জলাশয়ে এক স্থানে সমস্ত প্রয়োজনসিদ্ধি অসম্ভব বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র জলাশয়ে গমনপূর্বক স্নানপানাদির প্রয়োজন পূর্ণ করিতে হয়। সেই সকল প্রয়োজন জলপূর্ণ মহাহ্রদে একত্রই সিদ্ধ হয়। এইরূপে চতুর্বেদে যে সকল যজ্ঞ ও তাহাদের নানা ফল উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ব্রহ্মানন্দেই লাভ হয়। ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত মর্মে বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪. ৩. ৩২) আছে, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সম্রাট বৈদেহ জনককে বলিতেছেন, "এই আত্মার (ব্রহ্মের) আনন্দের কণামাত্র উপভোগ করিয়া সর্বপ্রাণী জীবিত থাকে।" ইহার অর্থ, সুতরাং এই বুদ্ধিই সুবুদ্ধি। ৪৬

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ৪৭

অন্বয়—কর্মণি এব তে অধিকারঃ [অস্তু], কদাচন ফলেষু [অধিকারঃ] মা [অস্তু] [অতএব ত্বং] কর্মফলহেতুঃ মা ভূঃ, অকর্মণি অপি তে সঙ্গঃ মা অস্তু। ৪৭

মূলের অনুবাদ—তোমার মত তত্ত্বজ্ঞানার্থীর নিষ্কাম কর্মেই অধিকার হউক। কর্মফলের কামনা তোমার অন্তরে না জাগুক। কর্মফল তোমার কর্মপ্রবৃত্তির কারণ না হউক এবং কর্মাকরণেও তোমার প্রবৃত্তি না হউক। ৪৭

শ্রীধরী টীকা—তর্হি সর্বাণি কর্মফলানি পরমেশ্বরারাধনাদেব ভবিষ্যন্তীত্যভিসন্ধায় প্রবর্ত্ততে, কিং কর্মণেত্যাশঙ্ক্য তদ্বারয়ন্নাহ—কর্মণ্যেবেতি। তে তব তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ কর্মণ্যেবাধিকারঃ। তৎফলেষু বন্ধহেতুষু অধিকারঃ কামো মাস্তু। নত্ত কর্মণি কৃতে তৎফলং স্যাদেব, ভোজনে কৃতে তৃপ্তিবদিত্যাশঙ্ক্যাহ। মা কর্মফল-হেতুর্ভূঃ কর্মফলং প্রবৃত্তিহেতুর্যস্য স তথাভূতো মা ভূঃ। কাম্যিতস্যৈব স্বর্গাদের্নিয়োজ্যবিশেষণত্বেন ফলত্বাদকামিতং ফলং ন স্যাদিতি

ভাবঃ। অতএব ফলং বন্ধকং ভবিষ্যতীতি। ভয়াদকর্মণি কর্মাকরণেঽপি তব সঙ্গো নিষ্ঠা মাস্তু। ৪৭

টীকার অনুবাদ—যদি সর্বকর্মের ফলসমূহ পরমেশ্বরের আরাধনা দ্বারাই লাভ হয়, ইহা বিশ্বাসপূর্বক উহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য; তাহা হইলে সব কর্মে প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কা বারণপূর্বক ভগবান বলিতেছেন, কর্মেই তোমার অধিকার ইত্যাদি। তোমার, তত্ত্বজ্ঞানপ্রার্থীর কর্মেই অধিকার কর্মফলসমূহে অধিকার, কামনা না হউক। যদি আশংকা কর, কর্ম করিলে উহার ফল নিশ্চয় হইবে, যেমন ভোজন করিলে তৃপ্তি হয়। ইহাতে বলিতে ভগবান বলিতেছেন, কর্মফলের কারণ হইও না। কর্মফলে প্রবৃত্তি যাহার, তদ্রূপ হইও না। ইহার ভাবার্থ, স্বর্গাদি ফললাভ যাহার কর্মের নিয়োজক হয়, তিনিই কর্মফল ভোগ করেন। অকামিত, অপ্রার্থিত কর্মফল ভোগ করিতে হয় না। অতএব, কর্মফল উৎপন্ন হইলেই উহা বন্ধনস্বরূপ হইবে—এই ভয়ে অকর্মে, কর্মাকরণেও তোমার সঙ্গ, নিষ্ঠা না হউক। ৪৭

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮

অন্বয়—ধনঞ্জয়, যোগস্থঃ [সন্] সঙ্গং ত্যক্ত্বা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমঃ ভূত্বা কর্মাণি কুরু। [সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ] সমত্বম্ যোগঃ উচ্যতে। ৪৮

মূলের অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়, তুমি কর্তৃত্বাভিমান বর্জনপূর্বক ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়কে তুল্য জ্ঞান করিয়া সব কর্ম কর। সিদ্ধিতে ও অসিদ্ধিতে চিত্তের সমভাবই যোগ নামে অভিহিত। ৪৮

শ্রীধরী টীকা—কিং তর্হি যোগস্থ ইতি। যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা, তত্র স্থিতঃ কর্মাণি কুরু। তথাপি সঙ্গং কর্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরাশ্রয়েণৈব কুরু। তৎফলস্য জ্ঞানস্যাপি সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা কেবলমীশ্বরার্পণেনৈব কুরু। যত এবম্ভূতং সমত্বমেব যোগ উচ্যতে সদ্ভিঃ চিত্তসমাধানরূপত্বাৎ। ৪৮

টীকার অনুবাদ—তাহা হইলে কর্তব্য কি? তাই ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন, পরমেশ্বরে একপরতা, একনিষ্ঠতাই যোগ। উহাতে অবস্থিত হইয়া সর্বকর্ম কর এবং সঙ্গ, কর্তৃত্বাভিনিবেশ (আমি করি বা আমার কাজ—এই অভিমান) ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরের আশ্রয় লইয়াই কর্ম কর। উহার ফলস্বরূপ জ্ঞানেরও (চিত্তশুদ্ধির) প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিতে সমভাব করিয়া কেবল ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম কর। সজ্জন কর্তৃক উক্ত রূপ সমত্বই যোগ নামে কথিত হয় কারণ, এই ভাবে যোগীর চিত্ত সমর্পিত হয়, সাম্য অবস্থা লাভ করে ৪৮

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

অন্বয়—ধনঞ্জয়, হি বুদ্ধিযোগাৎ দূরেণ কর্ম অবরম্ ; তস্মাৎ বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ ; ফলহেতবঃ কৃপণাঃ। ৪৯

মূলের অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়, সমত্ব বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা সকাম কর্মযোগ অত্যন্ত নিকৃষ্ট। অতএব, তুমি নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান কর। অথবা ঈশ্বরের শরণাগত হও। ফলকামিগণ অতিদীন ও ভাগ্যহীন। ৪৯

শ্রীধরী টীকা—কাম্যং তু কর্ম অতিনিকৃষ্টমিত্যাহ দূরেণেতি। বুদ্ধ্যা ব্যবসায়াত্মিকয়া কৃতঃ কর্মযোগো বুদ্ধিযোগঃ। বুদ্ধিসাধনভূতো বা, তস্মাৎ বুদ্ধিযোগাদন্যৎ কাম্যং কর্ম দূরেণ অবরম্ অত্যন্তমপকৃষ্টং। হি যস্মাৎ এবং, তস্মাদ্ বুদ্ধৌ শরণং বুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণম্ আশ্রয়ং কর্মযোগং অন্বিচ্ছ, অনুতিষ্ঠ। যদ্বা বুদ্ধৌ পরমেশ্বরমাশ্রয়েত্যর্থঃ। ফলহেতবস্তু সকামা নরাঃ কৃপণা দীনাঃ "যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" ইতি শ্রুতেঃ[১]। ৪৯

---

১ সমগ্র শ্রুতিই উদ্ধৃত হইল, "যো বা এতদক্ষরং অবিদিত্বা অস্মিল্লোঁকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহুনি বর্ষসহস্রাণি অন্তবৎ এবাস্য তদ্ভবতি। যো বা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।" ইহার অর্থ, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য

টীকার অনুবাদ—কাম্য কর্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট। ইহাই ভগবান বর্তমান শ্লোকে বলিতেছেন। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মযোগ জ্ঞানলাভের উপায়ভূত। সেই হেতু সকাম কর্ম অপেক্ষা অন্য সাধনভূত কাম্য কর্ম অত্যন্ত অবর, নিকৃষ্ট। যেহেতু এইরূপ, সেই হেতু বুদ্ধির, জ্ঞানের শরণ, আশ্রয়-স্বরূপ কর্মযোগকে অনুষ্ঠান কর। অথবা ইহার অর্থ, বুদ্ধিতে শরণ, পরিত্রাতা ঈশ্বরের আশ্রয়। ফলপ্রার্থী সকাম নরগণ কৃপণ, দীন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩৮।১০) আছে, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "গার্গি, যে কেহ এই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, সে দীন, পণ দ্বারা ক্রীতদাসবৎ দুঃখী।" ৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০

অন্বয়—বুদ্ধিযুক্তঃ ইহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে জহাতি। তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব, কর্মসু কৌশলং যোগঃ। ৫০

মূলের অনুবাদ—নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানে অনুরাগ জন্মিলে স্বর্গাদি প্রাপক সুকর্ম ও নরকাদি প্রাপক দুষ্কর্ম উভয় হইতে ঈশ্বরপ্রসাদে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। অতএব, সমত্ব বুদ্ধিপ্রদ নিষ্কাম কর্মের জন্য যত্নশীল হও। কর্মফলে অনাসক্তিরূপ সম্পাদন-চাতুর্যই যোগ। ৫০

বলিলেন, "হে গার্গি, যে কেহ এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোকে বহু সহস্র বৎসর হোম করে, যজ্ঞ করে, তপস্যা করে, উহার সেই সকল কর্মের ফল অন্তবৎই হয়, ফলভোগান্তে বিনষ্ট হয়। হে গার্গি, যে এই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া ইহলোক হইতে গমন করে, সে কৃপণ। পক্ষান্তরে হে গার্গি, যিনি এই অক্ষর ব্রহ্মকে বিদিত হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন তিনি ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মজ্ঞ।"

১ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "পায়ে কাঁটা ফুটলে একটী ভাল কাঁটা দিয়ে সেই কাঁটা তুলে দুই কাঁটাই ফেলে দিতে হয়। তেমনি পুণ্য দ্বারা পাপ দূর করে পাপ-পুণ্য উভয়ের অতীত হলে জ্ঞানলাভ হয়।"

শ্রীধরী টীকা—বুদ্ধিযোগযুক্তস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—বুদ্ধিযুক্ত ইতি। সুকৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকং, দুষ্কৃতং নিরয়াদিপ্রাপকং, তে উভে ইহৈব জন্মনি পরমেশ্বর-প্রসাদেন জহাতি ত্যজতি। তস্মাদ্ যোগায় তদর্থায় কর্মযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব। যতঃ কর্মসু যৎ কৌশলং বন্ধকানামপি তেষামীশ্বরারাধনেন মোক্ষপরত্বসম্পাদন-চাতুর্য্যং স এব যোগঃ। ৫০

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, বুদ্ধিযোগযুক্তই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সুকৃত, স্বর্গাদি প্রাপক; দুষ্কৃত নরকাদিপ্রাপক। এই উভয় ফলকে ইহ জন্মেই ঈশ্বরের কৃপায় বুদ্ধিযোগযুক্ত পুরুষ ত্যাগ করেন। সেইজন্য ঈশ্বরার্থ কর্মযোগ অনুষ্ঠানের প্রযত্ন কর। যেহেতু, কর্মের যে কৌশল, ঈশ্বরের আরাধনা দ্বারা বন্ধক কর্মসমূহের মোক্ষপরত্ব সম্পাদনের চাতুরী[১], তাহাই যোগ। ৫০

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১

অন্বয়—বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ কর্মজং ফলং ত্যক্ত্বা জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ সন্তঃ অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি হি। ৫১

মূলের অনুবাদ—নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠাতৃবৃন্দ কর্মজনিত সর্বফল ত্যাগ করিয়া মনীষী[১] হন এবং জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া সর্বোপদ্রবরহিত মোক্ষাখ্য বিষ্ণুপদ[২] লাভ করেন। ৫১

---

১ শাস্ত্রে উৎকৃষ্টা চাতুরী সম্বন্ধে এই শ্লোক পাওয়া যায়—

যা রাকাশশীশোভনা হতঘনা সা যামিনী যামিনী।
যা সৌন্দর্য্যগুণান্বিতা পতিরতা সা কামিনী কামিনী॥
যচ্চেতো জগদীশ্বরস্য স্মরণে সা মাধুরী মাধুরী।
যা লোকদ্বয়-সাধনকরী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী॥

যে যামিনী মেঘমুক্ত ও পূর্ণচন্দ্রে সুশোভিত তাহাই উত্তমা যামিনী। যে কামিনী পতিব্রতা ও সুষমামণ্ডিতা সেই কামিনীই কামিনী। যে মাধুরী চিত্ত ঈশ্বরস্মরণে অনুভব করে, তাহাই প্রকৃত মাধুরী। যে চাতুরী ইহলোকে ও পরলোকে দেহধারীগণের কল্যাণকারক ও মুক্তিপ্রদ তাহাই উৎকৃষ্টা চাতুরী।

শ্রীধরী টীকা—কর্মণাং মোক্ষসাধনত্ব-প্রকারমাহ—কর্মজমিতি। কর্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনার্থমেব কর্ম কুর্বাণা মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মরূপেণ বন্ধেন বিনির্মুক্তাঃ সন্তঃ অনাময়ং সর্বোপদ্রবরহিতং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি। ৫১

টীকার অনুবাদ—কর্মসমূহের মোক্ষসাধনতার প্রকারান্তর ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। কর্মজাত সর্বফল পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরের আরাধনার্থ কর্মকারী মনীষিগণ জ্ঞানী হইয়া, জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া অনাময়, সর্বোপদ্রব রহিত মোক্ষাখ্য বিষ্ণুপদ[৩] প্রাপ্ত হন। ৫১

---

১ জ্ঞানী—শংকর। মনোনিগ্রহে সমর্থ—নীলকণ্ঠ।

২ ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে কঠোপনিষদে (১৷৩৷৯) উক্ত হইয়াছে।—

বিজ্ঞান-সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

যে নর বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথির সহিত যুক্ত এবং ইন্দ্রিয়-নিয়ন্তা বল্গাস্থানীয় মন যাঁহার অধীন তিনিই সংসারমার্গের পরপারে অবস্থিত সর্বব্যাপক সর্বোত্তম বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন। [বিষ্ণুই পদ (ধাম) বিষ্ণুপদ। রাহোঃ শিরঃ ইতিবৎ ঔপচারিকী ষষ্ঠীর প্রয়োগ হইয়াছে। রাহুর শির বলিলে রাহুকেই বুঝায়; কারণ রাহু ও শির অভিন্ন।]

৩ শাস্ত্রে আছে, "পদং তৎ পরমং বিষ্ণোঃ মনো যত্র প্রসীদতি।" ইহার অর্থ, চিত্ত যথায় অপূর্ব প্রসন্নতা লাভ করে তাহাই পরম বিষ্ণুপদ। টীকাকার মধুসূদন সরস্বতীর মতে পদনীয় আত্মতত্ত্ব, আনন্দরূপ ব্রহ্মপদ। অভিনব গুপ্তাচার্যের মতে ইহা সনাতন ব্রহ্মতত্ত্ব। টীকাকার শংকরানন্দ সরস্বতী বলেন, পদ্যতে জ্ঞানেন প্রাপ্যতে ইতি পদম্। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব অদ্বয়ানন্দৈকরস ব্রহ্মই পদ; যেমন ব্রহ্মই লোক ব্রহ্মলোক।

ঋগ্বেদীয় বিষ্ণুসূক্তে বিষ্ণুপদ সর্বপ্রথম উল্লিখিত। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের ২০ ও ২১ ঋক্দ্বয় উদ্ধৃত হইল—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্
তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥

ঋষি কণ্বপুত্র মেধাতিথি বলিতেছেন—ঋত্বিকাদি বিদ্বান্গণ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ বিষ্ণু-

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি ।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২

অন্বয়—যদা তে বুদ্ধি মোহকলিলং ব্যতিতরিষ্যতি তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ (অর্থস্য) নির্বেদং গন্তাসি। ৫২

মূলের অনুবাদ—যখন তোমার বুদ্ধি দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ দুর্গম মোহ অতিক্রম করিবে, তখন তুমি শ্রুত ও শ্রোতব্য বিষয়ে নির্বেদ[৪] (বৈরাগ্য) প্রাপ্ত হইবে। ৫২

পদ বা স্বর্গস্থান শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা সর্বদা দর্শন করেন ; যেমন আকাশে প্রসৃত অভ্রাদিকে মনুষ্যসমূহের চক্ষু নিরোধাভাবে বিশদরূপে দেখিতে পায়। এই উৎকৃষ্ট বিষ্ণুপদ, বিষ্ণুধাম বিপ্রগণ শব্দার্থের প্রমাদরাহিত্যহেতু সম্যক্ প্রকাশ করেন। উল্লিখিত প্রথম ঋক্ পূজাদিতে আচমন মন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় কঠোপনিষদের নিম্নোক্ত শ্লোকে (১।২।১৫) উক্ত পদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।—

সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওমিত্যেতৎ ॥

সর্ববেদ যে ব্রহ্মপদ প্রতিপাদন করেন, সমস্ত তপস্যা যাহা লাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয় এবং যাহা প্রাপ্তির ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য আচরিত হয়, তাহা তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি, তাহা ব্রহ্মবাচক ওঙ্কার।

১ বিবেকের পরিপক্ক অবস্থায়—আনন্দগিরি।

২ মোহাত্মক অবিবেকরূপ কালুষ্য—শংকর। এই দেহ আমি, এই বস্তু আমার, ইত্যাদি অজ্ঞান-বিলসিত বুদ্ধি—মধুসূদন।

৩ অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অতিরিক্ত শাস্ত্র শ্রোতব্যাদি শব্দ দ্বারা গৃহীত—আনন্দগিরি।

৪ আনন্দগিরি বলেন, বুদ্ধিশুদ্ধির ফল বিবেক। এই বিবেক প্রাপ্তিতে বৈরাগ্য লাভ হয়। বৈরাগ্য ব্যতীত অভয়প্রাপ্তি (অভীঃলাভ) অসম্ভব। এই মর্মে ভর্তৃহরি বিরচিত "বৈরাগ্যশতকম্" গ্রন্থে আছে।—

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ ভয়ম্।
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরয়া ভয়ম্।

শ্রীধরী টীকা—কদা তৎপদমহং প্রাপ্স্যামীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্। মোহো দেহাদিষ্বাত্মবুদ্ধিস্তদেব কলিলং 'কলিলং গহনং বিদু'রিত্যভিধানকোষস্মৃতেঃ। ততশ্চায়মর্থঃ। এবং পরমেশ্বরারাধনে ক্রিয়মাণে যদা তৎপ্রসাদেন তব বুদ্ধির্দেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনং দুর্গং বিশেষেণাতিতরিষ্যতি তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যার্থস্য চ নির্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাপ্স্যসি তয়োরনুপাদেয়ত্বেন জিজ্ঞাসাং ন করিষ্যসীত্যর্থঃ। ৫২

টীকার অনুবাদ—কখন আমি সেই পদ পাইব? এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান বর্তমান ও পরবর্তী শ্লোকদ্বয়ে দিতেছেন। মোহ, দেহাদিতে 'আমি' বোধ। তাহাই কলিল, গহন। সমস্ত অভিধান ও কোষগ্রন্থে কলিলকে

শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাৎ ভয়ম্।
সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতংভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্॥

বিষয়ভোগে রোগভয়, উচ্চবংশে চ্যুতিভয়, ধনসম্পদে রাজার ভয়, বহু মানে দৈন্যভয়, বিপুল শক্তিতে রিপুভয়, সৌন্দর্যে জরাভয়, শাস্ত্রজ্ঞানে বাদীভয়, সদ্গুণে খলভয় ও দেহে মৃত্যুভয় বিদ্যমান। এইরূপে ইহলোকে নরগণের সর্ববস্তু ভয়যুক্ত ভীতিপ্রদ। আর কেবল বৈরাগ্যই অভয়দায়ক।

মুণ্ডক উপনিষদে (১।২।১২) আছে, "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়াৎ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।" অকৃত ব্রহ্মবস্তু কোন কৃতকর্ম দ্বারা উপলব্ধ হন না। এইজন্য কর্মজাত সর্বফল পরীক্ষা করিয়া, সর্বকর্ম ব্রহ্মলাভে অসমর্থ জানিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ নির্বেদ প্রাপ্ত হন। উক্ত মর্মে কঠউপনিষদে (১।২।২৩) আছে—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

এই আত্মা বহু বেদপাঠেও জ্ঞাত হন না, মেধাশক্তির দ্বারাও নহে বা বহু শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারাও নহে। এই আত্মা যাহাকে বরণ করেন তাঁহার দ্বারাই তিনি জ্ঞাত হন। সেই আত্মকামীর সকাশে এই আত্মা স্বীয় স্বরূপ প্রকট করেন। উক্ত মর্মে অন্য শাস্ত্রে এই শ্লোক পাওয়া যায়—

এবং নিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা।
হরত্যবিদ্যাবিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়নম্॥

গহন বলা হইয়াছে। এইরূপ অর্থ হইবে—উক্তরূপে পরমেশ্বরের আরাধনা করিলে যখন তাঁহার কৃপায় তোমার বুদ্ধি দেহে 'আমি' বোধরূপ মোহময় গহন দুর্গ সম্যক্‌রূপে অতিক্রম করিবে, তখন শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ের নির্বেদ, বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। ইহার অর্থ, উভয়ের অনুপাদেয়ত্ব অনুভবপূর্বক উভয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবে না। ৫২

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ ৫৩

অন্বয়—যদা শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে বুদ্ধিঃ নিশ্চলা সমাধৌ অচলা স্থাস্যতি তদা যোগম্ অবাপ্স্যসি। ৫৩

মূলের অনুবাদ—তোমার বুদ্ধি বিবিধ বৈদিক ও লৌকিক বিষয় শ্রবণে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যখন উহা বিষয়ান্তরে অনাকৃষ্ট হইয়া পরমেশ্বরে সুস্থির হইবে, তখনই তুমি যোগ[১] লাভ করিবে। ৫৩

শ্রীধরী টীকা—ততশ্চ শ্রুতীতি। শ্রুতিভির্নানালৌকিকবৈদিকার্থশ্রবণৈ-র্বিপ্রতিপন্না ইতঃপূর্বং বিক্ষিপ্তা সতী তব বুদ্ধির্যদা সমাধৌ স্থাস্যতি। সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ পরমেশ্বরস্তস্মিন্নিশ্চলা বিক্ষেপব্যাপ্তিবিষয়ান্তরৈরনাকৃষ্টা অতএব অচলা অভ্যাসপাটবেন তত্রৈব স্থিরা সর্বব্যাপ্তিঃ সতী তদা যোগং যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানমবাপ্স্যসি। ৫৩

উক্তরূপে 'আমি ব্রহ্ম' এই বাসনা নিরন্তর অভ্যাস করিলে যেমন রসায়ন রোগনাশ করে, তদ্রূপ ব্রহ্মচিন্তা অবিদ্যাজাত সর্ববিক্ষেপ বিনষ্ট করে।

১ শংকরাচার্যের মতে বিবেকপ্রজ্ঞা, সমাধি। কঠোপনিষদে (২।৩।১০।১১) এইরূপে যোগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।—

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়-ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ॥

যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত ব্যাপারশূন্য অবস্থায় থাকে এবং বুদ্ধিও স্বকার্যে ব্যাপৃত হয় না, সেই অবস্থাকে যোগিগণ উত্তমা গতি বলিয়া থাকেন। অচলভাবে বাহ্যেন্দ্রিয় ধারণাকে যোগ বলা হয়। সেই যোগাবস্থ অবস্থাই সমাধি-

টীকার অনুবাদ—নানা লৌকিক ও বৈদিক অর্থবাদ শ্রবণে ইতঃপূর্বে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যখন উহা সমাধিতে সংস্থিত হইবে। যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয় তাহা সমাধি, পরমেশ্বর[১]। তাহাতে 'নিশ্চলা', অন্য বিষয়ে অনাকৃষ্ট, সেই হেতু অচল। অভ্যাসের পটুতা দ্বারা তাহাতেই বুদ্ধি স্থির হইলে যোগ, যোগফল তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে। ৫৩

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য* কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ* কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪

অন্বয়—অর্জুন উবাচ, কেশব, সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা? স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত, কিম্ আসীত, কিং ব্রজেত? ৫৪

মূলের অনুবাদ—অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—হে কেশব, সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ (বা স্থিরপ্রজ্ঞ) পুরুষের লক্ষণ কি? স্থিতধী ব্যক্তির ভাষণ, আসন ও ব্রজন কিরূপ? ৫৪

শ্রীধরী টীকা—পূর্বশ্লোকোক্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য লক্ষণং জিজ্ঞাসুরর্জুন উবাচ স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি। স্বাভাবিকে সমাধৌ স্থিতস্য অতএব স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য তস্য ভাষা কা ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা লক্ষণমিতি যাবৎ। স কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ইত্যর্থঃ তথা স্থিতধীঃ কিং কথং ভাষণমাসনং ব্রজনঞ্চ কুর্যাদিত্যর্থঃ। ৫৪

টীকার অনুবাদ—পূর্বশ্লোকে কথিত আত্মতত্ত্বজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসু হইয়া অর্জুন বলিলেন। স্থিতপ্রজ্ঞের, স্বাভাবিক সমাধিতে স্থিত ব্যক্তির অতএব স্থিত, নিশ্চলা প্রজ্ঞা, বুদ্ধি যাঁহার তাঁহার ভাষা কিরূপ? যাহা দ্বারা ভাব

প্রবণ হয়। যোগ উৎপত্তি ও বিনাশধর্মী অতএব যোগবিঘ্ন পরিহারে প্রযত্ন করিবে।

১ সমাধীয়তে চিত্তমস্মিনিতি সমাধিরাত্মা। যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয়, তাহা সমাধি, পরমাত্মা।—শংকর। নীলকণ্ঠমতে প্রত্যাগাত্মা।

* উভয় স্থলে টীকাকার অভিনব গুপ্ত ধৃত পাঠ যথাক্রমে স্থিরপ্রজ্ঞস্য ও স্থিরধী দেখা যায়।

ভাষিত, সুব্যক্ত হয় তাহা ভাষা। ইহার ভাবার্থ লক্ষণ। তিনি কোন্ লক্ষণ দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞ উক্ত হন? ইহার অর্থ, সমাধিবান মহাপুরুষ ব্যুত্থিত অবস্থায় কিরূপ ভাষণ, আসন ও ব্রজন করেন? ৫৪

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, পার্থ, যদা (যোগী) সর্বান মনোগতান্ কামান্ প্রজহাতি তদা আত্মনি আত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে। ৫৫

মূলের অনুবাদ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হে পার্থ, যখন যোগী মনোগত সমস্ত কামনা বর্জনপূর্বক আত্মারাম হন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিরপ্রজ্ঞ বলা হয়। ৫৫

শ্রীধরী টীকা—অত্র চ যানি সাধকস্য জ্ঞানসাধনানি, তান্যেব স্বাভাবিকানি সিদ্ধস্য লক্ষণানি। অতঃ সিদ্ধস্য লক্ষণানি কথয়ন্নেব অন্তরঙ্গানি জ্ঞানসাধনান্যাহ যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। তত্র প্রথম প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—প্রজহাতীতি দ্বাভ্যাম্। শ্রীভগবানুবাচ। মনসি স্থিতান্ কামান্ যদা প্রকর্ষেণ জহাতি। ত্যাগে হেতুঃ আত্মন্যেব স্বস্মিন্নেব পরমানন্দরূপে আত্মনা স্বয়মেব তুষ্ট ইত্যাত্মারামঃ সন্ যদা ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষাংস্ত্যজতি, তদা তেন লক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যত ইত্যর্থঃ। ৫৫

টীকার অনুবাদ—যেগুলি সাধকের জ্ঞানসাধন, সেগুলিই সিদ্ধপুরুষের স্বাভাবিক লক্ষণ। এই জন্য সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণসমূহ বলিয়াই অন্তরঙ্গ

১ উক্ত মর্মে কঠোপনিষদে (২।৩।১৪) এই শ্লোক পাওয়া যায়—

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্মসমশ্নুতে॥

মানুষের হৃদয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত থাকে যখন তৎসমুদয় পরিত্যক্ত হয়, তখন মর মানুষ অমর হয়, অমৃতত্ব লাভ করে এবং এই দেহেই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়।

সাধনসমূহ এই অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত ভগবান বলিতেছেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তর বর্তমান ও পরবর্তী শ্লোকদ্বয়ে ভগবান বলিলেন। মনে অবস্থিত কামনাসমূহ যখন প্রকর্ষ সহ সাধক ত্যাগ করেন। কামনা ত্যাগের কারণ বলিতেছেন। আত্মাতেই, নিজেতেই পরমানন্দরূপ আত্মা দ্বারা স্বয়ংই তুষ্ট, আত্মারাম হইয়া যখন ক্ষুদ্র বিষয়বাসনাসমূহ সাধক ত্যাগ করেন, তখন সেই লক্ষণ দ্বারা মুনি স্থিতপ্রজ্ঞ উক্ত হন। ৫৫

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬

অন্বয়—দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগ-ভয়ক্রোধঃ মুনিঃ স্থিতধীঃ উচ্যতে। ৫৬

মূলের অনুবাদ—যিনি ত্রিবিধ দুঃখে[1] অক্ষুব্ধচিত্ত, সুখে স্পৃহাশূন্য[2] এবং রাগ[3], ভয় ও ক্রোধ হইতে মুক্ত সেই মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৫৬

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ দুঃখেষ্বিতি। দুঃখেষু প্রাপ্তেষু অনুদ্বিগ্নমক্ষুভিতং মনো যস্য সঃ। সুখেষু বিগতা স্পৃহা যস্য সঃ। অত্র হেতুর্বীতা অপগতা রাগ ভয় ক্রোধা যস্মাৎ। তত্র রাগঃ প্রীতিঃ। স মুনিঃ স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যুচ্যতে। ৫৬

টীকার অনুবাদ—আর নানা দুঃখ প্রাপ্ত হইলেও যাঁহার মন অনুদ্বিগ্ন, অক্ষুভিত তিনি। সর্ব সুখে বিগত স্পৃহা যাঁহার তিনি। উহার কারণ—বীত, অপগত রাগ, ভয় ও ক্রোধ যাহা হইতে তিনি। রাগ, প্রীতি। সেই মুনিকে লোকে স্থিতধী বলে। ৫৬

---

১ জ্বর-শিরোরোগাদিকৃত আধ্যাত্মিক দুঃখ, ব্যাঘ্রসর্পাদিপ্রযুক্ত আধিভৌতিক দুঃখ ও অতিবাতবর্ষাদি নিমিত্ত আধিদৈবিক দুঃখ।—আনন্দগিরি।

২ তৃষ্ণামুক্ত। যেমন অগ্নি ইন্ধন সংযোগে বর্ধিত হয় তেমনি তৃষ্ণা ভোগ্য বস্তু পাইলে বহু গুণে বাড়িয়া উঠে।—শংকরাচার্য।

৩ শোভনাধ্যাস নিবন্ধন ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহের অত্যন্ত অভিনিবেশরূপ রঞ্জনাত্মক চিত্তবৃত্তি বিশেষ।—মধুসূদন সরস্বতী।

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭

অন্বয়—যঃ সর্বত্র অনভিস্নেহঃ তৎ তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য ন অভিনন্দতি, ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা [ভবতি]। ৫৭

মূলের অনুবাদ—যিনি পুত্র-মিত্রাদিতে স্নেহশূন্য এবং অনুকূল বিষয় লাভে আনন্দিত হন না; অথবা প্রতিকূল বিষয় প্রাপ্তিতে বিদ্বেষযুক্ত হন না ও উদাসীন থাকেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৫৭

শ্রীধরী টীকা—কথং ভাষেতেত্যস্যোত্তরমাহ—য ইতি। যঃ সর্বত্র পুত্র-মিত্রাদিষ্বপি অনভিস্নেহঃ স্নেহশূন্যঃ অতএব বাধিতানুবৃত্ত্যা তত্তচ্ছুভমনুকূলং প্রাপ্য নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি। অশুভং প্রতিকূলং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ন নিন্দতি, কিন্তু কেবলমুদাসীন এব ভাষতে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যর্থঃ। ৫৭

টীকার অনুবাদ—স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপে ভাষণ করেন—এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান আলোচ্য শ্লোকে বলিলেন। সর্বত্র যিনি পুত্রমিত্রাদিতেও স্নেহশূন্য। অতএব অনুবৃত্তি (পূর্ব প্রবৃত্তি) জ্ঞান দ্বারা বাধিত হওয়ায় সেই সেই শুভ, অনুকূল বিষয় পাইয়া অভিনন্দন, প্রশংসা করেন না এবং অশুভ, প্রতিকূল বিষয় পাইয়া দ্বেষ, নিন্দা করেন না; কিন্তু কেবল উদাসীনবৎ ভাষণ করেন। ইহার অর্থ, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ৫৭

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

অন্বয়—যদা চ অয়ং [যোগী] কূর্মঃ অঙ্গানি ইব ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি সর্বশঃ সংহরতে [তদা] তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (ভবতি)। ৫৮

মূলের অনুবাদ—যেমন কূর্ম (কচ্ছপ) স্বকীয় করচরণাদি অঙ্গ স্বভাবতঃ সংকুচিত করে, তদ্রূপ যিনি শব্দাদি বিষয় হইতে নিজ ইন্দ্রিয়-

সমূহকে অনায়াসে প্রত্যাহৃত[1] করিতে সমর্থ হন, তাঁহার প্রজ্ঞা[2] প্রতিষ্ঠিত হয়। ৫৮

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ যদেতি। যদা চায়ং যোগী ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি সংহরতে প্রত্যাহরতি। অনায়াসেন সংহারে দৃষ্টান্তমাহ—কূর্ম ইতি। অঙ্গানি করচরণাদীনি কূর্মো যথা স্বভাবেনৈবাকর্ষতি তদ্বৎ। ৫৮

টীকার অনুবাদ—আর যখন এই যোগী শব্দাদি বিষয়সমূহের সকাশ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে অনায়াসে সংহরণ, প্রত্যাহার করেন। সংহরণের দৃষ্টান্ত বলিতেছেন, যেমন কচ্ছপ হস্তপদাদি অঙ্গ স্বভাবতঃ আকর্ষণ করে তদ্রূপ। ৫৮

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥ ৫৯

অন্বয়—নিরাহারস্য দেহিনঃ বিষয়াঃ বিনিবর্তন্তে, রসবর্জং অস্য পরং দৃষ্ট্বা রসঃ অপি নিবর্ততে। ৫৯

মূলের অনুবাদ—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদি বিষয় গৃহীত না হইলে বিষয়সমূহ নিবৃত্ত হইতে পারে; কিন্তু বিষয়াভিলাষ অন্তরে বর্তমান থাকে। সমাহিত ব্যক্তি পরমাত্মাকে (বা পরমেশ্বরকে) দর্শনপূর্বক সমস্ত বিষয়-বাসনা হইতে স্বতঃই মুক্ত হন। ঈশ্বর দর্শন ব্যতীত বিষয় তৃষ্ণা বিনষ্ট হয় না।

---

১ 'সরাগবিষয়নিবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্'। ইহার অর্থ, স্থিতপ্রজ্ঞ বাসনা ও বিষয় উভয় হইতে নিবৃত্ত হন।—মধুসূদন সরস্বতী।

২ প্রজ্ঞাবানের মহিমা পাতঞ্জল যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যে (১।৪৭) এই ভাবে কথিত হইয়াছে—

প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুহ্যাঽশোচ্যঃ শোচতো জনান্।
ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্বান্ প্রাজ্ঞোঽনুপশ্যতি।

প্রজ্ঞাবান্ মহাপুরুষ প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া চিরতরে শোকমুক্ত হন। যেমন ভূমিস্থ ব্যক্তিগণকে পর্বতস্থ ব্যক্তি ক্ষুদ্র দেখেন, তদ্রূপ প্রাজ্ঞ শোককারী সর্ব অজ্ঞকে দীন দেখেন।

শ্রীধরী টীকা—নন্থ নেন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষু অপ্রবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং ভবিতুমর্হতি। জড়ানামাতুরাণামুপবাসপরাণাঞ্চ বিষয়েম্বপ্রবৃত্তেরবিশেষাত্তত্রাহ—বিষয়া ইতি। ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াণামাহরণং গ্রহণমাহারঃ। নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়গ্রহণমকুর্বতো দেহিনো দেহাভিমানিনোঽজ্ঞস্য বিষয়াঃ প্রায়শো বিনিবর্তন্তে। তদনুভবো নিবর্তত ইত্যর্থঃ। কিন্তু রসো রাগোঽভিলাষস্তদ্বর্জম্। অভিলাষস্তু ন নিবর্তত ইত্যর্থঃ। রসোঽপি রাগোঽপি পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বা অস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্বতো নিবর্ততে। নশ্যতীত্যর্থঃ। যদ্বা নিরাহারস্য উপবাসপরস্য বিষয়াঃ প্রায়শো নিবর্তন্তে ক্ষুধাসন্তপ্তস্য শব্দস্পর্শাদ্যপেক্ষাভাবাৎ। পরন্তু রসবর্জং। রসাপেক্ষা তু ন নিবর্তত ইত্যর্থঃ। শেষং সমানম্। ৫৯

টীকার অনুবাদ—যদি বল, বিষয়সমূহে ইন্দ্রিয়সমূহের অপ্রবৃত্তি স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ হইবার যোগ্য নয়; কারণ, তাহা হইলে জড়, আতুর ও উপবাসপরায়ণ ব্যক্তিগণের বিষয়সমূহে অপ্রবৃত্তির সহিত তাঁহার প্রভেদ থাকে না। ইহার উত্তর ভগবান এই শ্লোকে দিতেছেন। পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়-পঞ্চকের আহরণ, গ্রহণই আহার। নিরাহার ব্যক্তির পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা পঞ্চবিষয় গ্রহণে অপ্রবৃত্ত দেহীর, দেহাভিমানীর, অজ্ঞের বিষয়সমূহ প্রায়ই নিবৃত্ত হয়। ইহার অর্থ, তাহার অনুভব নিবৃত্ত হয়; কিন্তু রস, রাগ, অভিলাষ (তৃষ্ণা) নিবৃত্ত হয় না। উক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের রসও, রাগও পরব্রহ্মকে, পরমাত্মাকে দেখিয়া স্বতঃই নিবৃত্ত হয়। ইহার অর্থ, নষ্ট হয়। যেমন নিরাহার, উপবাসনিষ্ঠ ব্যক্তির বিষয়সমূহ প্রায়ই নিবৃত্ত হয়। ক্ষুধার্ত ব্যক্তির শব্দস্পর্শাদিতে অপেক্ষার অভাব ঘটে। ইহার অর্থ, রসাপেক্ষা (লালসা) নিবৃত্ত হয় না। শেষাংশ সমান। ৫৯

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০

অন্বয়—কৌন্তেয়, যততঃ অপি বিপশ্চিতঃ পুরুষস্য প্রমাথীনি ইন্দ্রিয়াণি হি প্রসভং মনঃ হরন্তি। ৬০

মূলের অনুবাদ—হে কৌন্তেয়, মোক্ষলাভার্থ সাধনরত বিবেকী পুরুষের চিত্তকেও প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্বক হরণ করে। ৬০

শ্রীধরী টীকা—ইন্দ্রিয়সংযমং বিনা তু স্থিতপ্রজ্ঞতা ন সম্ভবতি। অতঃ সাধকাবস্থায়াং তত্র মহান্ প্রযত্নঃ কর্তব্য ইত্যাহ—যততো হ্যপীতি দ্বাভ্যাম্। যততো মোক্ষার্থং প্রযতমানস্য বিপশ্চিতো বিবেকিনোঽপি মনঃ ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং বলাৎ হরন্তি। যতঃ প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি প্রক্ষোভকানি। ৬০

টীকার অনুবাদ—ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত স্থিতপ্রজ্ঞত্ব সম্ভব হয় না। এইজন্য সাধনের অবস্থায় মহান্ প্রযত্ন কর্তব্য। ইহাই ভগবান বর্তমান ও পরবর্তী শ্লোকদ্বয়ে বলিতেছেন। মোক্ষলাভের নিমিত্ত প্রযত্নবান বিপশ্চিৎ, বিবেকী পুরুষেরও মনকে ইন্দ্রিয়সমূহ বলপূর্বক হরণ করে ; কারণ ইন্দ্রিয়গণ অত্যন্ত প্রমত্ত ও প্রক্ষোভকারী। ৬০

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

অন্বয়—যুক্ত তানি সর্বাণি সংযম্য মৎপরঃ আসীত, হি যস্য ইন্দ্রিয়াণি বশে [সন্তি], তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা [ভবতি]। ৬১

মূলের অনুবাদ—এই হেতু সমাহিত যোগী সর্বেন্দ্রিয় সংযমনপূর্বক একান্ত মদ্ভক্ত হইয়া অবস্থান করিবেন। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যাঁহার বশীভূত থাকে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬১

শ্রীধরী টীকা—যস্মাদেবং, তস্মাৎ তানীতি। যুক্তো যোগী তানীন্দ্রিয়াণি সংযম্য মৎপরঃ সন্নাসীত। যস্য বশে বশবর্তীনি ইন্দ্রিয়াণি। এতেন কথমাসীতেতি প্রশ্নস্য বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্নাসীতেত্যুত্তরং ভবতি। ৬১

টীকার অনুবাদ—যেহেতু এইরূপ ঘটে, সেই হেতু যুক্ত, যোগী সেই সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন। ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত থাকে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপে

অবস্থান করেন—এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর হয়, ইন্দ্রিয়সমূহ বশীকৃত করিয়া তিনি অবস্থান করেন। ৬১

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২

অন্বয়—বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ তেষু সঙ্গঃ উপজায়তে, সঙ্গাৎ কামঃ সঞ্জায়তে, কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে। ৬২

মূলের অনুবাদ—গুণবুদ্ধিতে ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ চিন্তা করিতে করিতে তৎসমুদয়ে আসক্তি জন্মে। বিষয়াসক্তি হইতে বিষয় প্রাপ্তির কামনা জাগে। উক্ত কামনা[১] কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ৬২

শ্রীধরী টীকা—বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমাভাবে দোষমুক্ত্বা মনঃসংযমাভাবে দোষমাহ—ধ্যায়ত ইতি দ্বাভ্যাম্। গুণবুদ্ধ্যা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসস্তেষু সঙ্গ আসক্তির্ভবতি, আসক্ত্যা চ তেষধিকঃ কামো ভবতি। কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধো ভবতি। ৬২

টীকার অনুবাদ—বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযমাভাবে যে দোষ ঘটে, তাহা বলিয়া, মনঃসংযমের অভাবে যে দোষ হয়, তাহাই ভগবান বর্তমান ও পরবর্তী শ্লোকদ্বয়ে বলিতেছেন। গুণবুদ্ধিতে (গুণদৃষ্টিতে) বিষয়সমূহ ধ্যান (চিন্তা) কারী পুরুষের সেই সকল বিষয়ে সঙ্গ, আসক্তি জন্মে। আসক্তি দ্বারা তৎসমূহের জন্য কামনা অধিক হয় এবং কামনা হইতে কাহারও দ্বারা প্রতিহত হইলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ৬২

---

১ নানা কামনা কিরূপে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করে, তাহা উদয়নাচার্য্য কৃত ন্যায়ভাষ্যে (৪।১।৫৭) এইরূপে বিবৃত আছে।—

কামং কাময়মানস্য যদা কামঃ সমৃধ্যতে।
অথৈনমপরঃ কামঃ ক্ষিপ্রমেব প্রবাধতে ॥

যখন কাম-কামীর একটি কামনা সমৃদ্ধ হয় ও পূর্ণ হইতে যায়, তখন অন্য কামনা দ্রুতবেগে আসিয়া উহা পূরণের বাধা সৃষ্টি করে। ইহার ফলে কামাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে ও কামুককে ভস্মীভূত করে।

ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩

অন্বয়—ক্রোধাৎ সম্মোহঃ, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ, স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ [চ ভবতি], বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। ৬৩

মূলের অনুবাদ—ক্রোধ হইতে কার্য্যাকার্য্যের বিবেকাভাব ঘটে। উক্ত বিবেকাভাব হইতে মানুষ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ বিস্মৃত হয়। উক্ত বিস্মৃতি হইতে বৃক্ষাদির ন্যায় চেতনার বিনাশ ঘটে। ইহার ফলে মানুষ মৃততুল্য হয়। ৬৩

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ ক্রোধাদিতি। ক্রোধাৎ সম্মোহঃ কার্য্যাকার্য্য-বিবেকাভাবঃ। ততঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থ স্মৃতের্বিভ্রমো বিচলনং ভ্রংশঃ। ততো বুদ্ধেশ্চেতনায়া বিনাশো। বৃক্ষাদিষ্বিবাভিভবঃ। ততঃ প্রণশ্যতি মৃততুল্যো ভবতি। ৬৩

টীকার অনুবাদ—আর ক্রোধ হইতে সম্মোহ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিবেকাভাব হয়। তাহা হইতে শাস্ত্র ও গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট বিষয়ে স্মৃতির বিভ্রম, বিচলন, ভ্রংশ (নাশ) ঘটে। তাহা হইতে বুদ্ধির, চেতনার নাশহেতু, বৃক্ষাদিবৎ অভিভূত (জড়ীভূত) অবস্থা হয়। বুদ্ধিনাশে মানুষ মৃতবৎ অক্ষম হয়। ৬৩

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪

অন্বয়—তু রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ* আত্মবশ্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্ চরন্ বিধেয়াত্মা [যোগী] প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি। ৬৪

মূলের অনুবাদ—যাঁহার মন স্ববশবর্ত্তী, তিনি রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত। আত্মবশীকৃত ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা শব্দাদি বিষয়সমূহ উপভোগ করিয়াও তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন। ৬৪

---

* রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ ইতি বা।

শ্রীধরী টীকা—নন্বিন্দ্রিয়াণাং বিষয়প্রবণস্বভাবানাং নিরোদ্ধুমশক্যত্বাদয়ং দোষো দুষ্পরিহরঃ ইতি স্থিতপ্রজ্ঞত্বং কথং স্যাদিত্যাহ—রাগদ্বেষ ইতি দ্বাভ্যাম্। রাগদ্বেষরহিতৈর্বিগতদর্পৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াংশ্চরন্ উপভুঞ্জানোঽপি প্রসাদং শান্তিং প্রাপ্নোতি। রাগদ্বেষরাহিত্যমেবাহ—আত্মেতি। আত্মনো মনসো বশ্যৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিধেয়ো বশবর্তী আত্মা মনো যস্যেতি। অনেনৈব কথং ব্রজেতেত্যস্য চতুর্থপ্রশ্নস্য স্বাধীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ান্ অধিগচ্ছতীত্যুত্তরমুক্তং ভবতি। ৬৪

টীকার অনুবাদ—যদি বল, ইন্দ্রিয়গণের স্বভাব বিষয়প্রবণ ও ইন্দ্রিয় নিরোধ অসম্ভব। এই জন্য উক্ত দোষ দুষ্পরিহার্য্য। সুতরাং স্থিতপ্রজ্ঞত্ব কিরূপে লাভ হইবে? এই আশংকার উত্তর ভগবান বর্তমান ও পরবর্তী শ্লোকদ্বয়ে দিতেছেন। রাগদ্বেষবিমুক্ত বিগতদর্প ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয় পঞ্চক উপভোগ করিলে যোগী প্রসাদ, শান্তি প্রাপ্ত হন। আত্মার, মনের বশীভূত ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বশবর্তী আত্মা, মন যাঁহার। ইহা দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপে ব্রজন (বিহার) করেন—এই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর নিম্নোক্ত প্রকারে দেওয়া হইল—স্বাধীন (সংযত) ইন্দ্রিয় দ্বারা তিনি প্রারব্ধবশে নির্দোষ বিষয়ে বিহার করেন। ৬৪

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে॥ ৬৫

অন্বয়—প্রসাদে [সতি] অস্য [যতেঃ] সর্বদুঃখানাং হানিঃ উপজায়তে; হি প্রসন্নচেতসঃ আশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে। ৬৫

মূলের অনুবাদ—আত্মপ্রসাদ লাভ হইলে আধ্যাত্মিকাদি সর্ব দুঃখ বিনষ্ট হয়। প্রসন্নচিত্ত[১] যতির বুদ্ধি শীঘ্র আত্মস্বরূপে (পরমেশ্বরে) প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৫

শ্রীধরী টীকা—প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যত্রাহ—প্রসাদ ইতি। প্রসাদে সতি সর্বদুঃখনাশস্ততশ্চ প্রসন্নচেতসো বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ। ৬৫

---

১ প্রসন্নচিত্তের বুদ্ধি আকাশবৎ অবস্থান করে ও আত্মস্বরূপে নিশ্চলা হয়। জ্ঞানসংকলনী তন্ত্রে আছে, "চলচ্চিত্তে বসেৎ শক্তিঃ, স্থিরচিত্তে বসেৎ শিবঃ।" ইহার অর্থ, চঞ্চল চিত্তে শক্তি ক্রিয়া করেন, আর ব্যোমবৎ নিশ্চল চিত্তে শিব বা ব্রহ্ম বিরাজ করেন।

টীকার অনুবাদ—আত্মপ্রসাদ (প্রসন্নতা) লাভ করিলে কি ফল হইবে? ইহার উত্তর ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলে সর্ব দুঃখের নাশ হয়। ইহার অর্থ, প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) আত্মস্বরূপে অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৫

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্‌॥ ৬৬

অন্বয় - অযুক্তস্য বুদ্ধিঃ নাস্তি। অযুক্তস্য ভাবনা চ ন [অস্তি], অভাবয়তঃ চ শান্তিঃ ন [অস্তি], অশান্তস্য সুখং কুতঃ [ভবতি]? ৬৬

মূলের অনুবাদ যাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ অবশীকৃত, তাঁহার আত্মবিষয়া প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় না। সুতরাং তাঁহার আত্মধ্যান বা ঈশ্বরচিন্তা হয় না। ঈশ্বর চিন্তা ব্যতীত শান্তিলাভ অসম্ভব। অশান্ত অসংযত ব্যক্তির সুখ[১] কোথায়? ৬৬

---

১ বিষয়ভোগ হইতে ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তিই প্রকৃত সুখ এবং বিষয়তৃষ্ণাই সব দুঃখের মূলীভূত কারণ। বিষয়তৃষ্ণা থাকিতে প্রকৃত সুখের গন্ধমাত্রও উপলব্ধ হয় না—শংকরাচার্য।

প্রকৃত সুখের সংজ্ঞা সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ খণ্ডদ্বয়ে এইভাবে বিবৃত হইয়াছে, "যো বৈ ভূমা তৎসুখম্, নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং, ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি। ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্র, অন্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি, অন্যৎ বিজানাতি তদল্পম্। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্। অথ যদল্পং তন্মর্ত্যং। স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি।" ইহার অর্থ, সনৎকুমার নারদকে বলিলেন, "যাহাই ভূমা তাহা সুখ, অল্পে সুখ নাই। ভূমাই সুখ। ভূমাকে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে।" নারদ বলিলেন "আমি ভূমাকে জানিবার ইচ্ছা করি।" সনৎকুমার বলিলেন "যাহাতে কেহ অন্য কিছু দেখে না, অন্য কিছু শুনে না, অন্য কিছু জানে না, তাহাই ভূমা। ভূমাতে দ্বৈত ভান নাই। আর যাহাতে অন্য কিছু দেখে, অন্য কিছু শুনে, অন্য কিছু জানে, তাহাই অল্প। যাহা ভূমা তাহাই অমৃত; আর যাহা অল্প, তাহা মর্ত্য।" নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্, সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত?" ইহার উত্তরে সনৎকুমার বলিলেন, "ভূমা স্বমহিমায় (স্বরূপে) প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত পারমার্থিক দৃষ্টিতে ভূমা কোন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত নহে। তিনি অপ্রতিষ্ঠিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তা।"

শ্রীধরী টীকা—ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্য স্থিতপ্রজ্ঞাসাধনত্বং ব্যতিরেকমুখেনোপপাদয়তি—নাস্তীতি। অযুক্তস্যাবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য নাস্তি বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যামাত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞৈব নোৎপদ্যতে, কুতস্তস্যাঃ প্রতিষ্ঠাবার্তা বা কুতঃ ইত্যতাহ। ন চাযুক্তস্য ভাবনা ধ্যানং। ভাবনয়া হি বুদ্ধেরাত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি। সা চাযুক্তস্য কুতো নাস্তি। ন চাভাবয়তঃ আত্মধ্যানমকুর্বতঃ শান্তিঃ আত্মনি চিত্তোপরতিঃ। অশান্তস্য কুতঃ সুখং মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ। ৬৬

টীকার অনুবাদ—ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞত্ব সাধিত হয়। ইহা ব্যতিরেক মুখে ভগবান প্রতিপন্ন করিতেছেন। অযুক্তের অবশীকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বুদ্ধি নাই। শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশ দ্বারা তাহার আত্মবিষয়া, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় না। সুতরাং তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠার কথা কিরূপে সম্ভব হয়? অযুক্তের ভাবনা, ধ্যান হয় না; যেহেতু একাগ্র ভাবনা দ্বারা আত্মাতে বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাবনা ব্যতীত প্রজ্ঞালাভ অসম্ভব। সেই ভাবনা অযুক্ত ব্যক্তির থাকে না। ভাবনাশূন্য ব্যক্তির আত্মধ্যান না হওয়ায় শান্তি, পরমাত্মাতে চিত্তোপরম হয় না। অশান্ত ব্যক্তির সুখ কোথায়? ইহার অর্থ, তাহার মোক্ষানন্দ লাভ হয় না। ৬৬

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭

অন্বয়—হি চরতাম্ ইন্দ্রিয়াণাং যং মনঃ অনুবিধীয়তে তৎ [মনঃ] অস্য [যতেঃ] বায়ুঃ অম্ভসি নাবম্ ইব প্রজ্ঞাং হরতি। ৬৭

মূলের অনুবাদ—যেমন প্রমত্ত কর্ণধারের নৌকাকে ঘূর্ণী বায়ু সমুদ্রের চারি দিকে ভ্রামিত করে, তদ্রূপ যাঁহার মন একটি অসংযত ইন্দ্রিয়ের অনুগামী হয়, তাঁহার বিবেক অচিরে উক্ত ইন্দ্রিয় কর্তৃক বিনষ্ট হয়। ৬৭

শ্রীধরী টীকা—নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্যেত্যত্র হেতুমাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণামবশীকৃতানাং স্বৈরং বিষয়েষু চরতাং মধ্যে যদেবৈকমিন্দ্রিয়ং মনোঽনুবিধীয়তে অবশীকৃতং সদিন্দ্রিয়েণ সহ গচ্ছতি, তদেবৈকমিন্দ্রিয়মস্য মনসঃ পুরুষস্য

বা প্রজ্ঞাং হরতি বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি, কিমুত বক্তব্যং বহুনি প্রজ্ঞাং হরন্তীতি যথা প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য নাবং বায়ুঃ সমুদ্রে সর্বতঃ পরিভ্রাময়তি তদ্বদিতি। ৬৭

টীকার অনুবাদ—অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) নাই। ইহার কারণ ভগবান আলোচ্য শ্লোকে বলিতেছেন। অবশীকৃত স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়পঞ্চকের মধ্যে বিচরণকালে যদি মন একটি ইন্দ্রিয়কে অনুসরণ করে, অবশীকৃত ইন্দ্রিয়ের পশ্চাংবর্তী হয়, তাহা হইলে একটি ইন্দ্রিয় উহার, মনের বা পুরুষের প্রজ্ঞা, বুদ্ধি হরণ করে, শব্দাদি বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে। মন অনেক অসংযত ইন্দ্রিয়ের অনুগামী হইলে প্রজ্ঞা নষ্ট হয়[১]—ইহা বলাই বাহুল্য! যেমন, প্রমত্ত কর্ণধারের নৌকাকে ঘূর্ণীবায়ু (বাত্যা) সমদ্রের সর্বত্র পরিভ্রামিত (বিঘূর্ণিত) করে। ৬৭

তস্মাদ্‌ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮

অন্বয়—মহাবাহো, তস্মাৎ যস্য ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্বশঃ নিগৃহীতানি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা [ভবতি]। ৬৮

মূলের অনুবাদ—হে মহাবাহো, সর্বপ্রকারে যাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম শব্দাদি বিষয় হইতে সুসংযত, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিবে। ৬৮

শ্রীধরী টীকা—ইন্দ্রিয়সংযমস্য স্থিতপ্রজ্ঞত্বে সাধনত্বং লক্ষণত্বঞ্চোক্তমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ। লক্ষণত্বোপসংহারে তু প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞাতব্যেত্যর্থঃ। মহাবাহো ইতি সম্বোধনং বৈরিনিগ্রহে সমর্থস্য তবাত্রাপি সামর্থ্যং ভবেদিতি সূচয়তি। ৬৮

---

১ পঞ্চেন্দ্রিয়ের পশ্চাদ্‌গামী নরাধমের দুর্দশা 'পঞ্চদশী' তে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে।—

শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ পঞ্চত্বমাপুঃ স্বগুণেন বদ্ধাঃ।
কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-মীন-ভৃঙ্গাঃ নরঃ পঞ্চভিঃ রঞ্চিত কিম্॥

কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মীন—এই পঞ্চ প্রাণীর এক এক ইন্দ্রিয় প্রবল বলিয়া ইহারা প্রাণ হারায়। কুরঙ্গ শব্দে, মাতঙ্গ স্পর্শে, পতঙ্গ রূপে (অগ্নিতে) ভৃঙ্গ গন্ধে ও মীন রসে মুগ্ধ হয়। আর মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয় প্রবল হইলে তাহার চরম দুর্দশা ঘটে।

টীকার অনুবাদ—ইন্দ্রিয়-সংযমই স্থিতপ্রজ্ঞতার প্রধান সাধন, লক্ষণ। ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে ভগবান পূর্বোক্ত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন। ইহার অর্থ, উক্ত সাধনের সমাপ্তিতে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা জ্ঞাতব্য যে, লক্ষণতার উপসংহারে তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। হে মহাবাহো, এই সম্বোধন দ্বারা সূচিত হয়, বৈরীনিগ্রহে সমর্থ অর্জুনের ইন্দ্রিয়নিগ্রহেও সম্যক্ সামর্থ্য হইবে। ৬৮

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ ৬৯

অন্বয়—সর্বভূতানাং যা নিশা তস্যাং সংযমী জাগর্তি। যস্যাং ভূতানি জাগ্রতি সা [নিষ্ঠা] পশ্যতঃ মুনেঃ নিশা। ৬৯

মূলের অনুবাদ—যাহার বুদ্ধি[১] অজ্ঞান-তিমিরে আবৃত, তাহার নিকট আত্মনিষ্ঠা (ঈশ্বরানুরাগ) নিশাস্বরূপ। ইহাতে জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ প্রবুদ্ধ থাকেন। আর যে বিষয়-নিষ্ঠাতে সর্বপ্রাণী প্রবুদ্ধ থাকে, তাহা আত্মদর্শী মুনিগণের নিকট রাত্রিতুল্য।[২]

---

১ আত্মপ্রবণা বুদ্ধি—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

২ এই সম্বন্ধে টীকাকার মধুসূদন কর্তৃক বার্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্যের এই দুই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।—

কারকব্যবহারে হি শুদ্ধং বস্তু ন বীক্ষ্যতে।
শুদ্ধে বস্তুনি সিদ্ধে চ কারকব্যাপৃতিস্তথা॥
কাকোলূক নিশেবায়ং সংসারো জ্ঞাত্মবেদিনোঃ।
সা নিশা সর্বভূতানামিত্যবোচং স্বয়ং হরিঃ॥

ক্রিয়াকারকাদি ব্যবহার থাকিলে শুদ্ধ বস্তু দৃষ্ট হয় না। শুদ্ধ বস্তু দৃষ্ট হইলে তাহাতেই কারক ব্যাপৃত হয়। এই সংসার আত্মজ্ঞের নিকট কাক ও উলূকের নিশাতুল্য প্রতীত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গীতায় বলিয়াছেন, আত্মতত্ত্ব সর্বভূতের নিকট নিশাতুল্য, দুর্বিজ্ঞেয়।

কাক রাত্রিতে অন্ধ, আর উলূক দিবান্ধ। আবার উলূক রাত্রিতে ও কাক দিনে দেখিতে পায়। সুতরাং যাহা কাকের রাত্রি তাহা উলূকের দিন এবং যাহা কাকের দিন তাহা উলূকের রাত্রি। তদ্রূপ অজ্ঞের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব রাত্রিতুল্য ও দ্বৈত প্রপঞ্চ দিবাতুল্য; কিন্তু আত্মজ্ঞের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব দিবাতুল্য ও দ্বৈতপ্রপঞ্চ রাত্রিতুল্য।

শ্রীধরী টীকা—নন্থ ন কশ্চিদপি প্রস্থপ্ত ইব দর্শনাদিব্যাপারশূন্যঃ সর্বতঃ নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো লোকে দৃশ্যতে, অতোঽসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যা নিশেতি। সর্বেষাং ভূতানাং যা নিশা, নিশেব নিশা আত্মনিষ্ঠা অজ্ঞানতিমিরাবৃতমতীনাং তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারাভাবাৎ, তস্যামাত্মনিষ্ঠায়াং সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো জাগর্ত্তি প্রবুধ্যতে। যস্যান্তু বিষয়নিষ্ঠায়াং ভূতানি জাগ্রতি প্রবুধ্যন্তে, সা আত্মতত্ত্বং পশ্যতো মুনের্নিশা। তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারস্তস্য নাস্তীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। যথা দিবান্ধানামুলূকাদীনাং রাত্রাবেব দর্শনং ন তু দিবসে, এবং ব্রহ্মজ্ঞস্যোন্মীলিতাক্ষস্যাপি ব্রহ্মণ্যেব দৃষ্টির্ন তু বিষয়েষু। অতো নাসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিতি। ৬৯

টীকার অনুবাদ—যদি বল, কোন ব্যক্তিই প্রস্থপ্তবৎ দর্শনাদি ব্যাপাররহিত সর্বতোভাবে বিজিতেন্দ্রিয় দেখা যায় না। অতএব, এই লক্ষণ অসম্ভব। এই আশংকার উত্তর ভগবান আলোচ্য শ্লোকে দিতেছেন। নিশাস্বরূপ আত্মনিষ্ঠা। তাহাতে অজ্ঞানরূপ তিমিরে আবৃত বুদ্ধি যাহাদের তাহাদের দর্শনাদি ব্যাপারের অভাব ঘটে। সেই আত্মনিষ্ঠাতে সংযমী, জিতেন্দ্রিয় জাগ্রত, প্রবুদ্ধ থাকেন। আর যে বিষয়নিষ্ঠাতে সর্বভূত জাগ্রত, প্রবুদ্ধ থাকে তাহা আত্মতত্ত্বদর্শনকারী মুনির নিকট নিশাতুল্য। ইহার অর্থ, তাহাতে উক্ত মুনির দর্শনাদি ব্যাপার হয় না। ইহাই উক্ত হইয়াছে—যেমন দিবান্ধ উলূকাদির রাত্রিতেই দর্শন হয়, দিবসে হয় না। এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত থাকিলেও ব্রহ্মেই সদা দৃষ্টি বদ্ধ থাকে[১], কখনও বিষয়ে নহে। অতএব এই লক্ষণ অসম্ভব নহে। ৬৯

---

১ শত সহস্র জন্মার্জিত সুকৃতির পরিপাকে এবং বেদ, গুরু ও ঈশ্বর প্রসাদের পুষ্কলতাপ্রাপ্ত যোগী সমাধিতে এই অপরোক্ষ অপ্রতিবদ্ধ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করেন—'এই দৃশ্য জগৎ আমি ও আমিই ব্রহ্ম।' এই স্থিতপ্রজ্ঞ উক্তরূপ পুরুষের সর্ববিধ লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার নিবৃত্ত হয়। স্বপ্নলোকের ব্যবহারবৎ তিনি ইহলোকে আচরণ করেন। এই জাগ্রৎ অবস্থাও তাঁহার নিকট স্বপ্নবৎ প্রতীত মনে হয়। ব্রহ্মবোধ জন্মিলে এই জগৎ মিথ্যা মনে হয়—শংকরানন্দ সরস্বতী।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

অন্বয়—যদ্বৎ আপূর্য্যমাণম্ [অপি] অচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রম্ আপঃ প্রবিশন্তি তদ্বৎ সর্বে কামাঃ যং প্রবিশন্তি সঃ [মুনিঃ] শান্তিম্ আপ্নোতি, কামকামী [তু] ন। ৭০

মূলের অনুবাদ—যেমন নানা নদনদী[১] সর্বদা জলপূর্ণ ও অচলপ্রতিষ্ঠ[২] সমুদ্রে প্রবেশ করে[৩], তদ্রূপ শব্দাদি বিষয়সমূহ যাঁহাকে আশ্রয় করে; কিন্তু বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না, তিনিই কৈবল্য প্রাপ্ত হন। ভোগকামনাশীল ব্যক্তি কখনও কৈবল্যের অধিকারী হয় না। ৭০

শ্রীধরী টীকা—নন্থ বিষয়েষু দৃষ্ট্যভাবে কথমসৌ তান্ ভুঙ্‌ক্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—আপূর্য্যমাণমিতি। নানানদনদীভিরাপূর্য্যমাণমপাচল প্রতিষ্ঠমনতিক্রান্তমর্য্যাদমেব সমুদ্রং পুনরপান্যা আপো যথা প্রবিশন্তি। তথা কামাঃ বিষয়াঃ যং মুনিমন্তর্দৃষ্টিং ভোগৈরবিক্রিয়মাণমেব প্রারব্ধকর্মভিরাক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ প্রবিশন্তি, স শান্তিং কৈবল্যম্ প্রাপ্নোতি ন তু কামকামী ভোগকামনাশীলঃ। ৭০

টীকার অনুবাদ—যদি বল, বিষয়ে দৃষ্টির অভাবে কিরূপে তিনি সেই বিষয় ভোগ করেন? ইহার উত্তর ভগবান এই শ্লোকে দিতেছেন। যেমন

১ গঙ্গা, নর্মদা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, সিন্ধু প্রভৃতি মহানদ এবং অন্যান্য নদীর জলরাশি শত শত মুখে আসিয়া সমুদ্রে পড়িলেও সমুদ্র অবিচলিত থাকে। তদ্রূপ অসংখ্য কামনার উদয়েও যিনি উদাসীন ও অন্তর্মুখ থাকেন, তিনি জীবৎ কালেই মুক্তিসুখ অনুভব করেন।—শংকরানন্দ সরস্বতী

২ মৈনাকাদি পর্বত ইন্দ্রের বজ্রভয়ে সমুদ্রে তিরোভূত (নিমজ্জিত) হইয়া অবস্থিতি করে। তাহা সত্ত্বেও সমুদ্র অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। —মধুসূদন সরস্বতী।

৩ বহু জল প্রবেশে বা অপ্রবেশে সমুদ্র কিঞ্চিৎ মাত্রও বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয় না।—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নানা নদনদীর জলে আপূর্য্যমাণ হইয়াও বিশাল সমুদ্র অচলপ্রতিষ্ঠ, অনতিক্রান্ত মর্য্যাদ থাকে এবং ইহাতে অন্য জল প্রবেশ করে, তদ্রূপ কামসমূহ, বিষয়সমূহ অন্তর্দৃষ্টিযুক্ত মুনির মধ্যে বিকার সৃষ্টি করিতে পারে না। প্রারব্ধ কর্মফল দ্বারা ভোগ্য বিষয়সমূহ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেও তিনি অবিক্রিয়মাণ (উদাসীন) থাকেন। তিনিই শান্তি, কৈবল্য[১] প্রাপ্ত হন, কামকামী, ভোগকামনাশীল ব্যক্তি নহে। ৭০

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ৭১

অন্বয়—যঃ পুমান্ সর্বান্ কামান্ বিহায় নিঃস্পৃহঃ নিরহংকারঃ নির্মমঃ [সন্] চরতি, সঃ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি। ৭১

মূলের অনুবাদ—যিনি প্রাপ্ত কামনাসমূহ উপেক্ষা করিয়া অপ্রাপ্ত কামনায় স্পৃহাশূন্য থাকেন, যিনি অহংকাররহিত ও ভোগ্য বিষয়ে মমত্ববর্জিত এবং যিনি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া প্রারব্ধবশে শব্দাদি বিষয় ভোগ[২] করেন, তিনিই কৈবল্যের অধিকারী[৩] হন। ৭১

---

১ পাতঞ্জল যোগসূত্রের কৈবল্য পাদের ৩৪ সূত্রে কৈবল্যের এই সংজ্ঞা প্রদত্ত—"পুরুষার্থ শূন্যানাং গুণানাম্ প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যম্ স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।" ব্যাসভাষ্য অনুসারে ইহার ভাবার্থ এইরূপ হয়—যখন প্রকৃতিজাত গুণত্রয় পুরুষার্থশূন্য হয়, তাহাদের গুণরূপে অবস্থিতি বিনষ্ট হয় তখন সেই গুণাতীত অবস্থাকে কৈবল্য বলে। পুরুষের বা চিতিশক্তির কেবল চৈতন্যস্বরূপে অবস্থিতি কৈবল্য। কৈবল্য ও বিমুক্তি একার্থ বোধক।

২ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে এই মর্মে আছে।

কেবলেনেন্দ্রিয়ৈঃ সার্দ্ধং বর্তমানার্থবর্তিনা।
অনঙ্গমেন মনসা যৎ করোমি ন তৎ কৃতম্॥

ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বিষয়ের সম্বন্ধ থাকিলেও কর্তৃত্বাভিমানশূন্য রাগদ্বেষবর্জিত হৃদয়ে যে কর্ম করি তাহা বন্ধনের কারণ হয় না। আসক্তিই বন্ধন সৃষ্টি করে।

৩ যে সন্ন্যাসী জীবন ধারণ মাত্র চেষ্টাশেষশূন্য, শরীর ধারণ মাত্রেও স্পৃহাশূন্য,

শ্রীধরী টীকা—যস্মাদেবং তস্মাৎ বিহায়েতি। প্রাপ্তান্ কামান্ বিহায় তক্ত্বা উপেক্ষ্য অপ্রাপ্তেষু চ নিঃস্পৃহঃ, যতো নিরহংকারঃ অতএব তদ্ভোগসাধনেষু নির্মমঃ ন্যস্তদৃষ্টিঃ ভূত্বা যশ্চরতি প্রারব্ধবশেন ভোগান্ ভুঙক্তে যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা স শান্তিং প্রাপ্নোতি।৭১

টীকার অনুবাদ—যেহেতু এইরূপ হয়, সেই হেতু সমীপাগত কামনাসমূহ ত্যাগ, উপেক্ষা করিয়া এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থাকিয়া যেহেতু অহংকারশূন্য, অতএব সেই ভোগ্য বস্তুসমূহে মমত্ববর্জিত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া যিনি বিষয়সমূহে বিচরণ করেন, প্রারব্ধ কর্মবশে ভোগ্য বস্তু ভোগ করেন। তিনি যথেচ্ছ গমনও করেন। তিনি পরা শান্তি প্রাপ্ত হন। ৭১

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি* ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি॥ ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদগীতাস্বূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-
সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—পার্থ, এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ, এনাং প্রাপ্য [পুরুষঃ] ন বিমুহ্যতি অন্তকালে অপি অস্যাং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্বাণম্ ঋচ্ছতি। ৭২

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, ইহাকেই ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা বলে। পরমেশ্বরের আরাধনা দ্বারা যাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হয়, তিনিই এই ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করেন,

---

শরীর ধারণ মাত্রে অক্ষিপ্ত পরিগ্রহেও মমত্ববর্জিত ও বিদ্যাবত্তাদি নিমিত্ত আত্ম-সম্ভাবনারহিত হইয়া প্রারব্ধক্ষয়ার্থ পর্যটন করেন, সেই ব্রহ্মবিৎ সর্বসংসারদুঃখো-পরমলক্ষণা নির্বাণাখ্যা পরা শান্তি লাভ করেন, ব্রহ্মভূত হন। শাংকর ভাষ্য।

* অন্ত্যকালেঽপি ইতি বা পাঠঃ।

আর সংসারমোহ প্রাপ্ত হন না। মৃত্যুকালেও[১] ক্ষণকালমাত্র ইহাতে আরূঢ় হইলে যোগী ব্রহ্মনির্বাণ[২] লাভ করেন। ৭২

ভগবান ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী মহাভারতের (ভারতসংহিতার) ভীষ্ম পর্বের
অন্তর্গত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপ উপনিষদে[৩] ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীধরী টীকা—উক্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্তুবন্নুপসংহরতি—এষেতি। ব্রাহ্মী স্থিতির্ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এষা এবংবিধা। এনাং পরমেশ্বরারাধনেন বিশুদ্ধান্তঃ করণঃ পুমান্ প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি পুনঃ সংসারমোহং ন প্রাপ্নোতি। যতোঽন্তকালে মৃত্যুসময়েঽপি অস্যাং ক্ষণমাত্রং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মণি লয়ং প্রাপ্নোতি; কিং পুনর্বক্তব্যং বাল্যমারভ্য স্থিত্বা প্রাপ্নোতীতি। ৭২

---

১ টীকাকার শংকরানন্দ সরস্বতী তৎকৃত গীতাতাৎপর্যাবোধিনী নাম্নী টীকাতে এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

বিজ্ঞায় চরমাবস্থাং দেবতাভ্যো নৃপোত্তমঃ।
খট্বাঙ্গো নাম রাজর্ষির্মুহূর্তে মুক্তিমেয়িবান্॥

নৃপশ্রেষ্ঠ খট্বাঙ্গ নামক রাজর্ষি স্বকীয় অন্তিম অবস্থা আরাধ্য দেবতাদের নিকট হইতে জানিয়া এক মুহূর্তে মুক্তি প্রাপ্ত হন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। রামানুজাচার্যের মতে অন্তকালে = অন্তিম বয়সেও।

২ ব্রহ্মনির্বৃতি, মোক্ষ—শংকর। নির্গত বান, গমন যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে। শ্রুতিতে আছে, 'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।' ইহার অর্থ, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের প্রাণসমূহ উৎক্রান্ত হইয়া অন্যত্র গমন করে না, ইহলোকেই সম্যক্ বিলীন হয়। ঘটাকাশের মহাকাশ প্রাপ্তিবৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মলীন হন।

৩ মহাভারতকে পঞ্চম বেদ ও গীতাকে উপনিষৎ বলা হয়। অনেক উপনিষদের বহু শ্লোক কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে গীতাতে বিদ্যমান। শ্রীধর স্বামীও স্বীকার করেন যে, গীতাতে ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যাত। এইজন্য তিনি স্বীয় গীতাব্যাখ্যায় বহু শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। আচার্য্য শংকরও শ্রুতিবাক্যের আলোকে গীতাভাষ্য লিখিয়াছেন। ইহাই সর্বাপেক্ষা সমীচীন। এই জন্য বর্তমান পুস্তকের পাদটীকায় অনেক শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

শোকপঙ্কনিমগ্নং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ।
উজ্জহারার্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণ শরণং মম॥
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু শ্রীধরস্বামীকৃতটীকায়াং সুবোধিন্যাং
সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

টীকার অনুবাদ—পূর্বোক্ত জ্ঞাননিষ্ঠার প্রশংসাপূর্বক ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে উহার উপসংহার করিতেছেন। ব্রাহ্মী স্থিতি, ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা। ইহা, এইরূপ। ইহাকে পরমেশ্বরের আরাধনা দ্বারা পাইয়া শুদ্ধচিত্ত পুরুষ বিমুক্ত হন না, কোন সংসার-মোহ প্রাপ্ত হন না। যেহেতু অন্তকালে, মৃত্যুসময়েও ইহাতে ক্ষণকালমাত্র থাকিলে যোগী ব্রহ্মনির্বাণ, ব্রহ্মে নির্বাণ, বিলয় প্রাপ্ত হন। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ইহাতে অবস্থিত হইলে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ হয়, ইহা বলাই বাহুল্য। ৭২

টীকাকার শ্রীধরস্বামী দ্বিতীয়[১] অধ্যায় ব্যাখ্যান্তে মন্তব্য করেন, "যিনি সাংখ্যযোগের উপদেশ প্রদানপূর্বক শোকপংকে নিমগ্ন ভক্তবীর অর্জুনকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ কৃষ্ণই আমার আশ্রয়।

শ্রীধরস্বামীকৃত সুবোধিনী নাম্নী গীতা-টীকার দ্বিতীয় অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

---

১ টীকাকার যামুনাচার্য্য দ্বিতীয় অধ্যায় সম্বন্ধে বলেন—

অস্থানস্নেহকারুণ্য-ধর্মাধর্মধিয়াকুলম্
পার্থং প্রপন্নমুদ্দিশ্য শাস্ত্রাবতরণং কৃতম্।
নিত্যাত্মাসঙ্গকর্মেহাগোচরা সাংখ্যযোগধীঃ
দ্বিতীয়ে স্থিতধীলক্ষ্যা প্রোক্তা তন্মোহশান্তয়ে॥

অপাত্রে স্নেহ ও কারুণ্য অর্পণ করিয়া ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে পার্থের চিত্ত আকুলিত হইয়াছিল। সেইজন্য প্রপন্ন পার্থকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান গীতাশাস্ত্র আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিত্যাত্মবিষয়া সাংখ্যযোগ এবং তৎপূর্বিকা অসঙ্গ কর্মানুষ্ঠানরূপা কর্মযোগ বিষয়া বুদ্ধি, স্থিতপ্রজ্ঞতা পার্থের মোহনাশার্থ দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্ম্মযোগ

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব ॥ ১

অন্বয়—অর্জুন উবাচ, জনার্দন, চেৎ কর্মণঃ বুদ্ধিঃ জ্যায়সী তে মতা, কেশব, তৎ কিং ঘোরে কর্মণি মাং নিযোজয়সি ? ১

মূলের অনুবাদ—অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে জনার্দন", যদি আপনার মতে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব, আমাকে এই হিংসাত্মক যুদ্ধকর্মে প্রবর্তিত করিতেছেন কেন ?" ১

শ্রীধরী টীকা—অত্রোপায়ঃ কর্মযোগঃ প্রাধান্যেনোপসংহৃতঃ।
হরিণা জ্ঞানযোগশ্চ তদ্‌গুণত্বেন কীর্তিতঃ ॥

এবং তাবদশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমিত্যাদিনা প্রথমং মোক্ষসাধনত্বেন দেহাত্মবিবেক-বুদ্ধিরুক্তা। তদনন্তরং "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইত্যাদিনা কর্ম চোক্তম্। ন চ তয়োর্গুণপ্রধানভাবঃ স্পষ্টং দর্শিতঃ। তত্র বুদ্ধি-যুক্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিষ্কামত্ব-নিয়তেন্দ্রিয়ত্ব-নিরহংকারত্বাদ্যভিধানাৎ "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ" ইতি সপ্রশংসমুপসংহারাচ্চ বুদ্ধিকর্মণোর্মধ্যে বুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠ্যং ভগবতোঽ-ভিমতং মন্বানোঽর্জুন উবাচ—জ্যায়সী চেদিতি। কর্মণঃ সকাশান্মোক্ষান্তরঙ্গত্বেন বুদ্ধির্জ্যায়সী অধিকতরা শ্রেষ্ঠা চেত্তব সম্মতা, তর্হি কিমর্থং ত্বং যুধ্যস্বেতি "তস্মাদুত্তিষ্ঠেতি চ বারং বারং বদন্ ঘোরে হিংসাত্মকে কর্মণি মাং নিযোজয়সি প্রবর্তয়সি। ১

---

১ শ্রেয়োপ্রার্থী কর্তৃক যাচনীয় বলদেব বিদ্যাভূষণ। সর্বজন দ্বারা অর্দ্দিত (যাচিত) সাভিলাষ সিদ্ধার্থ—মধুসূদন সরস্বতী।

টীকার অনুবাদ—শ্রীভগবান কর্তৃক ইহার প্রধান উপায়রূপে কর্মযোগ উপদিষ্ট এবং জ্ঞানযোগ ও তাহার মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। এইরূপে ভগবান 'তুমি অশোচ্য ব্যক্তিগণের জন্য শোক করিতেছ' প্রভৃতি বাক্যে (২।১১) প্রথমে মোক্ষসাধনের হেতুরূপে দেহাত্ম বিবেকরূপ বুদ্ধি (জ্ঞানযোগ) উপদেশ করিয়াছেন। তৎপরে "আত্মতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান কথিত হইয়াছে। এখন কর্মযোগ বিষয়ে এই জ্ঞান শ্রবণ কর" প্রভৃতি বাক্যে (২।৩৯) কর্মযোগের উপদেশও দিয়াছেন; কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি গৌণ ও কোন্‌টি মুখ্য তাহা স্পষ্ট ভাবে প্রদর্শিত হয় নাই। তন্মধ্যে বুদ্ধিযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের নিষ্কামত্ব, জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও নিরহংকারত্ব প্রভৃতি লক্ষণ নির্দেশপূর্বক 'হে পার্থ, ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি' বলিয়া সপ্রশংস উপসংহার করায় জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ—ইহাই ভগবানের অভিপ্রায় মনে করিয়া অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—যদি জ্ঞান শ্রেষ্ঠ প্রভৃতি বাক্যে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানই মোক্ষলাভের অন্তরঙ্গ উপায়রূপে অধিকতর উপযোগী—ইহা আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে কি হেতু 'অতএব যুদ্ধ কর', "অতএব উত্থিত হও" ইত্যাদি বার বার বলিয়া আমাকে হিংসাত্মক ঘোর কর্মে নিয়োজিত, প্রবর্তিত করিতেছেন? ১

ব্যামিশ্রেণেব* বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়—ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব। [অতঃ] যেন অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াং, তৎ একং নিশ্চিত্য বদ। ২

মূলের অনুবাদ—আপনি যেন কখনও জ্ঞানের, কখনও বা কর্মের প্রশংসা সূচক বাক্য দ্বারা আমার বুদ্ধিকে যেন মোহিত করিতেছেন। যাহাতে আমার শ্রেয়ো লাভ হয়, এমন একটি যোগ নিশ্চয় করিয়া বলুন। ২

---

* ব্যামিশ্রেণৈব ইতি পাঠান্তরম্।

শ্রীধরী টীকা—নমু "ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা কর্মণোঽপি শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেবেত্যাশংক্যাহ—ব্যামিশ্রেণেতি। ক্বচিৎ কর্মপ্রশংসা ক্বচিৎ জ্ঞানপ্রশংসেত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব যদ্বাক্যং তেন মে বুদ্ধিং মতিমুভয়ত্র দোলায়িতাং কুর্বন্ মোহয়সীব, পরমকারুণিকস্য তব মোহকত্বং নাস্ত্যেব· তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতি ইতীবশব্দেনোক্তম্; অত উভয়োর্মধ্যে যদ্ভদ্রং তদেকং নিশ্চিত্য বদেতি। যদ্বা ইদমেব শ্রেয়ঃ সাধনমিতি নিশ্চিত্য যেনানুষ্ঠিতেন শ্রেয়ো মোক্ষমহমাপ্নুয়াং, প্রাপ্স্যামি, তদেবৈকং নিশ্চিত্য বদেত্যর্থঃ। ২

টীকার অনুবাদ—আবার, 'ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অন্য শ্রেয় কর্ম নাই' (২।৩১) প্রভৃতি বাক্যে কর্মেরও শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে। এই আশংকা করিয়া অর্জুন বলিতেছেন, যেন ব্যামিশ্র বাক্যে ইত্যাদি। কখনও কর্মের প্রশংসা, কখনও জ্ঞানের প্রশংসা এইরূপ ব্যামিশ্র 'সন্দেহজনক বাক্য দ্বারা আমার বুদ্ধিকে, মতিকে উভয় দিকে দোলায়িত করিয়া যেন বিমোহিত করিতেছেন। আপনি পরম কারুণিক নররূপী ভগবান। নিশ্চয়ই আপনার বাক্যে মোহকত্ব নাই। তথাপি ভ্রান্তিহেতু আমার এইরূপ প্রতীতি হইতেছে। ইব (যেন) শব্দ দ্বারা ইহাই উক্ত হইল। অতএব, উভয়ের মধ্যে যাহা ভদ্র, শ্রেয়ঃ সেই একটি মার্গ নিশ্চয় করিয়া আমাকে বলুন। অথবা ইহার অর্থ, ইহাই শ্রেয়ো মার্গ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বলুন, যাহা অনুষ্ঠান করিলে শ্রেয়ঃ মোক্ষ প্রাপ্ত হইব। ২

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩

অন্বয়—শ্রীভগবান উবাচ, অনঘ, অস্মিন্ লোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা ময়া পুরা প্রোক্তা, জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাং [নিষ্ঠা]। ৩

মূলের অনুবাদ—শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিলেন, "হে নিষ্পাপ, আমি পূর্বে[১] বলিয়াছি যে, ইহলোকে জ্ঞানকর্মভেদে দুই নিষ্ঠা[২] বিদ্যমান। জ্ঞান-যোগ দ্বারা সাংখ্যগণের ও কর্মযোগ দ্বারা কর্মীদিগের নিষ্ঠা সাধিত[৩] হয়। এই দুই নিষ্ঠা একই ব্রহ্মনিষ্ঠার নামান্তর। ৩

---

১ শাঙ্কর ভাষ্যমতে সৃষ্টির আদিতে। মধুসূদন, শ্রীধর ও নীলকণ্ঠ—এই তিন টীকাকার উক্ত শব্দের ভাষ্যবিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, পুরা শব্দের অর্থ পূর্বাধ্যায়ে, সৃষ্টির পূর্বে নহে।

২ কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬।১৩) উল্লিখিত নিষ্ঠাদ্বয় এই ভাবে কথিত হইয়াছে—

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥

যিনি পৃথিব্যাদি অনিত্য বস্তুর মধ্যে নিত্য, ব্রহ্মাদি চেতন বিজ্ঞাতৃগণের মধ্যে চেতয়িতা এবং এক হইয়াও বহু জীবের কামনা বিধান করেন, সেই আদি দেব ব্রহ্ম সাংখ্যমার্গে ও যোগমার্গে উপলব্ধ হন। সেই ব্রহ্মকে জানিলে মানুষ সর্ব-পাশ হইতে মুক্ত হয়।

৩ আচার্য্য শংকর তৃতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যারম্ভে মন্তব্য করেন,—গীতাশাস্ত্রে জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় উপদিষ্ট নহে। সমস্ত উপনিষদে মুমুক্ষুর পক্ষে সর্বকর্ম সন্ন্যাস বিহিত। এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনার্থ তিনি নানা শ্রুতিবাক্য ও স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ। ইহার অর্থ, বৈরাগ্য প্রবল হইলে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) করিবে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে না। বৃহস্পতি (বা বার্হস্পত্য) সংহিতায় আছে—

সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ॥

সারদর্শনেচ্ছু ব্যক্তি এই সংসারকে সারশূন্য দেখিয়া চিরকুমার থাকেন ও পরম বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক প্রব্রজ্যা করেন। শুকদেবের অনুশাসনে (উপদেশে) আছে—

শ্রীধরী টীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—লোকেঽস্মিন্নিতি। অয়মর্থঃ। যদি ময়া পরস্পর-নিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন কর্মজ্ঞানযোগরূপং নিষ্ঠাদ্বয়মুক্তং স্যাত্তর্হি দ্বয়োর্মধ্যে যদ্ভদ্রং স্যাৎ তদেকং বদেতি ত্বদীয়ঃ প্রশ্নঃ সঙ্গচ্ছেত, ন তু ময়া তথোক্তং; কিন্তু দ্বাভ্যামেকৈব ব্রহ্মনিষ্ঠোক্তা। গুণপ্রধানভূতয়োস্তয়ো স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ। একস্যা এব তু প্রকারভেদমাত্রমধিকারিভেদেনোক্তমিতি। অস্মিন্ শুদ্ধাশুদ্ধান্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে লোকেঽধিকারিজনে দ্বে বিধে প্রকারৌ যস্যাঃ সা দ্বিবিধা নিষ্ঠা মোক্ষপরতা পুরা পূর্বাধ্যায়ে ময়া সর্বজ্ঞেন প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা। প্রকারদ্বয়মেব নির্দিশতি সাংখ্যানাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং জ্ঞান-ভূমিকামারূঢ়ানাং জ্ঞানপরিপাকার্থং জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মপরতোক্তা "তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।" ইত্যাদিনা সাঙ্খ্যভূমিকামারুরুক্ষূণান্তু অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তদারোহার্থং তদুপায়ভূত-কর্মযোগাধিকারিণাং যোগিনাং কর্মযোগেন নিষ্ঠোক্তা "ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা। অতএব চিত্তশুদ্ধ্যশুদ্ধিরূপাবস্থাভেদেনৈব দ্বিবিধাপি নিষ্ঠোক্তা "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইতি। ৩

টীকার অনুবাদ—ইহার উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ইহলোকে

কর্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম ন কুর্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥

সর্ব নর কর্ম দ্বারা বদ্ধ ও জ্ঞানদ্বারা মুক্ত হয়। সেইজন্য সংসারের পারদর্শী যতিবৃন্দ কর্মত্যাগ বা নৈষ্কর্ম্য আশ্রয় করেন। অন্য শাস্ত্রে আছে—

ত্যজ ধর্মমধর্মং চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তত্ত্যজ॥

ধর্ম ও অধর্ম এবং সত্য ও মিথ্যা উভয় ত্যাগ কর। সত্য ও মিথ্যা দুই ত্যাগান্তে যাহার দ্বারা উহাদিগকে ত্যাগ করিতেছ, তাহাও ত্যাগ কর।

ভাষ্যের টীকায় আনন্দগিরি কর্তৃক এই দুই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে—'ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহাৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ' (ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে গৃহী হইবে এবং গার্হস্থ্য হইতে বানপ্রস্থান্তে প্রব্রজ্যা করিবে) ও 'ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা (ব্রহ্মচর্য্য বা গার্হস্থ্য বা বানপ্রস্থ হইতে প্রব্রজ্যা করিবে।)

প্রভৃতি শ্লোকে। ইহার অর্থ, যদি আমি পরস্পর নিরপেক্ষ মোক্ষসাধক কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগরূপ দুই নিষ্ঠার[১] কথা বলিতাম, তাহা হইলে 'দুইটির মধ্যে যেটি শ্রেয়ঃ হইবে, তাহাই আমাকে বলুন'—এইরূপ তোমার প্রশ্ন সঙ্গত হইত; কিন্তু আমি তাহা বলি নাই। ঐ দুই নিষ্ঠা দ্বারা একই ব্রহ্মনিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে। গৌণ ও মুখ্য ফলদায়ক বলিয়া উভয়ের (কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের) স্বতন্ত্রতা উপপন্ন (যুক্তিযুক্ত) নহে। অধিকারীভেদে একই নিষ্ঠার প্রকারভেদ কথিত

---

১ টীকাকার নীলকণ্ঠ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ হইতে এই শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করেন, এই ব্রহ্মনিষ্ঠার প্রকারদ্বয় অধিকারী ভেদে উক্ত হইয়াছে—

দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগঃ জ্ঞানঞ্চ রাঘব।
যোগো বৃত্তিনিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্॥
অসাধ্যঃ কস্যচিৎ যোগঃ কস্যচিৎ তত্ত্বনিশ্চয়ঃ।
প্রকারৌ দ্বৌ ততো দেব জগাদ পরমঃ শিবঃ॥

হে রাঘব, চিত্তনাশের দুই পথ—যোগ ও জ্ঞান। চিত্তবৃত্তি সমূহের নিরোধই যোগ ও প্রত্যক্ষ দর্শনই জ্ঞান। কাহারও পক্ষে যোগ, আর কাহারও পক্ষে তত্ত্বজ্ঞান অসাধ্য। যোগেশ্বর মহাদেব এইরূপে ব্রহ্মনিষ্ঠার দ্বৈবিধ্য প্রকাশ করিলেন।

শ্রীপাদবালস্বামীর শিষ্য ও দত্তবংশকুলতিলক রামকুমার সূনু ধনপতি কর্তৃক বিরচিত গীতাভাষ্যোৎকর্ষ-দীপিকাতে উক্ত হইয়াছে, "যুজ্যতে ব্রহ্মণা অনেন ইতি যোগঃ। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম যোগ। জ্ঞানই যোগ জ্ঞানযোগ ও কর্মই যোগ কর্মযোগ।"

মহাভারতের শান্তি পর্বে (৩১৭ অধ্যায়ে) আছে—যোগ দ্বিবিধ, সগুণ ও নির্গুণ। প্রাণায়াম যুক্ত যোগ সগুণ ও চিত্তের একাগ্রতাযুক্ত যোগ নির্গুণ। উক্ত পর্বের (৩৪৯ অধ্যায়ে) আছে; নারায়ণের অনুগ্রহ ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না। নারায়ণপরায়ণ হইয়া ভক্তগণ একান্ত ভক্তি সহকারে তাঁহাকে নিরন্তর চিন্তা করিয়া স্বকীয় অভীষ্ট প্রাপ্ত হন। নারায়ণই স্বয়ং ভক্তদের যোগক্ষেম বহন করেন। এই নারায়ণাত্মক বা ভাগবত ধর্ম সাংখ্যধর্ম যোগধর্মের অনুরূপ। উক্ত পর্বের (৩২০ অধ্যায়ে) আছে, কেবল জীবন্মুক্ত যোগিগণ জন্ম, জরা ও মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারেন, অন্যে নহে।

হইয়াছে। শুদ্ধ ও অশুদ্ধ চিত্তভেদে বিবিধ অধিকারীর জন্য দুই প্রকার নিষ্ঠা বা মোক্ষপরতা পূর্বাধ্যায়ে আমি সর্বজ্ঞরূপে স্পষ্টভাবে বলিয়াছি। ভগবান দুই প্রকার নিষ্ঠা নির্দেশ করিতেছেন, জ্ঞানযোগ দ্বারা প্রভৃতি বাক্যে। জ্ঞান ভূমিতে আরূঢ় শুদ্ধচিত্ত সাংখ্যগণের জ্ঞান পরিপাকার্থ ধ্যানাদি দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা বা ব্রহ্মপরতা 'সেই সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া মন্নিষ্ঠ ও মৎযুক্ত হইয়া আসীন হও' ইত্যাদি বাক্যে উক্ত হইয়াছে। আবার জ্ঞানভূমিতে আরোহণেচ্ছু কর্মযোগের অধিকারিগণের উক্ত ভূমিতে আরোহণার্থ উহার উপায়স্বরূপ কর্মনিষ্ঠা কথিত হইয়াছে, 'ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ ব্যতীত অন্য শ্রেয়ঃ কর্ম নাই' ইত্যাদি বাক্যে। অতএব চিত্তের শুদ্ধি ও অশুদ্ধিরূপ অবস্থাভেদে এক ব্রহ্মনিষ্ঠারই দুইটি প্রকারভেদ উক্ত হইয়াছে, 'তোমার নিকট জ্ঞাননিষ্ঠা কথিত হইয়াছে, এখন কর্মনিষ্ঠার বিষয় শ্রবণ কর' ইত্যাদি বাক্যে। ৩

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

অন্বয়—পুরুষঃ কর্মণাম্ অনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্যং ন অশ্নুতে, সন্ন্যসনাৎ এব সিদ্ধিং চ ন সমধিগচ্ছতি। ৪

মূলের অনুবাদ—কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে কোন পুরুষ[১] নৈষ্কর্ম্য[২] প্রাপ্ত হয় না এবং জ্ঞানশূন্য কর্মত্যাগ[৩] দ্বারাও জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। ৪

---

১ অবিশুদ্ধচিত্ত—বলদেব বিদ্যাভূষণ। বহির্মুখ—মধুসূদন সরস্বতী।

২ আত্মার নিষ্ক্রিয় ভাবে বা আত্মস্বরূপে অনুরাগ। নিখিল ইন্দ্রিয়ব্যাপার-রূপ কর্মবিরতি পূর্বিকা জ্ঞাননিষ্ঠা।—আচার্য্য রামানুজ।

৩ শ্রীমদ্ হনুমৎ স্বামী বলেন, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থাদি কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম না করিয়া। শাস্ত্র বলেন—

ত্বং পদার্থ বিবেকায় সন্ন্যাসঃ সর্বকর্মণাম্।
শ্রুত্যেহ বিহিতো যস্মাৎ তত্ত্যাগী পতিতো ভবেৎ ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদোক্ত সামবেদীয় মহাবাক্য তত্ত্বমসির (তৎ+ত্বম্+অসি)

শ্রীধরী টীকা—অতঃ সম্যক্ চিত্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্ম্মাণি কর্তব্যানি। অন্যথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ ন কর্ম্মণামিতি। কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ অনমুষ্ঠানাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি। নন্ চ "এবমেব প্রব্রাজিনো লোকমীপ্সন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতি শ্রুত্যা সন্ন্যাসস্য মোক্ষাঙ্গত্বশ্রুতেঃ সন্ন্যাসাদেব মোক্ষো ভবিষ্যতি ইতি কিং কর্মভিরিত্যাশংক্যোক্তং ন চেতি। ন চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সন্ন্যসনাদেব জ্ঞানশূন্যাৎ সিদ্ধিং মোক্ষং সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। ৪

টীকার অনুবাদ—অতএব, সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানোদয় পর্য্যন্ত চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের বিহিত কর্মসমূহ অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। অন্যথা চিত্তশুদ্ধির অভাবে জ্ঞানোদয় হইবে না। এই অর্থে ভগবান বলিতেছেন, বিহিত কর্তব্যের অনুষ্ঠান ব্যতীত নৈষ্কর্ম্য (জ্ঞান) কেহ প্রাপ্ত হয় না। যদি বল, বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪।২২) আছে, পরিব্রাজকগণ ব্রহ্মরূপ লোক প্রাপ্তির কামনায় প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) করেন—এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে সন্ন্যাস মোক্ষাঙ্গরূপে বিহিত হওয়ায় কেবল কর্মসন্ন্যাস দ্বারাই মোক্ষলাভ হইবে; কর্মানুষ্ঠানের

মধ্যে ত্বং পদার্থের স্বরূপ জ্ঞানের জন্য সর্বকর্মের সন্ন্যাস শ্রুতিতে বিহিত। সুতরাং যে সন্ন্যাসী উক্ত বিবেক ত্যাগ করেন, তিনি পতিত হন। উক্ত মর্মে শাংকর ভাষ্যে এই স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে—

জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্মণঃ।
যথাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি।

পুরুষগণের পাপকর্ম ক্ষয় হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যেমন দর্পণ নির্মল হইলে লোকে উহাতে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়।

আনন্দগিরি কর্তৃক এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

যতো যতো নিবর্ততে ততস্ততো বিমুচ্যতে।
নিবর্তনাৎ হি সর্বতো ন বেত্তি দুঃখমণ্বপি॥

যে যে বস্তু হইতে মন নিবৃত্ত হয়, সেই সেই বস্তু হইতে উহা বিমুক্ত হয়। নিবৃত্তিই বিমুক্তি। যিনি সর্ব বস্তু হইতে নিবৃত্ত হন, তিনি অণুমাত্র দুঃখও ভোগ করেন না। তিনিই সম্যক্ বিমুক্ত।

প্রয়োজন নাই। এই আশংকার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানশূন্য কর্মসন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সিদ্ধি, মোক্ষ কেহ সম্যক্ অধিগত, প্রাপ্ত হয় না। ৪

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫

অন্বয়—জাতু ক্ষণম্ অপি কশ্চিৎ অকর্মকৃৎ ন হি তিষ্ঠতি। হি প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ সর্বঃ অবশঃ কর্ম কার্যতে। ৫

মূলের অনুবাদ—কেহ কখনও কর্মত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না। সকলেই প্রাকৃতিক গুণত্রয়ের অধীন হইয়া সদা কর্ম করে।

শ্রীধরী টীকা—কর্মণাঞ্চ সন্ন্যাসস্তেষনাসক্তিমাত্রং, ন তু স্বরূপেণাশক্যত্বা-দিত্যাহ—ন হি কশ্চিদিতি। জাতু কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং ক্ষণমাত্রমপি কশ্চিদপি জ্ঞানী বা অজ্ঞ বা অকর্মকৃৎ কর্মাণ্যকুর্বাণো ন তিষ্ঠতি। তত্র হেতুঃ প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবপ্রভবৈঃ রাগদ্বেষাদিভির্গুণৈঃ সর্বোঽপি জনঃ কর্ম কার্য্যতে কর্মণি প্রবর্ত্ততে অবশোঽস্বতন্ত্রঃ সন্। ৫

টীকার অনুবাদ—কর্মসমূহের সন্ন্যাস (ত্যাগ) অর্থে তৎসমূহে কেবল অনাসক্তি, স্বরূপতঃ কর্মত্যাগ নহে; কারণ উহা অসাধ্য। তাই ভগবান বলিতেছেন, জ্ঞানী বা অজ্ঞ কেহই ক্ষণকালও কোন অবস্থাতেই কর্মহীন হইয়া, কোন কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহার কারণ, প্রকৃতি-জাত, স্বভাবপ্রসূত রাগ ও দ্বেষাদি গুণ দ্বারা সকল মানুষই কর্ম করে, কর্মে প্রবৃত্ত হয় অবশ, বাধ্য হইয়া। ৫

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬

অন্বয়—যঃ কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ স্মরন্ আস্তে, স বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ উচ্যতে। ৬

মূলের অনুবাদ—যে ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়সমূহ সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়বিষয় স্মরণপূর্বক অবস্থান করে, সেই মূঢ় কপটাচারী বলিয়া কথিত হয়। ৬

শ্রীধরী টীকা—অতোঽজ্ঞং কর্মত্যাগিনং নিন্দতি—কর্মেন্দ্রিয়াণীতি। বাক্‌পাণ্যাদীনি কর্মেন্দ্রিয়াণ্যপি সংযম্য নিগৃহ্য যো মনসা ভগবদ্ধ্যানচ্ছলেন ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ স্মরন্নাস্তে অবিশুদ্ধতয়া মনসা আত্মনি স্থৈর্য্যাভাবাৎ, স মিথ্যাচারঃ কপটাচারো দাম্ভিক উচ্যতে ইত্যর্থঃ। ৬

টীকার অনুবাদ—এই জন্য অজ্ঞ কর্মত্যাগীকে ভগবান নিন্দা করিতেছেন এই শ্লোকে। বাক্, হস্ত প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়সমূহকে সংযত, নিগৃহীত করিয়া যে ব্যক্তি ঈশ্বরধ্যানের ছলে ইন্দ্রিয়ার্থসমূহ, শব্দাদি বিষয়সমূহ স্মরণপূর্বক অবস্থান করে, অবিশুদ্ধমন হেতু আত্মাতে তাহার স্থৈর্য্যাভাব ঘটে। ইহার অর্থ, এই হেতু সে মিথ্যাচার, কপটাচার, দাম্ভিক কথিত হয়। ৬

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭

অন্বয়—অর্জুন, যঃ তু ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য অসক্তঃ [সন্] কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগম্ আরভতে, সঃ বিশিষ্যতে। ৭

মূলের অনুবাদ—হে অর্জুন, যে ব্যক্তি মনোবলে জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া ফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্বক হস্তাদি কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মযোগের অনুষ্ঠান করে, সে বিশিষ্ট (জ্ঞানী) হয়। ৭

শ্রীধরী টীকা—এতদ্বিপরীতঃ কর্মকর্তা তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যস্ত্বিতি। যস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য ঈশ্বরপ্রবণানি কৃত্বা কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মরূপং যোগমুপায়মারভতে অনুতিষ্ঠতি, অসক্তঃ ফলাভিলাষ-রহিতঃ সন্ স বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি। চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ। ৭

টীকার অনুবাদ—ইহার বিপরীত কর্মকর্তাই শ্রেষ্ঠ—ইহাই ভগবান বর্তমান শ্লোকে বলিতেছেন। কিন্তু যে চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনোবলে

সংযত, ঈশ্বরনিষ্ঠ করিয়া পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মরূপ যোগ, উপায় আরম্ভ অনুষ্ঠান করে। অনাসক্ত, কর্মফলে আকাংক্ষাশূন্য হইয়া। সে বিশিষ্ট হয়। ইহার অর্থ, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সে জ্ঞানযুক্ত হয়। ৭

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ॥ ৮

অন্বয়—ত্বং নিয়তং কর্ম কুরু, হি অকর্মণঃ কর্ম জ্যায়ঃ। অকর্মণঃ তে শরীরযাত্রা অপি চ ন প্রসিধ্যেৎ। ৮

মূলের অনুবাদ—অতএব, তুমি শাস্ত্রবিহিত[১] কর্মের অনুষ্ঠান কর। কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মকরণ শ্রেয়ঃস্কর। তুমি কর্মহীন হইলে তোমার শরীর যাত্রাও[২] নির্বাহ হইবে না। ৮

---

১ শাস্ত্রে চারি বর্ণের কর্তব্য এই ভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে—

বর্তেত ব্রহ্মণা বিপ্রো রাজন্যো রক্ষয়া ভুবঃ।
বৈশ্যস্তু বার্তয়া জীবেৎ শূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া॥
কৃষি বাণিজ্য গোরক্ষা কুসীদং তুর্য্যমেব চ।
বার্তা চতুর্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্।

২ যুদ্ধাদি কর্মরহিত ক্ষত্রিয় অর্জুনের শরীর নির্বাহও হইবে না। কারণ, তিনি ভৈক্ষ্যচর্য্যায় অনধিকারী। টীকাকার নীলকণ্ঠ মন্তব্য করেন, "ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" ইতি সন্ন্যাস-বিধায়কে বাক্যে "রাজা রাজসূয়েন স্বারাজ্যকামো যজেত" ইত্যত্র রাজ-পদবৎ ব্রাহ্মণপদস্য বিবক্ষিত স্বার্থত্বাৎ "চত্বার আশ্রমাঃ ব্রাহ্মণস্য, ত্রয়ো রাজন্যস্য, দ্বৌ বৈশ্যস্য" ইতি স্মৃতেশ্চ। অন্যত্রাপ্যুক্তং পারিব্রাজ্যং প্রকৃতা, মুখজানাময়ং ধর্মো বৈষ্ণবং লিঙ্গধারণম্। বাহুজাতোরুজাতানাং নায়ং ধর্ম বিধীয়তে" ইতি। ইহার অর্থ, বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্যে আছে, ব্রাহ্মণগণ লোক, পুত্র ও বিত্ত লাভের আকাংক্ষা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। এই উপনিষদোক্ত সন্ন্যাস বিধানে রাজা স্বারাজ্যলাভার্থ রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন—এই স্মৃতিবাক্যে রাজপদবৎ ব্রাহ্মণপদের বিবক্ষিত তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমের অধিকারী। ক্ষত্রিয় সন্ন্যাস ব্যতীত প্রথম তিন আশ্রমের অধিকারী এবং বৈশ্য ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমদ্বয়ের অধিকারী। অন্য শাস্ত্রেও উক্ত

শ্রীধরী টীকা—যস্মাদেবং তস্মান্নিয়তমিতি। নিয়তং নিত্যং সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম কুরু। হি যস্মাদকর্মণঃ কর্মাকরণাৎ সকাশাৎ কর্মকরণং জ্যায়োঽধিকতরম্। অন্যথা অকর্মণঃ সর্বকর্মশূন্যস্য তব শরীরনির্বাহোঽপি ন ভবেৎ। ৮

টীকার অনুবাদ—যেহেতু এইরূপ ঘটে, সেই হেতু নিয়ত নিত্যকর্ম, সান্ধ্য আরাধনাদি তুমি কর। যেহেতু সর্বকর্মের অকরণ অপেক্ষা কর্মকরণ, কর্মানুষ্ঠান উৎকৃষ্টতর। নচেৎ সর্বকর্মহীন হইলে তোমার শরীরযাত্রা, শরীর নির্বাহ হইবে না। ৮

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯

অন্বয়—যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ অন্যত্র[১] অয়ং লোকঃ কর্মবন্ধনঃ। কৌন্তেয়, তদর্থং মুক্তসঙ্গঃ [সন্] কর্ম সমাচর। ৯

মূলের অনুবাদ—যজ্ঞের * নিমিত্ত (ঈশ্বরার্থ) কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম

হইয়াছে, প্রজাপতির মুখজাত কেবল ব্রাহ্মণের পারিব্রাজ্যে অধিকার আছে। এই বৈষ্ণব চিহ্নধারণরূপ সন্ন্যাসধর্মে প্রজাপতির বাহুজাত ক্ষত্রিয়ের বা উরুজাত বৈশ্যের অধিকার নাই। বিষ্ণুলিঙ্গ শব্দের অর্থ সন্ন্যাসের চিহ্ন দণ্ড।

১ শাংকর ভাষ্যমতে অন্য কর্মদ্বারা এই লোক কর্মবদ্ধ হয়। নীলকণ্ঠ, মধুসূদন ও শ্রীধর স্বামী টীকাকারত্রয় এই স্থলে ভাষ্যবিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, 'অন্যত্র কর্মণি প্রবৃত্ত অয়ং লোকঃ কর্মণা বধ্যতে।' ভাষ্যোৎকর্ষ দীপিকা অনুসারে ইহাতে এই দোষত্রয় ঘটে—প্রবৃত্ত পদের অধ্যাহার, ল্যড্‌নুপপত্তি ও বহুব্রীহির অভাবে পুংলিঙ্গের অনুপপত্তি।

* যজ্ঞ ঈশ্বর—শ্রুতিবাক্য অনুসারে।—শংকর। যজ্ঞ পরমেশ্বরের আরাধনা। যজ্‌ দেবপূজয়ামিতি ধাত্বর্থানুগমাৎ।—নীলকণ্ঠ। মৎস্যপুরাণে (১২৮ অধ্যায়ে) চারি বর্ণের উপযোগী চারি যজ্ঞ এই শ্লোকে বিহিত হইয়াছে—

আরম্ভযজ্ঞাঃ ক্ষত্রাঃ স্যুঃ হবির্যজ্ঞা বিশঃ স্মৃতা।
পরিচারযজ্ঞাঃ শূদ্রাস্তু জপযজ্ঞাস্তু ব্রাহ্মণাঃ ॥

করিলেই কর্তা কর্মে বদ্ধ হয়। অতএব, হে কুন্তীপুত্র, নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরের প্রীত্যর্থ[১] কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান কর। ৯

শ্রীধরী টীকা—সাঙ্খ্যাস্তু সর্বমপি কর্ম বন্ধকত্বাৎ ন কার্য্যমিত্যাহুঃ, তন্নিরাকুর্বন্নাহ—যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞো অত্র বিষ্ণুঃ। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তদারাধনার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র তদেকং বিনা, লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ কর্মভির্বধ্যতে, ন ত্বীশ্বরারাধনার্থেন কর্মণা। অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্ কর্ম সম্যগাচর। ৯

টীকার অনুবাদ—কিন্তু সাংখ্যগণ বলেন, সর্বকর্মই বন্ধনের কারণ বলিয়া কোন কর্ম অনুষ্ঠেয় নহে। এইরূপ সংশয়ের নিরাকরণ ভগবান এই শ্লোকে করিতেছেন। এখানে যজ্ঞ অর্থে বিষ্ণু। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১।৭।৪৪) আছে, বস্তুতঃ যজ্ঞই বিষ্ণু। একমাত্র তাঁহার আরাধনার্থ কর্মানুষ্ঠান ব্যতীত, সেই এক কর্ম বিনা অন্য কর্মের কর্তা কর্মদ্বারা বদ্ধ হয়। কিন্তু ঈশ্বরের আরাধনার্থ কর্মদ্বারা কাহারো বন্ধন হয় না। অতএব, তন্নিমিত্ত, বিষ্ণু-প্রীতির জন্য মুক্তসঙ্গ, নিষ্কাম হইয়া কর্মের অনুষ্ঠান কর। ৯

ক্ষত্রিয়ের কর্ম যজ্ঞ, বৈশ্যের হবির্যজ্ঞ, শূদ্রের সেবাযজ্ঞ ও ব্রাহ্মণের জপযজ্ঞ কর্তব্য। স্নান, পান, আহার প্রভৃতি সর্বকর্মকে যজ্ঞরূপে ভাবনা করিলে এই পার্থিব জীবন দিব্য যজ্ঞে পরিণত হয়।

১ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত দুই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

স্বধর্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীকাম উদ্ধব।
ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যং ন সমাচরেৎ॥
অস্মিন্ লোকে বর্তমানঃ স্বধর্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি...... ॥

হে উদ্ধব, স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি যজ্ঞ দ্বারা বিষ্ণু যজন করিয়া নিষ্কাম হন। যদি তিনি অন্য কর্ম না করেন, তিনি নরকে বা স্বর্গে যান না। ইহলোকে বিদ্যমান থাকিয়া তিনি স্বধর্মাচরণ দ্বারা পাপমুক্ত ও শুদ্ধচিত্ত হন এবং শুদ্ধজ্ঞান লাভ করেন।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০

অন্বয়—পুরা প্রজাপতিঃ সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা উবাচ, অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্। এষঃ বঃ ইষ্টকামধুক্ অস্তু। ১০

মূলের অনুবাদ—সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণকে যজ্ঞ সহ সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা এই যজ্ঞ দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ কর। এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্টদায়ক হউক। ১০

শ্রীধরী টীকা—প্রজাপতিবচনাদপি কর্মকর্তৈব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সহযজ্ঞা ইতি চতুর্ভিঃ। যজ্ঞেন সহ বর্তন্ত ইতি সহযজ্ঞাঃ যজ্ঞাধিকৃতা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ পুরা সর্গাদৌ সৃষ্ট্বেদমুবাচ ব্রহ্মা। অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রসূয়ধ্বম্ প্রসবো বৃদ্ধিঃ উত্তরোত্তরামভিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ। এষ যজ্ঞো বো যুষ্মাকমিষ্টকামধুক্ ইষ্টান্ কামান্ দোগ্ধীতি তথা। অভীষ্টভোগপ্রদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ। অত্র চ যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যককর্মোপলক্ষণার্থম্। কাম্যকর্মপ্রশংসা তু প্রকরণেঽসঙ্গতাপি সামান্যতোঽকর্মণঃ কর্ম শ্রেষ্ঠমিত্যেতদর্থমিত্যদোষঃ। ১০

টীকার অনুবাদ—প্রজাপতির বচনানুসারেও কর্মকর্তাই শ্রেষ্ঠ। ইহাই ভগবান এই শ্লোক হইতে চারি শ্লোক পর্যন্ত বলিতেছেন। যাহারা যজ্ঞ সহ বিরাজ করে তাহারা সহযজ্ঞা। যজ্ঞাধিকারী ব্রাহ্মণাদি প্রজাবৃন্দকে পুরাকালে সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা বর্ধিত হও। প্রসব, বৃদ্ধি। ইহার অর্থ, উত্তরোত্তর অভিবৃদ্ধি লাভ কর। ইহার কারণ, এই যজ্ঞ তোমাদের ইষ্টকামধুক্, অভীষ্ট কামনা পূরক হউক। ইহার অর্থ, এই যজ্ঞ তোমাদের ঈপ্সিত ভোগপ্রদ হউক। এখানে আবশ্যকীয় সর্ব কর্ম শব্দের উপলক্ষণার্থ যজ্ঞ গৃহীত। বর্তমান প্রকরণে কাম্যকর্মের প্রশংসা অসঙ্গত হইলেও সাধারণভাবে অকর্ম অপেক্ষা কর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন আপত্তিজনক নহে। ১০

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞান অভিন্ন।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১

অন্বয়—অনেন [যূয়ং) দেবান্ ভাবয়ত, তে দেবাঃ বঃ ভাবয়ন্তু। [এবং] পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ (যূয়ং) পরম্ শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যথ। ১১

মূলের অনুবাদ—এই যজ্ঞ[১] দ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি দেবগণকে আপ্যায়িত কর এবং দেবগণও তোমাদিগকে বৃষ্ট্যাদি দ্বারা সম্বর্ধিত করুন। এইরূপ পরস্পর সম্বর্ধনার দ্বারা তোমরা পরম কল্যাণ লাভ করিবে। ১১

শ্রীধরী টীকা—কথমিষ্টকামদোগ্ধা যজ্ঞো ভবেদিত্যত্রাহ—দেবানিতি। অনেন যজ্ঞেন যূয়ং দেবানাং ভাবয়ত হবির্ভাগৈঃ সম্বর্দ্ধয়ত। যে চ দেবা বো যুষ্মান্ সম্বর্দ্ধয়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনা অন্নোৎপত্তিদ্বারেণ। এবমন্যোহন্যং সংবর্দ্ধয়ন্তো দেবাশ্চ যূয়ঞ্চ পরস্পরং শ্রেয়োঽভীষ্টমর্থং প্রাপ্স্যথ। ১১।

টীকার অনুবাদ—কিরূপে যজ্ঞ অভীষ্ট ফলপ্রদ হয়? ইহার উত্তর ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবগণকে ভাবনা কর, হব্যাংশ দ্বারা সম্বর্ধন কর। সেই দেবগণ তোমাদিগকে বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অন্নোৎপাদনপূর্বক সম্বর্ধিত করুন। এইরূপে দেবগণ ও তোমরা পরস্পরকে সম্বর্ধন করিলে তোমরা অভীষ্ট ফলপ্রাপ্ত হইবে। ১১

---

১ যজুর্বেদে (২।২০ কণ্ডিকায়) আছে, "অগ্নেঽদব্ধায়োঽশীতম পাহি, মা দিদ্যোঃ পাহি প্রসিত্যৈ পাহি, দুরিষ্ট্যৈপাহি, দুরাদ্মন্যা অবিষন্তঃ। পিতুকৃৎ সুষদাযো নৌ স্বাহা।" ইহার অর্থ, হে গার্হপত্য অগ্নে, আপনি যজমানের হিতকারী বহুভোজী দেবতা। আপনি আমাদিগকে বজ্রপাত হইতে রক্ষা করুন, দুর্ভোজন হইতে রক্ষা করুন, আমাদের ভক্ষণীয় অন্নজল নির্বিষ করুন ও আমাদিগকে সুখশয্যায় শায়িত করুন, এই আহুতি সুচারুরূপে গৃহীত হইবে।

মহাভারতের শান্তি পর্বে (পঞ্চম অধ্যায়ে) দেবগণ ব্রহ্মাকে এই প্রার্থনা জানাইতেছেন, "মানবগণ হোমাদি কর্ম দ্বারা উর্দ্ধবর্ষী ও আমরা বারিবর্ষণাদি দ্বারা অধোবর্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলাম। সম্প্রতি ক্রিয়াকলাপ উচ্ছিন্ন হওয়ায় আমাদের অন্নাভাব ঘটিয়াছে। অতএব যাহাতে আপনার প্রভাবে সম্ভূত এই প্রাকৃতিক নিয়ম বিধ্বস্ত না হয়, আপনি স্বীয় বুদ্ধিবলে উহার সদুপায় উদ্ভাবন করুন।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥ ১২

অন্বয়—দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ ইষ্টান্ ভোগান্ বঃ দাস্যন্তে। হি তৈঃ দত্তান্ এভ্যো অপ্রদায় যঃ ভুঙ্‌ক্তে স স্তেনঃ এব। ১২

মূলের অনুবাদ—দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা সন্তোষিত হইয়া তোমাদিগকে অভিলাষিত[১] ভোগ্যবস্তুসমূহ প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি দেবগণ কর্তৃক প্রদত্ত এই সকল অন্নাদি ভোগ্য বস্তু তাঁহাদিগকে পঞ্চ যজ্ঞ দ্বারা প্রদান না করিয়া স্বয়ং উপভোগ করে, সে চোরই, দেবধনের অপহারী। ১২

শ্রীধরী টীকা—এতদেব স্পষ্টীকুর্বন্ কর্মাকরণে দোষমাহ ইষ্টানিতি। যজ্ঞৈর্ভাবিতাঃ সন্তো দেবা বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণ বঃ যুষ্মভ্যং ভোগান্ দাস্যন্তে হি। অতো দেবৈর্দত্তানন্নাদীন্ এভ্যো দেবেভ্যঃ পঞ্চ যজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা যো ভুঙ্‌ক্তে স তু স্তেনঃ চৌর এব জ্ঞেয়ঃ। ১২

টীকার অনুবাদ—কর্ম না করিলে কি দোষ হয়—তাহাই স্পষ্টভাবে ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। দেবগণ যজ্ঞসমূহ দ্বারা ভাবিত, বর্ধিত হইয়া তোমাদিগকে নিশ্চয়ই ভোগ্য বস্তু দান করিবেন। অতএব, দেবদত্ত অন্নাদি পঞ্চযজ্ঞাদি দ্বারা দেবগণকে না দিয়া যে ভোগ করে, তাহাকে স্তেন, চোর বলিয়া জানিবে। ১২

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ ১৩

অন্বয়—যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ সর্বকিল্বিষৈঃ মুচ্যন্তে। যে তু আত্মকারণাৎ পচন্তি, তে পাপাঃ অঘং ভুঞ্জতে। ১৩

মূলের অনুবাদ—বৈশ্বদেবাদি পঞ্চ যজ্ঞের[২] অবশিষ্টাংশ ভোজন করিয়া

---

১ অভিপ্রেত স্বর্গ স্ত্রী-পুত্র পশ্বাদি—হনুমৎ স্বামী।

২ দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নরযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ—এই পঞ্চ যজ্ঞ।—হনুমৎ স্বামী।

সাধুগণ সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হন ; কিন্তু যাহারা স্বকীয় ভোজনের নিমিত্ত পাক করে, সেই পাপিগণ পাপই ভোজন[১] করে। ১৩

শ্রীধরী টীকা—অতশ্চ যজন্ত এব শ্রেষ্ঠাঃ নেতরা ইত্যাহ—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টং যেঽশ্নন্তি, তে পঞ্চসূনাদিকৃতৈঃ সর্বৈঃ কিল্বিষৈর্মুচ্যন্তে। পঞ্চসূনাশ্চ স্মৃতাবুক্তাঃ—

"কণ্ডনী পেষনী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জনী ;
পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি ॥"

য স্বাত্মনো ভোজনার্থমেব পচন্তি ন তু বৈশ্বদেবাদ্যর্থং, তে পাপা দুরাচারা অঘমেব ভুঞ্জতে। ১৩

টীকার অনুবাদ—যজ্ঞকারীগণই শ্রেষ্ঠ, অন্যে নহে—ইহাই ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। যাঁহারা বৈশ্বদেব[২] প্রভৃতি যজ্ঞের অবশিষ্টাংশ সানন্দে ভোজন করেন, তাঁহারা পঞ্চসূনাদিকৃত সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন। মনুস্মৃতিতে (৩।৬৭) এই পঞ্চসূনা কথিত আছে—উদূখল, জাঁতা, চুল্লী, জলকুম্ভ ও ঝাঁটা এই পাঁচটি সূনা, বধসাধন স্থান। সর্বগৃহের এই পঞ্চ স্থানে কীটাদি বিনষ্ট হয়। সুতরাং এই সকল পাপ দ্বারা গৃহস্থগণ স্বর্গে যাইতে পারে না। অগ্নিহোত্রাদি

---

১ শ্রুতি উক্ত মর্মে বলেন, "ইদমেবাস্য তৎসাধারণমন্নং যদিদমদ্যতে স য এতদুপাস্তে ন স পাপ্মনো ব্যাবর্ততে মিশ্রং হ্যেতৎ।" ইহার অর্থ, সর্ব অন্নে দেব ও মনুষ্যের সাধারণ অধিকার আছে। যে মানব দেবতাকে ইহা নিবেদন না করিয়া নিজেই ভোজন করে, সে পাপভাগী হয়। বিষ্ণু পুরাণে (৩।১৮।৫৫) আছে।—

দেবতা পিতৃভূতানি তথা নাভ্যর্চ্য যোঽতিথীন্।
ভুঙ্‌ক্তে স পাতকং ভুঙ্‌ক্তে নিষ্কৃতিস্তস্য কীদৃশী ॥

দেবতা, পিতৃপুরুষ, ভূত ও অতিথিগণকে অর্চনা না করিয়া যে ভোজন করে, সে পাতক ভোজন করে। তাহার কীদৃশী নিষ্কৃতি হইবে?

২ যে যজ্ঞে সমস্ত দেবতাকে আহারের পূর্বেই প্রত্যহ আহুতি দিতে হয়।

পঞ্চযজ্ঞের[১] অনুষ্ঠানে এই পঞ্চপাপ দূরীভূত হয়। যাহারা কেবল স্বকীয় ভোজনার্থই অন্নপাক করে, বৈশ্বদেবাদি নিমিত্ত নহে সেই পাপীগণ, দুরাচারগণ অঘ, পাপ ভোজন করে। ১৩

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪

অন্বয়—ভূতানি অন্নাৎ ভবন্তি, পর্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ, পর্জন্যঃ যজ্ঞাৎ ভবতি, যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ। ১৪

মূলের অনুবাদ—প্রাণিগণ শুক্রশোণিতরূপে পরিণত ভুক্তান্ন হইতে জাত, বৃষ্টি হইতে অন্ন, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি ও কর্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হয়। ১৪

শ্রীধরী টীকা—জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি কর্ম কর্তব্যমিত্যাহ—অন্নাদিতি ত্রিভিঃ। অন্নাচ্ছুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাদ্ ভূতান্যুৎপদ্যন্তে। অন্নস্য চ সম্ভবঃ পর্জন্যাদ্বৃষ্টেঃ স চ পর্জন্যো যজ্ঞাদ্ভবতি। স চ যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ। কর্মণা যজমানাদি ব্যাপারেণ সম্যক্ সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ।

"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা॥" ইতি স্মৃতেঃ। ১৪

টীকার অনুবাদ—জগচ্চক্র প্রবৃত্তির কারণ বলিয়াও কর্ম অনুষ্ঠেয়। ইহাই ভগবান তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। অন্ন শুক্রশোণিতাদিরূপে পরিণত

---

১ চতুর্ধরী টীকা ও ভাষ্যোৎকর্ষ দীপিকাতে অবশিষ্ট শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে—

পঞ্চসূনা কৃতং পাপং পঞ্চযজ্ঞৈর্ব্যপোহতি।
ব্রহ্মযজ্ঞো দেবযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তথৈব চ।
ভূতযজ্ঞো নৃযজ্ঞশ্চ পঞ্চযজ্ঞা প্রকীর্তিতাঃ॥

এই পঞ্চযজ্ঞদ্বারা গৃহস্থ পঞ্চসূনাকৃত পঞ্চবিধ পাপ ক্ষালন করে। ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ—এই পঞ্চযজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত। শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি ব্রহ্মযজ্ঞ। পূজা হোমাদি দেবযজ্ঞ, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি পিতৃযজ্ঞ। ভূতলস্থ ভূতগণকে বলিপ্রদান ভূতযজ্ঞ ও অতিথি সেবনাদি নৃযজ্ঞ।

হইয়া ভূতগণকে উৎপাদন করে। পর্জন্য (মেঘ), বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়। সেই পর্জন্য যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হয়। সেই যজ্ঞ কর্ম হইতে সমুদ্ভূত। ইহার অর্থ, যজমানাদি ব্যাপাররূপ কর্মদ্বারা যজ্ঞ সম্যক্ নিষ্পন্ন হয়। মনুস্মৃতিতে (৩।৭৬) আছে, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে যজ্ঞাগ্নিতে যে আহুতি প্রদত্ত হয় সেইগুলি আদিত্যের নিকট যায়। আদিত্য হইতে বৃষ্টি ও বৃষ্টি হইতে অন্ন ও অন্ন হইতে প্রজা (প্রাণী) উৎপন্ন হয়। ১৪

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫

অন্বয়—কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি, ব্রহ্ম অক্ষরসমুদ্ভবম্। তস্মাৎ সর্বগতং নিত্যং ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্। ১৫

মূলের অনুবাদ—কর্ম বেদ হইতে উৎপন্ন এবং বেদ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত জানিবে। অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম (সর্বার্থ প্রকাশক বেদ) সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন[1]। ১৫

শ্রীধরী টীকা—তথা কর্মো ব্রহ্মোদ্ভবমিতি। তচ্চ যজমানাদিব্যাপাররূপং কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি, ব্রহ্ম বেদস্তস্মাৎ প্রবৃত্তং জানীহি। তচ্চ বেদাখ্যং

১ এই অনুবাদ শ্রীধরী টীকাতে প্রদত্ত দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে করা হইল। সমস্ত গীতায় ব্রহ্ম শব্দে বেদ গৃহীত হইয়াছে। এই হেতু উক্ত অনুবাদ অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আলোচ্য শ্লোকের প্রথমার্ধে উক্ত ব্রহ্ম অর্থে বেদ এবং দ্বিতীয়ার্ধে উক্ত ব্রহ্ম অর্থে অক্ষর ব্রহ্ম।

ব্রহ্মসূত্রে (১।১।৩) আছে, 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।' এই সূত্রের ভাষ্যে শংকরাচার্য বলেন, "মহত ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্য অনেক বিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ সর্বার্থাবদ্যোতিনঃ সর্বজ্ঞকল্পস্য যোনি কারণং ব্রহ্ম।" ইহার অর্থ, ঋগ্বেদ প্রভৃতি মহাশাস্ত্র নানা বিদ্যার আকর, সমুদায় জ্ঞানবিজ্ঞানের আশ্রয় ও প্রদীপের ন্যায় সর্বার্থ প্রকাশক। সুতরাং সর্বজ্ঞতুল্য ঋগ্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের উদ্ভব স্থান ব্রহ্ম। সাক্ষাৎ পরমাত্মা বেদের অপরিণামী অলৌকিক উপাদান। অতএব বেদ পরমাত্মার ন্যায় সর্বগত ও সর্বপ্রকাশক। নীলকণ্ঠ সূরী বলেন, সর্বদেশে ও সর্বকালে বিদ্যমান ব্রহ্মই বেদ। ইহা দ্বারা বেদের নিত্যত্ব ও শব্দের বিভুত্ব দর্শিত হইল।

ব্রহ্ম অক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভূতং বিদ্ধি। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ" ইতি শ্রুতেঃ। যত এবমক্ষরাদেব যজ্ঞপ্রবৃত্তের-ত্যন্তং তস্যাভিপ্রেতো যজ্ঞঃ তস্মাৎ সর্বগতমপ্যক্ষরং ব্রহ্ম নিত্যং সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্। যজ্ঞেনোপায়ভূতেন প্রাপ্যত ইতি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমুচ্যতে। "উদ্যমস্থা সদা লক্ষ্মী" রিতিবৎ। যদ্বা যস্মাজ্জগচ্চক্রমূলং কর্ম, তস্মাৎ সর্বগতং মন্ত্রার্থবাদৈঃ সর্বেষু সিদ্ধার্থ-প্রতিপাদকেষু ভূতার্থখ্যানাদিষু গতং স্থিতমপি বেদাখ্যং ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে চ তাৎপর্য্যরূপেণ প্রতিষ্ঠিতম্। অতো যজ্ঞাদিকর্ম কর্তব্যমিত্যর্থঃ। ১৫

টীকার অনুবাদ—তদ্রূপ সেই যজমানাদি ব্যাপাররূপ কর্ম ব্রহ্ম হইতে উদ্‌ভূত, প্রবৃত্ত জানিবে। ব্রহ্ম বেদ। তাহা হইতে প্রবৃত্ত জানিবে এবং সেই বেদাখ্য ব্রহ্ম অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে সম্যক্ উদ্‌ভূত জানিবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।৪।১০) আছে, এই মহৎ ভূতের (পরব্রহ্মের) নিঃশ্বাসরূপে স্বতঃই ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ কল্পে কল্পে নিঃসৃত হইয়াছে। যেহেতু, এই অক্ষর পুরুষ হইতে যজ্ঞ প্রভৃতি অত্যন্ত অভিপ্রেত, সেই হেতু অক্ষর ব্রহ্ম সর্বগত হইলেও নিত্য, সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত, বিরাজিত থাকেন। যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্য বলিয়া তিনি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত উক্ত হন। যেমন বলা হয়, লক্ষ্মীদেবী সর্বদা উদ্যমে অবস্থিতা, তদ্রূপ। অথবা যেহেতু জগচ্চক্রের মূলই কর্ম, সেইহেতু সর্বগত বেদ-মন্ত্রের অর্থবাদ[১] দ্বারা জীবের কল্যাণের জন্য গত, স্থিত হইয়াও সর্বার্থসাধক বেদাখ্য[২] ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে তাৎপর্যরূপে প্রতিষ্ঠিত। ইহার অর্থ, অতএব যজ্ঞাদি কর্ম অবশ্য কর্তব্য। ১৫

---

১ ব্যাখ্যামূলক (প্রশংসা বা নিন্দাসূচক) বাক্যাবলী

২ পূর্ব মীমাংসা অনুসারে সমগ্র বেদার্থ যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানে পর্য্যবসিত। বেদ-বাক্যে আছে, "স্বর্গকামী যজ্ঞ করিবে।" এইসকল বাক্য দ্বারা বেদের যজ্ঞাত্মকত্ব প্রমাণিত হয়। উক্ত মতে বেদ অপৌরুষেয় ও পঞ্চধা বিভক্ত—বিধি, মন্ত্র, নামধেয়, নিষেধ ও অর্থবাদ। আবার অর্থবাদ ত্রিবিধ—গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬

অন্বয়—পার্থ এবং প্রবর্তিতং চক্রং ইহ যঃ ন অনুবর্তয়তি, অঘায়ুঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ স মোঘং জীবতি। ১৬

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, যে ব্যক্তি ইহলোকে এইরূপে ঈশ্বর কর্তৃক প্রবর্তিত কর্মচক্রের অনুবর্তী না হয়, সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপী বৃথা জীবন ধারণ করে।[১] ১৬

শ্রীধরী টীকা—যস্মাদেবং পরমেশ্বরেণৈব ভূতানাং পুরুষার্থসিদ্ধয়ে কর্মচক্রং প্রবর্তিতং তস্মাত্তদকুর্বতো বৃথৈব জীবিতমিত্যাহ এবমিতি। পরমেশ্বরবাক্যভূতাদ্বেদাখ্যাদ্ ব্রহ্মণঃ পুরুষাণাং কর্মণি প্রবৃত্তিস্ততঃ কর্মনিষ্পত্তিস্ততঃ পর্জন্যস্ততোঽন্নং ততো ভূতানি, ভূতানাং চ পুনস্তথৈব কর্মণি প্রবৃত্তিরিত্যেবং প্রবর্তিতং চক্রং যো নানুবর্তয়তি নানুতিষ্ঠতি সঃ অঘায়ুঃ অঘং পাপরূপমায়ুর্যস্য সঃ। যত ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়েষ্বেব রমতি নত্বীশ্বরারাধনার্থে কর্মণি। অতো মোঘং ব্যর্থং স জীবতি। ১৬

১ উক্ত মর্মে টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, "অথো অয়ং বা আত্মা সর্বেষাং ভূতানাং লোকঃ, স যজ্জুহোতি যদ্‌যজতে তেন দেবানাং লোকোঽথ যদনুব্রূতে তেন ঋষিণামথ যৎ পিতৃভ্যোঃ নিপৃণাতি যৎ প্রজামিচ্ছতে তেন পিতৃণামথ, যৎ মনুষ্যান্ বাসয়তে যদেভ্যোঽশনং দদাতি তেন মনুষ্যানামথ যৎ পশুভ্যঃ তৃণোদকং বিন্দতি তেন পশূনাং, যদস্য গৃহেষু শ্বাপদাঃ বয়াংস্যাপিপীলিকাভ্যঃ উপজীবন্তি তেন তেষাং লোকঃ ইতি।" ইহার অর্থ, "এই আত্মা সর্বভূতের শ্রেষ্ঠ লোক। সে যে আহুতি দেয়, যে যজ্ঞ করে তৎদ্বারা সে দেবলোক প্রাপ্ত হয়। সে যে স্বাধ্যায় করে, তৎদ্বারা ঋষিলোক, সে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যে তর্পণ করে ও সন্তান কামনা করে, তৎদ্বারা পিতৃলোক, সে মানুষকে যে অন্নবস্ত্রাদি দান করে, তৎদ্বারা মনুষ্যলোক, সে পশুগণকে যে তৃণজলাদি দান করে, তৎদ্বারা পশুলোক এবং স্বগৃহে পশু, পক্ষী ও পিপীলিকাসমূহকে পালন করে, তৎদ্বারা তাহাদের লোকপ্রাপ্ত হয়।"

টীকার অনুবাদ—যেহেতু পরমেশ্বর কর্তৃক ভূতগণের পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য কর্মাদি চক্র প্রবর্তিত, সেই হেতু যে উক্ত কর্মচক্রের অনুবর্তন না করে, তাহার জীবন বৃথা হয়। ইহাই ভগবান বর্তমান শ্লোকে বলিতেছেন। পরমেশ্বরের বাক্যভূত বেদ নামক ব্রহ্ম হইতে সর্ব কর্মে পুরুষগণের প্রবৃত্তি জন্মে। সেই প্রবৃত্তি হইতে কর্ম (যজ্ঞ) সম্পন্ন হয়। যজ্ঞ হইতে মেঘ। উহা হইতে অন্ন। অন্ন হইতে সর্বভূত। পুনরায় ভূতগণের তদ্রূপ কর্ম প্রবৃত্তি জন্মে। যে এইরূপ প্রবর্তিত কর্মচক্রের অনুবর্তী না হয়, কর্মানুষ্ঠান না করে সে অঘায়ু। অঘ পাপরূপ আয়ু যাহার সে। যেহেতু ইন্দ্রিয়সমূহে, বিষয়সমূহে সে আরাম করে, বিষয় ভোগ করে। ঈশ্বরের আরাধনার্থ কর্ম করে না। অতএব, সে বৃথা জীবন ধারণ করে। ১৬

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭

অন্বয়—য, মানবঃ এব আত্মরতিঃ, আত্মতৃপ্তঃ চ আত্মনি এব সন্তুষ্ট স্যাৎ, তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে। ১৭

মূলের অনুবাদ—যে মানব আত্মাতেই প্রীতিযুক্ত, ইন্দ্রিয়বিষয়ে[১] নহে; যিনি আত্মাতেই তৃপ্ত[২], অন্য রসাদিতে নহে এবং যিনি আত্মাতেই

---

১ স্রকচন্দনবনিতাদি—মধুসূদন।

২ অষ্টাবক্র সংহিতাতে উক্ত মর্মে এই শ্লোক আছে—

যদি দেহং পৃথক্ কৃত্বা চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তঃ বন্ধ-মুক্তো ভবিষ্যসি॥

যদি দেহকে পৃথক্ করিয়া চিৎস্বরূপ পরমাত্মায় বিশ্রাম সম্ভোগপূর্বক অবস্থিত হও, এই ক্ষণেই সুখী শান্ত ও বন্ধনমুক্ত হইবে।

সন্তুষ্ট[১], ভোগ্য বস্তুতে নহে, ইহলোকে বা পরলোকে তাঁহার কোন কর্তব্য কর্ম নাই। ১৭

শ্রীধরী টীকা—তদেবং "ন কর্মণামনারম্ভা" দিত্যাদিনা অজ্ঞস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং কর্মযোগমুক্ত্বা জ্ঞানিনঃ কর্মানুপযোগমাহ যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। আত্মন্যেব রতিঃ প্রীতির্যস্য সঃ। ততশ্চাত্মন্যেব তৃপ্তঃ স্বানন্দানুভবেন নির্বৃতঃ। অত এবাত্মন্যেব সন্তুষ্টো ভোগাপেক্ষারহিতো যস্তস্য কর্তব্যং কর্ম নাস্তি। ১৭

টীকার অনুবাদ—বর্তমান ও পরবর্তী শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, সেই নৈষ্কর্ম্য কর্মের অনারম্ভ (অকরণ) দ্বারা সিদ্ধ হয় না। অজ্ঞের চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত কর্মযোগ প্রয়োজন; কিন্তু জ্ঞানিগণের পক্ষে কর্মের উপযোগ বা প্রয়োজন নাই। আত্মাতেই রতি, প্রীতি যাঁহার তিনি। তাহা হইতে আত্মাতে তৃপ্ত, স্বানন্দের অনুভব দ্বারা নির্বৃত্ত। অতএব, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, ভোগাকাংক্ষাশূন্য যিনি, তাঁহার কোন কর্তব্য কর্ম নাই। ১৭

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮

অন্বয়—ইহ কৃতেন তস্য অর্থঃ ন এব [অস্তি], অকৃতেন [চ] কশ্চন [প্রত্যবায়ঃ] ন [অস্তি]; অস্য সর্বভূতেষু চ কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ ন [অস্তি]। ১৮

মূলের অনুবাদ—ইহলোকে কর্মদ্বারা আত্মজ্ঞের[২] কোন পুণ্যলাভ বা

---

১ বাহ্যবস্তু লাভে সকলের সন্তোষ হয়। যিনি আত্মাতেই সন্তোষলাভ করেন, সেই অসাধারণ মহাপুরুষ সর্বপ্রকারে বীতভৃষ্ণ হন। শাংকর ভাষ্য।

২ টীকাকার মধুসূদন যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ হইতে এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের সপ্ত-ভূমিকাভেদে সপ্তস্তর নিরূপিত করিয়াছেন।—

জ্ঞানভূমেঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা পরিকীর্তিতা।
বিচারণা দ্বিতীয়া স্যাৎ তৃতীয়া তনুমানসা॥

প্রয়োজনসিদ্ধি হয় না। কোন কর্ম না করিলেও আত্মজ্ঞের কোন প্রত্যবায় হয় না। কোন মানুষ বা দেবতার সহিত আত্মজ্ঞের প্রয়োজন-সম্বন্ধও নাই। ১৮

সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাৎ ততোঽসংসক্তিনামিকা।
পদার্থাভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তূর্য্যগা স্মৃতা ॥

প্রথম জ্ঞানভূমি শুভেচ্ছা নামে কীর্তিতা। দ্বিতীয় ভূমি বিচারণা, তৃতীয় তনুমানসা, চতুর্থ সত্ত্বাপত্তি, পঞ্চম অসংসক্তি, ষষ্ঠ পদার্থাভাবনী ও সপ্তম তূর্য্যগা নামে কথিত।

প্রথম ভূমিতে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকাদি পুরঃসর ফলপর্য্যবসায়িনী মোক্ষেচ্ছা জন্মে। দ্বিতীয় ভূমিতে গুরুমুখে বেদান্তবাক্যের বিচার, শ্রবণ ও মনন চলে। তৃতীয় ভূমিতে ধ্যানাভ্যাস দ্বারা মনের একাগ্রতা সহায়ে সূক্ষ্ম বস্তুর গ্রহণযোগ্যতা লাভ হয়। এই তিন ভূমিতে জাগ্রত অবস্থায় বেদান্ত সাধন হয়। এই সম্বন্ধে যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণে আছে—

ভূমিকা ত্রিতয়ং ত্বেতৎ রাম জাগ্রদিতি স্থিতম্।
যথাবৎ ভেদবুদ্ধ্যেদং জগৎ জাগ্রতি দৃশ্যতে ॥

বশিষ্ঠ বলিতেছেন, "হে রাম, এই ভূমিত্রয়ে জাগ্রৎ অবস্থা থাকে ও ভেদবুদ্ধি দ্বারা এই জগৎ দৃষ্ট হয়।

অনন্তর চতুর্থ ভূমিতে বেদান্তবাক্য দ্বারা নির্বিকল্পক ব্রহ্মাত্মৈক্য সাক্ষাৎকার হয়। ইহাকে সত্ত্বাপত্তি বা স্বপ্নাবস্থা বলে, কারণ, এই অবস্থায় সমস্ত জগৎ মিথ্যারূপে স্ফুরিত হয়। এই সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে আছে—

অদ্বৈতে স্থৈর্য্যমায়াতে দ্বৈতে প্রশমমাগতে।
পশ্যন্তি স্বপ্নবৎ লোকং চতুর্থী ভূমিকামিতাঃ।

অদ্বৈত ভূমিতে স্থিরতা আসিলে দ্বৈত দৃষ্টি প্রশমিত হয় ও যোগিগণ এই জগৎকে স্বপ্নবৎ মিথ্যা দেখেন। ইহাকে চতুর্থ ভূমি বলে। চতুর্থ ভূমি প্রাপ্ত হইলে যোগীকে ব্রহ্মবিৎ বলা হয়। তখন ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমিত্রয়ে জীবন্মুক্তিরই অবান্তর ভেদমাত্র ঘটে। এই ভূমিত্রয়ে সবিকল্প সমাধি অভ্যাস দ্বারা সর্বচিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে নির্বিকল্প সমাধি হয়। এই অবস্থাকে অসংসক্তি বা সুষুপ্তি বলে। এই নির্বিকল্প সমাধি হইতে যোগী স্বয়ং ব্যুত্থিত হন ও তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্বর বলে। অনন্তর সেই সমাধির অভ্যাস পরিপাকের ফলে চিরকাল অবস্থায়ী পদার্থাভাবনী অবস্থাকে প্রগাঢ় সুষুপ্তি বলে। ইহা হইতে যোগী স্বয়ং অনুত্থিত থাকেন ও অন্যের পরম প্রযত্ন দ্বারা সমাধি হইতে তাঁহার ব্যুত্থান হয়। ইনি

শ্রীধরী টীকা—তত্র হেতুমাহ—নৈবেতি। কৃতেন কর্মণা তস্যার্থঃ পুণ্যং নৈবাস্তি। ন চাকৃতেন কশ্চন কোঽপি প্রত্যবায়োঽস্তি। নিরহংকারত্বেন বিধিনিষেধাতীতত্বাৎ। তথাপি "তস্মাৎ তদেষাং দেবানাং ন প্রিয়ং যদেতন্ম-

---

ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্‌। এই সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে।—

পঞ্চমীং ভূমিকামেত্য সুষুপ্তিপদনামিকাম্‌।
ষষ্ঠীং গাঢ়সুষুপ্ত্যাখ্যাং ক্রমাৎ পততি ভূমিকাম্‌॥

পঞ্চম ভূমিতে উঠিলে সুষুপ্তি অবস্থা লাভ হয়। ষষ্ঠ ভূমিতে গাঢ় সুষুপ্তি নামক অবস্থায় যোগী আরূঢ় হন। সপ্তম ভূমিতে উঠিলে যোগী সমাহিত অবস্থা হইতে স্বতঃ বা পরতঃ ব্যুত্থিত হন না। তখন তিনি সর্বপ্রকারে অভেদ দর্শন করেন ও সর্বদা ব্রহ্মময় থাকেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "এইরূপ সমাহিত অবস্থায় একুশ দিবস থাকিবার পর যোগীর দেহ শুষ্ক পত্রবৎ খসিয়া পড়ে।" তখন স্বপ্রযত্ন ব্যতীত পরমেশ্বর কর্তৃক প্রেরিত প্রাণ বায়ু বশে অন্য ব্যক্তি দ্বারা দৈহিক ব্যবহার নির্বাহ হয় ও পরিপূর্ণ পরমানন্দঘন স্বরূপ হইয়া যান। উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যোগীকে ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ বলা হয়। এই সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে।—

ষষ্ঠ্যাং ভূম্যামসৌ স্থিত্বা সপ্তমীং ভূমিমাপ্নুয়াৎ।
কিঞ্চিদেবৈষ সম্পন্নস্ত্বথবৈষ ন কিঞ্চন।
বিদেহমুক্ততাত্যুক্তা সপ্তমী যোগভূমিকা।
অগম্যা বচসাং শান্তা সা সীমাযোগভূমিষু॥

যোগী ষষ্ঠ ভূমি লাভান্তে সপ্তম ভূমি প্রাপ্ত হন। উহাতে তিনি ব্রহ্মসম্পন্ন হন। ইহা সপ্তম যোগভূমি ও ইহাকে বিদেহমুক্তি বলে। উহাই যোগভূমির শেষ সীমা ও বাক্যমনের অগোচর। এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে—

দেহং চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা।
সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্‌॥
দৈবাদুপেতমথ দৈববশাদুপেতম্‌।
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরা মদান্ধঃ॥
দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম যাবৎ স্বারম্ভকম্‌॥
প্রতি সমীক্ষৎ এব সাসুঃ।

হ যা বিদুঃ' রিতি শ্রুতের্মোক্ষে দেবকৃত-বিঘ্নসম্ভাবাত্তৎ পরিহারার্থং কর্মভির্দেবাঃ সেব্যা ইত্যাশঙ্ক্যোক্তম্। সর্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কশ্চিদপ্যর্থব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয়ঃ এব ব্যপাশ্রয়ঃ। অর্থে মোক্ষ আশ্রয়ণীয়োঽস্য নাস্তীত্যর্থঃ। বিঘ্নাভাবস্তু শ্রুত্যৈবোক্তত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ "তস্য হ ন দেবাশ্চনাভূত্যা ঈশতে, আত্মা হ্যেষাং স ভবতী"তি। চ হনেত্যব্যয়মপার্থে। দেবা অপি তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য অভূত্যৈ ব্রহ্মভাব প্রতিবন্ধনায় নেশতে ন শক্নুবন্তীতি শ্রুতের্থঃ। দেবকৃতাস্তু বিঘ্নাঃ সম্যগং-জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগেব "যদেতদ্ব্রহ্ম মনুষ্যা বিদুস্তদেষাং দেবানাং ন প্রিয়"মিতি শ্রুত্যা ব্রহ্মজ্ঞানস্যৈবাপ্রিয়ত্বোক্ত্যা তত্রৈব বিঘ্নকর্তৃত্বস্য সূচিতত্বাৎ। ১৮

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান উক্ত বিষয়ের কারণ নির্দেশ করিতেছেন। কৃত কর্ম দ্বারা তাঁহার অর্থ, পুণ্য হয় না। কোন কর্তব্য কর্ম না করিলেও তাঁহার পাপ হয় না। তিনি অহংকারশূন্য বলিয়া বিধি ও নিষেধের সম্যক্ অতীত। বৃহদারণ্যক "উপনিষদে (১।৪।১০) আছে, "অতএব দেবগণ

তং ব প্রপকমধিরূঢ় সমাধিযোগঃ।
স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধ বস্তুঃ॥

এই সম্বন্ধে শ্রুতিতেও আছে, "তদ্যথা অহিনির্ব্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমেবেদং শরীর শেতে। অথায়মশরীরো মৃতঃ প্রাণো ব্রহ্ম এব তেজ এব ইতি"। ইহার অর্থ, যেমন সাপের শুষ্ক খোল মাটীর স্তূপে পড়িয়া থাকে, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের দেহ শবদেহতুল্য শায়িত থাকে। তাঁহার প্রাণবায়ু ব্রহ্মতেজে বিলীন হয়, উৎক্রমণ করে না।

এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সংগ্রহ শ্লোক পাওয়া যায়—

চতুর্থী ভূমিকাজ্ঞানং তিস্রঃ স্যুঃ সাধনং পুরা।।
জীবন্মুক্তেরবস্থাস্তু পরাস্তিস্রঃ প্রকীর্তিতাঃ।

প্রথম ভূমিত্রয়ে সিদ্ধিলাভ হইলে চতুর্থ ভূমিতে যোগী আরূঢ় হন। অবশিষ্ট ভূমিত্রয়ে জীবন্মুক্তির স্তরভেদ মাত্র ঘটে। প্রথম ভূমিত্রয়ে আরূঢ় অজ্ঞ ব্যক্তিও কর্মাধিকারী হন না। তত্ত্বজ্ঞানী বা জীবন্মুক্ত কিরূপে কর্মাধিকারী হইবেন?

হইয়াছে। শুদ্ধ ও অশুদ্ধ চিত্তভেদে বিবিধ অধিকারীর জন্য দুই প্রকার নিষ্ঠা বা মোক্ষপরতা পূর্বাধ্যায়ে আমি সর্বজ্ঞরূপে স্পষ্টভাবে বলিয়াছি। ভগবান দুই প্রকার নিষ্ঠা নির্দেশ করিতেছেন, জ্ঞানযোগ দ্বারা প্রভৃতি বাক্যে। জ্ঞান ভূমিতে আরূঢ় শুদ্ধচিত্ত সাংখ্যগণের জ্ঞান পরিপাকার্থ ধ্যানাদি দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা বা ব্রহ্মপরতা 'সেই সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া মন্নিষ্ঠ ও মৎযুক্ত হইয়া আসীন হও' ইত্যাদি বাক্যে উক্ত হইয়াছে। আবার জ্ঞানভূমিতে আরোহণেচ্ছু কর্মযোগের অধিকারিগণের উক্ত ভূমিতে আরোহণার্থ উহার উপায়স্বরূপ কর্মনিষ্ঠা কথিত হইয়াছে, 'ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে ধর্ম যুদ্ধ ব্যতীত অন্য শ্রেয়ঃ কর্ম নাই' ইত্যাদি বাক্যে। অতএব চিত্তের শুদ্ধি ও অশুদ্ধিরূপ অবস্থাভেদে এক ব্রহ্মনিষ্ঠারই দুইটি প্রকারভেদ উক্ত হইয়াছে, 'তোমার নিকট জ্ঞাননিষ্ঠা কথিত হইয়াছে, এখন কর্মনিষ্ঠার বিষয় শ্রবণ কর' ইত্যাদি বাক্যে। ৩

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

অন্বয়—পুরুষঃ কর্মণাম্ অনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্যং ন অশ্নুতে, সন্ন্যসনাৎ এব সিদ্ধিং চ ন সমধিগচ্ছতি। ৪

মূলের অনুবাদ—কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে কোন পুরুষ[১] নৈষ্কর্ম্য[২] প্রাপ্ত হয় না এবং জ্ঞানশূন্য কর্মত্যাগ[৩] দ্বারাও জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। ৪

---

১ অবিশুদ্ধচিত্ত—বলদেব বিদ্যাভূষণ। বহির্মুখ—মধুসূদন সরস্বতী।

২ আত্মার নিষ্ক্রিয় ভাবে বা আত্মস্বরূপে অনুরাগ। নিখিল ইন্দ্রিয়ব্যাপার-রূপ কর্মবিরতি পূর্বিকা জ্ঞাননিষ্ঠা।—আচার্য্য রামানুজ।

৩ শ্রীমদ্ হনুমৎ স্বামী বলেন, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থাদি কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম না করিয়া। শাস্ত্র বলেন—

ত্বং পদার্থ বিবেকায় সন্ন্যাসঃ সর্বকর্মণাম্।
শ্রুত্যেহ বিহিতো যস্মাৎ তত্ত্যাগী পতিতো ভবেৎ ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদোক্ত সামবেদীয় মহাবাক্য তত্ত্বমসির (তৎ+ত্বম্+অসি)

শ্রীধরী টীকা—অতঃ সম্যক্ চিত্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্ম্মাণি কর্তব্যানি। অন্যথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ ন কর্ম্মণামিতি। কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ অননুষ্ঠানাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি। নন্থ চ "এবমেব প্রব্রাজিনো লোকমীপ্সন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতি শ্রুত্যা সন্ন্যাসস্য মোক্ষাঙ্গত্বশ্রুতেঃ সন্ন্যাসাদেব মোক্ষো ভবিষ্যতি ইতি কিং কর্মভিরিত্যাশংক্যোক্তং ন চেতি। ন চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সন্ন্যসনাদেব জ্ঞানশূন্যাৎ সিদ্ধিং মোক্ষং সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। ৪

টীকার অনুবাদ—অতএব, সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানোদয় পর্য্যন্ত চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের বিহিত কর্মসমূহ অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। অন্যথা চিত্তশুদ্ধির অভাবে জ্ঞানোদয় হইবে না। এই অর্থে ভগবান বলিতেছেন, বিহিত কর্তব্যের অনুষ্ঠান ব্যতীত নৈষ্কর্ম্য (জ্ঞান) কেহ প্রাপ্ত হয় না। যদি বল, বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪।২২) আছে, পরিব্রাজকগণ ব্রহ্মরূপ লোক প্রাপ্তির কামনায় প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) করেন—এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে সন্ন্যাস মোক্ষাঙ্গরূপে বিহিত হওয়ায় কেবল কর্মসন্ন্যাস দ্বারাই মোক্ষলাভ হইবে; কর্মানুষ্ঠানের

মধ্যে ত্বং পদার্থের স্বরূপ জ্ঞানের জন্য সর্বকর্মের সন্ন্যাস শ্রুতিতে বিহিত। সুতরাং যে সন্ন্যাসী উক্ত বিবেক ত্যাগ করেন, তিনি পতিত হন। উক্ত মর্মে শাংকর ভাষ্যে এই স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে—

জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্মণঃ।
যথাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি।

পুরুষগণের পাপকর্ম ক্ষয় হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যেমন দর্পণ নির্মল হইলে লোকে উহাতে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়।

আনন্দগিরি কর্তৃক এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

যতো যতো নিবর্ততে ততস্ততো বিমুচ্যতে।
নিবর্তনাৎ হি সর্বতো ন বেত্তি দুঃখমণ্বপি॥

যে যে বস্তু হইতে মন নিবৃত্ত হয়, সেই সেই বস্তু হইতে উহা বিমুক্ত হয়। নিবৃত্তিই বিমুক্তি। যিনি সর্ব বস্তু হইতে নিবৃত্ত হন, তিনি অণুমাত্র দুঃখও ভোগ করেন না। তিনিই সম্যক্ বিমুক্ত।

আকাংক্ষা করেন না যে, মনুষ্যগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।” এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে মোক্ষলাভে দেবকৃত বহু বিঘ্ন ঘটে বলিয়া উহার পরিহারার্থ কর্মদ্বারা দেবগণ সেব্য (পূজ্য)। উক্ত আশংকা নিরসনার্থ ভগবান বলিতেছেন, ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্বভূতের মোক্ষের জন্য কাহারও আশ্রয় লইতে হয় না। ব্যপাশ্রয় অর্থে আশ্রয়। ইহার অর্থ, মোক্ষলাভের জন্য আশ্রয়যোগ্য তাঁহার কেহ নাই। নিম্নে উদ্ধৃত বেদবাক্যেও তাঁহার বিঘ্নাভাব উক্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক্ উপনিষদে (১।৪।১০) আছে, “এমন কি, দেবগণও তাঁহার অসিদ্ধি সাধনে সমর্থ নহেন; কারণ তিনি দেবগণেরও আত্মস্বরূপই হন। চন অব্যয়ের অর্থ, এমন কি। উক্ত শ্রুতির অর্থ এই যে, দেবগণও সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের ভূতির, ব্রহ্মভাবের প্রতিবন্ধ সাধনে, ঘটনে সমর্থ হয় না। পূর্ণ জ্ঞান লাভের পূর্বেই দেবকৃত বিঘ্নাদি ঘটিতে পারে। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানের অপ্রিয়ত্ব উক্তির দ্বারা দেবগণের বিঘ্নকর্তৃত্ব কথিত হইয়াছে। ১৮

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯

অন্বয়—তস্মাৎ অসক্তঃ [সন্] সততং কার্যং কর্ম সমাচর, হি অসক্তঃ [সন্] কর্ম আচরন্ পুরুষঃ পরম্ আপ্নোতি। ১৯

মূলের অনুবাদ—মানুষ অনাসক্ত হইয়া কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অতএব, তুমি অনাসক্ত চিত্তে কর্তব্যবোধে শাস্ত্রবিহিত কর্ম কর। ১৯

শ্রীধরী টীকা—যস্মাদেবম্ভূতস্য জ্ঞানিন এব কর্মানুপযোগো নান্যস্য, তস্মাত্ত্বং কর্ম কুর্বিত্যাহ—তস্মাদিতি। অসক্তঃ ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ কার্যামবশ্যকর্তব্যতয়া বিহিতং নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম সমাগাচর। হি যস্মাদসক্তঃ কর্মাচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্তশুদ্ধিং জ্ঞানদ্বারা প্রাপ্নোতি। ১৯

টীকার অনুবাদ—ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন, যেহেতু উক্তরূপ জ্ঞানিগণেরই কর্মের আবশ্যকতা নাই, কিন্তু অন্যের আছে ; সেই হেতু তুমি কর্ম কর। অনক্ত, ফলাসক্তিবর্জিত হইয়া অবশ্য কর্তব্যবোধে নিত্য ও নৈমিত্তিক বিহিত কর্ম অনুষ্ঠান কর। যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কর্মানুষ্ঠান করিলে মানুষ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ১৯

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০

অন্বয়—জনকাদয়ঃ কর্মণা এব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ। লোকসংগ্রহম্ অপি সংপশ্যন্ [তৎকর্ম] কর্তুম্ এব [ত্বম্] অর্হসি। ২০

মূলের অনুবাদ—জনক[১], অশ্বপতি[২] প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাজর্ষিগণ নিষ্কাম কর্ম দ্বারাই নৈষ্কর্ম্য লাভ করিয়াছিলেন। স্বধর্মে সর্বলোকের প্রবর্তনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তোমার কর্তব্য কর্ম করা উচিত। ২০

শ্রীধরী টীকা—অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—কর্মণৈবেতি। কর্মলোকসংগ্রহমিত্যাদি। লোকস্য সংগ্রহং স্বধর্মে প্রবর্তনং, ময়া কর্মণি কৃতে জনঃ

১ রাজর্ষি জনকের কাহিনী বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত। বৃহদারণ্যকে আছে, তিনি ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত ব্রহ্মবিচারে প্রবৃত্ত। মহাভারতে আছে, তাঁহার দরবারে ব্রহ্মবাদিনী সুলভা বিচার করিতেছেন। রামায়ণ অনুসারে তিনি মিথিলা বা বিদেহের অধিপতি এবং তাঁহার কন্যা মৈথিলী বা বৈদেহী বা সীতা। তিনি বলিয়াছিলেন, 'মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন। ইহার অর্থ, মিথিলা রাজ্য ভস্মীভূত হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে এত মমত্বরহিত ও অহংকারশূন্য ছিলেন।

২ রাজর্ষি অশ্বপতির কাহিনী মহাভারতের বনপর্বে (২৯২ অধ্যায়ে) আছে। তিনি মদ্রদেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি পরম ধার্মিক, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় ও দানশীল রাজা ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন ও সন্তান কামনায় সাবিত্রী দেবীর উদ্দেশে হোম ও কৃচ্ছ্র সাধন করেন ইহার ফলে তিনি সাবিত্রী দেবীর দর্শন ও বর লাভে ধন্য হন। যথাসময়ে তিনি সাবিত্রীতুল্যা তেজস্বিনী সুলক্ষণা কন্যারত্ন লাভ করেন ও উহার নাম সাবিত্রী রাখেন। তিনি রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বিবাহ দেন।

সর্বোঽপি করিষ্যতি, অন্যথা জ্ঞানিদৃষ্টান্তেনাজ্ঞো কর্ম ত্যজেদিত্যেবং লোকরক্ষণমপি তাবং প্রয়োজনং পশ্যন্ কর্মকর্তুমেবার্হসি ন তু ত্যক্তু মিত্যর্থঃ। ২০

টীকার অনুবাদ—এই বিষয়ে প্রমাণরূপে ভগবান্ সদাচার দেখাইতেছেন বর্তমান শ্লোকে। লোকসংগ্রহ, লোকের সংগ্রহ, স্বধর্মে প্রবর্তন। আমি কর্ম করিলে সকল লোকেই কর্ম করিবে। অন্যথা জ্ঞানীর দৃষ্টান্তে অজ্ঞ স্বীয় ধর্ম, নিত্য কর্ম ত্যাগ করিয়া পতিত হইবে। এইরূপে লোকরক্ষারও আবশ্যকতা দেখিয়া কর্মানুষ্ঠান তোমার কর্তব্য। ইহার অর্থ, কর্মত্যাগ তোমার কর্তব্য নহে। ২০

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১

অন্বয়—শ্রেষ্ঠঃ [জনঃ] যৎ যৎ [কর্ম] আচরতি, ইতরঃ জনঃ তৎ তৎ [কর্ম আচরতি]। সঃ যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকঃ তৎ অনুবর্ততে। ২১

মূলের অনুবাদ—শ্রেষ্ঠ জন যাহা যাহা আচরণ করেন, প্রাকৃত ব্যক্তি তাঁহারই অনুবর্তী হয় এবং মহৎ ব্যক্তি যাহা মান্য করেন, প্রাকৃত জনগণও তাহাই অনুষ্ঠান[১] করে। ২১

শ্রীধরী টীকা—কর্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা স্যাত্তথাহ—যদিতি। ইতরঃ প্রাকৃতোঽপি জনস্তত্তদেবাচরতি। স শ্রেষ্ঠো জনঃ কর্মশাস্ত্রং নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা যৎ প্রমাণং মন্যতে তদেব লোকোঽপ্যনুসরতি। ২১

টীকার অনুবাদ—কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে যেরূপে লোকসংগ্রহ হয়, তাহাই ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। ইতর, প্রাকৃত ব্যক্তিও তাহাই আচরণ, অনুষ্ঠান করে। সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কর্মশাস্ত্র, অথবা তাহার নিবৃত্তি শাস্ত্র যাহা প্রামাণ্য বলিয়া মনে করেন, তাহাই প্রাকৃত লোকেও অনুসরণ করে। ২১

---

১ সেই জন্য ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও লোকমর্যাদাস্থাপনের নিমিত্ত বিহিত কর্তব্য করেন। —আনন্দগিরি।

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২

অন্বয়—পার্থ, মে কর্তব্যং ন অস্তি, [যতঃ] ত্রিষু লোকেষু অনবাপ্তম্ অবাপ্তব্যং কিঞ্চন ন [অস্তি], [তথাপি অহং] কর্মণি বর্তে এব। ৩২

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, ত্রিভুবনে আমার কোন অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য বস্তু নাই। সেইজন্য ত্রিভুবনে আমার কোন কর্তব্যও নাই। তথাপি[১] আমি নরদেহ ধারণকালে সদা কর্মে প্রবৃত্ত থাকি। ২২

শ্রীধরী টীকা—অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ ত্রিভিঃ। ন মে পার্থ ইতি। হে পার্থ, মে কর্তব্যং নাস্তি। যতস্ত্রিষপি লোকেষনবাপ্তমপ্রাপ্তং সদবাপ্তব্যং প্রাপ্যং নাস্তি, তথাপি কর্মণ্যহং বর্তে। কর্ম করোম্যেবেত্যর্থঃ। ২২

টীকারঅনুবাদ—ভগবান তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন, এই বিষয়ে আমিই উত্তম দৃষ্টান্ত। হে পৃথাপুত্র, আমার কোন কর্তব্য নাই। যেহেতু ত্রিভুবনেও অনবাপ্ত অপ্রাপ্ত ও অবাপ্তব্য, প্রাপ্য আমার কিছুই নাই। তথাপি কর্মে আমি প্রবৃত্ত আছি। ইহার অর্থ, আমি কর্মই করিতেছি। ২২

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং* জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥২৩

অন্বয়—পার্থ, যদি অহং জাতু অতন্দ্রিতঃ [সন্] কর্মণি ন বর্তেয়ম্ [তদা] হি মনুষ্যাঃ মম বর্ত্ম সর্বশঃ অনুবর্তন্তে। ২৩

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, যদি আমি কখনও অনলস হইয়া কর্মানুষ্ঠান

---

১ যদি অর্জুন আশংকা করেন, প্রয়োজনাভাবে আপনারও কর্ম অনুষ্ঠেয় নহে, তাই শ্রীভগবান বলিতেছেন, স্বধর্মে সর্বজনকে প্রবর্তিত করার জন্যই আমার কর্মানুষ্ঠান চলে।—আনন্দগিরি।

* ন বর্তেয়ঃ ইতি বা পাঠঃ

না করি, তাহা হইলে মনুষ্যগণ নিশ্চিতই সর্বপ্রকারে আমার অনুবর্তী হইবে। ২৩

শ্রীধরী টীকা—অকরণে লোকস্য নাশং দর্শয়তি—যদীতি। জাতু কদাচিদতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্ যদি কর্মণি ন বর্তেয়ং কর্মানুষ্ঠিতেয়ং তর্হি মমৈব বর্ত্ম মার্গং মনুষ্যা অনুবর্তন্তে। অনুবর্তেরন্নিত্যর্থঃ। ২৩

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান দেখাইতেছেন, তিনি কর্ম না করিলে লোকনাশ ঘটিবে। যদি কখনও অতন্দ্রিত, অনলস হইয়া আমি কর্মে প্রবৃত্ত না হই, কর্মানুষ্ঠান না করি তাহা হইলে আমারই বর্ত্ম, মার্গ মনুষ্যগণ অনুবর্তন করিবে। ইহার অর্থ, নিশ্চয়ই আমার মার্গানুসরণ করিবে। ২৩

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪

অন্বয়—চেৎ অহং কর্ম ন কুর্য্যাং [তর্হি] ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ। [তস্মিন্ সতি] [অহং] চ সঙ্করস্য কর্তা স্যাম্, [এবম্ অহমেব] ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্। ২৪

মূলের অনুবাদ—অতএব যদি আমি কর্ম না করি, তাহা হইলে এই লোকসমূহ কর্মলোপহেতু উৎসন্ন হইবে। সুতরাং আমি বর্ণসঙ্কর ও প্রজাবৃন্দের অধোগতির কারণ হইব। ২৪

শ্রীধরী টীকা—ততঃ কিমত আহ—উৎসীদেয়ুরিতি। উৎসীদেয়ুঃ কর্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ। ততশ্চ যো বর্ণসংকরো ভবেত্তস্যাপ্যহমেব কর্তা স্যাং ভবেয়ম্। এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনীকুর্য্যাম্। ২৪

টীকার অনুবাদ—ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন, যদি আমি কর্ম না করি তাহা হইলে কি ঘটিবে? কর্মলোপহেতু এই সকল লোক উৎসন্ন, বিনষ্ট হইবে। উহার ফলে যে বর্ণসংকর হইবে তাহারও কর্তা আমিই হইব। এইরূপে আমিই এই সকল মনুষ্যকে উপহত্যা, মলিন করিব। ২৪

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥ ২৫

অন্বয়—ভারত, কর্মণি সক্তাঃ অবিদ্বাংসঃ যথা [কর্ম] কুর্বন্তি অসক্তঃ [সন্] লোকসংগ্রহং চিকীর্ষু বিদ্বান্ তথা কুর্য্যাৎ। ২৫

মূলের অনুবাদ—হে ভারত, যেমন অজ্ঞগণ স্বফলের আকাংক্ষায়[১] কর্ম করে, তদ্রূপ জ্ঞানিগণ লোককল্যাণ কামনায় অনাসক্ত হইয়া স্বপ্রয়োজনাভাবেও নানা শুভ কর্ম করেন। ২৫

শ্রীধরী টীকা—তস্মাদাত্মবিদাপি লোকসংগ্রহার্থং তৎকৃপয়া কর্মকার্য্যমেবেত্যুপসংহরতি—সক্তা ইতি। কর্মণি সক্তাঃ অভিনিবিষ্টাঃ সন্তো যথাজ্ঞাঃ কর্ম কুর্বন্তি, অসক্তঃ সন্ বিদ্বানপি তথৈব কুর্য্যাল্লোকসংগ্রহং কর্তুমিচ্ছুঃ। ২৫

টীকার অনুবাদ—অতএব, লোককল্যাণার্থ আত্মজ্ঞেরও তাহাদের প্রতি কৃপাবশে কর্ম করা উচিত। এই বলিয়া ভগবান আলোচ্য বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন। কর্মে আসক্ত, অভিনিবিষ্ট হইয়া যেরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ম করে, অনাসক্ত হইয়া বিদ্বান্‌ও, জ্ঞানিও তদ্রূপ লোকরক্ষা করিবার ইচ্ছায় নানা শুভ কর্ম করিবেন। ২৫

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ* সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬

অন্বয়—কর্মসঙ্গিনাং অজ্ঞানাং বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ, [পরন্তু] বিদ্বান্ যুক্তঃ [সন্] সর্বকর্মাণি সমাচরন্ [তান্] জোষয়েৎ ২৬

মূলের অনুবাদ—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কর্মাসক্ত অজ্ঞগণের বুদ্ধিভেদ[২] জন্মাইবেন

---

[১] কর্তৃত্বাভিমান বা ফলাভিসন্ধি না করিয়া—আনন্দগিরি।

* যোজয়েৎ ইতি বা পাঠঃ

[২] আত্মার অকর্তৃত্ব ও অভোক্তৃত্বাদি উপদেশ দিয়া তাহাদের বুদ্ধি বিচালিত করিবেন না, কিন্তু লোককল্যাণ কামনায় নানা সংকর্মের অনুষ্ঠানে তাহাদের শ্রদ্ধা

না ; পরন্তু স্বয়ং সর্ববিধ শুভ কর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক তাহাদিগকে স্বকর্মে প্রবৃত্ত করিবেন। ২৬

শ্রীধরী টীকা—ননু কৃপয়া তত্ত্বজ্ঞানমেবোপদেষ্টুং যুক্তং নেত্যাহ নেতি। অজ্ঞানামত এব কর্মসঙ্গিনাং কর্মাসক্তানামকর্ত্রাত্মোপদেশেন বুদ্ধের্ভেদমন্যথাত্বং ন জনয়েৎ কর্মণঃ সকাশদ্বুদ্ধিচালনং ন কুর্যাৎ অপি তু জোষয়েৎ সেবয়েৎ 'জুষী প্রীতি সেবনয়োঃ।' অজ্ঞান্ কর্মাণি কারয়েৎ। কথম্? যুক্তোঽবহিতো ভূত্বা স্বয়মাচরন্। বুদ্ধি-চালনে কৃতে সতি কর্মসু শ্রদ্ধা-নিবৃত্তের্জ্ঞানস্য চানুৎপত্তেস্তেষামুভয়ভ্রংশঃ স্যাদিতি ভাবঃ। ২৬

টীকার অনুবাদ—যদি বল, কৃপাবশে সকলকেই তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করাই যুক্তিসঙ্গত। তদুত্তরে ভগবান বলিতেছেন, তাহা উচিত নহে। অজ্ঞ অতএব কর্মাসক্ত জনগণকে 'আত্মা অকর্তা' এই জ্ঞানোপদেশ দিয়া বুদ্ধির ভেদ, চালন করিবে না। কর্মের সকাশ হইতে তাহাদের বুদ্ধি বিচলিত করিবে না। বরং তাহাদিগকে কর্মে যোজিত, নিযুক্ত করিবে। ইহার অর্থ, অজ্ঞ জন দ্বারা নানা শুভ কর্ম করাইবে। কিরূপে? স্বয়ং যুক্ত, অবহিত হইয়া, নিজেই আচরণ করিয়া। ইহার ভাবার্থ, অজ্ঞ জনের বুদ্ধির বিচালন করিলে শুভ কর্মে তাহাদের শ্রদ্ধা নিবৃত্তি হইবে এবং তৎফলে তাহাদের জ্ঞানোৎপত্তি হইবে না। এইরূপে তাহারা উভয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইবে। ২৬

উৎপাদন করিয়া প্রীতিপূর্বক সেবা করিবেন। অনধিকারী ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মিলে শুভ কার্যে তাহারা শ্রদ্ধাশূন্য হইবে ও জ্ঞানহীন বলিয়া উভয় মার্গভ্রষ্ট হইবে।

উক্ত মর্মে মধুসূদন সরস্বতী এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

অজ্ঞস্যার্ধ প্রবুদ্ধস্য সর্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহানিরয়জালেষু স তেন বিনিযোজিতঃ॥

অজ্ঞ ও অর্ধজ্ঞানবান্ পুরুষকে যিনি উপদেশ দেন, 'এই দৃশ্য জগৎ ব্রহ্মময়' সেই উপদেশ দান দ্বারা তিনি মহানরকসমূহে নিপাতিত হন।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭

অন্বয়—প্রকৃতেঃ গুণৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্মাণি সর্বশঃ অহংকারবিমূঢ়াত্মা[১] অহং কর্তা*ইতি মন্যতে। ২৭

মূলের অনুবাদ—সর্বকর্ম প্রকৃতি[২] জাত ইন্দ্রিয়সমূহ কর্তৃক সম্পাদিত[৩] হয়; কিন্তু অহংকার দ্বারা ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মার অধ্যাস[৪] হেতু মোহিত হইয়া অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করে 'আমিই কর্ম করি'। ২৭

শ্রীধরী টীকা—নন্থ বিদুষাপি চেৎ কর্ম কর্তব্যং তর্হি বিদ্বদবিদুষোঃ কো

---

১ কার্যকারণ সংঘাতে আত্মপ্রত্যয়ই অহংকার। উহা দ্বারা বিবিধ প্রকারে মূঢ় আত্মা (অন্তঃকরণ) যাহার সে অহংকার বিমূঢ়াত্মা—শাংকর ভাষ্য

* তৃন্ প্রত্যয় হইয়াছে। ইহা দ্বারা 'ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থ তৃনাম্।' ইতি ষষ্ঠি প্রতিষেধঃ।—তৃচ্ প্রত্যয় হইলে 'কর্মের কর্তা আমি'—এইরূপ ষষ্ঠি বিভক্তি হইত।—মধুসূদন ও নীলকণ্ঠ।

২ প্রকৃতি অর্থে সাংখ্যের প্রধান বা সত্ত্ব রজ তম গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। আচার্য্য শংকর ও আনন্দগিরির মতে মায়াশক্তি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে, মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্।' ইহার অর্থ, মায়াকে প্রকৃতি ও মায়ীকে মহেশ্বর (পরমেশ্বর) বলিয়া জানিবে।

৩ প্রাকৃতিক গুণত্রয় শব্দাদি কার্য্যকারণরূপে অহর্নিশি পরিণত হয়। উহার কখনও বিরাম নাই। উক্ত মর্মে দেবীভাগবতে আছে—

মহত্তত্ত্বমহংকারো গুণাঃ শব্দাদয়স্তথা।
কার্য্যকারণরূপেণ সংসরন্তে ত্বহর্নিশম্॥

মহৎ ও অহংকারও সত্ত্বাদিগুণত্রয় ও শব্দাদি বিষয় অহর্নিশি কার্য্যকারণরূপে সংসরণ করে।—যামুনাচার্য্য।

৪ 'অতস্মিনতদ্বুদ্ধিরিতি'। ইহার অর্থ, যেটি যেরূপ নয় সেটিকে সেরূপ মনে করাই অধ্যাস। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যারম্ভে শংকরাচার্য্য বলেন, 'স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ।' ইহার অর্থ, অন্য বস্তুকে পূর্ব দৃষ্ট বস্তুর প্রতীতিরূপ মিথ্যা প্রত্যয় এবং উহা স্মৃতিজ্ঞানবৎ পূর্ব প্রতীতি অনুসারে উৎপন্ন হয়। যেমন স্ফটিকে জবা কুসুমের লৌহিত্য, মরিচিকাতে জল ভ্রম, অন্ধকারে অবস্থিত রজ্জুতে সর্পভ্রম ও শুক্তিকাতে রজত ভ্রম ইত্যাদি।

বিশেষ ইত্যাশঙ্ক্যোভয়োর্বিশেষং দর্শয়তি—প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্। প্রকৃতের্গুণৈঃ প্রকৃতিকার্যৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি যানি কর্মাণি তান্যহমেব কর্তা করোমিতি মন্যতে। তত্র হেতুঃ। অহংকারেণেন্দ্রিয়াদি স্বাত্মাধ্যাসেন বিমূঢ়ঃ আত্মা বুদ্ধির্যস্য সঃ। ২৭

টীকার অনুবাদ—যদি বল, বিদ্বান্, জ্ঞানী দ্বারাও যদি কর্ম অনুষ্ঠেয় হয়, তাহা হইলে বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের (অজ্ঞের) মধ্যে কি পার্থক্য? এই আশংকার উত্তরে ভগবান দুই শ্লোকে উভয়ের বিশেষত্ব দেখাইতেছেন। প্রকৃতির গুণসমূহ, প্রকৃতির কার্য ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা সর্বপ্রকারে কর্মসমূহ সম্পন্ন হইতেছে। অজ্ঞ জন মনে করে, আমিই এই সকল কর্মের কর্তা। ইহার কারণ অহংকার। অহংকার, ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মার অধ্যাস, তৎহেতু বিমূঢ়বুদ্ধি যাঁহার তিনি। ২৭

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮

অন্বয়—মহাবাহো, তু গুণকর্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ **'গুণাঃ গুণেষু বর্তন্তে'** ইতি মত্বা ন সজ্জতে। ২৮

মূলের অনুবাদ—হে মহাবাহো, কিন্তু যে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ জানেন, আত্মা ইন্দ্রিয় ও তৎকর্ম হইতে পৃথক্ এবং ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় বা কর্ম করে, তাঁহার কর্তৃত্বাভিমান থাকে না। ২৮

---

১ টীকাকার নীলকণ্ঠ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, নীলকণ্ঠ সুরী শ্রীধর ও মধুসূদনের পরবর্তী। তিনি গুণকর্মের বিভাগ প্রমাণার্থ এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন—"অন্ধো মণিমবিন্দৎ। তমনঙ্গুলিরাবয়ৎ। অগ্রীবঃ প্রত্যমুঞ্চৎ। তমজিহ্বো অসশ্চত ইতি।" অন্ধ স্বয়ং চক্ষুহীন হইয়াও চক্ষুর বিষয় মণি প্রভৃতি রূপ প্রকাশ করে। সে অঙ্গুলিহীন হইয়া কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদিবৎ জড় বলিয়া স্বয়ং কর্মসম্পাদনে অক্ষম হইলেও হস্তাদির বিষয় গ্রহণ করে। সে ছিন্নশিরস্কবৎ নির্জীব হইয়াও গ্রীবাদেশে মাল্যাদি ধারণ করে। সে জিহ্বাহীন হইয়াও সুখ-দুঃখাদি অনুভব করে। আর মানবস্থ কুসুমসমূহে সূত্রবৎ আত্মজ্ঞ জ্ঞানবশে ইন্দ্রিয়সমূহও তদ্বিষয়সমূহ হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র মনে করে।

শ্রীধরী টীকা—বিদ্বাংস্তু তথা ন মন্যত ইত্যাহ—তত্ত্ববিদিতি। নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্যঃ আত্মনো বিভাগঃ। ন মে কর্মাণীতি কর্মভ্যোঽপ্যাত্মনো বিভাগঃ তয়োর্গুণকর্মবিভাগয়োঃ যস্তত্ত্বং বেত্তি স তু ন সজ্জতে কর্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি। তত্র হেতুঃ। গুণা ইন্দ্রিয়াণি গুণেষু বিষয়েষু বর্তন্তে নাহমিতি মত্বা। ২৮

টীকার অনুবাদ—কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি এইরূপ মনে করেন না। ইহাই ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। আমি গুণাত্মক নহি—এইরূপ গুণত্রয় হইতে আত্মার বিভাগ, বিবেক। 'এবং আমার কোন কর্তব্য নাই'—এইরূপে কর্ম হইতেও আত্মার বিভাগ, পার্থক্য। গুণ ও কর্ম উভয়ের বিভাগ। যিনি এই তত্ত্ব জানেন, তিনি আসক্ত হন না, কর্তৃত্বাভিমান করেন না। ইহার কারণ, গুণসমূহ, ইন্দ্রিয়সমূহ গুণসমূহে, বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হয়। 'আমি কর্তা নয়' মনে করিয়া। ২৮

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯

অন্বয়—প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ [জনাঃ] গুণকর্মসু সজ্জন্তে। তান্ অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ কৃৎস্নবিৎ ন বিচালয়েৎ। ২৯

মূলের অনুবাদ—প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি গুণত্রয়ে মোহিত হইয়া যাহারা ইন্দ্রিয় ও তৎকর্মে আসক্ত হয়, সেই মন্দমতি জনগণকে তত্ত্বজ্ঞ বিচালিত[1] করিবেন না। ২৯

---

১ টীকাকার মধুসূদন বার্তিককার সুরেশ্বরাচার্যের শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করেন, চিত্তশুদ্ধির ফলে বিবেকোদয় হইলে সাধক স্বয়ং উক্ত পথ হইতে বিচলিত হন, জ্ঞানাধিকার লাভ করেন :—

সদেবেত্যাদিবাক্যেভ্যঃ কৃৎস্নং বস্তু যতোঽদ্বয়ম্।
সম্ভবস্তুদ্ধিরুদ্ধস্য কুতোঽকৃৎস্নস্য বস্তুতঃ ॥

শ্রীধরী টীকা—ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদিত্যুক্তমুপসংহরতি—প্রকৃতের্গুণৈঃ প্রকৃতৈগুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সংমূঢ়াঃ সন্তো গুণেষু ইন্দ্রিয়েষু তৎকর্মসু চ সজ্জন্তে, বয়ং কর্ম ইতি, তান্ অকৃৎস্নবিদো মন্দমতীন্ কৃৎস্নবিৎ সর্বজ্ঞো ন বিচালয়েৎ। ২৯

টীকার অনুবাদ—অজ্ঞজনের বুদ্ধিভেদ করিবে না—ভগবান্ এই বাক্যের উপসংহার করিতেছেন। যাহারা প্রকৃতিজ সত্ত্বাদি গুণে সংমূঢ় হইয়া গুণসমূহে, ইন্দ্রিয়সমূহে এবং তাহাদের কর্মসমূহে আসক্ত হয়, সেই সকল অকৃৎস্নবিৎ মন্দগণকে, মন্দমতিগণকে কৃৎস্নবিৎ, সর্বজ্ঞ (আত্মজ্ঞ) বিচালিত করিবেন না। ২৯

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩০

অন্বয়—সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য অধ্যাত্মচেতসা নিরাশীঃ নির্মমঃ ভূত্বা বিগতজ্বরঃ [সন্] যুধ্যস্ব। ৩০

মূলের অনুবাদ—তুমি সর্বকর্ম আমাতে সমর্পণপূর্বক 'অন্তর্যামী ঈশ্বরের অধীন হইয়া আমি কর্ম করিতেছি' এই শুভ বুদ্ধিতে কামনা ও মমতা বর্জনপূর্বক ও জ্বর[১] মুক্ত হইয়া যুদ্ধ কর। ৩০

শ্রীধরী টীকা—তদেবং তত্ত্ববিদাপি কর্ম কর্তব্যং, ত্বন্তু নাদ্যাপি তত্ত্ববিৎ, অতঃ কর্মৈব কুর্বিত্যাহ—ময়ীতি। সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য সমর্প্য অধ্যাত্ম-

যস্মিন্ দৃষ্টেঽপি দৃষ্টোঽর্থঃ স তদন্যত্র শিষ্যতে।
তথা দৃষ্টেঽপি দৃষ্টস্যাকৃৎস্নত্বাদগুচ্যতে।

এক সংবস্তুই সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন। এই শ্রুতিবাক্য হইতে কৃৎস্ন বস্তু অদ্বয় আত্মা জ্ঞাত হন। তদ্বিরোধী অসৎ, অকৃৎস্ন, অনাত্ম বস্তু হইতে তাঁহার জ্ঞান কিরূপে সম্ভব? যাহা দৃষ্ট হইলে অন্য কোন অদৃষ্ট বিষয় অবশিষ্ট থাকে এবং অদৃষ্ট বস্তু দৃষ্ট হইলে অকৃৎস্ন অনাত্মা ও তাদৃশ উক্ত হয়।

১ সন্তাপের কারণ বলিয়া শোকই জ্বর শব্দে কথিত হইয়াছে। সুতরাং জ্বরমুক্ত অর্থ ঐহিক ও পারত্রিক দুর্যশ এবং নরকপাতাদিনিমিত্ত শোক হইতে বিমুক্ত।—মধুসূদন সরস্বতী।

চেতসা অন্তর্য্যাম্যধীনোঽহং কর্ম করোমীতি দৃষ্ট্যা নিরাশীর্নিষ্কামোঽত এব মৎফলসাধনং মদর্থমিদং কর্মেত্যেবং মমতাশূন্যশ্চ ভূত্বা বিগতজ্বরস্ত্যক্তশোকশ্চ ভূত্বা যুধ্যস্ব। ৩০

টীকার অনুবাদ—সুতরাং তত্ত্বজ্ঞ দ্বারাও কর্ম কর্তব্য; কিন্তু তুমি এখনও তত্ত্বজ্ঞ হও নাই। অতএব, তুমি কর্ম্মই কর। ইহাই ভগবান বর্তমান শ্লোকে বলিতেছেন। সর্বকর্ম আমাতে সন্ন্যাস, সমর্পণ করিয়া। অধ্যাত্ম চিত্ত দ্বারা, আমি অন্তর্যামী ভগবানের অধীন হইয়া কর্ম করিতেছি—এইরূপ দৃষ্টি দ্বারা। নিরাশীঃ, নিষ্কাম। অতএব, আমার ফলসিদ্ধির জন্য এই কর্ম নহে, ইহা আমার নিমিত্ত নহে—এইরূপে মমত্ববোধশূন্য হইয়া এবং বিগত জ্বর, শোকমুক্ত হইয়া যুদ্ধ কর। ৩০

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ॥ ৩১

অন্বয়—যে শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ মানবাঃ মে ইদং মতং নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি, তে অপি কর্মভিঃ মুচ্যন্তে। ৩১

মূলের অনুবাদ—যে মানবগণ শ্রদ্ধাশীল ও অসূয়ারহিত হইয়া মদীয় নির্দেশ অনুসরণ করে, তাহারাও ক্রমশঃ জ্ঞানীবৎ কর্ম হইতে মুক্ত হয়। ৩১

শ্রীধরী টীকা—এবং কর্মানুষ্ঠানে গুণমাহ—যে মে মতমিতি। মদ্বাক্যে শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ দুঃখাত্মকে কর্মণি প্রবর্তয়তীতি দোষদৃষ্টিমকুর্বন্তশ্চ। যে-যে মদীয়মিদং মতমনুতিষ্ঠন্তি, তেঽপি শনৈঃ কর্ম কুর্বাণাঃ সম্যগ্ জ্ঞানীবৎ কর্মভি-র্মুচ্যন্তে। ৩১

টীকার অনুবাদ—এইরূপে কর্মানুষ্ঠানের গুণ ভগবান বলিতেছেন এই শ্লোকে। আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া 'ভগবান আমাকে দুঃখময় কর্মে প্রবর্তিত করিতেছেন'—এইরূপ দোষদৃষ্টি না করিয়া যাহারা আমার এই উপদেশ পালন করে, তাহারাও ধীরে ধীরে কর্ম করিতে করিতে পূর্ণ জ্ঞানীতুল্য কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। ৩১

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞান-বিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২

অন্বয়—যে তু এতৎ মে মতম্ অভ্যসূয়ন্তঃ ন অনুতিষ্ঠন্তি তান্ অচেতসঃ সর্বজ্ঞান-বিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি। ৩২

মূলের অনুবাদ—যাহারা আমার বিধানের দ্বেষকারী হইয়া ঈশ্বরার্থ কর্ম না করে, সেই বিবেকশূন্য জনগণ সর্বকর্মে ও ব্রহ্ম বিষয়ে মোহহেতু অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ৩২

শ্রীধরী টীকা—বিপক্ষে দোষমাহ—যে ত্বিতি। যে তু মে মতমীশ্বরার্থং কর্ম কর্তব্যমিত্যনুশাসনমভ্যসূয়ন্তো দ্বিষন্তো নানুতিষ্ঠন্তি, তান্ অচেতসো বিবেকশূন্যান অত এব সর্বস্মিন্ কর্মণি ব্রহ্মবিষয়ে চ যজ্জ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ান্নষ্টান্ বিদ্ধি। ৩২

টীকার অনুবাদ—অন্যথা যে দোষ হয়, তাহাই ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। কিন্তু যাহারা আমার নির্দেশ পালন না করে, সেই অজ্ঞগণকে, বিবেকহীনদিগকে। অতএব, সর্বকর্মে ও ব্রহ্মবিষয়ে যে জ্ঞান তাহাতে বিমূঢ় ব্যক্তিগণকে বিনষ্ট বলিয়া জানিবে। ৩২

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩

অন্বয়—জ্ঞানবান্ অপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং চেষ্টতে [যতঃ] ভূতানি প্রকৃতিং যান্তি [অতঃ], নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি? ৩৩

মূলের অনুবাদ—জ্ঞানী ব্যক্তিও স্বীয় প্রকৃতির[১] অনুরূপ কর্ম করেন।

---

[১] যে পূর্বকৃত ধর্মাধর্মাদি সংস্কার বর্তমান জন্মে অভিব্যক্ত হয়।—শংকর ভাষ্য পূর্বজন্মকৃত ধর্মাধর্ম জ্ঞানেচ্ছাদি সংস্কার বর্তমান জন্মে অভিব্যক্ত। জ্ঞানী, অজ্ঞ এবং পশ্বাদিও প্রবল প্রকৃতির অধীন। —মধুসূদন সরস্বতী। অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্ত প্রাচীন বাসনা-জাল।—রামানুজাচার্য ও যামুনাচার্য। যখন শক্তি প্রকৃষ্ট-রূপে ক্রিয়াশীল হন তখন তিনি প্রকৃতি—প্র+কৃ+ক্তিচ্।

অতএব, যখন সর্বপ্রাণীই প্রবলা প্রকৃতির অনুবর্তী হয়, তখন ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে কি ফল হইবে? ৩৩

শ্রীধরী টীকা—নন্থ তর্হি মহাফলত্বাদিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য নিষ্কামাঃ সন্তঃ সর্বেঽপি স্বধর্মমেব কিং নানুতিষ্ঠন্তি তত্রাহ—সদৃশমিতি। প্রকৃতিঃ প্রাচীন কর্মসংস্কারাধীন স্বভাবঃ স্বস্যা স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য সদৃশমনুরূপমেব গুণদোষজ্ঞানবানপি চেষ্টতে, কিং পুনর্বক্তব্যমজ্ঞশ্চেষ্টত ইতি। তস্মাদ্ভূতানি সর্বেঽপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যান্তি অনুবর্তন্তে। এবং সতি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি প্রকৃতের্বলিষ্ঠত্বাদিত্যর্থঃ। ৩৩

টীকার অনুবাদ—যদি বল, যদি আপনার উপদেশ পালনে এইরূপ মহাফলই হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়নিগ্রহপূর্বক নিষ্কাম হইয়া সকলেই স্বধর্মের অনুষ্ঠান করে না কেন? ইহার উত্তর ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। প্রকৃতি, প্রাচীন কর্মসংস্কারের অধীন স্বভাব। স্বকীয়া প্রকৃতির, স্বভাবের সদৃশ, অনুরূপই গুণদোষজ্ঞ বিদ্বান্‌ও কর্ম করেন। অজ্ঞ জনও স্বকীয় স্বভাবের অনুগত হয়, ইহা বলাই বাহুল্য। যেহেতু ভূতগণ, সর্বপ্রাণীই প্রকৃতির অনুগত, অনুবর্তী হয়। যখন এইরূপ ঘটে, তখন ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ কি করিবে? ইহার অর্থ, প্রকৃতি বলবতী, দুর্জ্জেয়া। ৩৩

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩৪

অন্বয়—ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ। [তথাপি] তয়োঃ বশম ন আগচ্ছেৎ, হি তৌ অস্য পরিপন্থিনৌ। ৩৪

মূলের অনুবাদ—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের শব্দাদি অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ বিদ্যমান। ইন্দ্রিয় বিষয়ে এই অনুরাগও বিদ্বেষ মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রতিপক্ষ। সুতরাং মুমুক্ষু কদাপি উহাদের বশবর্তী হইবেন না। ৩৪

শ্রীধরী টীকা—নম্বেবং প্রকৃত্যধীনৈব চেৎ পুরুষস্য প্রবৃত্তিস্তর্হি বিধি-নিষেধ শাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি। বীপ্সয়া প্রত্যেকং সর্বেষামিন্দ্রিয়াণামিত্যুক্তম্। অর্থে স্ব স্ব বিষয়ে অনুকূলে রাগঃ, প্রতিকূলে দ্বেষশ্চ ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ অবশ্যম্ভাবিনৌ। ততশ্চ তদনুরূপা প্রবৃত্তিরিতি ভূতানাং প্রকৃতিঃ। তথাপি তয়োর্বশবর্তী ন ভবেদিতি শাস্ত্রেণ নিয়ম্যতে। হি যস্মাদস্য মুমুক্ষোস্তৌ পরিপন্থিনৌ প্রতিপক্ষৌ। অয়ং ভাবঃ বিষয়স্মরণাদিনা রাগদ্বেষাবুৎপাদ্যানবহিতং পুরুষমনর্থেঽপি গম্ভীরে স্রোতসীব প্রকৃতির্বলাৎ প্রবর্তয়তি, শাস্ত্রং তু ততঃ প্রাগেব বিষয়েষু রাগদ্বেষ প্রতিবন্ধকে পরমেশ্বরভজনাদৌ তৎপ্রবর্তয়তি। গম্ভীরস্রোতঃপাতাৎ পূর্বমেব নাবমাশ্রিত ইব নানর্থং প্রাপ্নোতি ইতি। ৩৪

টীকার অনুবাদ—যদি এইরূপে পুরুষের প্রবৃত্তি প্রকৃতির অধীনই হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধ ব্যর্থ হইয়া যায়। এই আশংকা করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন। বীপ্সার্থে (পুনঃপুনঃ) প্রয়োগ দ্বারা সর্বেন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটি উক্ত হইয়াছে। অর্থে, স্ব স্ব বিষয়ে অনুকূলে আসক্তি ও প্রতিকূলে বিদ্বেষ ব্যবস্থিত, অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইতে তাদৃশী প্রবৃত্তি জন্মে—ইহাই ভূতগণের প্রকৃতি। তাহা সত্ত্বেও তাহাদের (রাগ ও দ্বেষের) বশবর্তী হইবে না—ইহাই শাস্ত্রীয় বিধান। যেহেতু মুমুক্ষুর পক্ষে ঐ দুইটি পরিপন্থী, প্রতিকূল। ইহার ভাবার্থ, ইন্দ্রিয় বিষয়ের স্মরণাদি দ্বারা অনুকূল বিষয়ে আসক্তি ও প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ উৎপাদনপূর্বক অসতর্ক পুরুষকে প্রকৃতি বলপূর্বক অত্যন্ত গভীর জলস্রোতের ন্যায় অনর্থে প্রবর্তিত করে। কিন্তু শাস্ত্র তৎপূর্বেই শব্দাদি বিষয়ে রাগ ও দ্বেষের প্রতিবন্ধক পরমেশ্বরের ভজনাদিতে তাঁহাকে প্রবর্তিত করেন। ইহার ফলে গভীর জলস্রোতে পতনের পূর্বেই নৌকা আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় পুরুষ অনর্থ প্রাপ্ত হয় না। ইহাই উক্ত হইল যে, পশ্বাদি সদৃশ স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ধর্মে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। ৩৪

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

অন্বয়—স্ব-অনুষ্ঠিতাৎ পরধর্মাৎ বিগুণঃ [অপি] স্বধর্মঃ শ্রেয়ান্ ; [যস্মাৎ] স্বধর্মে নিধনম্ [অপি] শ্রেয়ঃ পরধর্মঃ ভয়াবহঃ। ৩৫

মূলের অনুবাদ—সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম[১] অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও স্বধর্মানুষ্ঠান শ্রেয়স্কর। যুদ্ধাদি স্বধর্ম[২] অনুষ্ঠানে মরণও স্বর্গাদি

---

১ রাগদ্বেষাদি প্রযুক্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবৎ পরধর্মও হেয়। উক্ত মর্মে মধুসূদন সরস্বতী কর্তৃক এই সংগ্রহশ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

শ্রদ্ধাহানিস্তথাসূয়াদুষ্টচিত্তত্বমূঢ়তে।
প্রকৃতের্বশবর্তীত্বং রাগদ্বেষৌ চ পুষ্কলৌ।
পরধর্মরুচিত্বং চেত্যুক্তা দুর্মার্গবাহকাঃ ॥

শ্রদ্ধার অভাব, অসূয়া, দুর্মতি, মূঢ়ত্ব, প্রকৃতির অধীনতা, বিপুল রাগ ও দ্বেষ এবং পরধর্মে অনুরাগ—এই সকল মানুষকে দুর্মার্গে চালিত করে।

২ শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রমবিহিত আত্মধর্ম। ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ। ইহার অর্থ, বিধি ও নিষেধমূলক বিষয়ই ধর্ম। মহাভারতের শান্তিপর্বে (১০৯ অধ্যায়) ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে এই উপদেশ পাওয়া যায়।—"যথার্থ ধর্ম স্থির করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। প্রাণিগণের অভ্যুদয়, ক্লেশনিবারণ ও পরিত্রাণের নিমিত্ত ধর্ম সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব, যদ্দ্বারা প্রজাগণ অভ্যুদয়শালী ও ক্লেশমুক্ত হয় এবং পরিত্রাণ পায়, তাহাই ধর্ম। ধর্মের এই দশ অংগ সর্বশাস্ত্রেই কীর্তিত হইয়াছে।—

ব্রহ্মচর্যেণ সত্যেন তপসা চ প্রবর্ততে।
দানেন নিয়মেনাপি ক্ষমা শৌচেন বল্লভ ॥
অহিংসয়া সুশান্ত্যা চ অস্তেয়েনাপি বর্ততে।
এতৈর্দশভিরঙ্গৈস্তু ধর্মমেব প্রসূচয়েৎ ॥

হে বল্লভ, ব্রহ্মচর্য, সত্য, তপস্যা, দান, নিয়ম, ক্ষমা, শৌচ, অহিংসা, সুশান্তি ও অস্তেয়—এই দশ অঙ্গ দ্বারা ধর্ম সূচিত হয়। স্বধর্ম সম্বন্ধে ব্যাসদেব বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে যাঁহারা স্বধর্ম পরিত্যাগ ও শূদ্রবৎ ব্যবহার করেন তাঁহারা, বস্ত্র পরিষ্করণে অক্ষম রজকের ন্যায় অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। তাঁহাদের জীবিত থাকা ও না থাকা উভয়ই সমান।

প্রাপক বলিয়া শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু পরধর্ম নিষিদ্ধ ও নরকপ্রাপক[১] বলিয়া ভয়াবহ। ৩৫

শ্রীধরী টীকা—তদেবং স্বাভাবিকীং পশ্বাদিসদৃশীং প্রকৃতিং ত্যক্ত্বা স্বধর্মে প্রবর্ত্তিতব্যমিত্যুক্তম্, তর্হি স্বধর্মস্য যুদ্ধাদের্দুঃখরূপস্য যথাবৎ কর্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্মস্য চাহিংসাদেঃ সুকরত্বাদ্ধর্মত্বাবিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ-শ্রেয়ানিতি। কিঞ্চিদঙ্গহীনোঽপি স্বধর্মঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ। স্বনুষ্ঠিতাৎ সর্বাঙ্গপূর্ত্ত্যা কৃতাদপি পরধর্মাৎ। তত্র হেতুঃ। স্বধর্মে যুদ্ধাদৌ প্রবর্ত্তমানস্য নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠং, স্বর্গাদিপ্রাপকত্বাৎ। পরধর্মস্তু স্বস্য ভয়াবহঃ। নিষিদ্ধত্বেন নরকপ্রাপকত্বাৎ। ৩৫

টীকার অনুবাদ—অতএব, ইহা উক্ত হইল যে স্বভাবগত পশুতুল্য প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া স্বধর্মে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্তব্য। সুতরাং যুদ্ধাদি স্বধর্ম দুঃখকর ও যথাযথ অনুষ্ঠানে অক্ষম এবং ধর্মরূপে উভয়েই সমান এবং পরধর্ম ও অহিংসাদি সুকর ও ধর্মরূপে অভিন্ন বলিয়া পরধর্মে প্রবর্তনেচ্ছু অর্জুনকে ভগবান বলিতেছেন কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও স্বধর্মপালন শ্রেয়স্কর। উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ পরধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার কারণ, যুদ্ধাদি স্বধর্মে প্রবৃত্ত পুরুষের নিধন, মরণও শ্রেষ্ঠ, স্বর্গাদি প্রাপক বলিয়া; কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ, নরক প্রাপক বলিয়া নিষিদ্ধ। ৩৫

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬

অন্বয়—অর্জুন উবাচ, বার্ষ্ণেয়, অনিচ্ছন্ অপি অয়ং পূরুষঃ অথ কেন প্রযুক্তঃ বলাৎ ইব নিয়োজিতঃ [সন্] পাপং চরতি ? ৩৬

---

১ টীকাকার আনন্দগিরি উক্ত মর্মে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—
অকুর্বন্ বিহিতং কর্ম নিন্দিতং চ সমাচরন্।
প্রসক্তশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু নরঃ পতনমৃচ্ছতি।
শাস্ত্রে বিহিত কর্ম না করিয়া যে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান করে, সে ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহে আসক্ত হইয়া পতনই প্রাপ্ত হয়।

মূলের অনুবাদ—অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বৃষ্ণিবংশীয়*বাসুদেব, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ কাহার দ্বারা প্রেরিত ও যেন বলপূর্বক প্রবর্তিত হইয়া পাপাচরণ করে ? ৩৬

শ্রীধরী টীকা—তয়োর্ন বশমাগচ্ছেদিত্যুক্তম্। তদেবমশক্যং মন্বানোঽর্জুন উবাচ অথ কেনেতি বৃষ্ণের্বংশেঽবতার্ণো বার্ষ্ণেয়ঃ হে বার্ষ্ণেয়, অনর্থরূপং পাপং কর্তুমনিচ্ছন্নপি কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতোঽয়ং পুরুষঃ পাপং চরতি ? কামক্রোধৌ বিবেকবলেন নিরুদ্ধতোঽপি পুরুষস্য পুনঃ পাপে প্রবৃত্তিদর্শনাৎ অন্যোঽপি তয়োর্মূলভূতঃ কশ্চিৎ প্রবর্তকো ভবেদিতি সম্ভাবনায়াং প্রশ্নঃ। ৩৬

টীকার অনুবাদ—ইহা উক্ত হইয়াছে যে, তাহাদের রাগদ্বেষের বশবর্তী হইবে না। কিন্তু তাহা অসাধ্য মনে করিয়া অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, বৃষ্ণির বংশে অবতীর্ণ বার্ষ্ণেয়। হে বৃষ্ণিবংশ-সম্ভূত বাসুদেব, অনর্থরূপ পাপ করিতে অনিচ্ছুক এই পুরুষ কাহার দ্বারা প্রযুক্ত, প্রেরিত হইয়া পাপাচরণ করে ? কামকে ও ক্রোধকে বিবেকবলে নিরোধ করিয়াও পুনরায় পুরুষের পাপাচরণে প্রবৃত্তি দেখা যায়। তাহাদের মূলীভূত অন্য কোন প্রবর্তক থাকিবে—এই সম্ভাবনায় অর্জুনের প্রশ্ন হইল। ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, এষঃ কাম এষঃ ক্রোধ রজোগুণসমুদ্ভবঃ মহাশনঃ, মহাপাপ্মা। ইহ এনং বৈরিণং বিদ্ধি। ৩৭

মূলের অনুবাদ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, কামই প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হয়। এই কাম ও ক্রোধ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন, দুষ্পূরণীয়

*বৃষ্ণিবংশে আমার মাতামহকুলে কৃপাপূর্বক আপনি অবতীর্ণ—এই সম্বোধন দ্বারা বার্ষ্ণেয়ীবংশজ আমি আপনার দ্বারা উপেক্ষণীয় নহি—ইহাই সূচিত।

—মধুসূদন সরস্বতী।

ও অত্যন্ত উগ্র রিপু। এই কামকে[১] মোক্ষমার্গে মহাশত্রু বলিয়া জানিবে। ৩৭

শ্রীধরী টীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম এষ ইতি। যত্ত্বয়া পৃষ্টো হেতুরেষ কাম এব। নতু ক্রোধোঽপি পূর্বং ত্বয়োক্ত "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে" ইত্যত্র। সত্যং নাসৌ ততঃ পৃথক্। কিন্তু ক্রোধোঽপ্যেষ কাম এব হি, কেন চিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধাত্মনা পরিণমতে। অতঃ পূর্বং পৃথকত্বেনোক্তোঽপি ক্রোধঃ কামশ্চ এবেত্যভিপ্রায়েণ কামেনৈকীকৃত্যোচ্যতে। রজোগুণাৎ সমুদ্ভবতি তথা। অনেন সত্ত্ববৃদ্ধ্যা রজসি ক্ষয়ং নীতে সতি কামোঽপি ক্ষীয়ত ইতি সূচিতম্। এনং কামমিহ মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিদ্ধি। অয়ঞ্চ বক্ষ্যমাণক্রমেণ হন্তব্য এব। যতো নাসৌ দানেন সন্ধাতুং শক্য ইত্যাহ মহাশন মহাশনং যস্য। দুষ্পূর ইত্যর্থঃ ন চ সাম্না সন্ধাতুং শক্যঃ, যতো মহাপাপ্মা অত্যুগ্রঃ। ৩৭

টীকার অনুবাদ—ইহার উত্তরে ভগবান বলিলেন, তুমি যাহা প্রশ্ন করিলে তাহার হেতু কামই। যদি বল, পূর্বে ক্রোধের কথাও উক্ত হইয়াছে ইন্দ্রিয় বিষয়ে ইত্যাদি বাক্যে, ইহা সত্য। ইহা (ক্রোধ) তাহা (কাম) হইতে পৃথক নহে। কিন্তু ক্রোধও[২] ইহাই (কামই)। কামই কোন প্রকারে

---

১ মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বোক্ত কামগীতায় আছে, কামনিগ্রহই ধর্ম ও মোক্ষে বীজস্বরূপ। নির্মমতা ও যোগাভ্যাস ব্যতীত কামজয় হয় না। শ্রীশ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ স্বশিষ্য যোগানন্দ স্বামীকে বলিয়াছিলেন, "সকালে ও সন্ধ্যায় হাত-তালি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্তন করিলে কামবেগ প্রশমিত হয়।" নিম্নোক্ত শ্রুতির কথা অনুসারেও পুরুষ কামদাস—আত্মৈবেদমগ্র আসীদেকো এবং সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাৎ, অথ প্রজায়েয়, অথ বিত্তং মে স্যাৎ, অথ কর্ম কুর্বীয় ইত্যেতাবান্ বৈ কামঃ ... এবাংং পুরুষঃ।" ইহার অর্থ, আত্মাই এই সৃষ্টির পূর্বে একা ছিলেন। তিনি কামনা করিলেন, "আমার জায়া হউক, তাহা হইলেই প্রজাসৃষ্টি হইবে। আমার বিত্তলাভ হউক, তবে ... কর্ম করিব।" এই ... হ, ... টীকাকার মধুসূদন ... ও স্বয়ং উদ্ভূত হইয়া রজঃ ... পুরুষকে দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত করে।

২ অভিনব গুপ্তাচার্য্য ধৃত টীকায় মহাভারতোক্ত মোক্ষধর্ম হইতে এই উক্তি

প্রতিহত হইয়া ক্রোধরূপে পরিণত হয়। পূর্বে পৃথক্‌রূপে উক্ত হইলেও ক্রোধ কাম হইতেই জাত। এই অভিপ্রায়ে উভয়কে একীকৃত করিয়া কথিত হইতেছে। কাম ও ক্রোধ রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন। ইহা সূচিত হইল যে, সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইলে ও রজোগুণ ক্ষীণ হইলে কাম জন্মে না। এই কামকে[১]

প্রদত্ত।—"যৎ ক্রোধনো যজতে যদ্দদাতি যদ্বা তপস্তপ্যতে যজ্জুহোতি। বৈবস্বতস্তৎ হরতেঽস্য সর্বং মোঘঃ শ্রমো ভবতি হি ক্রোধনস্য।" ইহার অর্থ, ক্রোধবশে যে যজ্ঞ, দান বা তপস্যা কৃত হয়, হে বৈবস্বত, ক্রোধ তাহা হরণ করে ও উহার সর্বশ্রম ব্যর্থ হয়।

১ টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী কর্তৃক বার্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্যের প্রাসঙ্গিক শ্লোকাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে—

প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ যথোক্তস্যাধিকারিণঃ।
স্বাতন্ত্র্যে সতি সংসারস্যতো কস্মাৎ প্রবর্ততে॥
নতু নিঃশেষবিধ্বস্তে সংসারানর্থবর্ত্মনি।
নিবৃত্তিলক্ষণে বাচং কেনায়ং প্রের্য্যতেঽবশঃ॥
অনর্থপরিপাকত্বমপি জানন্ প্রবর্ততে।
পারতন্ত্র্যমৃতে দৃষ্টা প্রবৃত্তির্নেদৃশী ক্বচিৎ॥
তস্মাৎ শ্রেয়োঽর্থিনঃ পুংসঃ প্রেরকোঽনিষ্টকর্মণি।
বক্তব্যস্তন্নিরাসার্থমিত্যর্থা স্যাৎ পরা শ্রুতিঃ॥
অনাপ্তপুরুষার্থোঽয়ং নিঃশেষানর্থসংকুলঃ।
ইতি কামায়তানাপ্তান্ পুরুষার্থান্ সাধনৈর্জড়ঃ॥
জিহাসতি তথানর্থান্ নবিস্থানাত্মনি শ্রিতাম্।
অবিদ্যোদ্ভূতকামঃ সন্নথো গচ্ছিতি চ শ্রুতিঃ॥
অকামতঃ ক্রিয়া কাশ্চিৎ দৃশ্যন্তে নেহ কস্যচিৎ।
যদ্যদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্॥
কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদি বচনং স্মৃতেঃ।
প্রবর্তকো নাপরোঽতঃ কামাদন্যঃ প্রতীয়তে॥

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গে যথাযোগ্য অধিকারীর সংস্থিতি বিষয়ে স্বতন্ত্রতা থাকায় কি হেতু লোকে অন্য মার্গে প্রবৃত্ত হয়? সংসারের প্রবৃত্তি মার্গ নিঃশেষে বিধ্বস্ত না হইলে কাহার দ্বারা বাধ্য হইয়া সে নিবৃত্তি মার্গে যাইবে? অনর্থের

মুক্তিপথে বৈরীরূপে জানিবে। ইহাকে নিম্নোক্ত উপায়ে বিনাশ করিতে হইবে। যেহেতু ইহাকে ভোগ্য বস্তু দান দ্বারা কেহ শান্ত করিতে পারে না, এই হেতু ভগবান বলিতেছেন, ইহা মহাশন। ইহার অর্থ, মহৎ অশন যাহার সে দুষ্পূর। ইহাকে সাম দ্বারাও বশ করা যায় না। যেহেতু ইহা মহাপাপ্মা, অত্যুগ্র। ৩৭

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮

অন্বয় যথা বহ্নিঃ ধূমেন আব্রিয়তে, যথা আদর্শঃ মলেন চ [আব্রিয়তে] যথা গর্ভঃ উল্বেন আবৃতঃ, তথা তেন ইদম্ আবৃতম্। ৩৮

মূলের অনুবাদ—যেমন অগ্নি ধূম দ্বারা, দর্পণ মল দ্বারা ও গর্ভ জরায়ু দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, তদ্রূপ এই কাম দ্বারা আত্মজ্ঞান আবৃত থাকে। ৩৮

পরিপাকত্ব জানিয়াও উক্ত পথে লোকে প্রবৃত্ত হয়। পারতন্ত্র্য ব্যতীত ঈদৃশী প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না। মোক্ষকামী পুরুষগণের দুষ্কর্মে প্রেরকও বক্তব্য। শ্রুতি-বাক্যে উহার নিরসনের উপায়ও কথিত হইয়াছে। অজ্ঞ জড় ব্যক্তি অনর্থ-সংকুল প্রবৃত্তি পথে অপ্রাপ্ত কামনা পূরণার্থ আকৃষ্ট হয়। অজ্ঞব্যক্তি আত্মাশ্রিত পরম পুরুষার্থ ত্যাগ করেও অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত কামনায় জড়িত হয়। ইহলোকে কামনা ব্যতীত কোন কর্ম সম্পন্ন হয় না। প্রাণীমাত্রই যাহা যাহা করে, তৎসমুদায় কামেরই প্রেরণা। ভগবান গীতাতেও বলিয়াছেন, 'এই কাম ও এই ক্রোধই সর্বধর্মের প্রবর্তক এবং কাম ব্যতীত অন্য প্রেরক নাই।'

১ উক্ত মর্মে মহাভারতের এই দুই শ্লোক চতুর্ধরীটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে :—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহির্যবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্য তৎ সর্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ।

কামীদিগের কামনা কখনও উপভোগ দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। কৃষ্ণবর্ত্মে (অগ্নিতে) ঘৃতাহুতি দিলে যেমন উহা বর্ধিত হয়, তদ্রূপ কাম ভোগ দ্বারা বাড়িতে থাকে। পৃথিবীতে যত ব্রীহি ও যবাদি শস্য, স্বর্ণ, পশু ও নারী আছে সেই সমস্ত এক ব্যক্তির ভোগের জন্যও পর্যাপ্ত নহে। ইহা জানিয়া কামভোগে উপরত হইবে।

শ্রীধরী টীকা—কামস্য বৈরিত্বং দর্শয়তি—ধূমেনেতি। যথা ধূমেন সহজেন বহ্নিরাব্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে, যথা চাদর্শো মলেন আগন্তুকেন, যথা চোল্বেন গর্ভবেষ্টনচর্মণা গর্ভঃ সর্বতো নিরুদ্ধঃ আবৃতস্তথা প্রকারত্রয়েণাপি তেন কামেনাবৃতমিদম্। ৩৮

টীকার অনুবাদ—ভগবান্ এই শ্লোকে কামের বৈরিত্ব দেখাইতেছেন। সহজাত ধূম দ্বারা যেমন অগ্নি আবৃত, আচ্ছাদিত হয় এবং যেমন দর্পণ আগন্তুক মল দ্বারা এবং যেমন জরায়ু, গর্ভবেষ্টন চর্ম দ্বারা গর্ভ সর্বতোভাবে নিরুদ্ধ, আবৃত থাকে; তদ্রূপ তিন প্রকারেই এই কাম দ্বারা ইহা (আত্মজ্ঞান) আবৃত আছে। ৩৮

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩৯

অন্বয়—কৌন্তেয়, এতেন নিত্যবৈরিণা কামরূপেণ দুষ্পূরেণ চ অনলেন জ্ঞানিনঃ জ্ঞানম্ আবৃতম্। ৩৯

মূলের অনুবাদ—হে কুন্তীপুত্র, জ্ঞানিগণের আত্মজ্ঞান চিরশত্রু দুষ্পূরণীয় অনলতুল্য[১] কাম[২] দ্বারা আবৃত থাকে। ৩৯

---

[১] 'অস্য অলং পর্য্যাপ্তিঃ ন বিদ্যতে।' ইহার পর্যাপ্তি বা পরিতৃপ্তি কখনও হয় না— শাংকর ভাষ্য।

[২] আচার্য্য শংকর বলেন, কেবল জ্ঞানীই বুঝিতে পারেন, এই কাম দ্বারাই আমি অনর্থে প্রবৃত্ত হইয়াছি॥ এই জন্য তিনি সর্বদাই দুঃখিত থাকেন। অতএব ইহা জ্ঞানীরই চিরশত্রু, অজ্ঞের নহে। শংকরাচার্য্যকৃত 'সর্ববেদান্তসিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ' গ্রন্থে কামজয়ের উপায় এইভাবে কথিত হইয়াছে—

সংকল্পানুদয়ে হেতুর্যথা ভূতার্থদর্শনম্।
অনর্থচিন্তনং চাভ্যাং নাবকাশোঽস্য বিদ্যতে॥

বস্তুর প্রকৃত স্বরূপবোধ ও উহার অনিষ্টপাতের চিন্তা—এই দুই জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে মনে কামের সংকল্প উদিত হইতে পারে না।

শ্রীধরী টীকা—ইদং শব্দনির্দিষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিত্বং স্ফুটয়তি আবৃতমিতি। ইদং তু বিবেকজ্ঞানম্ এতেনাবৃতম্, অজ্ঞস্য খলু ভোগসময়ে কামঃ সুখহেতুরেব, পরিণামেতু বৈরিত্বং প্রতিপদ্যতে। জ্ঞানিনঃ পুনস্তৎকালমপ্যনর্থানুসন্ধানাদ্দুঃখহেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তম্। কিঞ্চ বৈষয়ৈঃ পূর্য্যমাণোঽপি দুষ্পূরঃ অপূর্য্যমাণঃ শোকসন্তাপহেতুত্বাদনলতুল্যঃ। অনেন সর্বান্ নিজবৈরিত্বমুক্তম্। ৩৯

টীকার অনুবাদ—'ইদং' শব্দে নির্দিষ্ট বস্তু দেখাইয়া ভগবান কামের বৈরিত্ব এই শ্লোকে পরিস্ফুট করিতেছেন। 'ইদং' এই বিবেকজ্ঞান উহার দ্বারা আবৃত। অজ্ঞের নিকট ভোগকালে কাম সুখের কারণই; কিন্তু পরিণামে ইহার বৈরিত্ব প্রতিপন্ন হয়। আর জ্ঞানিগণ ভোগকালেও ইহার অনিষ্টতা বুঝিয়া ইহাকে দুঃখের কারণই মনে করেন। এই হেতু ইহাকে নিত্যবৈরী, চিরশত্রু বলা হইয়াছে। আরও, বিষয়সমূহ দ্বারা পরিপূরিত হইলেও যাহা পূরে না, তাহা দুষ্পূর। কিন্তু ভোগ্য বস্তু দ্বারা পূর্য্যমাণ হইলেও শোক এবং সন্তাপের কারণরূপে অগ্নিতুল্য। ইহার দ্বারা সকলের প্রতি কামের শাশ্বত শত্রুত্ব কথিত হইল। ৩৯

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০

অন্বয়—ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে। এষঃ এতৈঃ জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি। ৪০

মূলের অনুবাদ—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, সংকল্পাত্মক মন ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে কাম আশ্রিত থাকে। এই কাম উহার আশ্রয়স্বরূপ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক মানুষকে বিমোহিত করে। ৪০

শ্রীধরী টীকা—ইদানীং তস্যাধিষ্ঠানং কথয়ন্ জয়োপায়মাহ—ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাম্। বিষয়দর্শনশ্রবণাদিভিঃ সংকল্পেনাধ্যবসায়েন চ

কামস্যাবির্ভাবাদিন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চাস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে। এতৈরিন্দ্রিয়াদিভি-র্দর্শনাদিব্যাপারবদ্ভিরাশ্রয়ভূতৈর্বিবেকজ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি। ৪০

টীকার অনুবাদ—অধুনা উহার (কামের) আশ্রয় নির্দ্দেশ করিয়া ভগবান কামজয়ের অমোঘ উপায় দুই শ্লোকে বলিতেছেন। বিষয়-পঙ্কের দর্শন ও শ্রবণ প্রভৃতি এবং সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় দ্বারা কামের আবির্ভাব ঘটে। এই হেতু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন ও বুদ্ধি কামের আশ্রয়স্বরূপ উক্ত হইতেছে। এই সকল দর্শনাদি ব্যাপারের আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্বারা কাম বিবেক জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে মোহগ্রস্ত করে। ৪০

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।

পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥ ৪১

অন্বয়—ভরতর্ষভ, তস্মাৎ ত্বম্ আদৌ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য পাপ্মানং এনং প্রজহি, হি [এতৎ] জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্। ৪১

মূলের অনুবাদ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ, অতএব তুমি সর্বাগ্রে ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাশক[১] পাপরূপ কামকে সংহার কর। ৪১

---

১ বিজ্ঞানং বিশেষতস্তদনুভবং। ইহার অর্থ, শাস্ত্রমুখে, গুরুমুখে যে উপদেশ পাওয়া যায়, তাহার বিশেষ অনুভবই বিজ্ঞান। ইহা শংকরের সিদ্ধান্ত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রভেদ এইরূপে কীর্তন করিতেন।—"তাঁকে বিশেষ-রূপে জানাই বিজ্ঞান। কাঠে আগুন আছে—এই বোধ, এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুনে ভাত রাঁধা, খাওয়া, খেয়ে হৃষ্ট পুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন, এই বোধই জ্ঞান। তাঁর সঙ্গে আলাপ, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা—বাৎসল্য ভাবে, সখ্য ভাবে, দাস্য ভাবে, মধুর ভাবে। এরই নাম বিজ্ঞান। জীব জগৎ তিনি হয়েছেন—এইটী দর্শন করার নাম বিজ্ঞান। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দেখেছে, জ্ঞানী দুধ দেখেছে। আর বিজ্ঞানী দুধ খেয়েছে, ও খেয়ে আনন্দলাভ করেছে ও হৃষ্ট পুষ্ট হয়েছে। বিজ্ঞানী ঈশ্বরের আনন্দ বিশেষভাবে সম্ভোগ করেছে। ব্রহ্মজ্ঞানের পরও ঈশ্বর একটু 'আমি' রেখে দেন। সেই আমি ভক্তের 'আমি', বিদ্যার 'আমি'। তা দিয়ে এই অনন্ত লীলার আস্বাদন হয়। তাই বিজ্ঞানী এই ভক্তের 'আমি' বিদ্যার 'আমি' রাখেন আনন্দ আস্বাদনের জন্য

শ্রীধরী টীকা—যস্মাদেবং তস্মাদিতি। আদৌ বিমোহাৎ পূর্বমেবে-ন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঞ্চ নিয়ম্য পাপরূপমেনং কামং হি স্ফুটং প্রজহি ঘাতয়। যদ্বা প্রজহি পরিত্যজ। জ্ঞানমাত্মবিষয়ং, বিজ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং তয়োর্নাশকম্ যদ্বা জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্যোপদেশজং, বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনজম্। "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত" ইতি শ্রুতেঃ। ৪১

টীকার অনুবাদ—যেহেতু এইরূপ ঘটে আদিতে, বিমোহের পূর্বেই ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়া এই পাপরূপ কামকে নিঃশেষে বিনাশ কর। অথবা উহাকে পরিত্যাগ কর। জ্ঞান আত্মবিষয়ক। বিজ্ঞান শাস্ত্রীয়। উভয়ের নাশক কাম। অথবা জ্ঞান শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশ জাত, বিজ্ঞান ধ্যানোৎপন্ন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪।২১) আছে, ধীর ব্যক্তি কেবল তাঁহার (আত্মার সম্বন্ধে) শাস্ত্রমুখে বা গুরুমুখে জ্ঞাত হইয়া প্রজ্ঞালাভে যত্নশীল হইবেন। ৪১

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ ৪২

অন্বয়—ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ, মনঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং, বুদ্ধিঃ তু মনসঃ পরা। যঃ তু বুদ্ধেঃ পরতঃ সঃ [আত্মা]। ৪২

মূলের অনুবাদ—দেহাদি গ্রাহ্য বিষয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়সমূহ সূক্ষ্ম ও প্রকাশক বলিয়া শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়সমূহ অপেক্ষা সংকল্পাত্মক মন তৎপ্রবর্তকরূপে শ্রেষ্ঠ। মন অপেক্ষা বুদ্ধি সংকল্পের নিশ্চয়কারকরূপে শ্রেষ্ঠ। মন অপেক্ষা

লোকশিক্ষার জন্য। নারদাদি আচার্য বিজ্ঞানী। শুধু জ্ঞানী যারা, তারা ভয়-তরাসে। যেমন সতরঞ্চ খেলায় কাঁচা লোকেরা ভাবে, যো সো করে একবার ঘুঁটি উঠলে হয়। বিজ্ঞানীর কিছুতে ভয় নাই। সে সাকার নিরাকার দুই সাক্ষাৎকার করেছে, ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করেছে। যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান। জ্ঞান ও অজ্ঞান দুই পার হলে হয় বিজ্ঞান।"

বুদ্ধি সংকল্পের নিশ্চয়কারকরূপে শ্রেষ্ঠ। যিনি বুদ্ধির সাক্ষীরূপে অবস্থিত, তিনিই সর্বান্তর আত্মা[১]। ৪২

শ্রীধরী টীকা—অথাত্ম প্রসন্নতয়া চিত্তপ্রণিধানেনেন্দ্রিয়াণি নিয়ন্তুং শক্যন্তে, তদাত্মস্বরূপং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য দর্শয়তি—ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি দেহাদিভ্যো গ্রাহ্যেভ্যঃ পরাণি শ্রেষ্ঠান্যাহুঃ। সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাচ্চ। অতএব তদ্ব্যতিরিক্তত্বমপ্যর্থাদুক্তং ভবতি চ ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ সংকল্পাত্মকং মনঃ পরং তৎপ্রবর্তকত্বাৎ। মনসস্তু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা নিশ্চয়পূর্বকত্বাৎ সংকল্পস্য। যস্তু বুদ্ধেঃ পরঃ তৎসাক্ষিত্বেনাবস্থিতঃ সর্বান্তরঃ স আত্মা বিমোহয়তি দেহিনমিতি দেহিশব্দোক্ত আত্মা স ইতি পরামৃশ্যতে। ৪২

টীকার অনুবাদ—যাহাতে চিত্তনিবেশ করিলে ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিতে পারা যায়। সেই আত্মস্বরূপকে বিচার সহায়ে দেহাদি হইতে পৃথক্ দেখাইতেছেন এই শ্লোকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহাদি হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়, সূক্ষ্ম ও বিষয়ের প্রকাশক বলিয়া। অতএব প্রসঙ্গক্রমে উক্ত হইল যে, ইন্দ্রিয়বিষয় স্বতন্ত্র এবং ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে সংকল্পাত্মক মন শ্রেষ্ঠ,

---

১ কঠোপনিষদে (১।৩।১১-১২) উক্ত হইয়াছে—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে বিষয়সমূহ সূক্ষ্মতর। বিষয়সমূহ হইতে মন সূক্ষ্মতর, মন হইতেও বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে হিরণ্যগর্ভ সূক্ষ্মতর। হিরণ্যগর্ভ বা মহৎ হইতে অব্যক্ত সূক্ষ্মতর এবং অব্যক্ত বা মায়াতত্ত্ব হইতে পুরুষ বা পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ। পরমাত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন বস্তু নাই। পরমাত্মাই সমস্ত কার্য্যকারণ সংঘাতের পরাকাষ্ঠা। তিনিই শ্রেষ্ঠ গম্য পদ।

টীকাকার মধুসূদন বায়ুপুরাণের নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করেন, 'অস্মদাদি ব্যষ্টি বুদ্ধির সকাশ হইতে সমষ্টি বুদ্ধিরূপ হিরণ্যগর্ভ শ্রেষ্ঠ। উক্ত মর্মে বায়ুপুরাণে আছে, 'মনো মহান্ মতির্ব্রহ্মা পূর্বুদ্ধি খ্যাতিরীশ্বরঃ।'

ইন্দ্রিয়ের প্রবর্তক বলিয়া। মন হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, সঙ্কল্পের পূর্বে নিশ্চয় হয় বলিয়া। কিন্তু যাহা বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধি গুহাতে সাক্ষীরূপে অবস্থিত তাহাই সর্বান্তর আত্মা। তাহা (কাম) দেহীকে বিমুগ্ধ করে। 'দেহী' শব্দে কথিত জীবাত্মাই নির্দেশিত। ৪২

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্। ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে কর্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়।

অন্বয়—মহাবাহো, এবং বুদ্ধেঃ পরম্ আত্মানং বুদ্ধা আত্মনা আত্মানং সংস্তভ্য কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি। ৪৩

মূলের অনুবাদ—হে মহাবাহো, এইরূপে বুদ্ধির অতীত আত্মাকে জানিয়া এবং সংকল্পাত্মক[১] মনকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চল করিয়া দুর্জেয় কামকে বিনাশ কর। ৪৩

ভগবান ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত
ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে কর্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ শাস্ত্রে সংকল্প সম্বন্ধে এই উক্তি পাওয়া যায়—

যদি বর্ষসহস্রাণি তপশ্চরতি দারুণম্।
নান্তঃ কশ্চিদুপায়োঽস্তি সংকল্পোপশমাদৃতে॥
নিঃসংকল্পো যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারোপরো ভব।
ক্ষয়ে সংকল্পজালস্য জীব ব্রহ্মত্বমাপ্নুয়াৎ॥

যদি সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা কর, তাহাতেও সিদ্ধিলাভ হইবে না সংকল্পের সন্ন্যাস ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানের অন্য কোন উপায় নাই। ব্যবহারকালে যথাসাধ্য সংকল্প বিনাশ কর। সংকল্পজাল বিনষ্ট হইলে জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়

শ্রীধরী টীকা—উপসংহরতি—এবমিতি। বুদ্ধেরেব বিষয়েন্দ্রিয়াদিজন্যাঃ কামাদিবিক্রিয়াঃ, আত্মা তু নির্বিকারস্তৎসাক্ষীত্যেবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধা আত্মনা এবম্ভূতয়া নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা আত্মানং মনঃ সংস্তভ্য নিশ্চলং কৃত্বা কামরূপং শত্রুং জহি মারয়। দুরাসদং দুঃখেনাসাদনীয়ং দুর্বিজ্ঞেয়-গতিমিত্যর্থঃ। ৪৩

স্বধর্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা নরাঃ।
তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্বকর্মভিঃ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসু শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং সুবোধিন্যাং টীকায়াং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান আলোচ্য বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন। বিষয়েন্দ্রিয়াদি নিমিত্ত বুদ্ধিতেই কামাদি বিকার ঘটে; কিন্তু আত্মা নির্বিকার ও বুদ্ধির সাক্ষী। এইরূপে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জানিয়া আত্মা, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা আত্মাকে, মনকে নিশ্চল করিয়া কামরূপ শত্রুকে বিনাশ কর। দুরাসদ, অতিকষ্টে আসাদনীয়, দমনীয়। ইহার অর্থ, দুর্বিজ্ঞেয়। ৪৩

বুধগণ ভক্তিভরে স্বধর্ম পালন দ্বারা যাঁহাকে আরাধনা করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হন, সেই পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব কর্মদ্বারা প্রসন্ন করাই কর্তব্য।

শ্রীধর স্বামীকৃত সুবোধিনী টীকার তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

মহাভারতে কামজয়ের এই উপায় কথিত হইয়াছে—

কাম জানামি তে মূলং সংকল্পাৎ কিল জায়সে।
ন ত্বাং সংকল্পয়িষ্যামি সমূলো ন ভবিষ্যসি॥

হে কাম! তোমার মূল আমি জানি। তুমি সংকল্প হইতে সঞ্জাত। তোমাকে আর মনে আসিতে দিব না। তাহা হইলে তুমি সমূলে বিনষ্ট হইবে। সংকল্প উদিত হইবার পূর্বেই উহাকে বিনাশ করিতে হইবে। ইহার অর্থ, সর্বদা এত সতর্ক থাকিতে হইবে যে, কামচিন্তা মনে আসিবার সুযোগ আদৌ না পায় এবং অসতর্ক অবস্থায় আসিয়া পড়িলে উহাকে ক্ষণকালও মনে থাকিতে দিও না।

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, অহং বিবস্বতে ইমম্ অব্যয়ং যোগং প্রোক্তবান্, বিবস্বান্ মনবে প্রাহ; মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ। ১

মূলের অনুবাদ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সৃষ্টির পূর্বে আমি আদিত্যকে এই অব্যয় ফলপ্রদ যোগ শিক্ষা দিয়াছিলাম। অনন্তর আদিত্য স্বপুত্র মনুকে[১] ও মনু স্বপুত্র আদিরাজ ইক্ষ্বাকুকে এই যোগ শিক্ষা দেন। ১

শ্রীধরী টীকা—"আবির্ভাবতিরোভাবাবাবিষ্কর্তুং স্বয়ং হরিঃ।
তত্ত্বংপদবিবেকার্থং কর্মযোগং প্রশংসতি ॥"

এবং তাবদধ্যায়দ্বয়েন কর্মযোগোপায়ো জ্ঞানযোগোপায়শ্চ মোক্ষসাধনত্বেনোক্তস্তমেব ব্রহ্মার্পণাদি গুণবিধানেন ত্বংপদার্থ বিবেকাদিনা চ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রথমং তাবৎ পরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন স্তুবন্ শ্রীভগবানুবাচ ইমমিতি ত্রিভিঃ। অব্যয়ফলত্বাদব্যয়ম্ ইমং যোগং পুরা অহং বিবস্বতে আদিত্যায় কথিতবান্। স চ স্বপুত্রায় মনবে শ্রাদ্ধদেবায় প্রাহ, স চ মনুঃ স্বপুত্রায় ইক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ। ১

টীকার অনুবাদ—ভগবান স্বয়ং অবতারের আবির্ভাব ও তিরোভাবের

---

১ পৃথিবীর প্রজা-স্রষ্টা চৌদ্দ জনের সাধারণ উপাধি মনু। প্রথম মনু স্বয়ম্ভূব এবং তাঁহার নামে মনু সংহিতা প্রচলিত। সপ্তম মনু শ্রাদ্ধদেব বর্তমান জীব জগতের স্রষ্টা। দেবী ভাগবতের দশম স্কন্ধে বহু মনুর কাহিনী বিবৃত।

স্বরূপ প্রদর্শনার্থ সামবেদীয় মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি'র (তাহা তুমি হও) মধ্যে তৎ (তাহা) ত্বম্ (তুমি) এই পদদ্বয়ের সম্যক্ বোধের নিমিত্ত কর্মযোগের প্রশংসা করিতেছেন। এই রূপে পূর্ব দুই অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের উপায়ভূত কর্মযোগের মোক্ষসাধনতা কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মার্পণাদির গুণবিধান এবং ত্বম্ পদ বাচ্য বস্তুর বিবেক দ্বারা ব্যাখ্যানার্থ প্রথমেই পরম্পরাপ্রাপ্ত কর্মযোগের প্রশংসাপূর্বক ভগবান তিন শ্লোকে মোক্ষপ্রদ যোগধর্ম বলিলেন। অব্যয়ফলপ্রদ বলিয়া এই যোগ অব্যয়।[১] পূর্বে আমি বিবস্বান্‌কে (সূর্যকে) এই ধর্ম[২] বলিয়াছি। সূর্য্য স্বপুত্র শ্রাদ্ধদেব মনুকে ও মনু স্বপুত্র ইক্ষ্বাকুকে ইহা বলিয়াছেন। ১

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২

অন্বয়—এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমং [যোগং] রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ। পরন্তপ, ইহ [লোকে] সঃ যোগঃ মহতা কালেন নষ্টঃ। ২

---

১ ন ব্যেতি সফলাদিতি—বলদেব। অব্যয়মোক্ষফলত্বাৎ—মধুসূদন।

২ জগৎপালয়িতা ক্ষত্রিয়গণের বলাধানার্থ ভগবান এই মোক্ষযোগ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন। এই যোগবলে বলীয়ান হইয়া ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ জাতিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর পরিরক্ষিত হইলে তাঁহারা সংসার সংরক্ষণ করিতে পারিবেন।—শংকরাচার্য্য। ব্রহ্মা পুনঃ পুনঃ সাত বার নারায়ণ হইতে জন্মলাভ করেন। সপ্তম জন্মে তিনি নারায়ণ হইতে এই যোগধর্ম প্রাপ্ত হন। তৎপরে ব্রহ্মা দক্ষকে, দক্ষ স্বীয় দৌহিত্র আদিত্যকে ও আদিত্য বিবস্বান্‌কে উহা দান করেন। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে অবিস্বান্ মনুকে ও মনু ইক্ষ্বাকুকে এই ধর্ম শিক্ষা দেন। ইক্ষ্বাকু ইহা ত্রিলোকে প্রচার করেন। দ্বাপরে মহর্ষি বেদব্যাস ইহা শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মের নিকট কীর্তন করেন। মহাভারতে শান্তি পর্বে ৩৮ অধ্যায়ে এই ধর্মের উৎপত্তি বিবৃত। ইহার আদি নাম একান্ত ধর্ম। ইহা সামবেদ-সম্মত। "সম্মিত সামবেদেন পূর্বৈবাদি যুগে কৃতঃ।" সত্যযুগে ভগবান নারায়ণ এই সামবেদসম্মত একান্ত ধর্ম সৃষ্টি করিয়া ছিলেন এবং তদবধি ইহা স্বয়ং ধারণ করিয়া আছে।—

"নূনমেকান্তধর্মোঽয়ং শ্রেষ্ঠো নারায়ণপ্রিয়ঃ।"

মূলের অনুবাদ—নিমি[১] নাভাগাদি রাজর্ষিগণ জনক, অজাতশত্রু, কৈকেয় প্রভৃতি রাজগণ এবং সনক, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ এই ক্ষত্রিয় পরম্পরাপ্রাপ্ত

১ সূর্যবংশীয় ইক্ষ্বাকুর পুত্র ও জনকের পিতা নিমিরাজের বৃত্তান্ত রামায়ণের আদি কাণ্ডে ও মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে (উহার উপর কুল্লুক ভট্টকৃত টীকাতেও) এবং শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের নবম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রদত্ত। ইক্ষ্বাকুতনয় নিমিরাজ সত্র আরম্ভ করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠকে ঋত্বিক্‌পদে বরণ করিলে ঐ মুনি বলিলেন, "অগ্রে ইন্দ্র আমাকে বরণ করিয়াছেন। ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপন না করিয়া তোমার যজ্ঞে বৃত হইতে পারি না। যাবৎ ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপন না হয়, তাবৎ পর্যন্ত তুমি প্রতীক্ষা কর।" এই কথায় নিমি মৌনী হইয়া রহিলেন। বশিষ্ঠ ইন্দ্রের যজ্ঞ করিতে গেলেন। রাজা নিমি জীবনের নশ্বরতা জানিয়া কুলগুরু বশিষ্ঠ আসিতে না আসিতে অন্য ঋত্বিক্‌ দ্বারা সত্র আরম্ভ করিয়া দিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ ইন্দ্রসত্র সমাপনান্তে আসিয়া শিষ্যের অন্যায় আচরণ দর্শনে এই অভিশাপ দিলেন, "পণ্ডিতাভিমানী নিমিরাজের দেহপাত অবিলম্বে হউক।" কুলগুরু উক্তরূপে অধর্মবর্তী হওয়াতে নিমিও তাঁহাকে এই অভিশাপ দিলেন, "তুমি লোভবশে ধর্মের প্রতি দৃষ্টি করিলে না। অতএব, তোমারও দেহ পতিত হউক।" এই জ্ঞানী নিমি নিজ দেহ বিসর্জন করিলেন। তখন ঋষি বশিষ্ঠের শরীর পাত হইল। মিত্রাবরুণের ঔরসে ও উর্বশীর গর্ভে বশিষ্ঠ পুনরুৎপন্ন হন। ঋত্বিক্‌ মুনিগণ গন্ধ বস্তুর মধ্যে নিমিদেহ স্থাপনপূর্বক সত্রযাগ সমাপ্ত করিলেন এবং তাহাতে উপস্থিত দেবগণকে বলিলেন, "যদি আপনারা প্রসন্ন ও সমর্থ হন, তাহা হইলে নিমির এই দেহ সজীব হউক।" ইহাতে দেবতাগণ 'তথাস্তু' বলিলে নিমি গন্ধ বস্তু মধ্য হইতে বলিলেন, "আর কখনই যেন আমার দেহ-বন্ধ না হয়। মুমুক্ষু মুনিগণ বিয়োগভয়ে কাতর হইয়া কদাপি দেহ সম্বন্ধ বাঞ্ছা করেন না। আর আমি দেহ ধারণ করিতে চাই না।" ইহাতে দেবগণ কহিলেন, "তবে দেহমুক্ত হইয়া আপনি দেহীসমূহের লোচনে যথেচ্ছ নিবাস করুন।" অধ্যাত্ম সংস্থিত রাজর্ষি নিমি চক্ষুর উন্মেষ ও নিমেষ দ্বারা লক্ষিত হন। এইজন্য চক্ষুর পলককে নিমিষ বা নিমেষ বলে। মুনিগণ রাজাশূন্য রাজ্যের জন্য রাজপুত্র কামনাপূর্বক মৃত নিমির দেহ মন্থন করিলেন। ইহার ফলে উক্ত দেহ হইতে একটী কুমার উৎপন্ন হইল। এই কুমারের নাম জনক। পিতা নিমির বিদেহ অবস্থায় জাত হওয়ায় জনকের অন্য নাম বৈদেহ এবং মথন দ্বারা উৎপন্ন বলিয়া তাঁহাকে মিথিল

যোগ-ধর্ম জানিতেন। হে শত্রুতাপন,[১] উহা কালক্রমে সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। ২

শ্রীধরী টীকা—এবমিতি। রাজানশ্চ তে ঋষয়ো চান্যেঽপি রাজর্ষয়ো নিমিপ্রমুখাঃ স্বপুত্রাদিভিরিক্ষ্বাকুপ্রমুখৈঃ প্রোক্তমিমং যোগং বিদুর্জানন্তি স্ম। অদ্যতনানামজ্ঞানে কারণমাহ। হে পরন্তপ শত্রুতাপন। স যোগঃ কালবশাদিহলোকে নষ্টো বিচ্ছিন্নঃ। ২

টীকার অনুবাদ—এইরূপে রাজগণ ও ঋষিবৃন্দ এবং রাজর্ষি নিমি প্রমুখ অন্যেও স্বীয় পিত্রাদি ইক্ষ্বাকু প্রমুখ ব্যক্তিগণের নিকট এই যোগ জানিয়াছিলেন। আধুনিক রাজগণের অজ্ঞতার কারণ বলিতেছেন—হে পরন্তপ, শত্রুতাপন, সেই যোগ কালপ্রভাবে ইহলোকে সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ২

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।

ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

অন্বয়—[ত্বং] মে ভক্ত সখা চ অসি ইতি [হেতোঃ] অয়ং সঃ পুরাতনঃ যোগঃ অদ্য ময়া তে এব প্রোক্তঃ, হি এতৎ উত্তমং রহস্যম্। ৩

মূলের অনুবাদ—অদ্য সেই পুরাতন[২] যোগধর্ম পুনরায় তোমাকে উপদেশ দিলাম। তুমি আমার প্রিয় ভক্ত ও প্রিয় সখা[৩]। এই হেতু তোমার নিকট এই উত্তম রহস্য প্রকাশ করিলাম। ৩

বলা হয়। তিনি মিথিলা পুরী নির্মাণ করেন ও তাঁহার কন্যার নাম মৈথিলী বা সীতা।

১ ভানুতুল্য শৌর্য্য, তেজঃ ও গভস্তি দ্বারা যিনি শত্রুগণকে তাপিত করেন—শংকরাচার্য

২ অনাদি বেদমূলক বলিয়া এই যোগধর্ম পুরাতন।

৩ অতএব তুমি যোগধর্মের অধিকারী। অনধিকারীকে যোগরহস্য উপদেশদান শাস্ত্র নিষিদ্ধ। মুক্তিকোপনিষদে আছে, "বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম, গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি।" ইহার অর্থ, "একথা ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণগণের সমীপে যাইয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা আমাকে গোপনে রক্ষা কর; নচেৎ আমি শুভ-

শ্রীধরী টীকা—স এবায়মিতি। স এবায়ং যোগোঽস্য বিচ্ছিন্নে সম্প্রদায়ে সতি পুনশ্চ ময়া তে তুভ্যমুক্তঃ। যতস্ত্বং মম ভক্তোঽসি সখা চেতি। অন্যস্মৈ ময়া নোচ্যতে, হি যস্মাদেতদুত্তমং রহস্যম্। ৩

টীকার অনুবাদ—সেই যোগ সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও অদ্য তোমাকে পুনরায় বলিলাম। কারণ, তুমি আমার ভক্ত ও সখা। অন্যকে ইহা কথিত হয় নাই ; যেহেতু ইহা অত্যুত্তম ও রহস্যময়। ৩

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

অন্বয়—অর্জুনঃ উবাচ, ভবতঃ জন্ম অপরম্, বিবস্বতঃ জন্ম পরম্। ত্বম্ আদৌ [বিবস্বতে ইমং যোগং] প্রোক্তবান ইতি এতৎ কথং বিজানীয়াম্ ? ৪

মূলের অনুবাদ—অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আদিত্য জন্মগ্রহণ করিবার দীর্ঘ কাল পরে বসুদেবগৃহে আপনার শুভ জন্ম[১] হইয়াছিল। সুতরাং আমি কিরূপে বুঝিব যে, সৃষ্টির পূর্বে আপনি তাঁহাকে এই যোগধর্ম উপদেশ করিয়াছিলেন ?" ৪

শ্রীধরী টীকা—ভগবতো বিবস্বন্তং প্রতি যোগোপদেশাসম্ভবং পশ্যন্নর্জুন উবাচ—অপরমিতি। অপরম্ অর্বাচীনং তব জন্ম, পরং প্রাক্কালীনং বিবস্বতো জন্ম। তস্মাত্তবাধুনিকত্বাচ্চিরন্তনায় বিবস্বতে ত্বমাদৌ যোগং প্রোক্তবানিতি, এতৎ কথমহং বিজানীয়াং জ্ঞাতুং শক্নুয়াম্। ৪

টীকার অনুবাদ—বিবস্বান্‌কে ভগবানের যোগোপদেশ প্রদান অসম্ভব ভাবিয়া অর্জুন বলিলেন, আপনার জন্ম অর্বাচীন, পরবর্তী। বিবস্বানের জন্ম প্রাক্কালীন, পূর্ববর্তী। সুতরাং আপনি অধুনাতন ও বিবস্বান্ চিরন্তন,

---

ফলদানে সমর্থ হইবে না।" অনধিকারীর জীবনে ধর্মের পূর্ণরূপ প্রকটিত হয় না ও ধর্ম বিকৃত স্বরূপ ধারণ করে।'

১ অষ্টাবিংশতিসংখ্যাচতুর্যুগসংখ্যাতম্ ত্বম্—রামানুজ।

সুপ্রাচীন। আপনি সৃষ্টির আদিতে বিবস্বান্‌কে এই যোগ বলিয়াছেন—ইহা কিরূপে আমি জানিতে পারি ? ৪

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, পরন্তপ অর্জুন মে তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি। অহং [তানি] সর্বাণি বেদ, ত্বং [তানি] ন বেত্থ। ৫

মূলের অনুবাদ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হে পরন্তপ অর্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম[১] অতিক্রান্ত হইয়াছে। আমার বিদ্যাশক্তি অলুপ্ত[২] থাকায় আমি তৎসমুদয় জানি ; আর তুমি অবিদ্যাবৃত বলিয়া সেইগুলি বিস্মৃত হইয়াছ।" ৫

শ্রীধরী টীকা—ইতি পৃষ্টবন্তমর্জুনং রূপান্তরেণোপদিষ্টবানিত্যভিপ্রায়েণোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ বহূনীতি। মম বহূনি জন্মানি তব চ ব্যতীতানি। তান্যহং সর্বাণি বেদ জানামি, অলুপ্তবিদ্যাশক্তিত্বাৎ। ত্বন্তু ন জানাসি, অবিদ্যাবৃতত্বাৎ। ৫

টীকার অনুবাদ—অন্য অবতাররূপে আমি এই যোগধর্ম উপদেশ দিয়াছি—উক্ত অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন, বহু জন্ম ইত্যাদি। সেই সকল জন্ম আমি জানি, আমার বিদ্যাশক্তি অলুপ্ত, অক্ষীণ থাকায় ; কিন্তু তুমি অবিদ্যা কর্তৃক আবৃত বলিয়া তৎসমুদয় জান না। ৫

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

অন্বয়—অজঃ অব্যয়াত্মা সন্ অপি [তথা] ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ সন্ অপি অহং স্বয়ং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি। * ৬

---

১ অপূর্বদেহযোগই জন্ম—বলদেব

২ অনাবরণজ্ঞানত্বাৎ—হনুমৎ স্বামী।

* ষষ্ঠ শ্লোকের প্রথমার্ধে অবতারের পারমার্থিক জন্মাভাবের কারণ ও শেষার্ধে প্রাতিভাষিক জন্মসম্ভবের কারণ কথিত।—আনন্দগিরি।

মূলের অনুবাদ—আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বরস্বভাব ও ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত সর্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় সাত্ত্বিকী প্রকৃতিকে আশ্রয়পূর্বক সত্ত্বমূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ[১] হই। ৬

শ্রীধরী টীকা—নন্বনাদেস্তব কুতো জন্ম, অবিনাশিনশ্চ কথং পুনর্জন্ম, যেন বহূনি মে ব্যতীতানীত্যুচ্যতে, ঈশ্বরস্য তব পুণ্যপাপবিহীনস্য কথং বা জীববজ্জন্মেত্যত আহ—অজোঽপীতি। সত্যমেবং তথাপি অজোঽপি জন্মশূন্যোঽপি সন্নহং তথাঽব্যয়াত্মাপি অবিনশ্বর-স্বভাবোঽপি সন্, তথা ঈশ্বরোঽপি কর্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি সন্, স্বাত্মমায়য়া সম্ভবামি সম্যগ প্রচ্যুতজ্ঞানবলবীর্যাদি-শক্ত্যৈব ভবামি। নন্ তথাপি ষোড়শকলাত্মকলিঙ্গদেহশূন্যস্য চ তব কুতো জন্ম ইত্যতঃ উক্তম্। স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জিত-সত্ত্বমূর্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ। ৬

টীকার অনুবাদ—যদি বল, আপনি আদিহীন, আপনার জন্ম কিরূপে সম্ভব? এবং আপনি বিনাশরহিত, কিরূপে আপনার পুনর্জন্ম হয়? যে জন্য আপনি বলিতেছেন, আমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। আপনি পুণ্য-পাপবিমুক্ত ঈশ্বর; কিরূপে জীববৎ আপনার জন্ম সম্ভব? এইজন্য বলিতেছেন, আমি অজ হইলেও ইত্যাদি। ইহা অতি সত্য। তথাপি অজ, জন্মশূন্য হইলেও আমি অব্যয়াত্মা, অনশ্বর-স্বভাব হইলেও এবং ঈশ্বর, কর্মাধীন

---

১ ভাষ্যকার শংকরাচার্য বলেন, "ঈশ্বর ঈশনশীলোঽপি সন্ স্বাং বৈষ্ণবীং মায়াং ত্রিগুণাত্মিকাং প্রকৃতিং, যস্যা বশে সর্বং জগদ্বর্ততে, যয়া মোহিতং সৎ স্বমাত্মানং বাসুদেবং ন জানাতি, তাং প্রকৃতিং বশীকৃত্য দেহবানিব জাত ইব ভবামি, ন পরমার্থতো লোকবৎ।" ইহার অর্থ, ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্বভূতের ঈশন-শীল হইয়াও আমি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে, যাহার বশে বিশ্বজগৎ অবস্থিত ও যাহার দ্বারা মোহিত হইয়া আমাকে, বাসুদেবকে লোকে জানে না, আমি যেন দেহ ধারণ করি, জাত হই। আমার জন্ম প্রাকৃত মানবের জন্মবৎ পরমার্থতঃ নহে। টীকাকার আনন্দগিরি বলেন, বস্তুতঃ জন্মাভাবেও মায়াবশে, ভগবানের জন্ম সম্ভব হয়। শ্রীভগবানের পারমার্থিক জন্ম অসম্ভব ও প্রাতিভাসিক জন্ম সম্ভব।

না হইলেও। স্বীয় মায়া দ্বারা সম্ভূত হই, সম্যক্ অবাধিত জ্ঞান, বল ও বীর্য্য প্রভৃতি শক্তি দ্বারা মৎস্যাদি ও নররূপে অবতীর্ণ হই। যদি বল, তাহা হইলেও আপনি ষোড়শকলাত্মক[১] লিঙ্গদেহরহিত, আপনার জন্ম কিরূপে হয়? এইজন্য বলিতেছেন, স্বীয় শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ প্রকৃতিকে আশ্রয়, স্বীকার করিয়া। ইহার অর্থ, বিশুদ্ধ, প্রোজ্জ্বল সত্ত্বমূর্তি পরিগ্রহপূর্বক স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হই। ৬

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭

অন্বয়—ভারত*, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিঃ অধর্মস্য [চ] অভ্যুত্থানং ভবতি, তদা অহং আত্মানং সৃজামি। ৭

মূলের অনুবাদ—হে ভারত*, যখন যখন অভ্যুদয়ও নিঃশ্রেয়স সাধক বর্ণাশ্রম ধর্মের হানি ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব[২] ঘটে তখন তখনই আমি সত্ত্বমূর্তিতে স্বীয় মায়াবশে নরাদি দেহ ধারণ করি। ৭

---

১ পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়। মৃত্যুর পরে এই সূক্ষ্ম দেহ লইয়া আত্মা পুনঃ স্থূল দেহ ধারণ করে। ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত যে, অবতারের সূক্ষ্ম দেহ নাই।

* মধুসূদনমতে ভরতবংশোদ্ভব। যথোক্ত বৈদিক ধর্মের হানি সহনে অর্জুন সমর্থ নহেন বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই নামে সম্বোধন করিলেন।

২ শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে ধর্ম বেদবিহিত ও অধর্ম বেদনিষিদ্ধ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুদয় হইলে কিরূপ অবস্থা ঘটে তাহা এই রূপে বর্ণিত :—

বেদহীনো ব্রাহ্মণশ্চ বলহীনশ্চ ভূপতিঃ।
জাতিহীনাঃ জনাঃ সর্বে ম্লেচ্ছভূপো ভবিষ্যতি ॥
স্বল্পধর্মরতাঃ ভূপাঃ স্বল্পধর্মরতাঃ দ্বিজাঃ।
ব্রতধর্মরতাঃ কেচিৎ সর্বে স্বচ্ছন্দগামিনঃ ॥
নারীষু ন সতী কাপি পুংশ্চলী চ গৃহে গৃহে।
করোতি তর্জনং কান্তং ভৃত্যতুল্যঞ্চ কম্পিতম্ ॥

শ্রীধরী টীকা—কদা সম্ভবসীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদা যদেতি। ধর্মস্য গ্লানির্হানিঃ। অধর্মস্য অভ্যুত্থানমাধিক্যম্। ৭

টীকার অনুবাদ—কখন আপনি শরীর ধারণ করেন? এই আশংকার উত্তর ভগবান এই শ্লোকে দিতেছেন। গ্লানি, হানি। অভ্যুত্থান, আধিক্য। ৭

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

অন্বয়—সাধূনাং পরিত্রাণায়, দুষ্কৃতাং বিনাশায়, ধর্মসংস্থাপনার্থায় চ [অহম্] যুগে যুগে সম্ভবামি। ৮

মূলের অনুবাদ—সন্মার্গবর্তী নরনারীগণের সংরক্ষণ, পাপকারীগণের বিনাশ ও বেদবিহিত ধর্ম স্থাপনের জন্য প্রতিযুগে মায়াবশে আমি দেবমনুষ্যাদি-রূপে অবতীর্ণ হই। ৮

শ্রীধরী টীকা—কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহ—পরিত্রাণায়েতি। সাধূনাং স্বধর্মবর্তিনাং রক্ষণায়। দুষ্টং কর্ম্ম কুর্বন্তীতি দুষ্কৃতস্তেষাং বধায় চ এবং ধর্মস্য সংস্থাপনার্থায়, সাধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্মং স্থিরীকর্তুং যুগে যুগে তত্তদবসরে সম্ভবামীত্যর্থঃ। নচৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুর্বতোঽপি নৈর্ঘৃণ্যং শংকনীয়ম্, যথাহুঃ—

লালনে তাড়নে মাতুর্নকারুণ্যং যথার্ভকে।
তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ ॥ ইতি। ৮

টীকার অনুবাদ—কি হেতু আপনি অবতীর্ণ হন? এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন, সাধুগণের পরিত্রাণার্থ ইত্যাদি। সাধুগণের, স্বধর্মবর্তীগণের রক্ষণার্থ। যাহারা দুষ্ট, নিষিদ্ধ কর্ম করে তাহারা দুষ্কৃত তাহাদের বধের জন্যও। এইরূপে ধর্মসংস্থাপন নিমিত্ত, সাধুরক্ষণ ও দুষ্ট বিনাশ

ব্রাহ্মণ বেদহীন, শাসক শক্তিহীন, জনগণ জাতিহীন ও রাজা ম্লেচ্ছ হইবে। রাজগণ অন্যধর্মনিষ্ঠ, ব্রাহ্মণগণ অন্যধর্মযুক্ত, ক্বচিৎ কেহ কেহ ব্রতোপবাসাদি পালনরত আর সকলে স্বেচ্ছাচারী ও গ্রাম্যধর্মী হইবে। গৃহে গৃহে নারীগণ সতীত্ববর্জিত ও ব্যভিচারিণী হইবে এবং পতিকে ভৃত্যবৎ দেখিবে। পতিও পত্নী-ভয়ে ভীত হইবে। ইত্যাদি।

দ্বারা ধর্মকে স্থিরীকৃত করিতে। ইহার অর্থ, প্রতিযুগে আমি সেই সেই অবকাশে অবতীর্ণ হই। এইরূপে দুষ্ট দমন করিলেও ঈশ্বরের নৈর্ঘৃণ্য, নিষ্ঠুরতা আশঙ্কা করা উচিত নয়। শ্রীদেবীভাগবত বলেন, যেমন মাতা সন্তানকে লালন ও তাড়ন করেন, তদ্রূপ এবং তাড়না করিলেও সন্তানের প্রতি মাতার করুণার অভাব প্রকটিত হয় না, তদ্রূপ গুণ ও দোষের নিয়ন্তা ঈশ্বরকে কখনও অকরুণ বলা উচিত নয়। ৮

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৯

অন্বয়—অর্জুন যঃ মে এবং দিব্যং জন্ম কর্ম চ তত্ত্বতঃ বেত্তি, স দেহং ত্যক্ত্বা পুনঃ জন্ম ন এতি, [কিন্তু] মাম্ [এব] এতি। ৯

মূলের অনুবাদ—হে অর্জুন, যিনি আমার এই অলৌকিক জন্ম ও দিব্য[1] কর্ম যথার্থরূপে[2] অবগত হন, তিনি দেহত্যাগান্তে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না; কিন্তু আমাকেই[3] প্রাপ্ত হন। ৯

শ্রীধরী টীকা—এবংবিধানামীশ্বরজন্মকর্মণাং জ্ঞানে ফলমাহ জন্মকর্মেতি। মে জন্ম স্বেচ্ছাকৃতং, কর্ম চ ধর্মপালনরূপং দিব্যমলৌকিকং তত্ত্বতঃ পরানুগ্রহার্থমেবেতি যো বেত্তি, স দেহাভিমানং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্ম নৈতি ন প্রাপ্নোতি, কিন্তু মামেব প্রাপ্নোতি। ৯

টীকার অনুবাদ—ঈশ্বরের এরূপ জন্ম ও কর্মের জ্ঞানলাভ করিলে কি ফল হয়, তাহা ভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন। স্বেচ্ছাকৃত আমার জন্ম ও ধর্মপালনরূপ কর্ম[4] দিব্য, অলৌকিক তত্ত্বতঃ, লোককল্যাণার্থই—

১ অপ্রাকৃত, অন্য দ্বারা অসম্ভব ও কেবল ঈশ্বরের পক্ষে সাধারণ—মধুসূদন।
২ ব্রহ্মরূপে আমাকে জানেন।—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।
৩ সচ্চিদানন্দঘন ভগবান বাসুদেবকে।—মধুসূদন।
৪ মৎস্যাবতারে জলপ্লাবনে বৈবস্বত মনুর রক্ষণ, কূর্মাবতারে সমুদ্রমন্থনকালে

ইহা যিনি জানেন। তিনি দেহাত্মবোধ ত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্ম, সংসৃতি প্রাপ্ত হন না ; কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন। ৯

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০

অন্বয়—বীতরাগভয়ক্রোধাঃ মন্ময়াঃ মাম্ উপাশ্রিতাঃ জ্ঞানতপসা পূতাঃ বহবঃ মদ্ভাবম্ আগতাঃ। ১০

মূলের অনুবাদ—মদ্গতচিত্ত, আসক্তিরহিত, ভয়শূন্য ও ক্রোধমুক্ত বহু যোগী আমাকে আশ্রয়পূর্বক জ্ঞান-তপস্যা[১] দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া আমার সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন। ১০

শ্রীধরী টীকা—কথং জন্মকর্মজ্ঞানেন ত্বৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদিত্যত্রাহ বীতরাগেতি। অহং শুদ্ধসত্ত্বাবতারৈঃ ধর্মপরিপালনং করোমীতি মদীয়ং পরমকারুণিকত্বং জ্ঞাত্বা বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধা যেভ্যস্তে চিত্তবিক্ষেপাভাবাং মন্ময়া মদেকচিত্তা ভূত্বা মামেবোপাশ্রিতাঃ সন্তো মৎপ্রসাদলভ্যং যদাত্মজ্ঞানঞ্চ, তপশ্চ, তৎপরিপাকহেতুঃ স্বধর্মঃ তয়োর্দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ। তেন জ্ঞানতপসা পূতাঃ শুদ্ধাঃ নিরস্তাঽজ্ঞানতৎকার্য্যমলাঃ সন্তো মদ্ভাবং মৎসাযুজ্যং প্রাপ্তা বহবঃ, ন ত্বধুনৈব প্রবৃত্তোঽয়ং মদ্ভক্তিমার্গ ইত্যর্থঃ। তদেবং 'তান্যহং বেদ সর্বাণি' ত্যাদিনা বিদ্যাঽবিদ্যোপাধিভ্যাং তত্ত্বংপদার্থাবীশ্বরজীবৌ প্রদর্শ্য ঈশ্বরস্য

মন্দার পর্বত পৃষ্ঠে ধারণ, বরাহাবতারে বেদরক্ষার্থ জলমগ্ন পৃথিবী উদ্ধার, নৃসিংহাবতারে হিরণ্যকশিপু বধ ও প্রহ্লাদ রক্ষণ, বামনাবতারে বলির নিকট ত্রিপাদভূমি ভিক্ষা, পরশুরামাবতারে একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করণ, রামাবতারে রাবণবধ ও কৃষ্ণাবতারে কংসাদি বধ ইত্যাদি।

১ শাস্ত্র বলেন—

উত্তমা তত্ত্বচিন্তৈব মধ্যমং শাস্ত্রচিন্তনম্।
অধমা মন্ত্রচিন্তা চ তীর্থযাত্রাধমাধমা ॥

তত্ত্বচিন্তা উত্তম সাধন, শাস্ত্রার্থ মনন মধ্যম সাধন, মন্ত্রজপ অধম সাধন এবং তীর্থদর্শন নিকৃষ্ট সাধন। সাধন ও তপস্যা একার্থ বাচক।

চাবিদ্যাভাবেন নিত্যশুদ্ধত্বাজ্জীবস্য চেশ্বরপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ শুদ্ধস্য সতশ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্। ১০

টীকার অনুবাদ—কিরূপে আপনার জন্ম ও কর্মের জ্ঞান দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়? ইহার উত্তর এই শ্লোকে ভগবান দিতেছেন। আমি শুদ্ধসত্ত্ব অবতার দ্বারা ধর্ম রক্ষা করি—আমার এই পরম কারুণিকত্ব জানিয়া বীত, বিগত আসক্তি ও ভয় ও ক্রোধ যাহাদের হইবে তাহারা। চিত্তের বিক্ষেপাভাব হেতু মন্ময়, মদেকচিত্ত হইয়া। কেবল আমাকেই আশ্রয় করিয়া। আমার অনুগ্রহে প্রাপ্ত যে আত্মজ্ঞান ও তপস্যা। স্বধর্ম উহার পরিপাকের কারণ। উভয় শব্দের যোগে দ্বন্দ্ব সমাস হওয়ায় এক বচন হইয়াছে। সেই জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পূত, শুদ্ধ, অজ্ঞান ও উহার কার্য্য—মল নিবৃত্ত হইবে। মদ্ভাব, আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন বহু যোগী। ইহার অর্থ, আমার ভক্তিমার্গ সম্প্রতি আরব্ধ হয় নাই। তাহাই, সেই সকলই আমি জানি—ইত্যাদি বাক্যে বিদ্যা ও অবিদ্যারূপ উপাধিযুগল দ্বারা তৎ ও ত্বং পদার্থদ্বয় লক্ষিত ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপ দেখাইয়া ঈশ্বর নিত্যশুদ্ধ বলিয়া অবিদ্যার অভাব হেতু ও ঈশ্বরকৃপায় প্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্তিহেতু জীব শুদ্ধ হইলে সৎবস্তুর চিদংশরূপে তৎ ও ত্বং উভয়ের ঐক্য কথিত হইয়াছে—ইহাই দ্রষ্টব্য। ১০

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ১১

অন্বয়—যে [জনাঃ] যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাং অহং তথা এব ভজামি। পার্থ, মনুষ্যাঃ সর্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্তন্তে। ১১

মূলের অনুবাদ—যাহারা সকাম বা নিষ্কাম ভাবে আমার ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে তদপেক্ষিত ফলদান[১] পূর্বক অনুগৃহীত করি। হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমার ভজন মার্গের অনুবর্তী হইয়া থাকে। ১১

---

১ পীড়াপরিহার, দুঃখনাশ, অর্থদান, জ্ঞানদান, বা মুক্তিদান দ্বারা—নীলকণ্ঠ।

শ্রীধরী টীকা—নমু তর্হি কিং ত্বয়াপি বৈষম্যমস্তি, যস্মাদেবং ত্বদেক-শরণানামেবাত্মভাবং দদাসি, নান্যেষাং সকামানামিত্যত আহ যে যথেতি। যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি তানহং তথৈব তদপেক্ষিতফলদানেন ভজামি অনুগৃহ্ণামি, ন তু যে সকামা মাং বিহায়েন্দ্রাদীনেব ভজন্তে ন তানহমুপেক্ষ্য ইতি মন্তব্যম্। যতঃ সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমনুবর্তন্তে। ইন্দ্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ। ১১

টীকার অনুবাদ—যদি বল, তাহা হইলে কি আপনাতেও বৈষম্যভাব আছে? যেহেতু আপনার একান্ত শরণাগতকেই আত্মভাব প্রদান করেন; আর অন্যান্য সকাম ভক্তকে নহে? ইহার উত্তর ভগবান এই শ্লোকে দিতেছেন। যে প্রকারে, সকাম বা নিষ্কাম ভাবে যাহারা আমাকে ভজন করে তাহাদিগকে আমি তদ্রূপে, তাহাদের আকাংক্ষিত ফলদান দ্বারা অনুগৃহীত করি। মন্তব্য এই যে, যে সকাম সাধকগণ আমাকে ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে ভজন করেন, তাহাদিগকে আমি উপেক্ষা করি না; যেহেতু ইন্দ্রাদি দেবগণের সেবকবৃন্দও সকল প্রকারে আমারই বর্ত্ম, ভজনমার্গ অনুসরণ করে; কারণ ইন্দ্রাদিরূপেও আমি তাহাদের সেব্য হই। ১১

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ১২

অন্বয়—হি কর্মজা সিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং মানুষে লোকে ভবতি। [অতঃ] কর্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ ইহ [লোকে] দেবতাঃ যজন্তে। ১২

মূলের অনুবাদ—মনুষ্যলোকে[১] যজ্ঞাদি সকাম কর্ম অচির কালেই সফল হয়। অতএব, কর্মফল[২] প্রার্থী মনুষ্যগণ[৩] প্রায়শঃ ইহলোকে ইন্দ্রাদি দেবগণকে ভজন করেন। ১১

---

১ মর্ত্যলোকেই চাতুর্বর্ণ্য (চাতুরাশ্রম্য) ও কর্মবিধি বিদ্যমান, অন্য লোকে নহে।—শংকরানন্দ

২ অনাদি ভোগবাসনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—বলদেব।

৩ স্বর্গপশুপুত্রাদি—হনুমৎ স্বামী।

শ্রীধরী টীকা—তর্হি মোক্ষার্থমেব কিমিতি সর্বে ত্বাং ন ভজন্তীত্যত আহ কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। কর্মণাং সিদ্ধিং ফলং কাংক্ষন্তঃ প্রায়শঃ ইহ মনুষ্যলোকে ইন্দ্রাদি দেবতা এব যজন্তে, ন তু সাক্ষান্মামেব। হি যস্মাৎ কর্মজং ফলং শীঘ্রং ভবতি, ন তু জ্ঞানফলং কৈবল্যং। দুষ্প্রাপ্যত্বাৎ জ্ঞানস্য। ১২

টীকার অনুবাদ—তাহা হইলে সকলে মোক্ষলাভের জন্যই আপনাকে ভজনা করে না কেন? ইহার উত্তর ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন, কর্মসমূহের সিদ্ধি, কর্মফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া প্রায়ই অনেকে নরলোকে ইন্দ্রাদি দেবগণকে ভজনা করে, সাক্ষাৎভাবে আমাকে নহে; যেহেতু কর্মজনিত সিদ্ধি. কর্মজাত ফল অচিরে লাভ হয়; কিন্তু জ্ঞানফল কৈবল্য হয় না; কারণ জ্ঞান অতীব দুর্লভ। ১২

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩

অন্বয়—ময়া গুণকর্মবিভাগশঃ চাতুর্বর্ণ্যং সৃষ্টং, তস্য কর্তারম্ অপি অব্যয়ম্ অকর্তারম্ [এব] মাং বিদ্ধি। ১৩

মূলের অনুবাদ—সত্ত্বাদি গুণ ও শমদমাদি কর্মের বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—চারি বর্ণ[১] আমি সৃষ্টি করিয়াছি।

১ শুধু মানবী সৃষ্টি চাতুর্বর্ণ্যময়ী নহে, দেবগণের মধ্যে চতুর্বর্ণ বিদ্যমান। শাস্ত্রমতে সর্বপ্রজা চাতুর্বর্ণ্যময়ী। উক্ত মর্মে এই শ্লোক আছে—

সুরাসুরনরাঃ পক্ষিপশুদ্রুমলতাদয়ঃ।
এবং চতুর্বিধা সর্বা প্রজা বর্ণচতুষ্টয়ী ॥

সুর, অসুর, নর, পক্ষী পশু, বৃক্ষ, লতাদি সর্ব সৃষ্টি চতুর্বর্ণযুক্ত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৪।১১) আছে, দেবগণের মধ্যেও চারি বর্ণ বিরাজমান। ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান ক্ষত্রিয় দেবতা। বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ প্রভৃতি দেবজাতগণ বৈশ্যদেবতা ইত্যাদি। ঋগ্বেদ সংহিতা (৮।১০।৯০) অনুসারে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মপুরুষের মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য উরু হইতে ও শূদ্র পদদ্বয় হইতে জাত।

ফলতঃ আসক্তিরাহিত্যহেতু আমাকে উহার অবিকারী অকর্তা বলিয়া জানিবে। ১৩

শ্রীধরী টীকা—নমু কেচিৎ সকামতয়া প্রবর্তন্তে কেচিন্নিষ্কামতয়েতি কর্মবৈচিত্র্যং, তৎকর্তৃণাঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনামুত্তমং মধ্যমাদিবৈচিত্র্যকুর্বতস্তব কথং বৈষম্যং নাস্তীত্যাশংক্যাহ—চাতুর্বর্ণ্যমিতি। চত্বারো বর্ণা এবেতি চাতুর্বর্ণ্যম্। স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয়ঃ। অয়মর্থঃ—সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাস্তেষাং শমদমাদীনি কর্মাণি, সত্ত্বরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং চ শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কর্মাণি। রজস্তমপ্রধানাঃ বৈশ্যাস্তেষাং কৃষিবাণিজ্যাদীনি কর্মাণি, তমঃ-প্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাঞ্চ ত্রৈবর্ণিকশুশ্রূষাদি কর্মাণীত্যেবং গুণানাং কর্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চাতুর্বর্ণ্যং ময়ৈব সৃষ্টমিতি সত্যং। তথাপ্যেবং তস্য কর্তারমপি ফলতোঽকর্তারমেব মাং বিদ্ধি। তত্র হেতুরব্যয়ম্, আসক্তিরাহিত্যেন শ্রমরহিতং নাশাদিরহিতম্। ১৩

টীকার অনুবাদ—আচ্ছা, কেহ কেহ সকামভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হয়, কেহ কেহ নিষ্কাম ভাবে। এইরূপ কর্মের বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। কর্মকর্তা ব্রাহ্মণাদির মধ্যে উত্তম ও মধ্যমাদি বৈচিত্র্যকারী আপনার বৈষম্য নাই কিরূপে? এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন, মৎকর্তৃক চারি বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে। চাতুর্বর্ণ্য শব্দের অর্থ চারি বর্ণই, স্বার্থে ষ্যঞ প্রত্যয় হইয়াছে। ইহার ভাবার্থ এইরূপ হয়। ব্রাহ্মণগণ সত্ত্বগুণপ্রধান। তাহাদের শমদমাদি কর্ম। ক্ষত্রিয় চরিত্রে সত্ত্ব ও রজো গুণের প্রাধান্য বিদ্যমান। শৌর্য্য প্রকাশ ও যুদ্ধাদি তাহাদের কর্ম। বৈশ্যগণের মধ্যে রজ ও তমগুণপ্রধান। তাহাদের কর্ম কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতি। শূদ্রগণ তমঃপ্রধান। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য বর্ণত্রয়ের সেবা-শুশ্রূষা তাহাদের কর্ম। এইরূপে গুণত্রয় ও কর্মসমূহের বিভাগ দ্বারা চারি বর্ণ মৎকর্তৃকই সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা সত্য। তাহা সত্ত্বেও উহার কর্তা, ফলতঃ অকর্তা আমিই জানিবে। ইহার কারণ, অব্যয়ত্ব ও আসক্তিরাহিত্য হেতু আমি শ্রমরহিত, নাশাদি বর্জিত। ১৩

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪

অন্বয়—কর্মাণি মাং ন লিম্পন্তি, কর্মফলে মে স্পৃহা ন [অস্তি] ইতি যঃ মাম্ অভিজানাতি, সঃ [অপি) কর্মভিঃ ন বধ্যতে। ১৪

মূলের অনুবাদ—বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্মও আমাকে দেহারম্ভক রূপে বদ্ধ করিতে পারে না এবং কোন কর্মফলেই আমার আকাংক্ষা নাই। যে ব্যক্তি আমাকে এইরূপে অবগত হইতে পারে, সে কখনও কোন কর্ম দ্বারা বদ্ধ হয় না। ১৪

শ্রীধরী টীকা—তদেব দর্শয়ন্নাহ—ন মামিতি। কর্মাণি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীন্যপি মাং ন লিম্পন্তি আসক্তং ন কুর্বন্তি। নিরহংকারত্বাদাপ্তকামত্বেন মম কর্মফলে স্পৃহাভাবাচ্চ মাং ন লিম্পন্তীতি কিং বক্তব্যম্। যতঃ কর্মফলে স্পৃহারাহিত্যেন মাং যোঽভিজানাতি সোঽপি কর্মভির্ন বধ্যতে। মম নির্লেপত্বে কারণং নিরহংকারত্বনিস্পৃহত্বাদিকং জানতস্তস্যাপ্যহংকারাদিশৈথিল্যাৎ। ১৪

টীকার অনুবাদ—তাহাই দেখাইতে ভগবান বলিতেছেন, বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কর্মসমূহও আমাকে স্পর্শ করে না, আসক্ত করে না। কারণ আমি অহঙ্কারশূন্য ও আমার কর্মফলে স্পৃহা নাই। সুতরাং কোন কর্ম আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না। ইহাতে আর বক্তব্য কি? যেহেতু আমি সর্বকর্মে আসক্তিরহিত। যে আমার এই ব্রাহ্ম ভাব অবগত হয়, সেও কর্মসমূহ দ্বারা বদ্ধ হয় না। আমার নির্লিপ্ত ভাবের কারণস্বরূপ নিরহঙ্কারত্ব ও নিঃস্পৃহত্ব প্রভৃতি জানিলে তাহারও অহঙ্কারাদি শিথিল হইয়া যায়।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫

অন্বয়—এবং জ্ঞাত্বা পূর্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ অপি কর্ম কৃতম্। তস্মাৎ ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতং কর্ম এব কুরু। ১৫

মূলের অনুবাদ—যুগান্তরে জনকাদি[১] পূর্বতন মুমুক্ষুগণও আমাকে এইরূপে অবগত হইয়াই কর্মানুষ্ঠান করিতেন। অতএব, তুমি পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত কর্মেরই অনুষ্ঠান কর। ১৫

শ্রীধরী টীকা—'যে যথা মা' মিত্যাদি চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ প্রাসঙ্গিকমীশ্বরস্য বৈষম্যং পরিহৃত্য পূর্বোক্তমেব কর্মযোগং প্রপঞ্চয়িতুমনুস্মারয়তি এবমিতি। অহংকারাদিরাহিত্যেন কৃতং কর্ম বন্ধকং ন ভবতীত্যেবং জ্ঞাত্বা পূর্বৈর্জনকাদিভিরপি মুমুক্ষুভিঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং পূর্বতরং যুগান্তরেষপি কৃতং। তস্মাৎ ত্বমপি প্রথমং কর্মৈব কুরু। ১৫

টীকার অনুবাদ—পূর্বশ্লোক-চতুষ্টয়ে প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত ঈশ্বরের বৈষম্য-ভাব পরিহারপূর্বক পূর্বোক্ত কর্মযোগ ব্যাখ্যানার্থ ভগবান স্মরণ করাইতেছেন। অহঙ্কারাদি রহিত হইয়া কর্ম করিলে বন্ধন সৃষ্ট হয় না। এই কর্মতত্ত্ব জানিয়া পূর্বতন জনকাদি মুমুক্ষুগণও সত্ত্বশুদ্ধির জন্য অন্যান্য যুগেও কর্মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই হেতু তুমিও প্রথমে কর্মই কর। ১৫

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬

অন্বয়—কিং কর্ম কিম্ অকর্ম ইতি অত্র কবয়ঃ অপি মোহিতাঃ [অতঃ] যৎজ্ঞাত্বা অশুভাৎ [সংসারাৎ] মোক্ষ্যসে তৎকর্ম তে প্রবক্ষ্যামি। ১৬

মূলের অনুবাদ—কোন্‌টি কর্ম ও কোন্‌টি অকর্ম, এই বিষয়ে বিবেকি-গণও মোহিত আছেন। অতএব যাহা অনুষ্ঠান করিলে অশুভ সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে, সেই কর্ম তত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ১৬

শ্রীধরী টীকা—তচ্চ তত্ত্ববিদ্ভিঃ সহ বিচার্য্য কর্তব্যং ন লোকপরম্পরা-মাত্রেণেত্যাহ—কিং কর্মেতি। কিং কর্ম কীদৃশং কর্মকরণং, কিমকর্ম,

১ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "রাজর্ষি জনক দুই খান তরবার ঘোরাতেন—জ্ঞানের, আবার কর্মের। জনকের মত জ্ঞানী সংসারী গাছের নীচের ফল ও উপরের ফল দুইই খেতে পারেন, সাধুসেবা, অতিথিসংকার এই সব পারেন এবং জ্ঞান সাধনও করেন।"

কীদৃশং কর্মাকরণম্ ইত্যস্মিন্নর্থে বিবেকিনোঽপি মোহিতাঃ। অতো যজ্জ্ঞাত্বা অনুষ্ঠায় অশুভাৎ সংসারান্মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিষ্যসি, তৎ কর্মাকর্ম চ তুভ্যমহং প্রবক্ষ্যামি, শৃণু। ১৬

টীকার অনুবাদ—তাহাও বিচারপূর্বক তত্ত্বজ্ঞগণের অনুষ্ঠেয়, লোক-পরম্পরা অনুসারে কর্ম কর্তব্য নহে। ইহাই ভগবান বর্তমান শ্লোকে বলিতেছেন। কর্ম কি? কিরূপ কর্ম করণীয়? অকর্মই বা কি? কোন্ কর্ম অকরণীয়? এই বিষয়ে বিবেকিগণও মোহিত হন। অতএব, যাহা জানিয়া, অনুষ্ঠান করিয়া অশুভ সংসার হইতে তুমি বিমুক্ত হইবে, সেই কর্ম ও অকর্ম তোমাকে আমি বলিব, তাহা তুমি শোন। ১৬

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।

অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতি॥ ১৭

অন্বয়—কর্মণঃ অপি বোদ্ধব্যং [তত্ত্বম্ অস্তি], বিকর্মণঃ চ বোদ্ধব্যং [তত্ত্বম্ অস্তি], অকর্মণঃ চ [তত্ত্বম্] বোদ্ধব্যং, হি কর্মণঃ গতিঃ গহনা। ১৭

মূলের অনুবাদ—কর্মতত্ত্ব দুর্বিজ্ঞেয়। অতএব বিহিত কর্ম, নিষিদ্ধ কর্ম ও কর্মাভাব—এই তিনের তত্ত্ব অবশ্যই জ্ঞাতব্য। ১৭

শ্রীধরী টীকা—নন্ু লোকপ্রসিদ্ধমেব কর্ম দেহাদিব্যাপারাত্মকম্, অকর্ম চ তদব্যাপারাত্মকম্। অতঃ কথমুচ্যতে—কবয়োঽপ্যত্র মোহং প্রাপ্তা ইতি, তত্রাহ—কর্মণ ইতি। কর্মণো বিহিতব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, ন তু লোকপ্রসিদ্ধমাত্রমেব ; অকর্মণোঽবিহিতব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, বিকর্মণোঽপি নিষিদ্ধস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি ; কর্মণো গতির্গহনা। কর্ম ইত্যুপলক্ষণার্থম্। কর্মাকর্মবিকর্মণাং তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি। যতো দুর্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। ১৭

টীকার অনুবাদ—যদি বল, দেহাদি ব্যাপাররূপ কর্ম সর্বজন কর্তৃক বিদিতই, আর দেহাদির অব্যাপাররূপই অকর্ম। অতএব, বিবেকিগণ এই বিষয়ে মোহগ্রস্ত হন—ইহা কেন উক্ত হয়? ইহার উত্তর ভগবান এই শ্লোকে

বলিতেছেন। কর্মের, বিহিত ব্যাপারের তত্ত্বও জ্ঞাতব্য বিষয়, ইহা কেবল লোকপ্রসিদ্ধ মাত্র নহে। অকর্মের, অবিহিত ব্যাপারেরও তত্ত্ব অবশ্য জ্ঞাতব্য। বিকর্মে, নিষিদ্ধ ব্যাপারেরও তত্ত্ব নিশ্চয় জানিতে হইবে। যেহেতু কর্মের গতি গহনা, দুর্জ্ঞেয়া। কর্মগতি দুর্বিজ্ঞেয় বলায় কর্ম ও অকর্ম ও বিকর্ম তিনটিই[১] উপলক্ষিত হইল। ১৭

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥ ১৮

অন্বয়—যঃ কর্মণি অকর্ম পশ্যেৎ, অকর্মণি চ যঃ কর্ম পশ্যেৎ, স মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্, সঃ যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ[২]। ১৮

মূলের অনুবাদ—যিনি কর্মে বিদ্যমান থাকিয়াও নিজেকে কর্মশূন্য এবং কর্মত্যাগী হইয়াও নিজেকে কর্মযুক্ত মনে করেন, তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্। তিনি যথার্থ কর্মযোগী ও সর্বকর্মের অনুষ্ঠাতা[৩]। ১৮

---

১ শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন ও নীলকণ্ঠ তিন জনই কর্ম ও বিকর্ম ও অকর্মের একই ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কর্ম শাস্ত্রবিহিত, বিকর্ম প্রতিষিদ্ধ ও অকর্ম তূষ্ণীম্ভাব। হনুমৎ স্বামীর মতে এই তিন শব্দের অর্থ যথাক্রমে শরীরের ক্রিয় ব্যাপার, প্রতিষিদ্ধ কর্ম ও কর্মাভাব এবং বলদেবমতে মুমুক্ষুগণ কর্তৃক অনুষ্ঠেয় কর্ম, জ্ঞানবিরুদ্ধ কাম্যকর্ম ও কর্ম ভিন্ন জ্ঞান এবং রামানুজমতে মুমুক্ষুগণের অনুষ্ঠাতব্য কর্ম, নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যকর্ম ও জ্ঞান এবং বিশ্বনাথ-মতে (১) কর্মতত্ত্ব, ঈদৃশ কর্মবন্ধক হয়, ইহা জ্ঞাতব্য: (২) নিষিদ্ধাচরণ কিরূপ দুর্গতি প্রাপক হয়—এই তত্ত্ব; (৩) কর্মাকরণে সন্ন্যাসীর ঈদৃশ কর্মাকরণ শুভদ ও অন্যথা নিঃশ্রেয়স কিরূপে হস্তগত হয়—এইভাব।

২ "নৌস্থেন তীরতরৌ চলনে আরোপিতে সতি তত্ত্ববুদ্ধ্যা তত্র চলনাভাব-মিব যঃ পশ্যেৎ পশ্যতি।" ইহার অর্থ, নৌকাস্থিত ব্যক্তি কর্তৃক নদীতীরবর্তী তরুসমূহে গতি আরোপিত হয়; কিন্তু তত্ত্ব-বুদ্ধিবলে তথায় চলনাভাব দর্শনই সম্যক্ দর্শন। —নীলকণ্ঠ।

৩ এই শ্লোকের ভাষ্যে শংকরাচার্য বৃত্তিকার বোধায়নের সিদ্ধান্ত উল্লেখ-পূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। বোধায়নকৃত গীতাবৃত্তি অধুনা বিলুপ্ত। বোধায়ন বলেন, "ঈশ্বরার্থে অনুষ্ঠীয়মান নিত্যকর্মসমূহের ফলাভাবহেতু সেইগুলি গৌণী বৃত্তি দ্বারা অকর্ম উক্ত হয়। তাহাদের অকরণ (অননুষ্ঠান) অকর্ম এবং

শ্রীধরী টীকা—তদেবং কর্মাদীনাং দুর্বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়ন্নাহ—কর্মণ্যেতি। পরমেশ্বরারাধনলক্ষণে কর্মণি বিষয়ে অকর্ম কর্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেত্তস্য জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাৎ। অকর্মণি চ বিহিতাকরণে কর্ম যঃ পশ্যেৎ তস্য প্রত্যবায়োৎপাদকত্বেন বন্ধহেতুত্বাৎ, মনুষ্যেষু কর্ম কুর্বাণেষু স বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিমত্ত্বাচ্ছ্রেষ্ঠঃ সংস্তৌতি। স যুক্তো যোগী, তেন কর্মণা জ্ঞানযোগাবাপ্তেঃ, স এব কৃৎস্নকর্মকর্তা চ। সর্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে চ তস্মিন্ কর্মণি সর্বকর্মফলানামন্তর্ভূতিত্বাৎ। তদেবমারুরুক্ষোঃ কর্মযোগাধিকারাবস্থায়াং "ন কর্মণামনারম্ভা" দিত্যাদিনোক্ত এব কর্মযোগঃ স্ফুটীকৃতঃ। তৎ প্রপঞ্চরূপত্বাচ্চাস্য প্রকরণস্য ন পৌনরুক্ত্যদোষঃ। অনেনৈব যোগরূঢ়াবস্থায়াং 'যস্ত্বাত্মরতিরেবস্যা' দিত্যাদিনা যঃ কর্মানুপযোগ উক্তস্তস্যাপ্যর্থাৎ প্রপঞ্চঃ কৃতো বেদিতব্যঃ। যদারুরুক্ষোরপি কর্ম বন্ধকং ন ভবতি, তদারূঢ়স্য কুতো বন্ধকং স্যাদিত্যত্রাপি শ্লোকো যুজ্যতে। যদ্বা কর্মণি দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে বর্তমানেঽপ্যাত্মনো দেহাদিব্যতিরেকানুভাবেন অকর্ম স্বাভাবিকং নৈষ্কর্ম্যমেব যঃ পশ্যেৎ, তথা অকর্মণি চ জ্ঞানরহিতে দুঃখবুদ্ধ্যা কর্মণাং ত্যাগে কর্ম যঃ পশ্যেৎ, তস্য প্রতিবন্ধকত্বেন মিথ্যাচারত্বাৎ। তদুক্তং "কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণিতি।" য এবম্ভূতঃ স তু সর্বেষু মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ। তত্র হেতুঃ কৃৎস্নানি সর্বাণি যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তান্যাহারাদীনি কর্মাণি কুর্বন্নপি স যুক্ত এব অকর্ত্রাত্মজ্ঞানেন সমাধিস্থ এবেত্যর্থঃ। অনেনৈব জ্ঞানিনঃ স্বভাবাদাপন্নং কলঞ্জভক্ষণাদিকং ন দোষায়, অজ্ঞস্য তু রাগতঃ কৃতং দোষায়েতি বিকর্মণোঽপি তত্ত্বং নিরূপিতং দ্রষ্টব্যম্। ১৮

টীকার অনুবাদ—কর্মাদির উল্লিখিত দুর্বিজ্ঞেয়ত্ব দেখাইয়া ভগবান

উক্ত প্রত্যবায়ফলহেতু কর্ম উক্ত হয় গৌণী বৃত্তি দ্বারাই। তথা নিত্য কর্মে যিনি অকর্ম দর্শন করেন ফলাভাব হেতু—যেমন ধেনু গাভী হইলেও যদি ক্ষীরাখ্য ফলদান না করে সে অগাভীই তদ্রূপ।" আচার্য শংকর বলেন, "এই ব্যাখ্যান অযৌক্তিক। এরূপ অশুভ জ্ঞান দ্বারা মোক্ষের উপপত্তি হয় না। ইহার দ্বারা ভগবানের বাক্য "যাহা জানিয়া অশুভ হইতে বিমুক্ত হইবে" বাধিত হয়।

বলিতেছেন, কর্মে যিনি অকর্ম দেখেন ইত্যাদি। পরমেশ্বরের আরাধনারূপ কর্মে, কর্ম বিষয়ে। যিনি দেখেন সেই কর্ম অকর্ম, বন্ধক নহে, তাহা জ্ঞান প্রাপ্তির হেতু বলিয়া। এবং অকর্মে, বিহিত কর্ম অকরণে যিনি কর্ম দেখেন, প্রত্যবায়জনক বলিয়া উহা বন্ধনের কারণ। কর্মকারী মনুষ্যসমূহের মধ্যে তিনি বুদ্ধিমান্, নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিমত্তাহেতু শ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে প্রশংসা করিতেছেন, তিনি যুক্ত যোগী। কারণ সেই কর্মদ্বারা জ্ঞানযোগ লাভ হয় এবং তিনিই কৃৎস্নকর্মকর্তা, সর্বকর্মকারী। এবং সর্বত্র-সংপ্লুতোদকবৎ সেই কর্মে সর্বকর্মফল অন্তর্ভূত বলিয়া। উক্ত যোগে আরোহণেচ্ছু ব্যক্তিগণের কর্মযোগে অধিকার লাভের অবস্থা হয়। কর্মযোগের অনারম্ভ ইত্যাদি বাক্যে ভগবান কর্তৃক উক্ত কর্মযোগ স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে। উহার বিশদ ব্যাখ্যানহেতু বর্তমান প্রকরণে পুনরুক্তিদোষ হয় নাই। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যিনি আত্মরতিযুক্ত হন ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে উল্লিখিত যোগারূঢ় অবস্থায় সর্বকর্মের অনাবশ্যকতা কথিত হইয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে তাহাই ব্যাখ্যাত উক্ত শ্লোক এই অর্থেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে—যোগে আরোহণেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষেও যে কর্ম বন্ধন সৃষ্টি করে না, তাহা কিরূপে যোগারূঢ় ব্যক্তির বন্ধন স্বরূপ হইবে? যখন কর্মকালে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারে আত্মা বিদ্যমান থাকেন, তখন আত্মার দেহাদি ব্যতিরিক্ত নিষ্ক্রিয় স্বভাব অনুভব দ্বারা যিনি অকর, স্বাভাবিক নৈষ্কর্ম্য দেখেন; এবং তদ্রূপ জ্ঞানহীন অকর্মে দুঃখবোধহেতু কর্মত্যাগে যিনি কর্ম দেখেন, তিনি কপটাচার। কারণ সর্বকর্ম যত্নসাধ্য। যিনি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে ইহাই কথিত হইয়াছে যিনি এইরূপ কর্মতত্ত্ব অবগত হন, তিনি সর্বমনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত উহার কারণ—যেহেতু কৃৎস্ন, যদৃচ্ছালব্ধ আহারাদি সর্ব কর্ম করিয়াও তিনি মুক্তই। ইহার অর্থ, স্বীয় আত্মার অকর্তৃত্ববোধে তিনি সর্বদা সমাহিতই থাকেন। বিষাক্ত বাণে নিহত পশুর মাংস অনায়াসে প্রাপ্ত হইলে তৎভক্ষণাদি

১ যতক্ষণ অন্তরে কর্মস্পৃহা থাকে, ততক্ষণ নানা কর্ম অবশ্যই কর্তব্য। এই

জ্ঞানীর পক্ষে এই হেতুই দূষণীয় নহে; কিন্তু আসক্তিবশে উক্ত মাংস-ভক্ষণাদি অজ্ঞের পক্ষে নিশ্চয়ই দূষণীয়। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বিকর্মের তত্ত্বও পূর্বোক্ত প্রসঙ্গে নিরূপিত হইল। ১৮

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯

অন্বয়—যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ*, তং জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং বুধাঃ পণ্ডিতম্ আহুঃ। ১৯

মূলের অনুবাদ—যাঁহার সর্বকর্ম ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ও সঙ্কল্পবর্জিত হয় তাঁহার সর্বকর্ম জ্ঞানানলে দগ্ধীভূত হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞগণ তাঁহাকেই পণ্ডিত (জ্ঞানী) বলিয়া থাকেন।

শ্রীধরী টীকা—'কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ' ইতি শ্রুত্যার্থাপত্তিভ্যাং যদুক্তমর্থদ্বয়ং তদেব স্পষ্টয়তি—যস্যেতি পঞ্চভিঃ। সম্যগারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ

জন্যই বেদাদি শাস্ত্রে যজ্ঞাদি কর্মবিহিত। যজ্ঞার্থপশুবধও প্রয়োজন। বেদে আছে, 'অগ্নিষোমিয়ং পশুমালভেত।' এই সকল হিংসাত্মক কর্মদ্বারা মানুষের পশুভাব বিনষ্ট হয়। অসৎকর্ম বর্জনার্থ সৎকর্ম অনুষ্ঠেয়। দীর্ঘকাল সৎকর্মের অনুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধ হইলে সৎকর্মও পরিত্যাগ হয়। যখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অলৌকিক তপোবলে চিত্তশুদ্ধিলাভ করিলেন, তখন তিনি 'গলিতহস্ত' হইলেন; আর তর্পণাদি সৎকর্মও করিতে পারিলেন না। তাঁহার জীবনে যখন বৈরাগ্যের তীব্র ঝড় উঠিল; তখন তাঁহার যজ্ঞসূত্র এবং পরিধেয় বস্ত্রাদিও উড়িয়া গেল। কর্মত্যাগের উচ্চাবস্থা তিনি গ্রাম্য কথায় এই ভাবে সুব্যক্ত করিয়াছেন—ক্ষতস্থান শুকাইয়া গেলে শুক্‌নো মাম্‌ড়ি স্বতঃই খসিয়া পড়ে। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, কৃৎস্নবেদ ও বেদবিহিত যজ্ঞসমূহ মানুষকে হিংসাত্মক কর্মে প্রবর্তিত করিতেছে না; কিন্তু পরিসংখ্যাবোধ দ্বারা নিবৃত্তির উপদেশ দিতেছে। যোগবাশিষ্ঠেও উক্ত হইয়াছে—

পশ্যন্ কর্মণ্যকর্মত্বমকর্মণি চ কর্মতাম্।
যথাভূতার্থ চিদ্রূপঃ শান্তমাসস্ব যথাসুখম্॥

কর্মে অকর্মতা ও অকর্মে কর্মতা দেখিয়া তুমি যথাসুখে প্রশান্ত চিদ্রূপে অবস্থান কর। আত্মভাব বা ব্রহ্মভাব উপলব্ধি না করিলে কর্মত্যাগ অসম্ভব।

* কাম ফলতৃষ্ণা ও সংকল্প 'আমি করি' এই কর্তৃত্বাভিমান—এই দুই ভাব-

কর্মাণি। কাম্যত ইতি কামো ফলং তৎ সংকল্পেন বর্জিতা যস্য ভবন্তি, তং পণ্ডিতমাহুঃ। তত্র হেতুর্যতস্তৈঃ সমারম্ভৈঃ শুদ্ধচিত্তে সতি জাতেন জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি অকর্মতাং নীতানি কর্মাণি যস্য তম্। আরূঢ়াবস্থায়াং তু কামঃ ফলবিষয়ঃ, তদর্থমিদং কর্তব্যমিতি কর্মবিষয়ঃ সংকল্পশ্চ তাভ্যাং বর্জিতঃ। শেষং স্পষ্টম্। ১৯

টীকার অনুবাদ—কর্মে অকর্ম যিনি দেখেন ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে শ্রুতার্থ ও অর্থাপত্তি (অনুমান) দ্বারা যে দুই অর্থ কথিত হইয়াছে, তাহাই ভগবান এই শ্লোক হইতে পঞ্চ শ্লোকে স্পষ্ট ভাবে বলিতেছেন। সম্যক্ আরব্ধ হয় যেগুলি সেগুলি সমারম্ভ, কর্ম সমূহ। যাহা কামিত হয় তাহা কাম, ফল। সংকল্প দ্বারা যিনি সেই ফল বর্জন করেন, তাঁহাকে পণ্ডিত বলে। ইহার কারণ, যেহেতু সেই সকল কর্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে উৎপন্ন জ্ঞানাগ্নি দ্বারা যাঁহার কর্মসমূহ দগ্ধীভূত, অকর্মত্ব প্রাপ্ত হয় তাঁহাকে কিন্তু যোগারূঢ় অবস্থায় কামনা, ফলহেতু বিষয় এবং তজ্জন্য ইহা কর্তব্য এইরূপ কর্তব্যবিষয়ে সংকল্প—এই দুই বর্জিত হয়। শেষ অংশ সুবোধ্য। ১৯

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০

অন্বয়—সঃ কর্মফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ [ভবতি], নিরাশ্রয়ঃ সঃ কর্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি কিঞ্চিৎ এব ন করোতি। ২০

মূলের অনুবাদ—তিনি কর্মে ও কর্মফলে আসক্তি বর্জনপূর্বক অবিচ্ছিন্ন আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত হন এবং তাঁহার চিত্তে অপ্রাপ্ত বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্ত বস্তু রক্ষণের আগ্রহ না থাকায় তিনি বিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার কর্ম অকর্মতা প্রাপ্ত হয়। ২০

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ ত্যক্ত্বেতি। কর্মণি তৎফলে চাসক্তিং ত্যক্ত্বা নিত্যেন নিজানন্দেন তৃপ্তঃ, অতএব যোগক্ষেমার্থমাশ্রয়ণীয়রহিতঃ, এবম্ভূতো যঃ সঃ

স্বাভাবিকে বিহিতে বা কর্মণি অভিতঃ প্রবৃত্তোঽপি কিঞ্চিদপি নৈব করোতি। তস্য কর্ম অকর্মতামাপদ্যত ইত্যর্থঃ। ২০

টীকার অনুবাদ—কর্মে ও তৎফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া তিনি অবিচ্ছিন্ন আত্মানন্দে তৃপ্ত হন। অতএব, অপ্রাপ্ত বস্তুর আকাংক্ষা ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ নিমিত্ত তাঁহার অপেক্ষণীয় কিছুই নাই। যিনি উক্তরূপ, তিনি স্বভাবগত বা বিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না। ইহার অর্থ, তাঁহার কর্ম অকর্মত্ব প্রাপ্ত হয়। ২০

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১

অন্বয়—নিরাশীঃ* যত চিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ কেবলং শারীরং কর্ম কুর্বন্ [অপি] কিল্বিষং ন আপ্নোতি। ২১

মূলের অনুবাদ—যিনি সর্বকামনা ও সর্বপরিগ্রহ[১] পরিত্যাগ করেন ও

---

* নিঃশেষং গতা আশিষো বৈষয়িক্যঃ কামনাঃ যস্মাৎ স নিরাশীঃ। বিনষ্ট-সর্বকামঃ ইত্যর্থঃ।—শংকরানন্দ সরস্বতী

১ টীকাকার শংকরানন্দ কর্তৃক নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত—

মধু মাংসং চ মদ্যং চ তাম্বূলং তৈলমৌষধম্।
ত্যাজ্যান্যষ্টৌ যতেদূরাৎ তথা কান্তা চ কাঞ্চনম্॥

সন্ন্যাসী দূর হইতে মধু, মাংস, মদ্য, তাম্বুল, তৈল, ঔষধ, কামিনী ও কাঞ্চন—এই অষ্ট দ্রব্য ত্যাগ করিবেন, তৎসকাশে আসিতে দিবেন না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করে, সেই সাধু।" কারণ এই দুটী ত্যক্ত হইলে অন্য ছয়টী অক্লেশে বর্জিত হয়। তিনি কাঞ্চন স্পর্শ করিতে পারিতেন না। অজ্ঞাতসারে করিলেও তাঁহার হাত বাঁকিয়া যাইত ও দম বন্ধ হইত।

যমানভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মান্ মৎপরস্তজেৎ।
জিজ্ঞাসায়াং সংপ্রবৃত্তো নাদ্রিয়েৎ কর্মচোদনাম্॥

যতি অহিংসাদি পঞ্চ সংযম সর্বদা পালন করিবে। মন্নিষ্ঠ ভক্ত শৌচাদি পঞ্চ নিয়ম বর্জন করিবে। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা সমুদিত হইলে কর্মবিধিও আদর করিবে না।

যাঁহার দেহমন বিশুদ্ধ, তিনি কেবল শরীর রক্ষার্থ কর্ম করিয়াও পাপভাগী হন না। ২১

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ নিরাশীরিতি। নির্গতা আশিষঃ কামনাঃ যস্মাৎ যতং নিয়তং চিত্তমাত্মা চ শরীরং যস্য, ত্যক্তাঃ সর্বে পরিগ্রহা যেন সঃ শারীরং শরীরমাত্রনির্বর্ত্তৗং কর্তৃত্বাভিনিবেশরহিতং কর্ম কুর্বন্নপি কিল্বিষং বন্ধনং ন প্রাপ্নোতি। যোগারূঢ়পক্ষে শরীরনির্বাহমাত্রোপযোগি স্বাভাবিকং ভিক্ষাটনাদি কর্ম কুর্বন্নপি কিল্বিষং বিহিতাকরণ-নিমিত্তং দোষং ন প্রাপ্নোতীতি ২১

টীকার অনুবাদ—নির্গত আশী, কামনা যাহা হইতে তিনি নিরাশী। যত, নিয়ত চিত্ত, আত্মা ও শরীর যাহার। পরিত্যক্ত সমস্ত পরিগ্রহ যৎকর্তৃক তিনি শারীর, কেবল শরীর নির্বাহ হয় এইরূপ কর্ম কর্তৃত্ববুদ্ধিশূন্য হইয়া করিলেও কিল্বিষ, বন্ধন প্রাপ্ত হন না। যোগারূঢ় মহাপুরুষ শরীরযাত্রা নির্বাহমাত্রের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক ভিক্ষাটনাদি কর্ম করিলেও কিল্বিষ, বিহিত কর্মের অকরণহেতু দোষ প্রাপ্ত হন না। ২১

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২

অন্বয়—যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ দ্বন্দ্বাতীতঃ বিমৎসরঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ [জনঃ] কৃত্বা অপি ন নিবধ্যতে। ২২

মূলের অনুবাদ—যিনি যদৃচ্ছালাভে[১] সন্তুষ্ট, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বরহিত, বৈরহীন এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি বিহিত কর্ম করিয়াও ফলবদ্ধ[২] হন না। ২২

---

১ অপ্রার্থিত ও অযত্নপ্রাপ্ত লাভ—শংকরাচার্য।

২ উক্ত মর্মে নিম্নোক্ত স্মৃতিবাক্য ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকায় উক্ত হইয়াছে—

ন্যায়াগতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ।
শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে॥

সদুপায়ে অর্জিত ধনে ধনী, তত্ত্বজ্ঞানে নিষ্ঠাবান, অতিথিপরায়ণ, শ্রাদ্ধকারী ও সত্যবাদী গৃহস্থও বিমুক্ত হয়।

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ যদৃচ্ছেতি। অপ্রার্থিতোপস্থিতো লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন সন্তুষ্টঃ। দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীন্যতীতোঽতিক্রান্তঃ। তৎসহনশীল ইত্যর্থঃ। বিমৎসরো নির্বৈরঃ। যদৃচ্ছালাভস্যাপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমো হর্ষবিষাদরহিতঃ। যঃ এবম্ভূতঃ স পূর্বোত্তরভূমিকয়োর্যথাযথং বিহিতং স্বাভাবিকং বা কর্ম কৃত্বাপি বন্ধং ন প্রাপ্নোতি। ২২

টীকার অনুবাদ—যদৃচ্ছালাভ ইত্যাদি। অপ্রার্থিতভাবে উপস্থিত লাভ যদৃচ্ছালাভ[১], তাহাতে সন্তুষ্ট। শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসমূহের অতীত, অতিক্রান্ত। ইহার অর্থ, দ্বন্দ্বসহনশীল। বিমৎসর, বৈরহীন। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাব; হর্ষবিষাদশূন্য। এরূপ ব্যক্তি আরুরুক্ষু হইলে শাস্ত্রবিহিত কর্ম ও যোগারূঢ় হইলে স্বাভাবিক অন্নপানাদি কর্ম করিয়াও বন্ধন প্রাপ্ত হন না। ২২

---

১ স্বকীয় প্রযত্ন ব্যতিরেকে। সংকল্প ব্যতীত পঞ্চ বা সপ্ত গৃহ হইতে প্রাপ্ত অযাচিত ভিক্ষান্ন বৈদিক সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ গ্রহণ করিবেন। শাস্ত্র বলেন—

মাধুকরমসংক্লৃপ্তং প্রাক্‌প্রণীতমযাচিতম্।
তৎতৎকালোপপন্নং চ ভৈক্ষ্যং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।

মাধুকরী (মধুকর যেমন নানা ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করে তেমনি সন্ন্যাসী দ্বারে দ্বারে যাইয়া ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিবেন), অসংকল্পিত, পূর্বে প্রস্তুত, অযাচিত ও তৎতৎ কলোপযোগী—এই পাঁচ প্রকার ভিক্ষান্ন কথিত।—আনন্দগিরি।

মনুসংহিতায় সন্ন্যাসীর আহারবিহারাদি সম্বন্ধে এই শ্লোক আছে—

ন চোৎপাতনিমিত্তাভ্যাং ন নক্ষত্রাঙ্গবিদ্যয়া।
নানুশাসনবাদাভ্যাং ভিক্ষাং লিপ্সেত কর্হিচিৎ॥
কৌপিনযুগলং বাসঃ কন্থাং শীতনিবারিণীম্।
পাদুকে চাপি গৃহ্নীয়াৎ কুর্য্যান্নান্যস্য সংগ্রহম্॥

উপদ্রব, দুর্নিমিত্ত, জ্যোতিষবিদ্যা বা উপদেশ প্রদান দ্বারা সন্ন্যাসী ভিক্ষার লিপ্সা করিবেন না। পরিধানার্থ কৌপিন এক জোড়া, শীতনিবারণার্থ কন্থা ও পাদুকা সাধু গ্রহণ করিবেন, অন্য দ্রব্য সংগ্রহ করিবেন না।—মধুসূদন সরস্বতী

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩

অন্বয়—গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ যজ্ঞায় আচরতঃ (যোগিনঃ) কর্ম সমগ্রং £ প্রবিলীয়তে। ২৩

মূলের অনুবাদ—যিনি ফলাসক্তিরহিত ও দ্বেষাদিমুক্ত ও আত্মজ্ঞানে অবস্থিত, তিনি ঈশ্বরার্থ কর্ম করিলেও তাঁহার সবাসন কর্মসমূহ ব্রহ্মলীন হয়। ২৩

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ গতসঙ্গস্যেতি। গতসঙ্গস্য নিষ্কামস্য রাগাদিভি-র্মুক্তস্য। জ্ঞানেঽবস্থিতং চেতো যস্য। যজ্ঞায় পরমেশ্বরার্থং কর্মাচরতঃ সতঃ সমগ্রং সবাসনং কর্ম প্রবিলীতে অকর্মভাবমাপদ্যতে। আরূঢ়যোগস্য যজ্ঞায়েতি যজ্ঞসংরক্ষণার্থং লোকসংগ্রহার্থমেব কর্ম কুর্বত ইত্যর্থঃ। ২৩

টীকার অনুবাদ—গতসঙ্গের, নিষ্কামের, আসক্তি প্রভৃতি বর্জিত পুরুষের, আত্মজ্ঞানে অবস্থিত চিত্ত যাঁহার। যজ্ঞ, পরমেশ্বর নিমিত্ত কর্ম অনুষ্ঠানকারী সাধুর সমগ্র, বাসনা সহিত কর্ম প্রকৃষ্টরূপে বিলীন, অকর্ম ভাব প্রাপ্ত হয়। ইহার অর্থ, শুধু যজ্ঞ সংরক্ষণ, লোকসংগ্রহ নিমিত্ত কর্মকারীর। ২৩

ব্রহ্মার্পণং * ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥ ২৪

অন্বয়—অর্পণং ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং, তেন ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্। ২৪

মূলের অনুবাদ—যজ্ঞীয় স্রুবাদি ব্রহ্ম, হবনীয় ঘৃতাদিও ব্রহ্ম, অগ্নিও

£ অগ্রেণ কর্মফলেন সহ বর্ততে ইতি সমগ্রং—মধুসূদন। কর্মফল সহ কর্ম প্রকৃষ্টরূপে বিলীন হয়। আনন্দগিরি বলেন, সর্বকর্মে ও সর্ববস্তুতে ব্রহ্মদৃষ্টির ফলে সমস্ত ক্রিয়াকারকফলাত্মক দ্বৈত প্রপঞ্চ ব্রহ্মমাত্রে পর্যবসিত হয়।

* এই হেতু বর্তমান অধ্যায়ের এক নাম ব্রহ্মার্পণযোগ।

ব্রহ্ম এবং হোমকর্তাও ব্রহ্ম। এই প্রকার কর্মরূপ ব্রহ্মে যাঁহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, সেই মুমুক্ষু ব্রহ্মকেই [1] প্রাপ্ত হন। ২৪

শ্রীধরী টীকা—তদেবং পরমেশ্বরারাধনলক্ষণং কর্মজ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাদকর্মৈব। আরূঢ়াবস্থায়াং অকর্ত্রাত্মজ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ স্বাভাবিকমপি কর্ম অকর্মৈবেতি 'কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ' ইত্যনেনোক্তঃ কর্মপ্রবিলয়ঃ প্রপঞ্চিতঃ। ইদানীং কর্মণি তদঙ্গেষু চ ব্রহ্মৈবানুস্যূতং পশ্যতঃ কর্মপ্রবিলয়মাহ। ব্রহ্মার্পণমিতি। অর্প্যতেঽনেনেত্যর্পণং স্রুবাদি তদপি ব্রহ্মৈব। অর্প্যমাণং হবিরপি ঘৃতাদিকং ব্রহ্মৈব। ব্রহ্মৈবাগ্নিস্তস্মিন্ ব্রহ্মণা কর্ত্রা চ হুতং ব্রহ্মৈব। হোমোঽগ্নিশ্চ কর্তা চ ক্রিয়া চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। এবং ব্রহ্মণ্যেব কর্মাত্মকে সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্যং ন তু ফলান্তরমিত্যর্থঃ। ২৪

টীকার অনুবাদ—পরমেশ্বরের আরাধনারূপ সেই কর্ম জ্ঞানের সাধন ও বন্ধকত্বের অভাব হেতু অকর্মই হয়। আর যোগারূঢ় অবস্থায় 'আত্মা অকর্তা'—এই জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান বাধিত হওয়ায় স্বাভাবিক অন্নপানাদি কর্মও অকর্মই হয়। 'যিনি কর্মে অকর্ম দেখেন' ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে উল্লিখিত কর্মলয় দ্বারা এই গূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অধুনা সর্ব কর্মে ও কর্মাঙ্গসমূহে ব্রহ্মই অনুস্যূত, অধিষ্ঠিত আছেন—ইহা দর্শনকারীর সর্বকর্ম লয় ভগবান্ বলিতেছেন 'অর্পণ ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যে। অর্পিত হয় আজ্যাদি (ঘৃতাদি) ইহা দ্বারা বলিয়া ইহার নাম অর্পণ, স্রুবাদি। তাহাও ব্রহ্মই। অর্প্যমাণ হব্যও, ঘৃতাদিও ব্রহ্মই। হোমাগ্নিও ব্রহ্মই। তাহাতে ব্রহ্মরূপ কর্তা দ্বারা প্রদত্ত আহুতিও ব্রহ্মই। ইহার অর্থ, হোম অগ্নি, কর্তা ও ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত ব্রহ্মই। উক্ত প্রকার কর্মরূপ ব্রহ্মেই যাঁহার সমাধি, চিত্তের একাগ্রতা জন্মে তাঁহার দ্বারা ব্রহ্মই গন্তব্য, প্রাপ্য হন। ইহার অর্থ, অন্য ফল তৎপ্রাপ্য নহে। ২৪

---

১ অজ্ঞের পক্ষে অর্পণাদি পঞ্চকে ব্রহ্মদৃষ্টি কর্তব্য। উক্তরূপ ব্রহ্মদৃষ্টির ফলে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ এই যজ্ঞীয় পঞ্চাঙ্গ ব্রহ্মময় দেখেন। অগ্নি, ঘৃত. যজমান ও অধ্বর্যু প্রভৃতি যজ্ঞাঙ্গ পঞ্চক ব্রহ্মজ্ঞের দৃষ্টিতে ব্রহ্মভূত।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫

অন্বয়—অপরে যোগিনঃ দৈবম্ এব যজ্ঞং পর্যুপাসতে। অপরে ব্রহ্মাগ্নৌ যজ্ঞেন* এব যজ্ঞং উপজুহ্বতি। ২৫

মূলের অনুবাদ—কোন কোন যোগী শ্রদ্ধাভরে ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের যজন করেন; আর জ্ঞান-যোগিগণ ব্রহ্মরূপ[১] অগ্নিতে যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারাই যজ্ঞীয় কর্মসমূহ আহুতি প্রদানপূর্বক জ্ঞানযজ্ঞের[২] অনুষ্ঠান করেন। ২৫

শ্রীধরী টীকা—তদেবং যজ্ঞত্বেন সম্পাদিতং সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনলক্ষণং জ্ঞানং সর্বযজ্ঞোপায়প্রাপ্যত্বাৎ সর্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠমিত্যেবং স্তোতুমধিকারিভেদেন জ্ঞানোপায়ভূতান্ বহূন্ যজ্ঞানাহ দৈবমিত্যাদিভিরষ্টভিঃ। দেবা ইন্দ্রবরুণাদয় ইজ্যন্তে যস্মিন্। এবকারেণেন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতম্। তং দৈবং যজ্ঞমপরে কর্মযোগিনঃ পর্যুপাসতে শ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্তি। অপরে তু জ্ঞানযোগিনো ব্রহ্মরূপেঽগ্নৌ যজ্ঞেনৈবোপায়ভূতেন ব্রহ্মার্পণমিত্যুক্তপ্রকারেণ যজ্ঞমুপজুহ্বতি। যজ্ঞাদি সর্বকর্মাণি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ সোঽয়ং জ্ঞানযজ্ঞঃ। ২৫

টীকার অনুবাদ—ইহাই যজ্ঞরূপে সম্পাদিত হইলে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন রূপ জ্ঞান সর্বযজ্ঞের ফলরূপে প্রাপ্য বলিয়া সর্বযজ্ঞ হইতে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রশংসার্থ অধিকারীভেদে জ্ঞানের উপায়ভূত বহু যজ্ঞ এই শ্লোক হইতে আটটি শ্লোকে ভগবান বর্ণনা করিতেছেন। ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ যাহাতে পূজিত হন। এব শব্দ দ্বারা ইন্দ্রাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্য, ব্রহ্মবুদ্ধির অভাব দর্শিত হইল। সেই

---

* নিরুক্তকার যাস্কাচার্য্য অনুসারে যজ্ঞ শব্দ আত্মার এক নাম। ইত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া। এব কার দ্বারা ভেদ ও অভেদ ব্যাবৃত্ত হইল।

১ ব্রহ্ম শব্দে অনন্ত অপরোক্ষ সর্বান্তর অশনায়াদি সর্বসংসারধর্মবর্জিত নিরস্তাশেষবিশেষ সচ্চিদানন্দকে বুঝায়—শংকরাচার্য্য।

২ সোপাধিক আত্মাকে নিরুপাধিক পরব্রহ্মরূপেই যে দর্শন তাহাই জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে আহুতি প্রদান বা বিলয়করণই জ্ঞানযজ্ঞ।—শংকরাচার্য্য।

দৈবযজ্ঞ অপর, কর্মযোগিগণ শ্রদ্ধা সহ উপাসনা, অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু অপরে, জ্ঞানযোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা অর্পণ ও ব্রহ্ম প্রভৃতি পূর্বোক্ত প্রকারে জ্ঞানযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। ইহার অর্থ, যজ্ঞ প্রভৃতি সৎকর্ম বিলয় করেন। উহাই জ্ঞানযজ্ঞ। ২৫

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥ ২৬

অন্বয়—অন্যে সংযমাগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি জুহ্বতি, অন্যে শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি। ২৬

মূলের অনুবাদ—কেহ কেহ সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে, আর কেহ কেহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সমূহকে আহুতি প্রদান করেন। ২৬

শ্রীধরী টীকা—শ্রোত্রাদীনীতি। অন্যে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণস্তত্তদিন্দ্রিয়সংযমরূপেষ্বগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি। ইন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য সংযমপ্রধানাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয়স্তেষু শব্দাদীনন্যে গৃহস্থা জুহ্বতি বিষয়ান্। বিষয়ভোগসময়েঽপ্যনাসক্তাঃ সন্তোঽগ্নিত্বেন ভাবিতেষু ইন্দ্রিয়েষু হবিষ্ট্বেন ভাবিতান্ শব্দাদীন্ প্রক্ষিপন্তীত্যর্থঃ। ২৬

টীকার অনুবাদ—অন্যান্য নৈষ্ঠিক[১] ব্রহ্মচারিগণ ইন্দ্রিয়-সংযমরূপ অগ্নিতে

---

১ সাধারণতঃ ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ—নৈষ্ঠিক ও উপকুর্বান। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া গুরুকুলেই জীবন অবসান করেন ও অর্দ্ধ সন্ন্যাসী। উপকুর্বান ব্রহ্মচারী নির্দিষ্ট কাল গুরুগৃহে অধ্যয়ন সমাপনান্তে দার পরিগ্রহপূর্বক গৃহস্থ হন। আশ্রম উপনিষদে চতুর্বিধ ব্রহ্মচারী উল্লিখিত - গায়ত্র, ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য ও বৃহন্ বা বৃহৎ (নৈষ্ঠিক)। গায়ত্র ব্রহ্মচারী উপনয়নান্তে ত্রিরাত্রি ক্ষার-লবণাদি ভোজন না করিয়া গায়ত্রীজপে নিমগ্ন থাকেন। ব্রাহ্ম ব্রহ্মচারী এক এক বেদ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থবোধ সহ অধ্যয়নান্তে আটচল্লিশ বৎসরে চতুর্বেদ সমাপ্ত করিয়া গৃহী হন; অথবা চব্বিশ বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন। ইহাকে বৈদিক ব্রহ্মচারীও বলে। প্রাজাপত্য ব্রহ্মচারী স্বদারগত, ঋতুকালগামী ও পরদারবর্জী অথবা আটচল্লিশ বৎসর গুরুকুলবাসী। বৃহন্ বা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আহুতি প্রদান, প্রকৃষ্ট বিলয় করেন। ইহার অর্থ, জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ নিরোধ (শব্দাদি বিষয় পঞ্চক হইতে প্রত্যাহৃত) করিয়া সংযম-প্রধান হইয়া অবস্থান করেন। ইন্দ্রিয় পঞ্চকই অগ্নিসমূহ, তৎসমুদয়ে শব্দাদি বিষয়কে অন্যান্য গৃহস্থগণ আহুতি দেন। ইহার অর্থ, বিষয়-ভোগকালেও আসক্তিরহিত হইয়া অগ্নিরূপে চিন্তিত ইন্দ্রিয়সমূহকে হব্যরূপে চিন্তিত শব্দাদিকে প্রক্ষেপ করেন। ২৬

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ২৭

অন্বয়—অপরে জ্ঞানদীপিতে আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ সর্বাণি ইন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চ জুহ্বতি। ২৭

মূলের অনুবাদ—কোন কোন নৈষ্ঠিক ধ্যানী ধ্যানবলে উদ্দীপিত আত্মযোগরূপ অগ্নিতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণবায়ুর কর্মসমূহ আহুতি দিয়া থাকেন। ২৭

শ্রীধরী টীকা—সর্বাণীতি। অপরে ধ্যাননিষ্ঠা বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং কর্মাণি শ্রবণদর্শনাদীনি। কর্মেন্দ্রিয়াণাং বাক্পাণ্যাদীনাং কর্মাণি বচনোপাদানাদীনি চ, প্রাণানাং দশানাং কর্মাণি। প্রাণস্য বহির্গমনম্। অপানস্যাধোনয়নম্ ব্যানস্য ব্যানয়নাকুঞ্চনপ্রসারণাদি। সমানস্যাশিতপীতাদীনাং সমুন্নয়নম্। উদানস্য ঊর্দ্ধনয়নম্।

"উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ।
কৃকরঃ ক্ষুৎকরো জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে।
ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ।"

ইত্যেবং রূপাণি জুহ্বতি। কঃ। আত্মনি সংযমো ধ্যানৈকাগ্র্যং স এব যোগঃ স এবাগ্নিস্তস্মিন্ জ্ঞানেন ধ্যেয়বিষয়েণ দীপিতে প্রজ্বলিতে ধ্যেয়ং সম্যগ্ জ্ঞাত্বা তস্মিন্মনঃ সংযম্য তানি সর্বাণি কর্মাণি উপরময়ন্তীত্যর্থঃ। ২৭

টীকার অনুবাদ—অপর ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শ্রবণ ও দর্শনাদি কর্ম এবং বাক্, পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের বচন, গ্রহণাদি কর্ম এবং দশ প্রাণবায়ুর দশ কর্ম। প্রাণের বহির্গমন, অপানের অধোনয়ন, ব্যানের আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি ব্যানয়ন, সমানের ভুক্তপীতাদি দ্রব্যের সমুন্নয়ন, উদানের ঊর্ধনয়ন, নাগের কর্ম উদ্গার নামে কথিত ও কূর্মের কর্ম উন্মীলন নামে অভিহিত হয়। কৃকরের কর্ম ক্ষুৎকার নামে জ্ঞাতব্য। দেবদত্তের কর্ম জৃম্ভন ও সর্বদেহব্যাপী ধনঞ্জয় মৃত দেহকেও ত্যাগ করে না। এইরূপে ধ্যাননিষ্ঠ মহাযোগী আহুতি দেন। আত্মাতে সংযম, ধ্যানের একাগ্রতা। তাহাই যোগ। তাহাই অগ্নি। ইহার অর্থ, তাহাতে জ্ঞান দ্বারা ধ্যেয় বস্তু কর্তৃক দীপিত, প্রজ্বলিত ধ্যেয় বস্তুকে সম্যক্ জানিয়া তাহাতে মন সংযত করিয়া সেই সমস্ত কর্ম হইতে উপরত হন। ২৭

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাঽপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮

অন্বয়—অপরে দ্রব্যযজ্ঞাঃ ; [কেচিৎ] তপোযজ্ঞাঃ, যোগযজ্ঞাঃ তথা সংশিতাব্রতাঃ যতয়ঃ স্বাধ্যায়-জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ। ২৮

মূলের অনুবাদ—কোন কোন যতি স্বর্ণ, গাভী প্রভৃতি দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ করেন। কেহ কেহ পঞ্চাগ্নিসেবন,[১] চান্দ্রায়ণাদি তপোরূপ যজ্ঞ[২] করেন। কেহ কেহ সমাধিলাভার্থ যোগরূপ যজ্ঞ[৩] করেন। যত্নশীল ব্রতধারীগণ[৪] বেদ ও বেদান্তাদি শাস্ত্রের শ্রবণ-মননাদি রূপ জ্ঞানযজ্ঞ[৫] করেন। ২৮

---

১ বর্তমান কালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী শ্রীসারদামণি দেবী এই পঞ্চাগ্নি সেবনরূপ তপস্যা করেন। চারি দিকে চারি অগ্নিকুণ্ড ও উপরে সৌরতাপ—এই পঞ্চাগ্নি মধ্যে বসিয়া অন্ততঃ তিন দিন অনাহারে উদয়াস্ত জপধ্যান করিতে হয়। ইহার অন্য নাম পঞ্চতপা।

২ দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞ বর্ণিত হইতেছে।—ভাষ্যোৎকর্ষ দীপিকা।

৩ চিত্তবৃত্তিনিরোধ রূপ যোগই যজ্ঞ।—হনুমৎ স্বামী।

৪ ভগবান পতঞ্জলি বলেন, এইগুলি সার্বভৌম মহাব্রত।

৫ শাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞান—শংকরাচার্য্য।

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ দ্রব্যেতি। দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপ এব যজ্ঞো যেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ-লক্ষণঃ সমাধিঃ। স এব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ। স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণমননাদিনা যত্তদর্থজ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং তে। অথবা বেদপাঠযজ্ঞাস্ত-দর্থজ্ঞানযজ্ঞাশ্চেতি দ্বিবিধা যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ। সম্যক্ শিতং নিশিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে। ২৮

টীকার অনুবাদ—আরও দ্রব্যযজ্ঞ[১] প্রভৃতি। দ্রব্যদানই যজ্ঞ যাঁহাদের তাঁহারা দ্রব্যযজ্ঞপরায়ণ। কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যাই যজ্ঞ যাঁহাদের তাঁহারা তপোযজ্ঞপরায়ণ। যোগ, চিত্তবৃত্তিনিরোধ রূপ সমাধি, তাহাই যজ্ঞ যাঁহাদের তাঁহারা যোগযজ্ঞকারী। স্বাধ্যায়, বেদপাঠ। উহার শ্রবণ ও মনন প্রভৃতি দ্বারা যে বেদার্থবোধ জন্মে, তাহাই যজ্ঞ যাঁহাদের তাঁহারা জ্ঞানযজ্ঞপরায়ণ। অথবা বেদপাঠ রূপ যজ্ঞ ও উহার অর্থজ্ঞান রূপ যজ্ঞ—এই দুই প্রকার। যতিগণ, প্রযত্নকারিগণ। সম্পূর্ণ নিশিত, তীক্ষ্ণীকৃত ব্রত যাঁহাদের, তাঁহারা সংশিতব্রত। ২৮

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯

অন্বয়—অপরে অপানে প্রাণং জুহ্বতি, তথা অপানং প্রাণে জুহ্বতি [এবং] প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ [ভবন্তি]। ২৯

---

১ এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে :—

বাপীকূপতড়াগাদি দেবতায়তনানি চ।
অন্নপ্রদানমারামঃ পূর্তমিত্যভিধীয়তে ॥
শরণাগতসংত্রাণং ভূতানাং চাপ্যহিংসনম্।
বহির্বেদি চ যদ্দানং দত্তমিত্যভিধীয়তে ॥

সরোবর, কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি, দেবস্থানাদি, অন্নদান ও আশ্রয়দান পূর্ত নামে অভিহিত। আশ্রিত জনের প্রাণরক্ষা, সর্বভূতের অহিংসা ও যজ্ঞবেদীর বাহিরে দানকে দত্ত বলা হয়।

মূলের অনুবাদ—কেহ কেহ প্রাণবায়ুতে অপানবায়ু আহুতি দিয়া পূরকাখ্য প্রাণায়াম করেন এবং অপানবায়ুতে প্রাণবায়ু আহুতি দিয়া রেচক এবং প্রাণ ও অপানের গতিরোধপূর্বক কুম্ভক প্রাণায়াম[১] করেন। ২৯

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ অপান ইতি। অপানেঽধোবৃত্তৌ প্রাণমূর্দ্ধবৃত্তিং পূরকেণ জুহ্বতি, পূরককালে প্রাণমপানেনৈকীকুর্বন্তী। তথা কুম্ভকেন প্রাণাপানয়োরূর্দ্ধাধোগতী রুদ্ধা রেচককালেঽপানং প্রাণে জুহ্বতি। এবং পূরককুম্ভকরেচকৈঃ প্রাণায়ামপরায়ণা অপরে ইত্যর্থঃ। ২৯

টীকার অনুবাদ—অধোগামী অপান বায়ুতে উর্ধগামী প্রাণবায়ু পূরক দ্বারা কেহ কেহ আহুতি দেন। পূরককালে প্রাণ ও অপান বায়ুদ্বয়কে একীভূত করেন। তদ্রূপ কুম্ভক দ্বারা প্রাণের উর্ধগতি ও অপানের অধোগতি রুদ্ধ করিয়া রেচনকালে প্রাণবায়ুতে অপান বায়ু আহুতি দেন। ইহার অর্থ, এইরূপে পূরক, রেচক ও কুম্ভক দ্বারা কেহ কেহ প্রাণায়ামপরায়ণ হন। ২৯

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিজ্ঞো* যজ্ঞক্ষপিত-কল্মষাঃ† ॥ ৩০

অন্বয়—অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণেষু প্রাণান্ জুহ্বতি। এতে সর্বে অপি যজ্ঞবিজ্ঞঃ যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ [ভবন্তি]। ৩০

---

১ বিষ্ণুপুরাণে আছে—

প্রাণাখ্যমনিলং বশ্যমভ্যাসাৎ কুরুতে তু যৎ।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সবীজো বীজ এব চ ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে, প্রাণাপাননিরোধস্তু প্রাণায়াম ইতি স্মৃতঃ। গরুড় পুরাণ অনুসারে প্রাণায়ামো মরুজ্জয়ঃ। বেদান্তসার বলেন, প্রাণনিগ্রহোপায়ঃ প্রাণায়ামঃ। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য মতে প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো রেচ-পুরক-কুম্ভকৈঃ। পাতঞ্জল যোগসূত্র অনুসারে "তস্মিন্ সতি শ্বাস প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদলক্ষণঃ প্রাণায়ামঃ।" যোগশাস্ত্র মতে কায়িক, বাচিক ও মানস পাপ নাশার্থ প্রাণায়াম তুল্য তপস্যা আর নাই। মৎপ্রণীত 'প্রাণায়াম' পুস্তক দ্রষ্টব্য।

* যজ্ঞবিদো ইতি বা পাঠ।
† যজ্ঞক্ষয়িত কল্মষঃ ইতি বা

মূলের অনুবাদ—আর কেহ কেহ নিয়তাহার হইয়া ক্ষীয়মান ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহ দ্বারা প্রাণবায়ুতে হোম করিয়া থাকেন। এই সকল যজ্ঞবেত্তা যজ্ঞ দ্বারা নিষ্পাপ হন। ৩০

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ অপর ইতি। অপরে আহারসংকোচনমভ্যস্যন্তঃ স্বয়মেব জীর্য্যমাণেম্বিন্দ্রিয়েষু তত্তদিন্দ্রিয়বৃত্তিলয়ং হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা "অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে" ইত্যনেন পূরকরেচকয়োরা-বর্ত্তমানয়োর্হংসঃ সোঽহমিত্যনুলোমতঃ প্রতিলোমতশ্চাভিব্যজ্যমানেনাজপামন্ত্রেণ তত্ত্বংপদার্থৈক্যং ব্যতী-হারেণ ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে—

"সকারেণ বহির্যাতি হকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
প্রাণস্তত্র স এবাহং হংস ইত্যনুচিন্তয়েৎ॥" ইতি

প্রাণাপানগতী রুদ্ধেত্যনেন শ্লোকেন প্রাণায়ামযজ্ঞা অপরৈঃ কথ্যন্তে। অত্রায়মর্থঃ—

দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈস্তোয়েনৈকং প্রপূরয়েৎ।
মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ॥"

ইত্যেবমাদিচনোক্তো নিয়ত আহারো যেষাং তে। কুম্ভকেন প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ সন্তঃ প্রাণানিন্দ্রিয়াণি প্রাণেষু জুহ্বতি। কুম্ভকে হি সর্বে প্রাণা একীভবন্তীতি তত্রৈব লীয়মানেম্বিন্দ্রিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে—

"যথা যথা সদাভ্যাসান্মনসঃ স্থিরতা ভবেৎ।
বায়ুবাক্কায়দৃষ্টীনাং স্থিরতা চ তথা তথা॥" ইতি

তদেবমুক্তানাং দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং ফলমাহ—সর্ব ইতি। যজ্ঞান্ বিদন্তি লভন্ত ইতি যজ্ঞবিদো যজ্ঞবিজ্ঞা ইতি বা যজ্ঞৈঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মষং যৈঃ তে। ৩০

টীকার অনুবাদ—ইহার অর্থ, আরও অন্যান্য কেহ কেহ আহার সংকোচ অভ্যাস করিয়া স্বতঃই জীর্য্যমান ইন্দ্রিয়সমূহে সেই সেই ইন্দ্রিয়বৃত্তি লয়রূপ হোম ভাবনা করেন। অথবা এইরূপ অর্থ হইতে পারে—অপানে প্রাণ ও

প্রাণে অপান আহুতি দেন। ইহাতে পূরক ও রেচক দ্বিবিধ শ্বাসের আবর্তনে 'হংস' ও 'সোঽহং' এই প্রকার অনুলোম ও প্রতিলোমরূপে প্রকাশমান অজপা মন্ত্র দ্বারা সামবেদীয় মহাবাক্যোক্ত তৎ ও ত্বম্ পদদ্বয়ের অর্থানুরূপ ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্য পর্যায়ক্রমে 'ব্রহ্ম অ মি' ও 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ চিন্তা করেন। উক্ত মর্মে যোগশাস্ত্রে কথিত আছে, "যখন শ্বাস বাহিরে যায়, তখন সকার ও শ্বাস যখন ভিতরে প্রবেশ করে তখন অহংকার—এইরূপে শ্বাসের বহির্গমন ও অন্তঃপ্রবেশ একবার হইলে সোঽহং বা হংস এইরূপ ব্রহ্মধ্যান করেন। 'প্রাণ ও অপানের গতিদ্বয় রুদ্ধ করিয়া' ইত্যাদি শ্লোকে প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞকারীগণ কথিত হন। ইহার অর্থ এইরূপ— যোগশাস্ত্রে আছে, "উদরের দুই ভাগ অন্ন দ্বারা ও এক ভাগ জল দ্বারা পূর্ণ করিবে এবং বায়ুর গমনাগমনের জন্য চতুর্থ অংশ অবশিষ্ট রাখিবে।" এইরূপ প্রভৃতি বাক্যোক্ত সংযত আহার যাঁহাদের তাঁহারা। কুম্ভক দ্বারা প্রাণ ও অপানের গতিদ্বয় রুদ্ধ করিয়া প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া প্রাণসমূহকে, ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রাণসমূহে আহুতি দেন। যেহেতু কুম্ভকে সর্ববিধ প্রাণবায়ু একীভূত হয়। ইহার অর্থ, কুম্ভকে লীয়মান ইন্দ্রিয়সমূহে হোম ভাবনা করেন। উক্ত মর্মে যোগশাস্ত্রে কথিত আছে, 'সর্বদা অভ্যাস দ্বারা যেমন যেমন মনের স্থিরতা জন্মে, তদ্রূপ প্রাণ, বায়ু, বাক্য, দেহ ও দৃষ্টির স্থিরতা হইয়া থাকে।

পূর্বোক্ত দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞজ্ঞগণের ফল ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। যজ্ঞসমূহ জানেন, লাভ করেন যাঁহারা তাঁহারা যজ্ঞবিৎ, অথবা যজ্ঞজ্ঞ। যজ্ঞসমূহ দ্বারা ক্ষয়িত, বিনষ্ট কল্মষ (পাপ) যাঁহাদের তাঁহারা। ৩০

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১

অন্বয়—যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি। হে কুরুসত্তম, অয়ং লোকঃ অযজ্ঞস্য ন অস্তি, কুতঃ অন্যঃ [লোকঃ]। ৩১

মূলের অনুবাদ—যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজনপূর্বক যজ্ঞকারিগণ সনাতন পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞহীন ব্যক্তির ইহলোক বা পরলোক সুখকর হয় না। ৩১

শ্রীধরী টীকা—যজ্ঞশিষ্টেতি। যজ্ঞান্ কৃত্বাবশিষ্টে কালেঽনিষিদ্ধমন্নমমৃতরূপং ভুঞ্জত ইতি তথা তে সনাতনং নিত্যং ব্রহ্ম জ্ঞানদ্বারেণ প্রাপ্নুবন্তি। তদকরণে দোষমাহ—নায়ং লোক ইতি। অয়মল্পসুখোঽপি মনুষ্যলোকোঽযজ্ঞস্য যজ্ঞানুষ্ঠানশূন্যস্য নাস্তি কুতোঽন্যো পরলোকঃ! অতো যজ্ঞাঃ সর্বথা কর্তব্যা ইত্যর্থঃ। ৩১

টীকার অনুবাদ—যজ্ঞ সমূহ সম্পন্ন করিয়া অবশিষ্ট কালে অনিষিদ্ধ অমৃত রূপ অন্ন ভোজন করেন। তাঁহারা সনাতন নিত্য ব্রহ্মকে জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত হন। সেই যজ্ঞের অকরণে, অননুষ্ঠানে যে দোষ হয়, তাহা ভগবান বলিতেছেন। এই অল্পসুখময় নরলোকই যজ্ঞানুষ্ঠানরহিত ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় না, বহুসুখময় পরলোক কিরূপে সে প্রাপ্ত হইবে? ইহার অর্থ, অতএব যজ্ঞসমূহ অবশ্য অনুষ্ঠেয়। ৩১

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৩২

অন্বয়—ব্রহ্মনঃ মুখে এবং বহুবিধা যজ্ঞাঃ বিততাঃ। তান্ সর্বান্ কর্মজান্ বিদ্ধি, এবং জ্ঞাত্বা [সংসারাৎ] বিমোক্ষ্যসে। ৩২

মূলের অনুবাদ—এইরূপে বহু যজ্ঞ বেদমুখে বিহিত হইয়াছে। সেই সকল যজ্ঞ কায়, মন ও বাক্য সহায়ে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া তৎসমুদয়কে আত্মস্বরূপের সংস্পর্শরহিত জানিবে। এইরূপে যজ্ঞতত্ত্ব অবগত হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে তুমি মুক্তিলাভ করিবে। ৩২

শ্রীধরী টীকা—জ্ঞানযজ্ঞং স্তোতুমুক্তান্ যজ্ঞানুপসংহরতি—এবমিতি। ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে বিততা। বেদেন সাক্ষাদ্বিহিতা ইত্যর্থঃ। তথাপি তান্ সর্বান্ বাঙ্মনঃ-কায়কর্মজনিতানাত্মস্বরূপসংস্পর্শরহিতান্ বিদ্ধি জানীহি। আত্মনঃ কর্মাগোচরত্বং এবং জ্ঞাত্বা জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ সংসারাদ্বিমুক্তো ভবিষ্যসি। ৩২

টীকার অনুবাদ—জ্ঞান-যজ্ঞের প্রশংসার্থ পূর্বোক্ত যজ্ঞসমূহের উপসংহার ভগবান করিতেছেন। ব্রহ্মের, বেদের মুখে বিতত, বিবৃত। ইহার অর্থ, বেদ মুখে সাক্ষাৎ ভাবে বিহিত। তাহা সত্ত্বেও সেই যজ্ঞসমূহকে বাক্য, মন ও কায় কৃত কর্মজাত, আত্মস্বরূপের সংস্পর্শরহিত জানিবে। কারণ আত্মা যজ্ঞাদি সর্ব কর্মের অগোচর। ইহা জানিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া জন্মমৃত্যুরূপ সংসৃতি হইতে মুক্ত হইবে। ৩২

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপঃ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ৩৩

অন্বয়—পরন্তপ, দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্, পার্থ, সর্বম্ অখিলং কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। ৩৩

মূলের অনুবাদ—হে পরন্তপ, দ্রব্যময় দেবযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ, ফল সহ সর্বকর্ম জ্ঞানলাভান্তে চিরতরে নিঃশেষিত হয়। ৩৩

শ্রীধরী টীকা—কর্মযজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—শ্রেয়ানিতি। দ্রব্যময়াদনাত্মব্যাপারজন্যাদ্দৈবাদি যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ। যদ্যপি জ্ঞানযজ্ঞস্যাপি মনোব্যাপারাধীনত্বমস্ত্যেব, তথাপ্যাত্মরূপস্য জ্ঞানস্য মনঃ পরিণামে অভিব্যক্তিমাত্রং ন তু তজ্জন্যত্বমিতি দ্রব্যময়াদ্বিশেষঃ। শ্রেষ্ঠত্বে হেতুঃ। সর্বং কর্মাখিলং ফলসহিতং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ। "সর্বং তদভিসমেতি যৎকিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্বন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। ৩৩

টীকার অনুবাদ—কর্মযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ—ইহা ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। অনাত্ম ব্যাপার সম্ভূত দৈবাদি যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠতর। যদ্যপি জ্ঞানযজ্ঞও মনঃব্যাপারের অধীন, তথাপি আত্মস্বরূপের পূর্ণ জ্ঞান মানস পরিণামে অভিব্যক্ত হয় না। আত্মজ্ঞান মনোজাত নহে; মানস পরিণাম বিশুদ্ধ হইলে জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয় মাত্র। দ্রব্যযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞের ইহাই বৈশিষ্ট্য। জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই যে, সর্বফল সহিত কর্মসমূহ আত্মজ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়।

ইহার অর্থ, সর্বকর্মফল আত্মজ্ঞানে অন্তর্ভূত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, "তপস্যা, যোগাভ্যাস প্রভৃতি যে সকল সৎকর্ম প্রজাগণ (মনুষ্যগণ) অনুষ্ঠান করে, তাহা আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।" ৩৩

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৩৪

অন্বয়—প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া [চ] তৎ [জ্ঞানং] বিদ্ধি। জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ† তে জ্ঞানং উপদেক্ষ্যন্তি। ৩৪

মূলের অনুবাদ—প্রণাম, প্রশ্ন[১] ও গুরুসেবা দ্বারা জ্ঞানলাভ কর। এই উত্তম উপায় অবলম্বিত হইলে শাস্ত্রজ্ঞ তত্ত্বদর্শী তোমাকে আত্মজ্ঞান উপদেশ করিবেন। ৩৪

শ্রীধরী টীকা—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে সাধনমাহ—তদ্বিদ্ধীতি। তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি প্রাপ্নুহি। জ্ঞানিনাং প্রণিপাতেন দণ্ডবৎ নমস্কারেণ, ততঃ পরিপ্রশ্নেন—

† আদরার্থে বহুবচন—মধুসূদন।

১ শংকরানন্দ সরস্বতীকৃত টীকায় এই শ্লোক উদ্ধৃত—

কথং বন্ধঃ কথং মোক্ষো বিদ্যাবিদ্যে চ কে উভে।
ক আত্মা কঃ পরাত্মা চ তয়োরৈক্যং কথং বদ॥

বন্ধন কি? মুক্তি কি? বিদ্যা ও অবিদ্যা কি? জীবাত্মা ও পরমাত্মা কে? এবং উভয়ের একত্ব কিরূপ তৎসমুদায় বলুন। পরিপ্রশ্ন অর্থে ধর্মজিজ্ঞাসা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকার প্রারম্ভেই আছে, 'দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।' ইহার অর্থ, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ দুঃখের কশাঘাত পাইলে ত্রিতাপ নিবৃত্তির জন্য ধর্মজিজ্ঞাসা জাগে। বাল্মীকিকৃত রামায়ণে আছে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ
স্বকর্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ॥

কুতোঽয়ং মম সংসারঃ কথং বা নিবর্ত্তত ইতি প্রশ্নেন, সেবয়া গুরু শুশ্রূষয়া চ জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞাস্তত্ত্বদর্শিনঃ অপরোক্ষানুভবসম্পন্নাশ্চ তে তুভ্যং জ্ঞানমুপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি। ৩৪

টীকার অনুবাদ—উক্তরূপ আত্মজ্ঞানলাভের সাধন ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। ইহার অর্থ, এই জ্ঞানকে জানিবে, প্রাপ্ত হইবে। জ্ঞানীদিগকে দণ্ডবৎ নমস্কার দ্বারা। অনন্তর পরিপ্রশ্ন দ্বারা—কোথা হইতে আমার এই সংসার হইয়াছে, কিরূপেই বা এই সংসার নিবৃত্ত হইবে—এইরূপ জিজ্ঞাসা দ্বারা এবং সেবা, গুরুশুশ্রূষা দ্বারা। জ্ঞানিগণ, শাস্ত্রজ্ঞগণ এবং তত্ত্বদর্শিবৃন্দ, অপরোক্ষ অনুভূতিসম্পন্ন আচার্যগণ, তাঁহারা তোমাকে উপদেশ দ্বারা জ্ঞানলাভে সাহায্য করিবেন। ৩৪

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ* দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫

অন্বয়—পাণ্ডব, যৎ [জ্ঞানং] জ্ঞাত্বা পুনঃ এব মোহং ন যাস্যসি, যেন অশেষেণ ভূতানি আত্মনি অথো ময়ি দ্রক্ষ্যসি। ৩৫

মূলের অনুবাদ—উক্ত জ্ঞান লাভ করিলে তুমি বন্ধুবধাদি নিমিত্ত এইরূপ মোহগ্রস্ত হইবে না এবং জ্ঞানালোকে স্বীয় আত্মাতে সর্বভূতকে অভিন্ন দর্শন-পূর্বক সর্বশেষে পরমাত্মস্বরূপ আমাতে স্বীয় আত্মাকে অভিন্ন[১] দেখিবে। ৩৫

শ্রীধরী টীকা—জ্ঞানফলমাহ—যজ্‌জ্ঞাত্বেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য পুনর্বন্ধুবধাদিনিমিত্তং মোহং ন প্রাপ্স্যসি। তত্র হেতুঃ। যেন জ্ঞানেন ভূতানি পিতৃপুত্রাদীনি স্বাবিদ্যা-রচিতানি স্বাত্মন্যেবাভেদেন দ্রক্ষ্যসি। অথো অনন্তরম্ আত্মানং ময়ি পরমাত্মন্যেবাভেদেন দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ। ৩৫

---

* ভূতান্যশেষাণি বা ইতি পাঠঃ।

১ সর্বোপনিষৎপ্রসিদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ ও ঈশ্বরের একত্ব বা অভেদ—আচার্য্য শংকর।

টীকার অনুবাদ—সার্ধ তিন শ্লোকে ভগবান জ্ঞানফল বলিতেছেন। যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় বন্ধুবধাদি হেতু মোহ প্রাপ্ত হইবে না। ইহার কারণ, যে জ্ঞান দ্বারা স্বকীয় অবিদ্যাকল্পিত পিতা পুত্র প্রভৃতি ভূতগণকে স্বীয় আত্মাতে অভিন্নভাবে দেখিতে পাইবে। ইহার অর্থ, অনন্তর নিজ আত্মাকে আমাতে, পরমাত্মাতে অভেদজ্ঞানে দর্শন করিবে। ৩৫

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।

সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬

অন্বয় - [ত্বং] সর্বেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ চেৎ পাপকৃত্তমঃ অসি, [তথাপি] সর্বং বৃজিনং জ্ঞানপ্লবেন এব সন্তরিষ্যসি। ৩৬

মূলের অনুবাদ—যদি তুমি সর্বপাপকারী অপেক্ষা অধিকতর পাপকারী হও, তথাপি জ্ঞানপ্লব[১] সহায়ে পাপসিন্ধু হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবে। ৩৬

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ অপি চেদিতি। সর্বেভ্যঃ পাপকারিভ্যো যদ্যপি অতিশয়েন পাপকারী ত্বমসি, তথাপি সর্বং পাপসমুদ্রং জ্ঞানপোতেনৈব সম্যগনায়াসেন তরিষ্যসি। ৩৬

টীকার অনুবাদ—অধিক কি, যদিও তুমি সর্বপাপকারী অপেক্ষা অধিকতর পাপকারী হও, তথাপি সমুদয় পাপসমুদ্র জ্ঞান-প্লব, জ্ঞানপোত দ্বারা অনায়াসে অতিক্রম করিবে। ৩৬

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭

অন্বয়—অর্জুন, যথা সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ এধাংসি ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে। ৩৭

মূলের অনুবাদ—হে অর্জুন, যেমন প্রজ্জ্বলিত হুতাশন কাষ্ঠসমূহকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ জ্ঞানাগ্নি প্রারব্ধ কর্মফল ব্যতীত অন্য সব কর্মকে ভস্মীভূত[২] করে। ৩৭

---

১ জ্ঞানই প্লব বা পোত—মধুসূদন সরস্বতী।

২ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নি সর্বপাপ ও সর্বপুণ্য ও প্রারব্ধেতর সঞ্চিত বিনষ্ট করে।—

শ্রীধরী টীকা—সমুদ্রবৎ স্থিতস্যৈব পাপস্য অতিলংঘনমাত্রং ন তু পাপস্য নাশ ইতি ভ্রান্তিং দৃষ্টান্তেন বারয়ন্নাহ যথেতি। এধাংসি কাষ্ঠানি প্রদীপ্তোঽগ্নির্যথা ভস্মীভাবং নয়তি, তথাত্মজ্ঞানরূপোঽগ্নিঃ প্রারব্ধকর্মব্যতিরিক্তাণি সর্বাণি কর্মাণি ভস্মীকরোতীত্যর্থঃ। ৩৭

টীকার অনুবাদ—সমুদ্রবৎ অবস্থিত পাপরাশিকে জ্ঞান দ্বারা অতিক্রম করা যায় মাত্র; কিন্তু পাপের নাশ হয় না। এই ভ্রান্তিকে দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবারণার্থ বলিতেছেন, যেমন কাষ্ঠসমূহকে জলন্ত অগ্নি অচিরে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি প্রারব্ধ কর্মফল ব্যতীত অন্যান্য সর্বকর্মকে ভস্মীভূত করে। ইহাই প্রকৃষ্ট মর্মার্থ। ৩৭

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮

অন্বয়—হি ইহ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং ন বিদ্যতে, তৎকালেন যোগসংসিদ্ধঃ আত্মনি স্বয়ম্ [এবং] বিন্দতি। ৩৮

মূলের অনুবাদ—ইহলোকে জ্ঞানতুল্য শুদ্ধিকর বস্তু আর নাই। মুমুক্ষু সাধক কর্মযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে অনায়াসে আত্মজ্ঞান (বা ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ করেন। ৩৮

বলদেব। প্রারব্ধ কর্মসমূহ ভোগ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ঘটাদি নির্মাণান্তে কুম্ভকারের চক্রবেগ ঘুরিতে ঘুরিতে স্বতঃই বন্ধ হইয়া যায়। জ্ঞানীকেও প্রারব্ধ ভোগ করিতে হয়। শংকরমতে আত্মজ্ঞান উদিত হইয়া সর্বকর্মকে নির্বীজ করে এবং সম্যগ্‌দর্শনই সর্বকর্মের নির্বীজত্বের কারণ। আচার্য্য মধুসূদন বলেন, যদি কেহ সন্দেহ করেন 'সমুদ্রবৎ তরণে কর্মণাং নাশো ন স্যাৎ' তাই ভগবান স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন, জ্ঞানাগ্নি সঞ্চিত শুভাশুভ সর্বকর্মকে বিনষ্ট বা বিদগ্ধ করে। প্রারব্ধ কর্ম জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত হয় না। এই সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—

না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটী শতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতংকর্ম শুভাশুভম্ ॥

কোটী কল্পেও প্রারব্ধ কর্ম বিনা ভোগে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। শুভাশুভ প্রারব্ধ কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

শ্রীধরী টীকা—তত্র হেতুমাহ ন হীতি। পবিত্রং শুদ্ধিকরম্ ইহ তপোযোগাদিষু মধ্যে জ্ঞানতুল্যং নাস্ত্যেব, তর্হি সর্বেঽপি আত্মজ্ঞানমেব কিং নাভ্যস্যন্তি তত্র আহ তৎ স্বয়মিতি সার্দ্ধেন। তদাত্মবিষয়ং জ্ঞানং কালেন মহতা কর্মযোগেন সংসিদ্ধো যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্ স্বয়মেবানায়াসেন লভতে ন তু কর্মযোগং বিনেত্যর্থঃ। ৩৮

টীকার অনুবাদ—ইহার কারণ বলিতেছেন। পবিত্র, শুদ্ধিকর। ইহলোকে তপস্যা ও যোগাভ্যাসাদির মধ্যে জ্ঞানতুল্য শুদ্ধিকর বস্তু আর নাই। তাহা হইলে সকলেই আত্মজ্ঞানই অভ্যাস করে না কেন? ইহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন, আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান দীর্ঘকাল কর্মযোগ অনুষ্ঠানের ফলে সংসিদ্ধ, যোগ্যতাপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ংই অনায়াসে লাভ করেন। ইহার অর্থ, কর্মযোগ ব্যতীত এই জ্ঞানসিদ্ধি লাভ হয় না। ৩৮

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লবধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৩৯

অন্বয়—শ্রদ্ধাবান্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লভতে, জ্ঞানং লব্ধ্বা [সঃ] অচিরেণ পরাং শান্তিং অধিগচ্ছতি। ৩৯

মূলের অনুবাদ—যিনি গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রোপদেশে শ্রদ্ধাশীল, গুরুসেবায় অনুরক্ত ও ইন্দ্রিয়জয়ী তিনি জ্ঞানলাভপূর্বক অচিরে মোক্ষাখ্য শান্তিপ্রাপ্ত হন। ৩৯

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবান্ গুরূপদিষ্টে অর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্। তৎপরস্তদেকনিষ্ঠঃ। সংযতেন্দ্রিয়শ্চ তজ্জ্ঞানং লভতে নান্যঃ। অতঃ শ্রদ্ধাদিসম্পত্ত্যা জ্ঞানলাভাৎ প্রাক্ কর্মযোগ এব শুদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠেয়ঃ। জ্ঞানলাভানন্তরং তু ন তস্য কিঞ্চিৎ কৃত্যমস্তি ইত্যাহ। জ্ঞানং লব্ধ্বা তু অচিরেণ পরাং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি। ৩৯

টীকার অনুবাদ—শ্রদ্ধাবান্, গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট বিষয়ে আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন, তৎপর, তদেকনিষ্ঠ এবং জিতেন্দ্রিয় সেই জ্ঞানলাভ করেন, অন্যে নহে।

অতএব জ্ঞানলাভের পূর্বে শ্রদ্ধাদি ষট্সম্পত্তি[1] দ্বারা কর্মযোগই চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত অনুষ্ঠেয়। জ্ঞানলাভের পরে কর্মযোগের কোনই প্রয়োজন নাই। ভগবান বলিতেছেন যে, জ্ঞানলাভ করিয়া অবিলম্বে মোক্ষপ্রাপ্ত[2] হইবে। ৩৯

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।

নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ৪০

অন্বয়—অজ্ঞঃ চ অশ্রদ্দধানঃ সংশয়াত্মা বিনশ্যতিঃ, সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন [অস্তি], ন পরঃ [লোকঃ] ন চ সুখম্ [অস্তি]। ৪০

মূলের অনুবাদ—গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাহীন, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্যও সংশয়াকুল ব্যক্তি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এই ত্রিবিধ ব্যক্তির মধ্যে সংশয়াক্রান্ত পুরুষই সর্বথা বিনষ্ট হয়। সে ইহলোকে বা পরলোকে সুখী হয় না। ৪০

শ্রীধরী টীকা—জ্ঞানাধিকারিণমুক্ত্বা তদ্বিপরীতমনধিকারিণমাহ অজ্ঞশ্চেতি অজ্ঞো গুরূপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ কথঞ্চিজ্‌জ্ঞানে জাতেঽপি অশ্রদ্দধানশ্চ, জাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াং মমেদং সিধ্যেৎ বা নবেতি সংশয়াক্রান্তচিত্তশ্চ নশ্যতি স্বার্থাদ্ ভ্রশ্যতি, এতেষু ত্রিষ্বপি সংশয়াত্মা সর্বথা নশ্যতি, যতস্তস্যায়ং লোকো নাস্তি, ধনার্জনবিবাহাদ্য-সিদ্ধেঃ। ন চ পরলোকঃ ধর্মস্যানিষ্পত্তেঃ। ন চ সুখং সংশয়েনৈব ভোগস্যাপ্য-সম্ভবাৎ। ৪০

টীকার অনুবাদ—জ্ঞানাধিকারীর কথা বলিয়া তদ্বিপরীত অনধিকারীর কথা ভগবান্ বলিতেছেন। অজ্ঞ, গুরুর উপদিষ্ট বিষয়ে অনভিজ্ঞ (গুরুবাক্যের মর্মার্থবোধে অক্ষম)। আর কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মিলেও তাহাতে শ্রদ্ধাহীন। আর কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা জন্মিলেও 'ইহাতে আমার সিদ্ধি হইবে কিনা' এইরূপ সংশয়ে দোলায়মান ব্যক্তি স্বার্থচ্যুত, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। অজ্ঞ, অশ্রদ্ধ ও সংশয়াত্মা—এই তিনের মধ্যে সংশয়াত্মাই সর্বথা বিনষ্ট হয়। যেহেতু তাহার ইহলোকে

---

১ অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান —এই ছয় সাধকসম্পদ্।

২ জ্ঞানলাভ ও মোক্ষপ্রাপ্তি অভিন্ন অবস্থা।

ধনার্জন ও বিবাহাদি সিদ্ধ হয় না। এবং ধর্মের অপ্রাপ্তিহেতু তাহার পরলোকও নাই ; আর সংশয়নিমিত্ত তাহার পক্ষে ভোগও অসম্ভব বলিয়া সুখ হয় না। ৪০

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১

অন্বয়—ধনঞ্জয়, যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ আত্মবন্তং [জনং] কর্মাণি ন নিবধ্নন্তি। ৪১

মূলের অনুবাদ—ভগবান্ কর্মজ্ঞানময়ী দ্বিবিধা ব্রহ্মনিষ্ঠার উপসংহারপূর্বক বলিতেছেন, হে ধনঞ্জয়, যিনি যোগবলে[১] পরমেশ্বরে ধর্মাধর্মাখ্য সর্বকর্ম সমর্পণ করেন ও জ্ঞান দ্বারা সমস্ত সংশয় সমূলে ছেদন করেন, সেই অপ্রমত্ত পুরুষকে কোন কর্ম বদ্ধ করিতে পারে না। ৪১

শ্রীধরী টীকা—অধ্যায়দ্বয়োক্তাং পূর্বাপরভূমিকাভেদেন কর্মজ্ঞানময়ীং দ্বিবিধাং ব্রহ্মনিষ্ঠামুপসংহরতি যোগেতি দ্বাভ্যাম্। যোগেন পরমেশ্বরারাধনরূপেণ তস্মিন্ সংন্যস্তানি সমর্পিতানি কর্মাণি যেন তং পুরুষং কর্মাণি স্বফলৈর্ন নিবধ্নন্তি। অতশ্চ জ্ঞানেনাকর্ত্রাত্মবোধেন সংছিন্নঃ সংশয়ো দেহাদ্যভিমানলক্ষণো যস্য তং চাত্মবন্তম্ অপ্রমাদিনং কর্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি স্বাভাবিকানি বা ন নিবধ্নন্তি। ৪১

টীকার অনুবাদ—দুই অধ্যায়ে কথিত পূর্বাপর ভূমিকাভেদে কর্মময়ী ও জ্ঞানময়ী দ্বিবিধ ব্রহ্ম-নিষ্ঠার উপসংহার করিতেছেন ভগবান এই দুই শ্লোকে। পরমেশ্বরের আরাধনারূপ যোগ দ্বারা তাঁহাতে যিনি সর্বকর্ম সমর্পণ করেন, স্বীয় ফলে বদ্ধ করিতে পারে না। ইহার ফলে আত্মার অকর্তৃত্ববোধরূপ জ্ঞান দ্বারা দেহাদিতে অভিমানরূপ সংশয় যাঁহার ছিন্ন হইয়াছে তাঁহাকে, অপ্রমত্তকে অপ্রমাদী পুরুষকে লোকসংগ্রহরূপ কর্ম বা স্বাভাবিক কর্ম আবদ্ধ করিতে পারে না। ৪১

---

১ পরমার্থদর্শন—আচার্য্য শংকর।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—তস্মাৎ আত্মনঃ অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থম্ এবং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা যোগম্ আতিষ্ঠ। হে ভারত, উত্তিষ্ঠ। ৪২

মূলের অনুবাদ—অতএব, হৃদয়ে নিহিত ও অজ্ঞান হইতে উত্থিত সংশয়কে[১] আত্মজ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছেদনপূর্বক কর্মযোগ আশ্রয় কর। হে ভারত, ধর্ম্য যুদ্ধের জন্য উদ্যত হও। ৪২

ভগবান্ ব্যাসদেব বিরচিত লক্ষশ্লোকী মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত
শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধীয় যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ সংশয় বুদ্ধিতে থাকে। ইহা বিশ্বাসের বিপরীত ও চিত্তের অশুদ্ধি জ্ঞাপক। উক্ত মর্মে এই সকল শ্রুতিবাক্য পাওয়া যায়।—"তদ্‌যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবমেবম্বিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষ্যন্তে।" 'তদ্‌যথৈষীকাতুলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়তে এবং হাস্য সর্বে পাপ্‌মানঃ প্রদূয়ন্তে।' অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদে (২।১৮) আছে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে সর্বকর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সর্ববস্তুতে বিরাজিত ব্রহ্ম স্বীয় আত্মরূপে উপলব্ধ হইলে হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন, সর্বসংশয় ছিন্ন ও সর্বকর্ম নষ্ট হয়।

টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, আত্মা দেহ বা অন্য, অন্য কেহ বিভু বা অবিভু, বিভুও কর্তা বা অকর্তা, অকর্তাও এক বা অনেক, একেও সগুণ বা নির্গুণ ইত্যাদি সর্ব ভাব সংশয়জাত। সংশয় শংকর মতে স্ববিনাশহেতুভূত ও হনুমৎ স্বামীর মতে ভূয়ো ভূয়ো উৎপদ্যমান।

শ্রীধরী টীকা—তস্মাদিতি যস্মাদেবং তস্মাদাত্মনোঽজ্ঞানেন সম্ভূতং হৃদিস্থিতমেনং সংশয়ং শোকাদিনিমিত্তং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানখড়্গেন ছিত্বা পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্মযোগমাতিষ্ঠ আশ্রয়। তত্র চ প্রথমং প্রস্তুতায় যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। হে ভারত, ইতি ক্ষত্রিয়ত্বেন যুদ্ধস্য স্বধর্মত্বং দর্শিতম্। ৪২

পুমবস্থাদিভেদেন কর্মজ্ঞানময়ী দ্বিধা।
নিষ্ঠোক্তা যেন তং বন্দে শৌরিং সংশয়সচ্ছিদম্॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং সুবোধিন্যাং শ্রীধরস্বামীকৃতায়াং
টীকায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

টীকার অনুবাদ—যেহেতু কর্মযোগী মুক্তিলাভ করেন ও সংশয়াত্মা বিনষ্ট হয়, সেই হেতু আত্মবিষয়ক অজ্ঞানোত্থিত হৃদিস্থিত শোকাদি নিমিত্ত সংশয়কে 'আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন' এই জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছিন্ন করিয়া পরমাত্মজ্ঞানের উপায়ভূত কর্মযোগ আশ্রয় কর এবং এইজন্য প্রথমোক্ত কর্মযোগের অনুষ্ঠানার্থ প্রস্তুত যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও। হে ভারত, এই সম্বোধন দ্বারা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধের ধর্মত্ব (শ্রেয়স্করত্ব) প্রদর্শিত হইল। ৪২

পুরুষের অধিকারভেদে কর্মময়ী ও জ্ঞানময়ী দ্বিবিধ ব্রহ্মনিষ্ঠা যৎকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই সর্ব সংশয়নাশক শৌরী[১] শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভক্তিভরে বন্দনা করি।

শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী নাম্নী গীতাটীকার চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

১ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের নবম স্কন্ধে চতুর্বিংশ অধ্যায়ে এই শৌরি-তত্ত্ব আছে। শিনির পুত্র ভোজ, ভোজের পুত্র হৃদিক, হৃদিকের পুত্র দেবমীঢ় ও দেবমীঢ়ের পুত্র শূর। শূরের ঔরসে ও তৎপত্নী মারিষার গর্ভে বসুদেব প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব নামে বিখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ শূর-পৌত্র বলিয়া তাঁহার নাম শৌরী। বিদর্ভবংশীয় পুরুহোত্রের পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র সাত্বত ও সাত্বতের বৃষ্ণি প্রভৃতি সাত পুত্র জন্মে। শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশজাত বলিয়া তাঁহার নাম বার্ষ্ণেয়। পুনর্বসুর পুত্র আহুক, আহুকের পুত্র দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের দেবকী প্রভৃতি সাত কন্যা ও সুদেবাদি চারি পুত্র জন্মে। উক্ত সাত কন্যাকে বসুদেব বিবাহ করেন। দেবকী শ্রীকৃষ্ণের জননী। উগ্রসেনের পুত্র কংস, যাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বিনাশ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

সন্ন্যাস যোগ

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১

অন্বয়—অর্জুন: উবাচ, কৃষ্ণ, কর্মণাং সন্ন্যাসং [উক্ত্বা] পুনঃ যোগং চ শংসসি। এতয়োঃ যৎ মে শ্রেয়ঃ তৎ একং সুনিশ্চিতং ব্রূহি। ১

মূলের অনুবাদ—অর্জুন বলিলেন, "হে কৃষ্ণ[১], আপনি কর্মসন্ন্যাস[২] কথনান্তে পুনরায় কর্মযোগের প্রশংসা করিতেছেন। উভয়ের মধ্যে যেটি আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ, তাহা সুনিশ্চয় করিয়া বলুন। ১

শ্রীধরী টীকা—নিবার্য্য সংশয়ং জিষ্ণোঃ কর্মসন্ন্যাস-যোগয়োঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীৎ॥

অজ্ঞানসম্ভূতং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা কর্মযোগমাতিষ্ঠেত্যুক্তং, তত্র পূর্বাপর-বিরোধং মন্বানোঽর্জুন উবাচ—সন্ন্যাসমিতি। 'যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যা'দিত্যাদিনা 'সর্বং কর্মাখিলং পার্থে' ত্যাদিনা চ জ্ঞানিনঃ কর্মসংন্যাসং কথয়সি। 'জ্ঞানাসিনা সংশয়ং ছিত্ত্বা যোগমাতিষ্ঠেতি পুনর্যোগঞ্চ কথয়সি। ন চ কর্মসন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চৈকস্যৈকদৈব সম্ভবতো বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ। তস্মাদেতয়োর্মধ্যে একস্মিন্-ন্ননুষ্ঠাতব্যে সতি মম যৎ শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠং সুনিশ্চিতং তদেকং ব্রূহি। ১

টীকার অনুবাদ—পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান কর্মযোগ ও সন্ন্যাসযোগ সম্বন্ধে জিষ্ণুর (অর্জুনের) সংশয় নিবারণপূর্বক বলিতেছেন, "ইন্দ্রিয়জয়ী যতীবরই মুক্তি লাভে সমর্থ হন। অতএব, তুমি অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত সংশয়কে জ্ঞান-খড়্গ দ্বারা সম্যক্ ছেদন করিয়া কর্মযোগের অনুষ্ঠান কর।" ইহা ভগবান পূর্বেই অর্জুনকে

১ পাপকর্ষণ—নীলকণ্ঠ। সচ্চিদানন্দরূপ—মধুসূদন।

২ সর্বেন্দ্রিয়ব্যাপার-বিরতিরূপ জ্ঞানযোগ—বলদেব বিদ্যাভূষণ।

বলিয়াছেন। ইহাতে পূর্বাপর বিরোধ মনে করিয়া অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে কৃষ্ণ, আপনি বলিতেছেন, জ্ঞানীর কর্মসন্ন্যাসের কথা, যিনি আত্মরতি হন তাঁহার কর্ম নাই এবং সমুদয় কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়' প্রভৃতি বাক্যে। পুনরায় কর্মযোগের কথা বলিতেছেন, 'জ্ঞান-খড়্গ দ্বারা সমস্ত সংশয় ছেদনপূর্বক কর্মযোগের অনুষ্ঠান কর' প্রভৃতি বাক্যে। এক কালে কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগ এক জন কর্তৃক অনুষ্ঠান অসম্ভব। কারণ, উভয়ের স্বভাব পরস্পর বিরুদ্ধ। সুতরাং এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টির অনুষ্ঠান আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর, শ্রেষ্ঠতম তাহা সম্যক্ নিশ্চয় করিয়া বলুন। ১

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, সন্ন্যাসঃ কর্মযোগঃ চ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ ; তয়োঃ তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগঃ বিশিষ্যতে। ২

মূলের অনুবাদ—ভগবান বলিলেন, কর্মত্যাগ ও কর্মযোগ উভয়ই মোক্ষপদ ; কিন্তু তন্মধ্যে কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগ উৎকৃষ্টতর। ২

শ্রীধরী টীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ সংন্যাস ইতি। অয়মর্থঃ—ন হি বেদান্তবেদ্যাত্মতত্ত্ববিদং প্রতি কর্মযোগমহং ব্রবীমি, যতঃ পূর্বোক্তেন সংন্যাসেন বিরোধঃ স্যাৎ, অপি তু দেহাত্মাভিমানিনং ত্বং বন্ধুবধাদিনিমিত্ত-শোকমোহাদিকৃতমেনং সংশয়ং দেহাত্মবিবেকাজ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্মযোগমাতিষ্ঠেতি ব্রবীমি। কর্মযোগেন শুদ্ধচিত্তস্য চাত্মতত্ত্বজ্ঞানে জাতে সতি তৎপরিপাকার্থং জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গত্বেন সন্ন্যাসং পূর্বমুক্তম্। এবং সত্যঙ্গ-প্রধানয়োর্বিকল্পাযোগাৎ সংন্যাসঃ কর্মযোগশ্চেত্যেতাবুভাবপি ভূমিকাভেদেন সমুচ্চিতাবেব নিঃশ্রেয়সং সাধয়তঃ, তথাপি তু তয়োর্মধ্যে কর্মসংন্যাসাৎ সকাশাৎ কর্মযোগো বিশিষ্টো ভবতি। ২

টীকার অনুবাদ—ইহার উত্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে দিতেছেন। ইহার সারার্থ এইরূপ—বেদান্তবেদ্য আত্মতত্ত্ব যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার

উদ্দেশ্যে এই কর্মযোগ আমি বলি নাই ; যাহাতে পূর্বোক্ত কর্মসন্ন্যাসের সহিত ইহার বিরোধ ঘটিবে। পরন্তু স্থূল দেহে তোমার আত্মাভিমান থাকায় স্বজন বিনাশাদি হেতু তোমার এই সংশয় জন্মিয়াছে। এই সংশয়কে দেহ ও আত্মার বিবেক (ভেদ) রূপ জ্ঞান-খড়্গ দ্বারা ছেদনপূর্বক পরমাত্মজ্ঞানের উপায়স্বরূপ কর্মযোগ অনুষ্ঠান কর, ইহাই তোমাকে বলিয়াছি। কর্মযোগের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইলে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহার পরিপাকার্থ জ্ঞাননিষ্ঠার অঙ্গরূপে কর্মসন্ন্যাস পূর্বে কথিত হইয়াছে। অতএব, কর্মযোগ গৌণ বা অঙ্গ আর কর্মসন্ন্যাস মুখ্য বা প্রধান। সুতরাং গৌণ ও মুখ্যের মধ্যে বিকল্প হইতে পারে না। কর্মসন্ন্যাস ও কর্মানুষ্ঠান যোগারূঢ় ও অনারূঢ় অবস্থাভেদে সমুচ্চয়-রূপে অনুষ্ঠিত হইলে মোক্ষ সাধন হয়। তথাপি উভয়ের মধ্যে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। ২

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

অন্বয়—যঃ ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি সঃ নিত্য সন্ন্যাসী জ্ঞেয়ঃ, হি মহাবাহো, নির্দ্বন্দ্বঃ [জনঃ] সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে। ৩

মূলের অনুবাদ—যিনি কাহাকেও দ্বেষ করেন না, ও যিনি কোন কিছুই আকাংক্ষা করেন না, তিনি কর্মানুষ্ঠান কালেও সন্ন্যাসী (ফলাকাংক্ষারহিত) বলিয়া জানিবে। হে মহাবাহো,[১] তাদৃশ রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বশূন্য মহাপুরুষই অনায়াসে সংসার-বন্ধন হইতে প্রমুক্ত হন। ৩

শ্রীধরী টীকা—কুত ইত্যপেক্ষায়াং সংন্যাসিত্বেন কর্মযোগং স্তুবন্ তস্য শ্রেষ্ঠত্বং দর্শয়তি—জ্ঞেয় ইতি। রাগদ্বেষাদিরাহিত্যেন পরমেশ্বরার্থং কর্মাণি যোঽনুতিষ্ঠতি, স নিত্যং কর্মানুষ্ঠানকালেঽপি সংন্যাসীত্যেব জ্ঞেয়ঃ। তত্র হেতুঃ—নির্দ্বন্দ্বো রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বশূন্যো হি শুদ্ধচিত্তো জ্ঞানদ্বারা সুখমনায়াসেন সংসারাৎ প্রমুচ্যতে। ৩

---

১ মহাবীর, মুক্তিনগরী জয় করিতে সমর্থ—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

টীকার অনুবাদ—যদি কর্মই বন্ধনের কারণ হয়, তবে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ কিরূপে? এইজন্য সন্ন্যাসিত্ব দ্বারা কর্মযোগীকে স্তব (প্রশংসা) করিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠতা ভগবান এই শ্লোকে দেখাইতেছেন। আসক্তি ও বিদ্বেষ প্রভৃতি হইতে বিমুক্ত হইয়া যিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিত্য, কর্মানুষ্ঠান কালেও সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। ইহার কারণ, নির্দ্বন্দ্ব, রাগদ্বেষ ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বাতীত শুদ্ধচিত্ত পুরুষই জ্ঞানবলে সুখে, অনায়াসে সংসৃতি হইতে প্রকৃষ্টরূপে মুক্ত হন। ৩

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪

অন্বয়—বালাঃ সাংখ্যযোগৌ পৃথক্ [ইতি] প্রবদন্তি, ন পণ্ডিতাঃ; [উভয়োর্মধ্যে] একম্ অপি সম্যক্ আস্থিতঃ [জনঃ] উভয়োঃ ফলং বিন্দতে। ৪

মূলের অনুবাদ—অজ্ঞগণই বলে, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ পৃথক্ পৃথক্ ফল দান করে; কিন্তু পণ্ডিতগণ এরূপ বলেন না। বস্তুতঃ যিনি এই দুই যোগের মধ্যে একটির অনুষ্ঠান উত্তমরূপে করেন, তিনি উভয়ের ফল প্রাপ্ত হন। ৪

শ্রীধরী টীকা—যস্মাদেবমঙ্গপ্রধানত্বেনোভয়োরবস্থাভেদেন ক্রমসমুচ্চয়ঃ। অতো বিকল্পমঙ্গীকৃত্য উভয়োঃ কঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রশ্নোঽজ্ঞানিনামেবোচিতো ন বিবেকিনামিত্যাহ—সাংখ্যযোগাবিতি। সাংখ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গং সংন্যাসং লক্ষয়তি। সংন্যাসকর্মযোগাবেকফলৌ সন্তৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বালা অজ্ঞা এব প্রবদন্তি, ন তু পণ্ডিতাঃ। তত্র হেতুঃ অনয়োরেকমপি সম্যগাস্থিতঃ আশ্রিত সন্নুভয়োরপি ফলং প্রাপ্নোতি। তথাহি কর্মযোগং সম্যগনুষ্ঠিতম্ শুদ্ধচিত্তঃ সন্ জ্ঞানদ্বারা যদুভয়োঃ ফলং কৈবল্যং বিন্দতি। সংন্যাসং সম্যগাস্থিতোঽপি পূর্বমনুষ্ঠিতস্য কর্মযোগস্যাপি পরম্পরয়া জ্ঞানদ্বারা যদুভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি, ন পৃথক্ফলত্বমনয়োরিত্যর্থঃ। ৪

টীকার অনুবাদ—যেহেতু এইরূপ অঙ্গ ও প্রধান রূপে কর্মযোগ ও কর্ম-সন্ন্যাসের মধ্যে অবস্থাগত প্রভেদ বিদ্যমান, সেই হেতু উভয়ের ক্রমিক সমুচ্চয় ঘটে। অতএব, বিকল্প অঙ্গীকার করিয়া উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ—এই প্রশ্ন

অজ্ঞের পক্ষেই উচিত, বিবেকী (জ্ঞানী) জনের পক্ষে অনুচিত। ইহা ভগবান বর্তমান শ্লোকে বলিতেছেন। জ্ঞাননিষ্ঠাবাচী সাংখ্য শব্দ দ্বারা ভগবান জ্ঞান-নিষ্ঠাঙ্গ কর্মসন্ন্যাসকে লক্ষ্য করাইতেছেন। কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগ এক ফল (জ্ঞানফল) প্রদ। উহারা পৃথক্, স্বতন্ত্র—ইহা বালগণ, অজ্ঞগণ বলেন; পণ্ডিত (জ্ঞানী) বৃন্দ নহে। ইহার কারণ, যিনি উভয়ের একটিতে সম্যক্ আস্থিত, আশ্রিত হন, তিনি উভয়ের ফল কৈবল্য প্রাপ্ত হন। তদ্রূপ কর্মযোগের সম্যক্ অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞান দ্বারা উভয়ের ফল কৈবল্য লাভ হয়। আবার কর্মসন্ন্যাসে সমারূঢ় হইলে পূর্বে অনুষ্ঠিত কর্মযোগেরও পরম্পরা প্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারা উভয়ের ফল মুক্তি লাভ হয়। ইহার অর্থ, এই দুইয়ের ফল ভিন্ন নহে। ৪

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫

অন্বয়—সাংখ্যৈঃ যৎ স্থানং প্রাপ্যতে যোগৈঃ অপি তদ্ [এব] গম্যতে। যঃ সাংখ্যং* চ যোগং চ একং পশ্যতি সঃ পশ্যতি। ৫

মূলের অনুবাদ—জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ যে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন, কর্মযোগিগণও সেই পদই লাভ করেন। যিনি জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উভয়কে এক ফলপ্রদ দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী। ৫

শ্রীধরী টীকা—এতদেব স্ফুটয়তি—যৎ সাংখ্যৈরিতি। সাংখ্যৈর্জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ যৎ স্থানং মোক্ষাখ্যং প্রকর্ষেণ সাক্ষাদবাপ্যতে। যোগৈরিত্যত্র অর্শ আদিত্বান্মত্বর্থীয়োঽচ্ প্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যঃ। তেন কর্মযোগিভিরপি তদেব জ্ঞান-দ্বারেণ গম্যতে অবাপ্যতে ইত্যর্থঃ। অতঃ সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চৈকফলত্বেনৈকং যঃ পশ্যতি স এব সম্যক্ পশ্যতি। ৫

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ইহাই ভগবান পরিস্ফুট করিতেছেন। সাংখ্যযোগী, জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী যে মোক্ষাখ্য স্থান প্রকৃষ্টরূপে, সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্ত হন। ইহা দ্রষ্টব্য যে, মূল শ্লোকে 'যোগৈঃ' শব্দে অর্শস্ আদি প্রাতিপাদিকবৎ

* সমিত্যেকীভাবে ইতি যাস্কঃ। একীভাবেনাত্মানন্যত্বেন খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুস্বরূপমনয়েতি সংখ্যা স্থূলসূক্ষ্মকারণপ্রপঞ্চস্য নির্বিকল্পে প্রত্যগাত্মনি প্রবিলাপনেন উদিতাচেতোবৃত্তিঃ তৎসাধনভূতোঽয়ং সাংখ্যঃ সন্ন্যাসঃ।—নীলকণ্ঠ।

মত্বর্থীয় (মতুপ্ অর্থে) অচ্ প্রত্যয় হওয়ায় যোগ অর্থে যোগী বুঝায়। সুতরাং কর্মযোগীবৃন্দও ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সেই মোক্ষ প্রাপ্ত হন। অতএব, সাংখ্য ও যোগের এক ফল যিনি দর্শন করেন, তিনিই যথার্থদর্শী। ৫

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

অন্বয়—মহাবাহো, অযোগতঃ সন্ন্যাসঃ দুঃখম্ আপ্তুম্; তু যোগযুক্তঃ মুনিঃ [ভূত্বা] ন চিরেণ ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি। ৬

মূলের অনুবাদ—হে মহাবাহো, কর্মযোগ ব্যতীত কর্মসন্ন্যাস[১] দুঃখপ্রদ হয়। কর্মযোগযুক্ত ব্যক্তি সন্ন্যাসী[২] হইয়া অচিরে ব্রহ্মলাভ করেন। ৬

শ্রীধরী টীকা—যদি কর্মযোগিনোঽপ্যন্ততঃ সংন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা, তর্হি আদিত এব সন্ন্যাসঃ কর্তুং যুক্ত ইতি মন্যমানং প্রত্যাহ—সংন্যাস ইতি।

---

১ সন্ন্যাস জ্ঞানাপেক্ষ ও পরমার্থযোগ 'সন্ন্যাসো ব্রহ্ম উচ্যতে।' তৈত্তিরীয় শ্রুতিবাক্যে আছে "ন্যাস ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হি পরঃ। পরো হি ব্রহ্ম। তানি বা এতানি অবরাণি তপাংসি ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ য এবং বেদ ইতি উপনিষৎ।" ব্রহ্মবোধ বা আত্মজ্ঞানের স্বরূপই সন্ন্যাস। এই হেতু ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা সন্ন্যাস-উপলক্ষিত। বৈদিক কর্মযোগ ইহার উপায়ভূত বলিয়া যোগও সন্ন্যাস নামে উপচরিত হয়।—আচার্য্য শংকর।

শংকরানন্দ বলেন, ব্রহ্মস্বরূপে সর্বদা অবস্থানই পরমার্থ সন্ন্যাসের প্রধান স্বরূপ বলিয়া ব্রহ্ম ও সন্ন্যাস একার্থ বোধক। ভিক্ষাচর্যা, পারিব্রাজ্য বা প্রব্রজ্যাই সন্ন্যাস শব্দের নিরুক্তি। বিরজা হোমান্তে বৈদিক সন্ন্যাস লইতে হয়। পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণাদি সমস্ত এষণা বর্জনই বৃহদারণ্যক উপনিষৎ অনুসারে বৈদিক সন্ন্যাস। সমস্ত সংকল্প সন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস। নির্বাণ উপনিষদে আছে, সর্বসংবিন্যাসং সন্ন্যাসম্।' ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পঞ্চবটীতলায় ব্রহ্মবিদ্বর তোতাপুরীর নিকট বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণমাত্রই ব্রহ্মবোধে সমাহিত হন ও তিন দিন নিস্পন্দভাবে অবস্থান করেন।

২ মুনি অর্থে সন্ন্যাসী। ইহাতে শ্রীধর স্বামী ও মধুসূদন সরস্বতী ও নীলকণ্ঠ সূরী একমত। শংকর বলেন—যিনি ঈশ্বরস্বরূপ মনন করেন তিনি মুনি। মধুসূদন বলেন, মুনি আত্মমননশীল সন্ন্যাস।

অযোগতঃ কর্মযোগং বিনা সংন্যাসঃ প্রাপ্তুং দুঃখহেতুরশক্য ইত্যর্থঃ। চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ। যোগযুক্তস্তু শুদ্ধচিত্ততয়া মুনিঃ সংন্যাসী ভূত্বা অচিরেণ ব্রহ্মাধিগচ্ছতি অপরোক্ষং জানাতি। অতশ্চিত্তশুদ্ধেঃ প্রাক্ কর্মযোগ এব সন্ন্যাসাদ্বিশিষ্যত ইতি পূর্বোক্তং সিদ্ধম্। তদুক্তং বার্তিককৃদ্ভিঃ—

"প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ।
সংন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতাশয়াঃ॥" ইতি। ৬

টীকার অনুবাদ—যদি কর্মযোগীরও অন্তে সন্ন্যাস দ্বারাই জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হয়, তাহা হইলে আদিতেই সন্ন্যাস গ্রহণ যুক্ত—যিনি মনে করেন, তাঁহার প্রতি ভগবান এই শ্লোক বলিতেছেন। কর্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস সম্প্রাপ্তি দুঃখকর। ইহার অর্থ, সন্ন্যাস অসাধ্য, চিত্তশুদ্ধির অভাবে জ্ঞাননিষ্ঠা অসম্ভব বলিয়া। কিন্তু যোগযুক্ত মুনি শুদ্ধচিত্ততা হেতু সন্ন্যাসী হইয়া অচিরেই ব্রহ্মকে অধিগত হন, অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। অতএব, চিত্তশুদ্ধির পূর্বে কর্মযোগই সন্ন্যাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এই পূর্বোক্তি সিদ্ধ হইল। বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাংকর ভাষ্যের বার্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য বলেন, "প্রমাদী, বহিশ্চিত্ত, ঈর্ষান্বিত, কলহপ্রিয়, ভাগ্যদোষে দুষ্টাশয় সন্ন্যাসীবৃন্দও দেখিতে পাওয়া যায়। ৬

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৭

অন্বয়—যোগযুক্তঃ বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্বভূতাত্মভূতাত্মা [পুরুষঃ কর্ম] কুর্বন্ অপি ন লিপ্যতে। ৭

মূলের অনুবাদ—যিনি নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, যাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গ বশীভূত, যাঁহার আত্মা সর্বভূতের[১] আত্মস্বরূপ, তিনি দেহযাত্রা নির্বাহ বা লোককল্যাণ নিমিত্ত কর্ম করিলেও বদ্ধ হন না। ৭

শ্রীধরী টীকা—কর্মযোগাদিক্রমেণ ব্রহ্মাধিগমে সত্যপি তদুপরিতনেন কর্মণা বন্ধঃ স্যাদেবেত্যাশংক্যাহ—যোগযুক্ত ইতি। যোগেন যুক্তোঽত বিশুদ্ধ আত্মা চিত্তং যস্যাতএব বিজিত আত্মা শরীরং যেন। অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন। ততশ্চ সর্বেষাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা যস্য স। লোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কর্ম কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে তৈর্ন বধ্যতে। ৭

১ ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত জীবগণের—বলদেব বিদ্যাভূষণ।

টীকার অনুবাদ—নিষ্কাম কর্মযোগ প্রভৃতি ক্রমিক অনুষ্ঠানের ফলে ব্রহ্ম অধিগত হইলেও তৎপরবর্তী কৃতকর্ম দ্বারা বন্ধন হইবে—এই আশঙ্কা উঠিতে পারে। ইহার উত্তর ভগবান এই শ্লোকে দিতেছেন। কর্মযোগে যুক্ত, অতএব বিশুদ্ধ আত্মা, চিত্ত যাহার। অতএব সংযত আত্মা, দেহ যাহা দ্বারা। অতএব বিজিত অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় যাহা দ্বারা এবং এইরূপে নর, পশু আদি সর্বভূতের আত্মা যাহার আত্মারূপে উপলব্ধ, তিনি লোককল্যাণকর বা স্বাভাবিক কর্ম করিলেও লিপ্ত হন না, তৎসমূহ দ্বারা বদ্ধ হন না। ৭

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৯

অন্বয়—যুক্তঃ তত্ত্ববিৎ পশ্যন্ স্পৃশন্ শৃণ্বন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ উন্মিষন্ নিমিষন্ অপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্তে ইতি ধারয়ন্ কিঞ্চিৎ এব [অহং] ন করোমি ইতি মন্যেত। ৮-৯

মূলের অনুবাদ—আত্মদর্শী কর্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন, শ্বাস, আলাপ, বর্জন, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও অভিমানরাহিত্যহেতু নিশ্চিত জানেন, "আমি কিছুই করি না[১]; আমার ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে।" ৮-৯

শ্রীধরী টীকা—কর্ম কুর্বন্নপি ন লিপ্যত ইত্যেতদ্বিরুদ্ধমিত্যাশংক্য কর্তৃত্বাভিমানাভাবান্ন বিরুদ্ধমিত্যাহ—নৈবেতি দ্বাভ্যাম্। কর্মযোগেন যুক্তঃ ক্রমেণ তত্ত্ববিদ্ ভূত্বা দর্শনশ্রবণাদীন কুর্বন্নপি ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য কিঞ্চিদপ্যহং ন করোমীতি মন্যেত মন্যতে। তত্র দর্শনশ্রবণস্পর্শনঘ্রাণাশনানি চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ—গতিঃ পাদয়োঃ, স্বাপো বুদ্ধেঃ, শ্বাসঃ প্রাণস্য, প্রলপনং বাগিন্দ্রিয়স্য, বিসর্গঃ পায়ূপস্থয়োঃ, গ্রহণং হস্তয়োঃ, উন্মেষণ-

---

১ আত্মা নিষ্ক্রিয়। তাই আত্মজ্ঞ সর্বদা সর্বত্র নৈষ্কর্ম্যে আরূঢ় থাকেন। অজ্ঞ আত্মাকে সক্রিয় ভাবিয়া কর্ম করেন। যেমন, মৃগতৃষ্ণিকাতে উদক বুদ্ধি করিয়া পানার্থ প্রবৃত্ত পুরুষ উদকাভাবজ্ঞান সত্ত্বেও তথায় জলপানের প্রয়োজনে গমন করে।—শংকরাচার্য্য।

নিমেষণে কূর্মাখ্যপ্রাণস্যেতি বিবেকঃ। এতানি কর্মাণি কুর্বন্নপি অনভিমানাৎ ব্রহ্মবিৎ ন লিপ্যতে। তথা চ পারমর্ষং সূত্রং—"তদধিগমে উত্তরপূর্বাঘয়োর-শ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশা"দিতি। ৮-৯

টীকার অনুবাদ—জ্ঞানী কর্ম করিয়াও কর্মে লিপ্ত হন না—ইহা বিরুদ্ধ বিবেচিত হইতে পারে। এই আশংকা করিয়া ভগবান বর্তমান শ্লোকদ্বয়ে বলিতেছেন, কর্তৃত্বাভিমানের অভাবহেতু ইহা বিরুদ্ধ নহে। কর্মযোগে যুক্ত যোগী ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞ হইয়া দর্শন ও শ্রবণাদি করিয়াও, 'ইন্দ্রিয়সমূহ ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রবৃত্ত'—এই ধারণা করিয়া, বুদ্ধিবলে নিশ্চয় করিয়া মনে করেন, 'আমি কিছুই করি না।' ইহাতে দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ ও আহার চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের—গমন পদদ্বয়ের, নিদ্রা বুদ্ধির, শ্বাস প্রাণের, কথন বাগিন্দ্রিয়ের, মলমূত্রাদি রেচন পায়ু ও উপস্থের, গ্রহণ হস্তযুগলের এবং চক্ষুর উন্মেষ ও নিমেষ কূর্মনামক প্রাণবায়ুর কর্ম বোধ করেন। এই সকল কর্ম করিয়াও ব্রহ্মবিৎ অভিমানের অভাবহেতু লিপ্ত হন না। উক্ত মর্মে অমর মহর্ষি ব্যাসদেব কৃত ব্রহ্মসূত্রে[১] (৪।১।১৩) আছে, "ব্রহ্ম স্বীয় আত্মারূপে অনুভূত হইলে ভাবী পাপের অলেপ ও পূর্বকৃত পাপের বিনাশ হয়; কারণ ইহা শ্রুতিতে বার বার উক্ত হইয়াছে।" ৮-৯

---

১ উক্ত সূত্রের ভাষ্যে শংকরাচার্য্য বলেন, "গতস্তৃতীয়শেষঃ। অথেদানীং ব্রহ্মবিদ্যাফলং প্রতি চিন্তা প্রজায়তে। ব্রহ্মাধিগমে সতি তদ্বিপরীতফলং দুরিতং ক্ষীয়তে ন বা ক্ষীয়ত ইতি সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? ফলার্থত্বাৎ কর্মণঃ ফলমদত্বা ন সম্ভাব্যতে ক্ষয়ঃ। ফলদায়িনী হ্যস্য শক্তিঃ শ্রুত্যা সমধিগতা। যদি তদন্তরেণৈব ফলোপভোগমুপমৃদ্যতে শ্রুতিঃ কদর্থিতা স্যাৎ। স্মরন্তি চ—

নহি কর্মাণি ক্ষীয়ন্তে কল্পকোটীশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্॥

নন্বেবম্ সতি প্রায়শ্চিত্তোপদেশোঽনর্থকঃ প্রাপ্নোতি, নৈষঃ দোষঃ। প্রায়শ্চিত্তানাং নৈমিত্তিকত্বোপপত্তে গৃহদাহেষ্ট্যাদিবৎ। অপি চ প্রায়শ্চিত্তানাং দোষ-সংযোগেন বিধানাং ভবেদপি দোষক্ষপণার্থতা, ন ত্বেবং ব্রহ্মবিদ্যায়া বিধানমস্তি। নম্বনভ্যুপগম্যমানে ব্রহ্মবিদঃ কর্মক্ষ তৎফলস্যাবশ্যভোক্তব্যত্বাদনির্মোক্ষঃ স্যাৎ। নেত্যুচ্যতে। দেশকালনিমিত্তাপেক্ষো মোক্ষঃ কর্মফলবদ্ভবিষ্যতি। তস্মাৎ ন ব্রহ্মবিদ্যাধিগমে দুরিতনিবৃত্তিঃ—ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ।

তদধিগমে—ব্রহ্মাধিগমে সত্যুত্তর পূর্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ ভবতঃ। উত্তর-

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০

অন্বয়—যঃ ব্রহ্মণি আধায় সঙ্গং ত্যক্ত্বা কর্মাণি করোতি, সঃ অম্ভসা পদ্মপত্রম্ ইব পাপেন ন লিপ্যতে। ১০

ত্বাশ্লেষঃ, পূর্বস্য বিনাশঃ। কস্মাৎ? তদ্ব্যপদেশাৎ। তথা হি ব্রহ্মবিদ্যা-প্রক্রিয়ায়াং সম্ভাব্যমান সম্বন্ধস্যাগামিনো দুরিতস্যানভিসম্বন্ধং বিদুষো ব্যপদিশতি 'যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবমেবংবিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষ্যতে' ইতি। তথা বিনাশমপি পূর্বোপচিতস্য দুরিতস্য-ব্যপদিশতি 'তদ্যথেষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে' ইতি। অয়মপরঃ কর্মক্ষয়-ব্যপদেশো ভবতি—

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥' ইতি।

যদুক্তমনুপভুক্তফলস্য কর্মণঃ ক্ষয়কল্পনায়াং শাস্ত্রকদর্থনং স্যাদিতি। নৈষ দোষঃ। ন হি বয়ং কর্মণঃ ফলদায়িনীং শক্তিমবজানীমহে। বিদ্যত এব সা; সা তু বিদ্যাদিনা কারণান্তরেণ প্রতিবধ্যত ইতি বদামঃ। শক্তিসদ্ভাবমাত্রে চ শাস্ত্রং ব্যাপ্রিয়তে, ন প্রতিবন্ধাপ্রতিবন্ধয়োরপি। ন হি কর্ম ক্ষীয়তে ইত্যেতদপি স্মরণমৌৎসর্গিকম্। ন হি ভোগাদৃতে কর্ম ক্ষীয়তে, তদর্থত্বাদিতি—ইষ্যত এব প্রায়শ্চিত্তাদিনা দুরিতস্য ক্ষয়ঃ। "সর্বং পাপ্মানং তরতি, তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতে য উ চৈনমেবং বেদ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। যত্তূক্তং নৈমিত্তিকানি প্রায়শ্চিত্তানি ভবিষ্যন্তীতি, তদসৎ। দোষসংযোগেন চোদ্যমান-নামেষাং দোষনির্হৃতিফলসম্ভবে ফলান্তর—কল্পনানুপপত্তেঃ। যৎ পুনরেতদুক্তং—ন প্রায়শ্চিত্তবৎ দোষক্ষয়োদ্দেশেন বিদ্যাবিধানমস্তীতি। অত্র ব্রূমঃ। সগুণাসু তাবদ্বিদ্যাসু বিদ্যত এব বিধানম্। তাসু চ বাক্যশেষে ঐশ্বর্যপ্রাপ্তিঃ পাপনিবৃত্তিশ্চ বিদ্যাবত উচ্যতে। তয়োশ্চাবিবক্ষাকারণং নাস্তীত্যতঃ পাপ্মপ্রহাণপূর্বকৈশ্বর্য-প্রাপ্তিস্তাসাং ফলমিতি নিশ্চীয়তে। নির্গুণায়াস্তু বিদ্যায়াং যদ্যপি বিধানং নাস্তি, তথাপ্যকর্ত্রাত্মবোধাৎ কর্মপ্রদাহসিদ্ধিঃ। অশ্লেষ ইতি চাগামিষু কর্মসু কর্তৃত্বমেব ন প্রতিপদ্যতে ব্রহ্মবিদিতি দর্শয়তি। অতিক্রান্তেষু তু যদ্যপি মিথ্যাজ্ঞানাৎ কর্তৃত্বং প্রতিপেদ ইব, তথাপি বিদ্যাসামর্থ্যাৎ মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তেস্তান্যপি প্রলীয়ন্ত

মূলের অনুবাদ—যিনি আসক্তি বর্জনান্তে ব্রহ্মে কর্মফল অর্পণপূর্বক সর্ব কর্ম করেন, তিনি পদ্মপত্রে জল যেমন অলিপ্ত থাকে, তদ্রূপ তিনি কর্মফলে নির্লিপ্ত থাকেন। ১০

ইত্যাহ বিনাশ ইতি। পূর্বপ্রসিদ্ধ কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব স্বরূপবিপরীতং হি ত্রিষপি কালেষকর্তৃত্বাভোক্তৃত্বস্বরূপং ব্রহ্মাহমস্মি, নেতঃপূর্বমপি কর্তা ভোক্তা বা অহমাসং, নেদানীং নাপি ভবিষ্যতি কাল ইতি ব্রহ্মবিদবগচ্ছতি। এবমেব চ মোক্ষ উপপদ্যতে। অন্যথা হ্যনাদিকালপ্রবৃত্তানাং কর্মণাং ক্ষয়াভাবে মোক্ষাভাবঃ স্যাৎ। ন চ দেশকালনিমিত্তাপেক্ষো মোক্ষঃ কর্মফলবৎ ভবিতুমর্হতি, অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ পরোক্ষত্বানুপপত্তেশ্চ জ্ঞানফলস্য। তস্মাৎ ব্রহ্মাধিগমে দুরিতক্ষয় ইতি স্থিতম্।"

উল্লিখিত ভাষ্যের অনুবাদ—জ্ঞানলাভের উপায়ভূত তৃতীয় সাধনের বিচার সমাপ্ত হইল। এই অধ্যায়ে এখন ব্রহ্মবিদ্যা লাভের ফল বিচারিত হইতেছে। প্রথমতঃ এই সংশয় উঠিতেছে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্বসঞ্চিত ও জ্ঞান-প্রতিদ্বন্দ্বী পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় কিনা? এই বিষয় আলোচনা করিলে কি পাওয়া যায়? ফলদানই কর্মের প্রধান প্রয়োজন। সুতরাং ফলদান না করিয়া কর্মের ক্ষয় সম্ভব নহে। শ্রুতিবাক্য (বেদবাক্য) হইতেও কর্মের ফলপ্রদা মহাশক্তি অবগত হওয়া যায়। যদি ফল প্রসব না করিয়াই কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে শ্রুতিকেও বিকৃতার্থ ও অপ্রমাণিত করা হয়। স্মৃতিশাস্ত্র (মহাভারতও) বলিয়াছেন, ভোগ ব্যতীত কোটি কল্পেও কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। সদসৎ কৃতকর্মের ফল নিশ্চয়ই কর্তাকে ভোগ করিতে হইবে। যদি বল, শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ অর্থহীন হয়—আমরা বলিব, তাহা নহে। ইহাতে দোষ নাই। প্রায়শ্চিত্তসমূহ গৃহদাহেষ্টি যাগবৎ নৈমিত্তিক। অগ্নিহোত্রীদিগের যজ্ঞাগ্নি দ্বারা গৃহ দগ্ধ হইলে তাহা ক্ষালনার্থ গৃহদাহেষ্টিযাগ বিহিত। ইহার প্রকৃত নাম ক্ষামবতী যাগ। এই যাগ করিলে গৃহদাহ জন্য দোষ নষ্ট হয়। আরও পাপদোষ বিনাশার্থ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দৃষ্ট হয়; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে তদ্রূপ বিধান নাই। পাপক্ষয়ার্থ বিহিত প্রায়শ্চিত্তের পাপনাশক ক্ষমতা থাকিতে পারে; পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে তদ্রূপ বিহিত না হওয়ায় উহা পাপনাশে সমর্থ নহে। আর যদি ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষেও কর্মফল অবশ্য ভোক্তব্য হয়, তাহা হইলে কেহ

শ্রীধরী টীকা—তর্হি যস্য কর্ত্তাহমিত্যভিমানোঽস্তি তস্য কর্মলেপো দুর্বারঃ, অবিশুদ্ধচিত্তত্বাৎ সন্ন্যাসোঽপি নাস্তীতি মহৎ সংকটমাপন্নমিত্যাশংক্যাহ—ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণ্যাধায় পরমেশ্বরে সমর্প্য তৎফলে চ সঙ্গং ত্যক্ত্বা যঃ কর্মাণি করোতি, অসৌ পাপেন বন্ধহেতুতয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্যপাপাত্মকেন কর্মণা ন লিপ্যতে। যথা পদ্মপত্রমম্ভসি স্থিতমপ্যম্ভসা ন লিপ্যতে তদ্বৎ। ১০

কোন কালে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। সুতরাং এই আপত্তি উচিত নহে। যেমন কর্ম দেশ, কাল ও নিমিত্ত অনুসারে ফলপ্রসব করে, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানই দেশাদি নিমিত্তত্রয় অনুসারে মোক্ষফল দান করে। সঞ্চিত কর্মসমূহ ভোগ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে মোক্ষলাভ হয়। প্রদর্শিত প্রকারে পূর্বপক্ষ এইরূপ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেও দুরিত নিবৃত্তি হয় না। আমরা বলিব, ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইলে ভাবী পাপের অশ্লেষ (অস্পর্শ) ও পূর্বসঞ্চিত পাপের বিনাশ হয়। শ্রুতিবাক্যেও উক্তরূপ উপদেশ পাওয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকরণে শ্রুতি বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর কৃত দুষ্কৃতের সহিত ব্রহ্মজ্ঞের সংস্পর্শ সম্ভব হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।১৪।৩) আছে, যেমন পদ্মপত্রে জল লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানীও পাপ কর্মে বদ্ধ হন না। এই উপনিষদের ৫।২৪।৩ মন্ত্রে আছে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্বসঞ্চিত পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যেমন ইষিকা তূলা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দগ্ধ হয়, তদ্রূপ জ্ঞান লব্ধ হইলে সঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা কর্মক্ষয়ের উপদেশ মুণ্ডক উপনিষদে (২।২।৮) এইভাবে পাওয়া যায়।—উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বস্তুনিচয়ে ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন ও সংশয়সমূহ ছিন্ন ও সর্ব কর্ম ক্ষীণ হয়। যদি উক্ত হয় যে, অভুক্তফল কর্মের ক্ষয় কল্পনা করিলে শাস্ত্রার্থ লঙ্ঘিত হয়। ইহাতে দোষ হয় না। আমরা কর্মের ফলদায়িনী মহাশক্তি অস্বীকার করি না; সেই শক্তি নিশ্চয়ই আছে। আমরা বলি, উহা বিদ্যাদি (জ্ঞান প্রভৃতি) অন্য কারণে নিরুদ্ধ হয়, ফলপ্রসব করিতে পারে না। স্মৃতিশাস্ত্র কর্মের ফলদা শক্তি বর্ণনায় ব্যাপৃত; উহার নিরোধে বা অনিরোধে নহে। কর্মক্ষয় হয় না—এই স্মৃতিবাক্য ঔৎসর্গিক, সাধারণ ভাবে উপদিষ্ট। বিনা ভোগে কর্ম ক্ষয় হয় না—এই শাস্ত্রার্থ দ্বারা ইঙ্গিত হয় যে, প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পাপক্ষয় হয়। ইহা এই শ্রুতিবাক্য ও স্মৃতিবাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়—"যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ও যে

টীকার অনুবাদ—তবে যাহার 'আমি করি' এই অভিমান আছে, তাহার কর্মলেপ অনিবার্য। আবার, অশুদ্ধ চিত্তে সন্ন্যাসও হয় না। তাহা হইলে মহাসঙ্কট উপস্থিত হয়। উক্ত আশঙ্কার উত্তর ভগবান এই শ্লোকে দিতেছেন। কর্ম ব্রহ্মে আধান, পরমেশ্বরে সমর্পণ এবং তৎফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া যিনি সর্ব কর্ম করেন, তিনি বন্ধনের কারণ পুণ্যপাপাত্মক কোন কর্মে লিপ্ত, বদ্ধ হন না, যেমন পদ্মপত্র জলে অবস্থিত হইলেও সেই জল দ্বারা লিপ্ত, আর্দ্র হয় না, তদ্রূপ। ১০

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ১১

ব্রহ্মবোধ প্রাপ্ত হয় সে পাপরাশি উত্তীর্ণ হয়, ব্রহ্মহত্যা ও উত্তীর্ণ হয়।" যেমন পুত্র জন্ম হেতু জাতেষ্টি ও গৃহদাহহেতু ক্ষামবতী ইষ্টি (যাগ) বিহিত, তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্তসমূহ নৈমিত্তিক, আগন্তুক নিমিত্তে বিহিত। সুতরাং তৎসমুদয় দ্বারা পাপনাশের সম্ভাবনা নাই। এই উক্তিও অসত্য। পাপসংযোগেই প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। পাপনাশের সম্ভাবনা না থাকিলে অন্য ফলের অনুমান অন্যায্য ও অযৌক্তিক। পুনরায় যাহা উক্ত হইয়াছে:—পাপনাশের উদ্দেশেই প্রায়শ্চিত্তের বিধান দৃষ্ট হয়; কিন্তু উপাসনায় বিধান দৃষ্ট হয় না। ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, সগুণ ব্রহ্মোপাসনার বিধান দৃষ্ট হয়। সেই সেই সগুণ উপাসনা বিধায়ক বাক্যের শেষভাগে উপাসকের ঐশ্বর্য্যলাভ ও পাপক্ষয় কথিত হয়। এই দুই ফলই বিবক্ষিত। সুতরাং ইহা সুনিশ্চিত হয় যে, অগ্রে পাপক্ষয় ও পরে ঐশ্বর্য্যলাভ সেই সেই উপাসনার অনিবার্য্য ফল। যদিও নির্গুণ উপাসনার বিধান নাই, তথাপি আত্মার অকর্তৃত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব উপলব্ধ হওয়ায় সমুদয় সঞ্চিত কর্ম দগ্ধ হয়। যেমন আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকালে সঞ্চিত কর্মের নাশ সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ আগামী কর্মেরও অশ্লেষ (অলেপ) হইয়া থাকে। ব্রহ্মবিৎ কোনও কর্মে স্বীয় কর্তৃত্ব অনুভব করেন না। সেইজন্য স্বাভাবিক যাদৃচ্ছিক কর্মসমূহও পুণ্যপাপ উৎপাদনে সমর্থ হয় না। জ্ঞানলাভের পূর্বে তৎকর্তৃক যে কর্মসমূহ অনুষ্ঠিত

অন্বয়—কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈঃ* ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি যোগিনঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে কর্ম কুর্বন্তি। ১১

মূলের অনুবাদ—কর্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্মফলে আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক দেহ, মন, বুদ্ধি ও কর্মে অভিনিবেশরহিত ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা কর্মানুষ্ঠান করেন। ১১

শ্রীধরী টীকা—বন্ধকত্বাভাবমুক্ত্বা মোক্ষহেতুত্বং সদাচারেণ দর্শয়তি

হইয়াছিল, তৎসমুদয় কর্মে তাঁহার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব-ভ্রম ছিল। ইহার ফলে তাঁহার শুভাশুভ অদৃষ্টও উৎপন্ন হইয়া সঞ্চিত ছিল। সম্প্রতি জ্ঞানলাভের পরে জ্ঞান বলে সেই ভ্রম অপগত হওয়ায় সেই সকল অদৃষ্টও লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দুই রহস্য (তথ্য) বুঝাইবার জন্যই সূত্রকার ব্যাসদেব অশ্লেষ ও বিনাশ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। পূর্বে প্রসিদ্ধ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বরূপের বিপরীত ও কালত্রয়ে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বরূপ 'ব্রহ্মই আমি' ইতঃপূর্বেও আমি কর্তা বা ভোক্তা ছিলাম না, এখনো বা ভাবী কালেও নহে।'—ব্রহ্মবিৎ এই তত্ত্ব অবগত হন। উক্তরূপ অনুভবের সামর্থ্যেই তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞ মোক্ষ উপপন্ন হয়। নচেৎ অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্ত কর্মসমূহের ক্ষয়াভাবে মোক্ষলাভ হইত না। স্বর্গাদি কর্ম-ফলবৎ মোক্ষ দেশ, কাল ও নিমিত্তের অপেক্ষা করে না। তাহা হইলে মোক্ষ অনিত্য ও অপ্রাসঙ্গিক হইত এবং জ্ঞানফলের পরোক্ষত্ব উপপন্ন হইত না। শ্রুতিবাক্যে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়, মোক্ষ নিত্য ও প্রত্যক্ষ। অতএব ব্রহ্মতত্ত্ব-জ্ঞান হইলে সর্ব পাপ সমূলে বিনষ্ট হয়—ইহাই সম্যক নিশ্চিত হইল।

* পৈশাচ ভাষ্য অনুসারে কেবল শব্দ কায়, মন ও বুদ্ধি প্রত্যেকের সহিতই সম্বন্ধ বা অন্বিত হইবে।

কায়েনেতি। কায়েন স্নানাদি, বুদ্ধ্যা তত্ত্বনিশ্চয়াদি, কেবলৈঃ কর্মাভিনিবেশরহিতৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চ শ্রবণকীর্তনাদিলক্ষণং কর্মফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা চিত্তশুদ্ধয়ে যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি। ১১

টীকার অনুবাদ—নিষ্কাম কর্মের বন্ধকত্বাভাব বলিয়া সদাচার দ্বারা উহার মোক্ষহেতুত্ব ভগবান দেখাইতেছেন এই শ্লোকে। দেহ দ্বারা স্নানাদি কর্ম, মন দ্বারা ধ্যানাদি কর্ম, বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয়াদি কর্ম, এবং কর্মাভিনিবেশবর্জিত কেবল ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা শ্রবণ ও কীর্তনাদিরূপ কর্ম কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্মযোগিগণ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ১১

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২

অন্বয়—যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা নৈষ্ঠীকীং শান্তিম্ আপ্নোতি, অযুক্তঃ [জনঃ] কামকারেণ† ফলে সক্তঃ [সন্] নিবধ্যতে। ১২

মূলের অনুবাদ—পরমেশ্বরপরায়ণ ভক্তবর কর্মফল পরিহারপূর্বক চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানপ্রাপ্তি, কর্মসন্ন্যাস ও জ্ঞাননিষ্ঠাক্রমে মোক্ষপ্রাপ্ত হন; কিন্তু ঈশ্বরবিমুখ অভক্ত কামনাবশে ফলাকাঙ্ক্ষায় বদ্ধ হয়। ১২

শ্রীধরী টীকা—ননু তেনৈব কর্মণা কশ্চিন্মুচ্যতে কশ্চিদ্বধ্যতে ইতি ব্যবস্থা কথমত আহ—যুক্ত ইতি। যুক্তঃ পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ সন্ কর্মণাং ফলং ত্যক্ত্বা কর্মাণি কুর্বন্নাত্যন্তিকীং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি। অযুক্তস্তু বহির্মুখঃ কামকারেণ কামতঃ প্রবৃত্ত্যা ফলে আসক্তো নিতরাং বন্ধং প্রাপ্নোতি। ১২

টীকার অনুবাদ—কিরূপে সেই কর্ম দ্বারাই কেহ মুক্ত, আর কেহ বদ্ধ হয়? এইরূপ ব্যবস্থা কেন? ইহার উত্তর ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। যুক্ত, পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ হইয়া কর্মসমূহের ফল ত্যাগ করিয়া সর্বকর্ম করিলে

---

† কার=করণ। কামকার শব্দের অর্থ কামকরণ, কামপ্রেরণা—শংকর। মধুসূদনমতে কামপ্রবৃত্তি।

আত্যন্তিকী শান্তি, মোক্ষ যোগী প্রাপ্ত হন ; কিন্তু অযুক্ত, বহির্মুখ সকাম প্রবৃত্তি হেতু কর্মফলে আসক্ত হইয়া দুর্মোচ্য বন্ধন প্রাপ্ত হয়। ১২

সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী ।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩

অন্বয়—বশী দেহী মনসা সর্বকর্মাণি সংন্যস্য [যথা স্যাৎ তথা] নবদ্বারে পুরে ন এব কুর্বন্ ন [এব] কারয়ন্ আস্তে। ১৩

মূলের অনুবাদ—সেই যতচিত্ত দেহী মনে মনে সর্ব কর্ম পরিত্যাগপূর্বক নবদ্বারযুক্ত দেহপুরে সুখে অবস্থান করেন। তিনি স্বয়ং কর্মে প্রবৃত্ত হন না এবং অন্যকেও কর্মে প্রবর্তিত করেন না। ১৩

শ্রীধরী টীকা—এবং তাবৎ চিত্তশুদ্ধিশূন্যস্য সন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্। ইদানীং শুদ্ধচিত্তস্য সন্ন্যাসঃ শ্রেষ্ঠঃ ইত্যাহ সর্বকর্মাণীতি। বশী যতচিত্তঃ। সর্বাণি কর্মাণি বিক্ষেপকাণি মনসা বিবেকযুক্তেন সংন্যস্য সুখং যথা ভবত্যেবং জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্নাস্তে। ক্ব আস্ত ইত্যত আহ নবদ্বারে—নেত্রে নাসিকে কর্ণৌ মুখঞ্চেতি সপ্ত শিরোগতানি, অধোগতে দ্বে পায়ূপস্থরূপে ইত্যেবং নবদ্বারাণি যস্মিংস্তস্মিন্ পুরে পুরবদহংভাবশূন্যে দেহে দেহী অবতিষ্ঠতে। অহংকারাভাবাদেব স্বয়ং তেন দেহেন নৈব কুর্বন্ মমকারাভাবাচ্চ ন কারয়ন্নিত্যবিশুদ্ধচিত্তাদ্ব্যাবৃত্তিরুক্তা, অবিশুদ্ধচিত্তো হি সংন্যস্য পুনঃ করোতি কারয়তি চ ন ত্বয়ং তথা অতঃ সুখমাস্ত ইত্যর্থঃ। ১৩

টীকার অনুবাদ—এই পর্যন্ত চিত্তশুদ্ধিহীনের পক্ষে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ—ইহাই বিস্তারিত হইল। এই শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, চিত্তশুদ্ধচিত্ত সাধকের পক্ষে কর্মসন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ। বশী, সংযতচিত্ত পুরুষ বিক্ষেপকারক সর্বকর্ম বিবেকযুক্ত মন দ্বারা ত্যাগ করিয়া সুখে যেরূপ হয় সেরূপ, জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করেন। কোথায় অবস্থান করেন ? এইজন্য বলিতেছেন, নবদ্বারযুক্ত দেহ-পুরে। দুই নেত্র, দুই নাক, দুই চক্ষু ও এক

মুখ—এই সাত শিরোস্থিত দ্বার এবং অধোগত দুই দ্বার পায়ু ও উপস্থ—এই নবদ্বার যে পুরে তথায়। পুরবৎ অহংকারশূন্য দেহে জ্ঞানী দেহী নিবাস করেন। অহংকারের অভাবেই নিজে কোন কর্ম না করাইয়া। ইহা দ্বারা অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি হইতে জ্ঞানীর প্রভেদ দর্শিত হইল। কারণ, অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কর্মসন্ন্যাস করিয়া পুনরায় কর্ম করেন ও করান। ইহার অর্থ, অতএব জ্ঞানী দেহবোধরহিত হইয়া আত্মসুখে অবস্থান করেন। ১৩

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে।। ১৪

অন্বয়—প্রভুঃ লোকস্য কর্তৃত্বং ন সৃজতি কর্মাণি ন [সৃজতি] ; কর্মফল-সংযোগং [চ] ন [সৃজতি] ; স্বভাবঃ * তু কর্তৃত্বাদিরূপেণ প্রবর্ততে। ১৪

মূলের অনুবাদ—বিশ্বপ্রভু পরমেশ্বর জীবলোকের কর্তৃত্ব ও কর্মসমূহ সৃষ্টি করেন না। তিনি কাহাকেও কর্মফলের ভোক্তা করেন না ; জীবের অবিদ্যাই কর্তৃত্বাদিরূপে প্রবৃত্ত হন। ১৪

শ্রীধরী টীকা—ননু "এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত, এষ এবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যোঽধো নিনীষতে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ পরমেশ্বরেণৈব শুভাশুভফলেষু কর্মসু কর্তৃত্বেন প্রযুজ্যমানোঽস্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ কথং তানি কর্মাণি ত্যজেৎ। ঈশ্বরেণৈব জ্ঞানমার্গে প্রযুজ্যমানঃ শুভান্যশুভানি চ ত্যক্ষ্যতীতি চেৎ, এবং সতি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যাং প্রযোজক-কর্তৃত্বাদীশ্বরস্যাপি পুণ্যপাপসম্বন্ধঃ স্যাদিত্যাশংক্যাহ ন কর্তৃত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। প্রভুরীশ্বরঃ জীবলোকস্য কর্তৃত্বাদিকং ন সৃজতি, কিন্তু জীবস্যৈব স্বভাবোঽবিদ্যৈব

---

* স্বো ভাবঃ স্বভাবঃ অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতিঃ মায়া—শংকর। অজ্ঞানাত্মিকা দৈবী মায়া—মধুসূদন। যেমন সূর্যোদয়ে কমলের বিকসন ও কুমুদের উন্মুদ্রণ হয়, তদ্রূপ পরমাত্মা প্রকাশিত হইলে ঘটাদি প্রকাশার্থ চেষ্টিত হয় না ; কিন্তু মনুষ্যাদি চেষ্টা করে। আত্মা কাহারো প্রবর্তক বা নিবর্তক নহেন।—নীলকণ্ঠ।

কর্তৃত্বাদিরূপেণ প্রবর্ততে। অনাদ্যবিদ্যাকামবশাৎ প্রবৃত্তিঃ স্বভাবঃ জীবলোকমীশ্বরঃ কর্মসু নিযুঙ্‌ক্তে, ন তু স্বয়মেব কর্তৃত্বাদিকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ। ১৪

টীকার অনুবাদ—কৌষিতকি ব্রাহ্মণ উপনিষদে (৩।৮) আছে, "তিনিই যাহাকে এই সকল লোকে উন্নীত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে সৎকর্ম করান এবং যাহাকে অধোলোকে নামাইতে চাহেন তাহাকে দিয়া অসৎকর্ম করান।" যদি পরমেশ্বর কর্তৃকই পুরুষ শুভাশুভ ফলপ্রদ কর্মে প্রযুক্ত হয়, তবে পুরুষ অস্বাধীন (পরাধীন) হইয়া কিরূপে সেই সকল কর্ম ত্যাগ করিবে? আর যদি ঈশ্বর কর্তৃকই জ্ঞানমার্গে প্রযুজ্যমান হইয়া জীব সদসৎ কর্ম ত্যাগ করে, তাহা হইলে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দ্বারা প্রযোজক কর্তৃত্বহেতু পুণ্য ও পাপের সহিত ঈশ্বরেরও সম্বন্ধ হইবে। উক্ত আশঙ্কার উত্তর ভগবান এই দুই শ্লোকে দিতেছেন। প্রভু, ঈশ্বর জীবলোকের কর্তৃত্বাদি সৃষ্টি করেন না; পরন্তু জীবের স্বভাবই, অবিদ্যাই কর্তৃত্বাদিরূপে প্রবৃত্ত হয়। ইহার অর্থ, অনাদি অবিদ্যা হইতে উত্থিত কামনার প্রেরণায় কর্মপ্রবণ জীবলোককে ঈশ্বর কর্মে নিযুক্ত করেন, কিন্তু স্বয়ংই কর্তৃত্বাদি উৎপাদন করেন না। ১৪

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫

অন্বয়—বিভুঃ কস্যচিৎ পাপং ন আদত্তে, ন চ এব সুকৃতং [আদত্তে], অজ্ঞানেন জ্ঞানম্ আবৃতম্, তেন [হেতুনা] জন্তবঃ মুহ্যন্তি। ১৫

মূলের অনুবাদ—পূর্ণকাম পরমেশ্বর প্রযোজক হইলেও কাহারো, এমন কি ভক্তেরও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। অজ্ঞান দ্বারা জীবের জ্ঞান (বিবেক) আবৃত থাকে। সেইহেতু জীবগণ মোহগ্রস্ত হয় ও ঈশ্বরে বৈষম্য দর্শন করে। ১৫

শ্রীধরী টীকা—যস্মাদেবং তস্মান্নাদত্ত—ইতি প্রযোজকোঽপি সন্ প্রভুঃ কস্যচিৎ পাপং সুকৃতঞ্চ নৈবাদত্তে ন ভজতে। তত্র হেতুঃ বিভুঃ পরিপূর্ণঃ। আপ্তকাম ইত্যর্থঃ। যদি হি স্বার্থকামনয়া কারয়েত্তর্হি তথা স্যাৎ, ন ত্বেতদস্তি। আপ্তকামস্ত্বেবাচিন্ত্যনিজমায়য়া তত্তৎপূর্বকর্মানুসারেণ প্রবর্তকত্বাৎ। ননু ভক্তাননুগৃহ্নতোঽভক্তান্নিগৃহ্নতশ্চ বৈষম্যোপলম্ভাৎ কথমাপ্তকামত্বমিত্যত আহ—অজ্ঞানেনেতি। নিগ্রহোঽপি দণ্ডরূপোঽনুগ্রহঃ এবেত্যেবমজ্ঞানেন সর্বত্র সমঃ পরমেশ্বর ইত্যেবম্ভূতং জ্ঞানমাবৃতম্। তেন হেতুনা জন্তবো জীবা মুহ্যন্তি। ভগবতি বৈষম্যং মন্যন্ত ইত্যর্থঃ। ১৫

টীকার অনুবাদ—যেহেতু এইরূপ ঘটে, সেই হেতু ঈশ্বর প্রযোজক হইলেও কাহারো পাপ ও পুণ্য গ্রহণ, ভোগ করেন না। ইহার কারণ, তিনি বিভু, পূর্ণ। ইহার অর্থ, ঈশ্বর আপ্তকাম। যদি তিনি স্বার্থ কামনায় জীবলোককে পাপপুণ্যে নিয়োজিত করিতেন, তাহা হইলে এইরূপ হইত। কিন্তু তাঁহার কোন স্বার্থ নাই। তিনি অতীতাদি তিন কালেই আপ্তকাম। স্বীয় অচিন্ত্য মায়া দ্বারা তৎ তৎ পূর্ব কর্ম অনুসারে তিনি কর্মাকর্মের প্রবর্তক হন। যদি বল, তিনি ভক্তকে অনুগ্রহ ও অভক্তকে নিগ্রহ করেন। ইহাতে তাঁহার বৈষম্য দেখা যায়। তবে তিনি কিরূপে আপ্তকাম?

ইহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন, নিগ্রহও দণ্ডরূপ অনুগ্রহই—এই অজ্ঞান হয়। সর্বত্র সমান পরম ঈশ্বর—এই জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে। ইহার অর্থ, সেই হেতু জন্তুগণ, জীবগণ মোহগ্রস্ত হয় ও ভগবানে বৈষম্য দেখে। ১৫

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥ ১৬

অন্বয়—তু আত্মনঃ জ্ঞানেন যেষাং তৎ অজ্ঞানং নাশিতং, জ্ঞানং তৎ তেষাং পরম্ আদিত্যবৎ প্রকাশয়তি। ১৬

মূলের অনুবাদ—যাহাদের সেই অনাদি অজ্ঞান ভাগবত জ্ঞান দ্বারা

বিনাশিত হয়, উক্ত জ্ঞান তাহাদের অজ্ঞান বিনাশান্তে পরিপূর্ণ ঐশ্বর স্বরূপ প্রকাশিত করে, যেমন সূর্য্যদেব তমোনাশপূর্বক স্থূল জগৎকে উদ্ভাসিত করেন। ১৬

শ্রীধরী টীকা—জ্ঞানিনস্তু ন মুহ্যন্তীত্যাহ—জ্ঞানেনেতি। আত্মনো ভগবতো জ্ঞানেন যেষাং তদ্বৈষম্যোপলম্ভকমজ্ঞানং নাশিতং, তজ্‌জ্ঞানং তেষামজ্ঞানং নাশয়িত্বা তৎপরং পরিপূর্ণমীশ্বরস্বরূপং প্রকাশয়তি। যথাদিত্যস্তমো নিরস্য সমস্তং বস্তুজাতং প্রকাশয়তি তদ্বৎ। ১৬

টীকার অনুবাদ—কিন্তু জ্ঞানিগণ মোহগ্রস্ত হন না। এতদর্থে ভগবান বলিতেছেন, আত্মার, ভগবানের জ্ঞান দ্বারা যাহাদের সেই বৈষম্য বোধক অজ্ঞান নাশিত হইয়াছে, সেই জ্ঞান তাহাদের অজ্ঞান বিনাশিত করিয়া তৎপর, পরিপূর্ণ ঈশ্বর স্বরূপকে প্রকাশিত করে, যেমন সূর্য্য তমো নিরাস করিয়া নিখিল বস্তুজগৎকে প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ। ১৬

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭

অন্বয়—তদ্‌বুদ্ধয়ঃ তদাত্মানঃ তন্নিষ্ঠাঃ তৎপরায়ণাঃ জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ অপুনঃ আবৃত্তিং* গচ্ছন্তি। ১৭

মূলের অনুবাদ—ঈশ্বরেই যাঁহাদের বুদ্ধি সুদৃঢ়, ঈশ্বরেই যাঁহাদের মন সুস্থির, ঈশ্বরেই যাঁহার একনিষ্ঠ এবং ঈশ্বরই যাঁহাদের পরম আশ্রয়, তাঁহারা জ্ঞানবলে নিষ্পাপ হইয়া মোক্ষলাভ করেন। ১৭

শ্রীধরী টীকা এবম্ভূতেশ্বরোপাসনাফলমাহ—তদ্‌বুদ্ধয় ইতি। তস্মিন্নেব বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা যেষাং, তস্মিন্নেব আত্মা মনো যেষাং, তস্মিন্নেব নিষ্ঠা তাৎপর্য্যং যেষাং, তদেব পরময়নমাশ্রয়ো যেষাং ততশ্চ তৎপ্রসাদলব্ধেনাত্মজ্ঞানেন নির্ধূতং নিরস্তং কল্মষং, যেষাং তেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং যান্তি। ১৭

---

* অপুনঃ দেহসম্বন্ধং—শংকর।

টীকার অনুবাদ—এইরূপ ঈশ্বরোপাসনার ফল ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। তাঁহাতেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি যাঁহাদের ; তাঁহাতেই আত্মা, মন যাঁহাদের ; তাঁহাতেই নিষ্ঠা, তাৎপর্য্য [এক লক্ষ্যতা] যাঁহাদের ; তিনি পরম অয়ন, আশ্রয় যাঁহাদের এবং তৎপ্রসাদে সম্প্রাপ্ত আত্মজ্ঞান দ্বারা নির্ধূত, নিরস্ত কল্মষ (পাপ) যাঁহাদের, তাঁহারা অপুনরাবৃত্তি, মুক্তি লাভ করেন। ১৭

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮

অন্বয়—বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি শুনি শ্বপাকে চ এব পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ [ভবন্তি]। ১৮

মূলের অনুবাদ—বিদ্বান্ ও বিনয়ী ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালকে পণ্ডিতগণ [জ্ঞানিগণ] তুল্য জ্ঞান করেন[১]। ১৮

শ্রীধরী টীকা—কীদৃশাস্তে জ্ঞানিনো যেঽপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ—বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ইতি। বিষমেষ্বপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে

---

† উত্তমসংস্কারবতি ব্রাহ্মণে সাত্ত্বিকে, মধ্যমায়াঞ্চ রাজস্যাং গবি, সংস্কারহীনায়ামত্যন্তমেব কেবল তামসে হস্তিনি।—শংকর।

১ এই সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে—

অস্তিভাতিপ্রিয়ং রূপং নামং চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যং ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগৎরূপং ততো দ্বয়ম্॥

অস্তি (সৎ) ভাতি (চিৎ) ও প্রিয় (আনন্দ) এবং নাম ও রূপ—এই পাঁচটি জগতের সর্বত্র বিদ্যমান। প্রথম তিনটি ব্রহ্মরূপ ও শেষ দুইটি জগৎরূপ। অতএব প্রপঞ্চের নাম-রূপ বাদ দিলেই ব্রহ্ম থাকেন। সমাধিতে নামরূপাত্মক জগৎ ব্রহ্মে লীন হয় ও বিশুদ্ধ ব্রহ্মরূপ সূর্যাবৎ হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হন। যাঁহারা যথার্থ সন্ন্যাসী বা পণ্ডিত, তাঁহারা জগৎকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখেন। মধুসূদন সরস্বতী বলেন, "গঙ্গাতোয়ে, তড়াগে, সুরাতে, বা মূত্রে প্রতিবিম্বিত আদিত্যকে উহাদের গুণ বা দোষ স্পর্শ করে না, তদ্রূপ ব্রহ্মকে উপাধিগত গুণ বা দোষ স্পর্শ করে না। বিদেহকৈবল্যরূপ জ্ঞানফল বলিয়া ভগবান এই শ্লোকে প্রারব্ধবশে চালিত দেহে জীবন্মুক্তিরূপ তৎফল বর্ণনা করিতেছেন।"

পণ্ডিতাঃ। জ্ঞানিন ইত্যর্থঃ। তত্র বিদ্যাবিনয়াভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে চ শ্বপাকে। শুনো যঃ পচতি তস্মিন্ শ্বপাকে চেতি কর্ম্মণা বৈষম্যম্। গবি হস্তিনি শুনি চেতি জাতিতো বৈষম্য দর্শিতম্। ১৮

টীকার অনুবাদ—যে জ্ঞানিগণ অপুনরাবৃত্তি গতি লাভ করেন, তাঁহারা কিদৃশ ? এই জিজ্ঞাসা অপেক্ষা করিয়া ভগবান বলিতেছেন। বিষম বস্তুতেও সমদর্শন, ব্রহ্মদর্শন করাই স্বভাব যাঁহাদের, তাঁহারা পণ্ডিত। ইহার অর্থ, তাঁহারাই জ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞ। বিদ্যা ও বিনয় সহ যুক্ত ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে। শ্বপাক শব্দের ধাত্বর্থ, যে স্বীয় ভোজনার্থ কুকুর মাংস পাক করে। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের মধ্যে কর্ম্মগত বৈষম্য এবং গাভী, হস্তী ও কুকুরের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য দর্শিত হইল। ১৮

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯

অন্বয়—যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতম্, ইহ এব তৈঃ সর্গঃ জিতঃ*; হি ব্রহ্ম সমং নির্দোষং [চ] তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ। ১৯

মূলের অনুবাদ—যাঁহাদের মন সর্বদা সমত্বে আরূঢ় থাকে, তাঁহারা জীবিত অবস্থাতেই সংসৃতি বিজয় করেন। যেহেতু ব্রহ্ম সর্বত্র সমভাবে বিরাজিত ও সর্বদোষের অতীত, সেই হেতু সমদর্শী জ্ঞানিগণও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ১৯

---

* বশীভূত—শংকর। অতিক্রান্ত—মধুসূদন।

২ "যথা হিরণ্ময়োর্দেবতা তৎপীঠয়োঃ স্বর্ণদৃক সমাং পশ্যতি পৃথক্‌ত্ব আকারদৃক্ তারতম্যং পশ্যতি তবং পৃথক্‌ত্বমতিঃ ভ্রান্তিকৃত-তারতম্যবিষয়া সমদৃষ্টিস্তু তত্ত্ববিষয়া ইতি ভাবঃ।"—নীলকণ্ঠ। (স্বর্ণবেদী ও তদ্ভ স্বর্ণময়ী প্রতিমাতে যিনি স্বর্ণদৃষ্টি করেন, তিনি সমদর্শী; যিনি পৃথক্ তিনি প্রতিমা ও পীঠরূপ আকার দেখেন। পৃথগাদি ভ্রান্তিকৃত তারতম্য মাত্র। তত্ত্ববিষয়ে দৃষ্টি পড়িলে সর্বত্র সমদর্শন হয়।)

শ্রীধরী টীকা—নন্বু বিষমেষু সমদর্শনং নিষিদ্ধং কুর্বাণোঽপি কথং তে পণ্ডিতাঃ। **যথাহ** গৌতমঃ "সমা-সমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ" **ইতি**। অস্যার্থঃ —সমায় পূজায়াং বিষমে প্রকারে কৃতে সতি, বিষমায় চ সমে প্রকারে কৃতে সতি স পূজকঃ ইহলোকাৎ পরলোকাচ্চ হীয়ত ইতি। তত্রাহ—ইহৈবেতি। ইহৈব জীবদ্ভিরেব তৈঃ সৃজ্যত ইতি সর্গঃ সংসারো জিতো নিরস্তঃ। কৈঃ? যেষাং মনঃ সাম্যে সমত্বে স্থিতম্। তত্র হেতুঃ। হি যস্মাদ্ ব্রহ্ম সমং নির্দোষঞ্চ তস্মাত্তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতা। ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। গৌতমোক্তস্তু দোষো ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তেঃ পূর্বমেব 'পূজাত' ইতি পূজকাবস্থাশ্রবণাৎ। ১৯

টীকার অনুবাদ—বিষম বস্তুতে সমদর্শন নিষিদ্ধ। ইহা করিলেও কিরূপে তাঁহারা পণ্ডিত হন? যেমন গৌতম তৎকৃত ধর্মসূত্রে বলিয়াছেন, যাঁহারা সমান ও অসমান ব্যক্তিকে যথাক্রমে অসমভাবে ও সমভাবে পূজা করিয়া ইত্যাদি। ইহার অর্থ, যে উত্তম ব্যক্তিকে অধমভাবে ও অধম ব্যক্তিকে উত্তমভাবে পূজা (সম্মান) করে, সেই পূজক ইহলোকে ও পরলোকে হীনতা প্রাপ্ত হয়। এই আশংকার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন, ইহকালেই, জীবদ্দশাতেই তাহাদের দ্বারা সর্গ, যাহা সৃষ্ট হয়, সংসার জিত, নিরস্ত হয়। কাহাদের দ্বারা? যাহাদের মন সাম্যে, সমত্বে অবস্থিত। ইহার কারণ, যেহেতু ব্রহ্ম সম ও নির্দোষ, সেই হেতু উক্ত সমদর্শীবৃন্দ ব্রহ্মেই স্থিত হন। ইহার অর্থ, তাঁহারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করেন। আর, গৌতম কর্তৃক কথিত দোষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির পূর্বেই ঘটে; কারণ 'পূজাতঃ' শব্দ দ্বারা পূজকাবস্থা (জ্ঞান লাভের পূর্বাবস্থা) ই লক্ষিত হয়। ১৯

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০

অন্বয়—ব্রহ্মণি [এব] স্থিতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ অসংমূঢ়ঃ ব্রহ্মবিৎ প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ, অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ। ২০

মূলের অনুবাদ—যিনি ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মে বিরাজ করেন, তিনি[১] প্রিয় বস্তু পাইলে প্রসন্ন বা অপ্রিয় বস্তু পাইলে উদ্বিগ্ন হন না ; কারণ, তিনি মোহমুক্ত হওয়ায় স্থির বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ২০

শ্রীধরী টীকা—ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য লক্ষণমাহ—নেতি। যে ব্রহ্মবিদ্ভূত্বা ব্রহ্মণ্যেব স্থিতঃ স প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ ন প্রকৃষ্টো হর্ষবান্ স্যাৎ। অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ নোদ্বিজেৎ। ন বিষীদতীত্যর্থঃ। যতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধির্যস্য। তৎ কুতঃ। যতোঽসংমূঢ়ো নিবৃত্তমোহঃ। ২০

টীকার অনুবাদ—ব্রহ্মভাবে সমাহিত পুরুষের লক্ষণ বলিতেছেন। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মেই স্থিত হন, তিনি প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তিকে পাইয়া প্রহৃষ্ট, প্রকৃষ্ট হর্ষ প্রাপ্ত হন না এবং অপ্রিয় বস্তু বা ব্যক্তিকে পাইয়া উদ্বিগ্ন হন না। ইহার অর্থ, তিনি বিষাদ করেন না। যেহেতু তিনি স্থিরবুদ্ধি, স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধি যাঁহার। তাহা কিরূপে সম্ভব ? যেহেতু তিনি অসংমূঢ়, মোহমুক্ত। ২০

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১

অন্বয়—বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তাত্মা আত্মনি যৎ সুখং [তৎ] বিন্দতি ; সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা [ব্রহ্মণি] অক্ষয়ং† সুখম্ অশ্নুতে। ২১

মূলের অনুবাদ—যাঁহার চিত্ত বাহ্যেন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্ত হয় না, তিনি

---

১ পুত্রাদি অভীষ্ট পাত্র ও শত্রু প্রভৃতি দুঃখদ ব্যক্তি—হনুমৎ স্বামী।

† অক্ষয্যং ইতি বা পাঠঃ।

সাত্ত্বিক সুখ[১] উপভোগ করেন। পরিশেষে তিনি ব্রহ্মযোগে[২] অবস্থিত হইয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন। ২১

শ্রীধরী টীকা—মোহনিবৃত্ত্যা বুদ্ধিস্থৈর্যহেতুমাহ—বাহ্যস্পর্শেষ্বিতি। ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শাঃ বিষয়া বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়েষ্বসক্তাত্মানাসক্তচিত্তঃ আত্মন্যন্তঃকরণে যদুপশমাত্মকং সাত্ত্বিকং সুখং তদ্বিন্দতি লভতে। স চোপশমাত্মকং সুখং লব্ধা ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তস্তদৈক্যং প্রাপ্ত আত্মা যস্য সোঽক্ষয়ং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি। ২১

টীকার অনুবাদ—মোহনিবৃত্তি দ্বারা বুদ্ধি-স্থৈর্য্যের কারণ বলিতেছেন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যাহা স্পৃষ্ট হয়, তাহা স্পর্শ, বিষয়। বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে অসক্তাত্মা, অনাসক্ত-চিত্ত আত্মাতে, অন্তঃকরণে যে উপশমাত্মক সাত্ত্বিক সুখ তাহা লাভ করেন এবং সেই উপশমাত্মক সুখ লাভ করিয়া তিনি ব্রহ্মে যোগ, সমাধি দ্বারা যুক্ত, ব্রহ্মৈক্য প্রাপ্ত আত্মা যাঁহার, তিনি অক্ষয়, শাশ্বত সুখ লাভ করেন। ২১

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২

অন্বয়—কৌন্তেয়, যে সংস্পর্শজা ভোগাঃ তে হি দুঃখযোনয়ঃ এব, [তথা] আদ্যন্তবন্তঃ চ। [অতঃ] বুধঃ তেষু ন রমতে। ২২

---

১ মহাভারতে আছে—

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥

ইহলোকে যাহা কামসুখ (দেহসুখ) ও স্বর্গলোকে যাহা মহাসুখ নামে কথিত, তাহা তৃষ্ণাক্ষয়জাত পরম সুখের ষোল ভাগের এক ভাগও নহে।

২ ব্রহ্মযোগ অর্থে ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবোধ, ব্রহ্মসমাধি, ব্রহ্মনির্বাণ বা ব্রাহ্মী স্থিতি। ইহাই বেদান্ত সাধনের চরম সিদ্ধি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সাধনাতে এই অবস্থায় ক্রমাগত ছয় মাস অবস্থান করেন। এই সিদ্ধিলাভের পর জীবকোটির দেহ মাত্র একুশ দিবস থাকে।

মূলের অনুবাদ—হে **কুন্তীপুত্র**, ইন্দ্রিয়বিষয়ের সংস্পর্শে যে সুখ জাত হয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী ও প্রতিক্রিয়ামূলক। অতএব, বিবেকিগণ ইন্দ্রিয়সুখে আকৃষ্ট হন না। ২২

শ্রীধরী টীকা—নমু প্রিয়বিষয়ভোগানামপি নিবৃত্তেঃ কথং মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ স্যাত্তত্রাহ—যে হীতি। সংস্পৃশ্যন্ত ইতি সংস্পর্শাঃ বিষয়াস্তেভ্যো জাতাঃ যে ভোগাঃ সুখানি তে হি বর্তমানকালেঽপি স্পর্দ্ধাসূয়াদিব্যাপ্তত্বাৎ দুঃখস্যৈব যোনয় কারণ-ভূতাস্তথাদিমন্তোঽন্তবন্তশ্চ। অতো বিবেকী তেষু ন রমতে। ২২

টীকার অনুবাদ—আচ্ছা, প্রিয় বিষয় ভোগেরও নিবৃত্তিহেতু মোক্ষ কিরূপে পুরুষার্থ হইতে পারে? ইহার উত্তর ভগবান এই শ্লোকে দিতেছেন। ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যাহা সংস্পৃষ্ট হয় তাহা সংস্পর্শ, বিষয়। তাহা হইতে জাত যে ভোগ, সুখ। তাহা বর্তমান কালেও আস্পর্দ্ধা, অসূয়া প্রভৃতি দ্বারা ব্যাপ্ত থাকায় দুঃখেরই যোনিস্বরূপ, কারণভূত এবং তাহা আদিমান্ ও অন্তবান্। এই হেতু বিবেকযুক্ত পুরুষ তাহাতে আসক্ত বা আকৃষ্ট হয় না। ২২

শক্লোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩

অন্বয়—যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ কামক্রোধোদ্ভবং বেগম্[১] ইহ এব সোঢ়ুং শক্লোতি, স [এব] যুক্তঃ, স [এব] নরঃ সুখী। ২৩

---

১ বিষয়সুখে ব্রহ্মসুখের কণামাত্র, গন্ধমাত্রও উপলব্ধ হয় না। উহা ভোগ-কালে ক্ষণিক আনন্দ দিলেও প্রধানতঃ দুঃখপ্রদ এবং ভোগান্তে আত্মগ্লানি উৎপাদক।

[১] স্ত্রীপুংসব্যতিকরতৃষ্ণা কাম ইতি। ইহ তু ইন্দ্রিয়গোচরপ্রাপ্তে ইষ্টে বিষয়ে শ্রূয়মাণে স্মর্যমাণে বা অনুভূতে সুখহেতৌ যা গর্দ্ধিঃতৃষ্ণা স কামঃ ক্রোধশ্চ প্রতিকূলেষু দুঃখহেতুষু দৃশ্যমানেষুশ্রূয়মাণেষু স্মর্যমাণেষু বা যো প্রজ্বলনাত্মকো দ্বেষো মন্যুঃ স ক্রোধঃ। তৌ কামক্রোধৌ উদ্ভবো যস্য বেগস্য স কামক্রোধোদ্ভবো বেগঃ। রোমাঞ্চন হৃষ্টনেত্রবদনাদি লিঙ্গঃ অন্তঃকরণ প্রক্ষোভরূপঃ কামোদ্ভবো বেগঃ। গাত্রকম্পন-প্রস্বেদ-সন্দষ্টৌষ্ঠপুট রক্তনেত্রাদি লিঙ্গঃ ক্রোধোদ্ভবো বেগঃ।
—শংকরাচার্য্য।

মূলের অনুবাদ—যিনি দেহপাতের পূর্ব পর্যন্ত কাম ও ক্রোধের মন-নেত্রাদি ক্ষোভরূপ বেগ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হন, তিনি সুখী, সমাহিত হন, অন্যে নহে। ২৩

শ্রীধরী টীকা—তস্মান্মোক্ষ এব পরঃ পুরুষার্থস্তস্য চ কামক্রোধবেগোঽতি-প্রতিপক্ষোঽতস্তৎসহনসমর্থ এব মোক্ষভাগীত্যাহ—শক্নোতীতি। কামাৎ ক্রোধাচ্চোদ্ভবতি যো বেগোঃ মনোনেত্রাদিক্ষোভলক্ষণস্তমিহৈব তদুদ্ভবসময় এব যো নরঃ সোঢ়ুং প্রতিরোদ্ধুং শক্নোতি। তদপি ন ক্ষণমাত্রং, কিন্তু শরীর-বিমোক্ষণাৎ প্রাক্। যাবৎ দেহপাতমিত্যর্থঃ। য এবম্ভূতঃ স এব যুক্তঃ সমাহিতঃ সুখী চ ভবতি নান্যঃ। যদ্বা মরণাদূর্দ্ধং বিলপন্তীভির্যুবতিভিরালিঙ্গ্যমানোঽপি পুত্রাদিভির্দহ্যমানোঽপি যথা প্রাণশূন্যঃ কামক্রোধবেগং সহতে, তথা মরণাৎ-প্রাগপি জীবন্নেব যঃ সহেত, স এব যুক্তঃ সুখী চেত্যর্থঃ। তদুক্তং বশিষ্ঠেন—

প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখং দুঃখং ন বিন্দতি
তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ ॥

টীকার অনুবাদ—সুতরাং মোক্ষই পরম পুরুষার্থ এবং কাম-ক্রোধাদির বেগ সেই মোক্ষের অত্যন্ত বিরোধী এবং উক্ত বেগ সহনে সমর্থ পুরুষই মোক্ষ-ভাগী হন। ইহাই ভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন। কাম ও ক্রোধ হইতে উদ্ভূত হয় যে বেগ, মন ও নেত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভরূপ, তাহাকে তাহার উৎপত্তি কালেই যে ব্যক্তি সহন, প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। সেই সহনও ক্ষণমাত্র নহে, শরীর ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত। ইহার অর্থ হইতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত দেহপাত না হয়। যিনি উক্তরূপ সংযমী, তিনিই মুক্ত, সমাহিত ও সুখী হন, অন্য জন নহে। অথবা ইহার অর্থ, মৃত্যুর পরে যেমন প্রাণহীন দেহ কাম-ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারে, বিলাপকারিণী তরুণীগণ কর্তৃক আলিঙ্গ্যমানও পুত্রাদি কর্তৃক চিতাগ্নিতে দহ্যমান হইয়াও, তদ্রূপ যিনি মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত জীবৎকালেও এই বেগ সহিতে পারেন তিনিই যুক্ত, সুখী। উক্ত

যমে বশিষ্ঠ কর্তৃক কথিত হইয়াছে, প্রাণ গত হইলে যেমন দেহ সুখ বা দুঃখ অনুভব করে না, তদ্রূপ প্রাণবান্ও যদি সুখ-দুঃখের অতীত হন তিনিই কৈবল্যাশ্রমে, মোক্ষধামে বাস করেন। ২৩

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪

অন্বয়—যঃ অন্তঃ সুখঃ অন্তঃ আরামঃ, তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ, স এব* যোগী ব্রহ্মভূতঃ [সন্] ব্রহ্মনির্বাণম্ অধিগচ্ছতি। ২৪

মূলের অনুবাদ—অন্তরাত্মায় যাঁহার সুখ, বিষয়ে নহে; অন্তরাত্মার সহিত যাঁহার ক্রীড়া ও দৃষ্টি, গীতনৃত্যাদিতে নহে; তিনিই ব্রহ্মে স্থিত১ হন ও ব্রহ্মনির্বাণ২ লাভ করেন। ২৪

শ্রীধরী টীকা—ন কেবলং কামক্রোধবেগসংহরণমাত্রেণ মোক্ষং প্রাপ্নোতি অপি তু যোঽন্তরিতি। অন্তঃআত্মন্যেব সুখং যস্য ন বিষয়েষু, অন্তরেব রামঃ ক্রীড়া যস্য ন বহিঃ, অন্তরেব জ্যোতির্দৃষ্টির্যস্য ন গীতনৃত্যাদিষু, স এব ব্রহ্মণি ভূতঃ স্থিতঃ সন্ব্রহ্মণি নির্বাণং লয়মধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। ২৪

---

* এই 'এব' তিনটি বিশেষণের সহিত সম্বন্ধ হইবে।

১ জ্ঞানকালে ও অজ্ঞানকালে উভয় কালেই জীব পরমার্থতঃ ব্রহ্মস্বরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪।৬) আছে, ব্রহ্ম এব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি। ইহার অর্থ তিনি অজ্ঞান কালেও ব্রহ্মস্বরূপ ছিলেন। জ্ঞানকালে বহু জন্মে সেই বিস্মৃত ব্রহ্মস্বরূপ জানিলেন।

২ ব্রহ্মনির্বাণ শব্দ গীতায় চার বার পাওয়া যায়—২য় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে একবার ও এই অধ্যায়ের ২৪-২৬ শ্লোকে তিনবার। শংকর মতে ইহার অর্থ ব্রহ্ম নির্বৃতি, মোক্ষ। আনন্দগিরির মতে পূর্ণব্রহ্মে নিবৃত্তি, সর্বানর্থ নিবৃত্তি উপলক্ষিত অনতিশয়ানন্দাবির্ভাবলক্ষণা অবস্থিতি। মধুসূদন সরস্বতী বলেন ব্রহ্মপরমানন্দরূপ ও কল্পিত দ্বৈতোপশমরূপহেতু নির্বাণ। ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকাকার ব্রহ্মনির্বৃতি অর্থে ব্রহ্মানন্দ। শংকরানন্দ সরস্বতীর মতে বিদেহকৈবল্যসুখ। ব্রহ্মনির্বাণ গীতোক্ত দর্শনের চরম সিদ্ধান্ত।

টীকার অনুবাদ—কেবলমাত্র কাম ও ক্রোধের বেগ সহন দ্বারাই কেহ মোক্ষপ্রাপ্ত হন না, পরন্তু অন্যান্য যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা ভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন। অন্তরে, আত্মাতেই সুখ যাঁহার, ইন্দ্রিয়-বিষয়ে নহে; অন্তরেই আরাম, ক্রীড়া যাঁহার, বাহ্য বস্তুতে নহে; অন্তরেই জ্যোতিঃ, দৃষ্টি যাঁহার, নৃত্য-গীতাদিতে নহে; তিনিই ব্রহ্মে ভূত, স্থিত হইয়া ব্রহ্মে নির্বাণ, লয় অধিগত, প্রাপ্ত হন। ২৪

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫

অন্বয়—ক্ষীণকল্মষাঃ ছিন্নদ্বৈধাঃ যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ* ঋষয়ঃ ব্রহ্মনির্বাণং লভন্তে। ২৫

মূলের অনুবাদ—যে ঋষিগণ[১] সর্বপাপমুক্ত হইয়াছেন, সর্ব সংশয়কে ছেদন ও স্বীয় চিত্ত সংযত করিয়াছেন এবং সর্ব ভূতের কল্যাণ সাধনে ব্যাপৃত আছেন তাঁহারাই ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন। ২৫

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ লভন্ত ইতি। ঋষয়ঃ সম্যগ্দর্শিনঃ ক্ষীণং কল্মষং যেষাং, ছিন্নং দ্বৈধং সংশয়ো যেষাং, যতঃ, সংযতঃ আত্মা চিত্তং যেষাং, সর্বেষাং ভূতানাং হিতে রতাঃ যে কৃপালবস্তে ব্রহ্মনির্বাণং মোক্ষং লভন্তে। ২৫

টীকার অনুবাদ—আরও। ঋষিগণ, সম্যগ্দর্শীবৃন্দ ক্ষীণ কল্মষ (পাপ) যাঁহাদের, ছিন্ন দ্বৈধ, সংশয় যাঁহাদের। যত, সংযত আত্মা, চিত্ত যাঁহাদের। সর্বভূতের, সবপ্রাণীর হিতে রত যে কৃপালু পুরুষগণ তাঁহারা ব্রহ্মনির্ব্বাণ, মোক্ষ লাভ করেন। ২৫

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬

অন্বয়—কামক্রোধবিযুক্তানাং যতচেতসাং বিদিতাত্মনাং যতীনাম্ অভিতঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ততে। ২৬

---

* হিতে, আনকূল্যে রত, অহিংসক।—শংকর। দয়ালুত্বেন অহিংসকত্বম্।—আনন্দগিরি।

১ সূক্ষ্মবস্তু বিবেচনে সমর্থ সন্ন্যাসীবৃন্দ—মধুসূদন সরস্বতী।

মূলের অনুবাদ—যে সন্ন্যাসিগণ চিত্ত জয় করিয়াছেন, এবং কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত এবং আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা জীবিত ও বিমৃত উভয় অবস্থায় ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। ২৬

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ কামক্রোধবিযুক্তানামিতি। কামক্রোধাভ্যাং বিযুক্তানাং যতীনাং সংন্যাসিনাং, সংযতচিত্তানাং জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানামভিতঃ উভয়তো মৃতানাং জীবতাং চ ন দেহান্তর এব তেষাং ব্রহ্মণি লয়ঃ, অপি তু জীবতামপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। ২৬

টীকার অনুবাদ—আরও। কাম ও ক্রোধ হইতে বিযুক্ত যতিগণের, সন্ন্যাসিগণের, সংযতচিত্ত পুরুষগণের আত্মতত্ত্বজ্ঞগণের উভয় কালে, বিমৃত ও জীবিত অবস্থায়। ইহার অর্থ, অন্য দেহে নহে, এই দেহেই তাঁহারা ব্রহ্মে লয় লাভ করেন। ২৬

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮

অন্বয়—যঃ বাহ্যান্ স্পর্শান্ বহিঃ কৃত্বা চক্ষুঃ চ১ ভ্রুবোঃ অন্তরে এব [কৃত্বা] নাসাভ্যন্তচারিণৌ প্রাণাপানৌ [ঊর্দ্ধগতিরোধেন] সমৌ কৃত্বা যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ মোক্ষপরায়ণঃ বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ মুনিঃ, সঃ সদা মুক্তঃ এব। ২৭-২৮

---

১ নীলকণ্ঠ বলেন, চ শব্দো বার্থে, চক্ষুরেব বা ভ্রুবোরন্তরে কুর্য্যাৎ। খেচরীমুদ্রামভ্যসেৎ ইত্যর্থঃ। মধুসূদন যোগসার হইতে খেচরীমুদ্রার এই লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

নাভিকোর্ধ্বস্থিতে গর্তে জিহ্বাং ব্যাবৃতঃ ধারয়েৎ।
দৃঢ়াসনস্থিরং তিষ্ঠেৎ মুদ্রৈষা খেচরী মতা॥
ভ্রূমধ্য দৃষ্টিরপ্যেষা মহাদেবেন কীর্তিতা।
ভ্রুবোরন্তর্গতা দৃষ্টির্মুদ্রা ভবতি খেচরী॥

মূলের অনুবাদ—যে মুমুক্ষু মুনি[১] মন হইতে রূপ-রসাদি বাহ্য বিষয় বহিষ্কৃত করিয়াছেন, নয়নযুগল ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রে নিবদ্ধ রাখিয়াছেন, নাসিকার অভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপান বায়ুদ্বয়কে কুম্ভক দ্বারা সমভাবাপন্ন করিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে বশীভূত এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ বর্জন করিয়াছেন, তিনিই জীবৎকালে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। ২৭-২৮

শ্রীধরী টীকা—"স যোগী ব্রহ্মনির্বাণ" মিত্যাদিষু যোগী মোক্ষমবাপ্নোতীত্যুক্তং, তমেব যোগং সংক্ষেপেন দর্শয়ন্নাহ স্পর্শানিতি দ্বাভ্যাম্। বাহ্যা এব স্পর্শা রূপরসাদয়ো বিষয়াশ্চিন্তিতাঃ সন্তোঽন্তঃ প্রবিশন্তি তাংস্তচ্চিন্তাত্যাগেন বহিরেব কৃত্বা চক্ষুশ্চ ভ্রুবোরন্তরে ভ্রূমধ্য এব কৃত্বা। অত্যন্তং নেত্রয়োর্নিমীলনে মনো লীয়তে। উন্মীলনেন চ বহিঃ প্রসরতি। তদুভয়দোষপরিহারার্থমর্ধনিমীলনেন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ। উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসরূপেণ নাসিকয়োভ্যন্তরে চ চরন্তৌ প্রাণাপানাবূর্দ্ধাধোগতিরোধেন সমৌ কৃত্বা। কুম্ভয়িত্বেত্যর্থঃ। যদ্বা প্রাণো যথা ন বহির্নির্যাতি, যথা চাঽপানোঽন্তর্ন প্রবিশতি, কিন্তু নাসামধ্য এব দ্বাবপি যথা চরতস্তথা মন্দাভ্যামুচ্ছ্বাসনিঃ-শ্বাসাভ্যাং সমৌ কৃত্বেতি। ২৭

যত ইতি। অনেনোপায়েন যতাঃ সংযতাঃ ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়ো যস্য, মোক্ষ এব পরময়নং প্রাপ্যং যস্য, অতএব বিগতা ইচ্ছাভয়ক্রোধা যস্য। য এবম্ভূতো মুনিঃ স সদা জীবন্নপি মুক্ত এবেত্যর্থঃ। ২৮

টীকার অনুবাদ—'সেই যোগী ব্রহ্ম নির্বান প্রাপ্ত হন'—ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যোগী মোক্ষলাভ করেন। সেই মোক্ষযোগই ভগবান সংক্ষেপে দুই শ্লোকে দেখাইতেছেন। বাহ্য স্পর্শসমূহ, রূপরসাদি বিষয়সমূহ চিন্তিত হইলে অন্তরে প্রবেশ করে। তৎসমুদয়কে সেই সেই চিন্তা ত্যাগ দ্বারা বাহিরে করিয়া এবং ভ্রূদ্বয়ের অন্তরে, ভ্রূমধ্যস্থ রাখিয়া। নেত্রদ্বয় অতিশয় নির্মীলন

† ভগবান বাসুদেব পরবর্তী অধ্যায়ে সম্যগ্ দর্শনের অন্তরঙ্গ সাধনস্বরূপ ধ্যানযোগ বিস্তৃতভাবে বলিবেন। ইহার সূত্রস্থানীয় বর্তমান শ্লোকদ্বয়—ভাষ্যকার শংকরাচার্য্য।

১ মননাৎ মুনি। মননশীল, মুমুক্ষু। যিনি সর্বদা বেদান্ত সিদ্ধান্ত এক মনে মনন বা নিশ্চয় করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ মুনি।

দ্বারা মন লীন হয় এবং উন্মীলন দ্বারা বাহিরে প্রসারিত হয়। ইহার অর্থ, এই দুই দোষ দূরীকরণের জন্য অর্ধ নিমীলন দ্বারা ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া। প্রশ্বাসও নিঃশ্বাসরূপে নাসিকাযুগলের অভ্যন্তরে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুদ্বয়কে তাহাদের উর্দ্ধগতি ও অধোগতি নিরোধ দ্বারা সমান করিয়া। ইহার অর্থ, কুম্ভক সহায়ে বায়ুরোধ করিয়া। অথবা যাহাতে প্রাণ বাহিরে না যায়, বা অপান অন্তরে প্রবিষ্ট না হয়; কিন্তু নাসিকার মধ্যেই উভয় বায়ু বিচরণ করে, তদ্রূপ মৃদুল প্রশ্বাস ও নিশ্বাস দ্বারা সমান করিয়া। ২৭ এই উপায়ে যত, সংযত ইন্দ্রিয় ও মন ও বুদ্ধি যাহার, মুক্তিই পরম অয়ন, শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি যাহার। অতএব, বিগত ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ যাহার। ইহার অর্থ, যিনি এইরূপ মুনিবর তিনিই জীবৎকালেও সর্বদা মুক্ত। ২৮

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—যজ্ঞতপসাং ভোক্তারম্ সর্বলোকমহেশ্বরং সর্বভূতানাং সুহৃদং মাং জ্ঞাত্বা শান্তিম্ ঋচ্ছতি।

মূলের অনুবাদ—মানবগণ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, মহেশ্বর[১] সর্বলোকের এবং সর্বভূতের সুহৃৎ জানিয়া চির শান্তি[২] লাভ করে। ২৯

ভগবান্ ব্যাসদেব বিরচিত লক্ষ-শ্লোকী মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাসম্বন্ধীয় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সন্ন্যাসযোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ হিরণ্যগর্ভাদির নিয়ন্তা—মধুসূদন। বিধিরুদ্রাদিরও মহেশ্বর—বলদেব। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬।৭) আছে—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্।

যমাদি লোকপালদিগের নিরঙ্কুশ অধিপতি, ইন্দ্রাদি দেবগণের পরম দেবতা, প্রজাপতিগণের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতেও উত্তম জগৎপতি এবং স্তবনীয় জ্যোতির্ময় মহেশ্বরকে আমরা সম্যক্ জানি।

২ সর্বসংসারোপরতিরূপ মুক্তি—শংকর।

শ্রীধরী টীকা—নম্বেবমিন্দ্রিয়াদিসংযমমাত্রেণ কথং মুক্তিঃ স্যান্ন তাবন্মাত্রেণ কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণেত্যাহ—ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং তপসাঞ্চ মদ্‌ভক্তৈঃ সমর্পিতানাং যদৃচ্ছয়া ভোক্তারং পালকমিতি বা সর্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং সর্বেষাং ভূতানাং সুহৃদং নিরপেক্ষোপকারিণমন্তর্য্যামিনং মাং জ্ঞাত্বা মৎপ্রসাদেন শান্তিং মোক্ষমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি। ২৯

বিকল্পশংকাপোহেন যেনৈবং সাংখ্যযোগয়োঃ।
সমুচ্চয়ঃ ক্রমেণোক্তঃ সর্বজ্ঞং নৌমি তং হরিম্॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভগদ্‌গীতাসু সুবোধিন্যাঃ শ্রীধরস্বামি-কৃতায়াঃ
টীকায়াঃ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

টীকার অনুবাদ—আচ্ছা, এইরূপ ইন্দ্রিয়াদির সংযমমাত্র দ্বারাই কিরূপে মুক্তি লাভ হয়? ইহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন, "না, কেবল তৎদ্বারাই হয় না; কিন্তু জ্ঞান দ্বারাই হয়।" ভক্তগণ যজ্ঞ ও তপস্যা করিয়া আমাকেই সর্বফল সমর্পণ করেন। সেইজন্য আমি সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার যথেচ্ছ ভোক্তা, পালক। অথবা আমি সর্বলোকের মহেশ্বর, সর্বভূতের সুহৃৎ, নিরপেক্ষ উপকারী ও অন্তর্যামী। উক্ত ভাবে আমাকে জানিয়া আমার কৃপায় শান্তি, মোক্ষ * প্রাপ্ত হয়। ২৯

সেই সর্বজ্ঞ শ্রীহরিকে প্রণাম করি, যিনি জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের বিকল্প সম্বন্ধে সংশয় নিরাসপূর্বক এই দুই যোগের ক্রমিক সমুচ্চয় বিধান করিলেন।

শ্রীধরস্বামীকৃত সুবোধিনী নাম্নী গীতাটীকার
পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

* তদেবং কর্মযোগস্যামুখ্যসংন্যাসাপেক্ষয়া প্রশস্তেঽপি ততো মুখ্যসন্ন্যাসস্যাধিক্যাৎ তদ্বতো বুদ্ধিশুদ্ধ্যাদি মুক্তস্য জিতেন্দ্রিয়স্য ত্বং-পদার্থাভিজ্ঞস্য পরমাত্মানং প্রত্যক্‌ত্বেন জানতো মুক্তিরিতি সিদ্ধম্।—আনন্দগিরি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধ্যানযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্য্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১

অন্বয়—শ্রীভগবান উবাচ, যঃ কর্মফলম্ অনাশ্রিতঃ কার্য্যং করোতি, সঃ সন্ন্যাসী চ [জ্ঞাতব্য] যোগী চ, ন নিরগ্নিঃ ন চ অক্রিয়ঃ [সন্ন্যাসী যোগী চ জ্ঞেয়ঃ]। ১

মূলের অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যিনি ফলাপেক্ষা না করিয়া বিহিত কর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী; কিন্তু যিনি অগ্নিসাধ্য ইষ্টি (যজ্ঞ) ও পূর্ত্ত (পুষ্করিণী খনন) প্রভৃতি সৎকর্ম ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসী নহেন, যোগীও নহেন। ১

শ্রীধরী টীকা—"চিত্তে শুদ্ধেঽপি ন ধ্যানং বিনা সংন্যাসমাত্রতঃ।
মুক্তিঃ স্যাদিতি ষষ্ঠেঽস্মিন্ ধ্যানযোগো বিতন্যতে॥"

পূর্বাধ্যায়ান্তে সংক্ষেপেণোক্তং যোগং প্রপঞ্চয়িতুং ষষ্ঠাধ্যায়ারম্ভঃ। তত্র তাবৎ "সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্তে" ত্যারভ্য সংন্যাসপূর্বিকায়া জ্ঞাননিষ্ঠায়াস্তাৎপর্য্যেণাভিধানাদ্ দুঃখরূপত্বাচ্চ কর্মণঃ সহসা সংন্যাসাতিপ্রসঙ্গং প্রাপ্তং বারয়িতুং সংন্যাসাদপি শ্রেষ্ঠত্বেন কর্মযোগং স্তৌতি। শ্রীভগবান্ উবাচ অনাশ্রিত ইতি যাভ্যাম্। কর্মফলমনাশ্রিতোঽনপেক্ষমাণঃ অবশ্যং কর্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম যঃ করোতি, স এব সংন্যাসী যোগী চ, ন তু নিরগ্নিরগ্নিসাধ্যেষ্ট্যাখ্য কর্মত্যাগী, ন চাক্রিয়োঽনগ্নিসাধ্যপূর্ত্তাখ্যকর্মত্যাগী চ। ১

টীকার অনুবাদ—চিত্ত শুদ্ধ হইলেও ধ্যান ব্যতীত কেবল সন্ন্যাস গ্রহণে মুক্তি হয় না। এই জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানযোগ সবিস্তারে বর্ণনা

করিতেছেন। পূর্ব (পঞ্চম) অধ্যায়ের শেষে সংক্ষেপে কথিত যোগতত্ত্ব বিস্তৃত আকারে ব্যাখ্যার জন্যই ষষ্ঠ অধ্যায়ের আরম্ভ। পূর্বাধ্যায়ে সর্বকর্ম মন দ্বারা সন্ন্যাস করিয়া ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ন্যাস-পূর্বিকা জ্ঞাননিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে। কর্মানুষ্ঠান দুঃখপ্রদ বলিয়া কর্মত্যাগের উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্তির পূর্বেই লোকে কর্মত্যাগ করিয়া বসে। এই আশংকায় অনুপযুক্ত যোগীর পক্ষে কর্মসন্ন্যাস নিষেধার্থ কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠতা ভগবান কীর্তন করিতেছেন প্রথম দুই শ্লোকে। কর্মফলের আশ্রয়, অপেক্ষা না করিয়া বিহিত কর্ম অবশ্যই কর্তব্য—এই বোধে যিনি কর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও তিনিই যোগী। নিরগ্নি, অগ্নিসাধ্য ইষ্ট্যাখ্য কর্মত্যাগী, অক্রিয়, অনগ্নিসাধ্য পূর্তাখ্য কর্মত্যাগী সন্ন্যাসী বা যোগী হইতে পারেন না। ১

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২

অন্বয়—পাণ্ডব: যং সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ তং যোগং বিদ্ধি; হি অসংন্যস্তসংকল্পঃ কঃ চন যোগী ন ভবতি। ২

মূলের অনুবাদ—হে পাণ্ডব, পণ্ডিতগণ যাহা সন্ন্যাস বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহাই যোগ[১]; কারণ সমস্ত সংকল্প সন্ন্যাস ব্যতীত কেহই যোগী হয় না। ২

শ্রীধরী টীকা—কৃত ইত্যপেক্ষায়াং কর্মযোগস্যৈব সংন্যাসত্বং সংপাদয়ন্নাহ যমিতি। যং সংন্যাসমিতি প্রাহুঃ প্রকর্ষে শ্রেষ্ঠত্বেনাহুঃ "সংন্যাস এবাত্যারেচয়" দিত্যাদি শ্রুতেঃ কেবলাৎ ফলসংন্যসনাদ্ধেতোঃ যোগমেব তং জানীহি। কৃত ইত্যপেক্ষায়ামিতি শব্দোক্তো হেতুর্যোগেহপ্যস্তীত্যাহ—ন হীতি। ন সংন্যস্তঃ ফলসংকল্পো যেন স কর্মনিষ্ঠো, জ্ঞাননিষ্ঠো বা কশ্চিদপি যোগী ন হি ভবতি;

---

১ পরমার্থ সন্ন্যাস বা জ্ঞানযোগের সহিত কর্মযোগের কর্তৃত্বারক সাদৃশ্য বিদ্যমান। যিনি পরমার্থ সন্ন্যাসী, তিনি সর্বকর্ম সাধনতা পরিত্যাগ দ্বারা সর্বকর্ম ও তৎফলবিষয় সংকল্প বা প্রবৃত্তিহেতু কামকারণ সন্ন্যাস করেন। আর কর্মযোগীও কর্মানুষ্ঠান কালে ফল বিষয় সংকল্প সন্ন্যাস করেন। ইহার অর্থ, সন্ন্যাসী কর্ম ও কর্মফলাকাংক্ষা উভয় ত্যাগ করেন; আর, যোগী কর্মত্যাগ করেন না, শুধু ফলাকাংক্ষা ত্যাগ করেন। —শংকরাচার্য্য।

অতঃ ফলসংকল্পত্যাগসাম্যাৎ সংন্যাসাৎ চ। ফলসংকল্পত্যাগাদেব চিত্তবিক্ষেপাভাবাৎ যোগী চ ভবত্যেব স ইত্যর্থঃ। ২

টীকার অনুবাদ—কর্মফলের অপেক্ষা না করিয়া যিনি কর্ম করেন, তিনি কিরূপে সন্ন্যাসী হন? এই প্রশ্ন অপেক্ষা করিয়া ভগবান্ কর্মযোগেরই সন্ন্যাসত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন। যাহাকে প্রকৃষ্ট সন্ন্যাস বলে, যাহার প্রকর্ষ-শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হয়। মহানারায়ণ উপনিষদে (২১।২) আছে, কেবল সন্ন্যাসই সর্ব বিষয় অতিক্রম করে। এই শ্রুতিবাক্যে সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। কেবল ফলসন্ন্যাসহেতু সেই সন্ন্যাসকেই যোগ বলিয়া জানিবে। কিরূপে? ইহা অপেক্ষা করিয়া উক্ত শব্দ দ্বারা কথিত কারণ যোগেও নাই, যাহার দ্বারা ফললাভের সংকল্প সংন্যস্ত, সন্ত্যক্ত হয় নাই। এইরূপ কর্মনিষ্ঠা বা জ্ঞাননিষ্ঠ কেহই যোগী হন না। অতএব, ফলপ্রাপ্তির সংকল্প ত্যাগে যোগী ও সন্ন্যাসী উভয়ের মধ্যে সমভাব বিদ্যমান। ফলসংকল্প ত্যাগহেতুই চিত্তবিক্ষেপের অভাব নিমিত্ত তিনিই যোগী হন। ইহাই সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ। ২

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩

অন্বয়—যোগম্ আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ কর্ম কারণম্ উচ্যতে, যোগারূঢ়স্য তস্য এব শমঃ কারণম্ উচ্যতে। ৩

মূলের অনুবাদ—যে মুনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে নিষ্কাম কর্মই সাধন[১]; আর যিনি জ্ঞানযোগে আরূঢ় হইয়াছেন, কর্মত্যাগই[২] তাঁহার কর্তব্য।

---

১ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা, ইহা ধ্যানযোগ প্রাপ্তির প্রধান উপায়। কর্মযোগ বহিরঙ্গ সাধন ও ধ্যান যোগ অন্তরঙ্গ সাধন—আনন্দগিরি।

২ ব্যাসদেব বলেন,—নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা শমতা সত্যতা চ।
শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জবং ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ॥
একতা, শমতা, সত্যতা, শীল, স্থিতি, দণ্ডবিধান, ঋজুতা ও কর্মত্যাগ তুল্য শ্রেষ্ঠ বিত্ত ব্রাহ্মণের আর নাই।

শ্রীধরী টীকা—তর্হি যাবজ্জীবং কর্মযোগ এব প্রাপ্ত ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাবধিমাহ আরুরুক্ষোরিতি। জ্ঞানযোগমারোঢ়ুং প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ পুংসস্তদারোহে কারণং কর্মোচ্যতে চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ। জ্ঞানযোগমারূঢ়স্য তু তস্যৈব জ্ঞাননিষ্ঠস্য সমাধিশ্চিত্তবিক্ষেপকর্মোপরমো জ্ঞানপরিপাকে কারণমুচ্যতে। ৩

টীকার অনুবাদ—তাহা হইলে কি যাবজ্জীবন কর্মযোগই অনুষ্ঠেয়? এই আশঙ্কায় ভগবান্ উহার সীমা নির্দেশ করিতেছেন। জ্ঞানযোগে আরোহণ, প্রাপ্তির ইচ্ছুক পুরুষের উহাতে আরোহণার্থ কর্মই কারণরূপে উক্ত হয়। ইহার কারণ, কর্ম চিত্ত শুদ্ধ করে। আর জ্ঞানযোগে সমারূঢ় ধ্যাননিষ্ঠ যোগীর পক্ষে শম, চিত্ত-বিক্ষেপক কর্মের উপরতিরূপ সমাধি ব্রহ্মজ্ঞান পরিপাকের কারণরূপে উক্ত হয়। ৩

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪

অন্বয়—যদা হি ইন্দ্রিয়ার্থেষু কর্মসু [চ] ন অনুষজ্জতে, * তদা সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে। ৪

মূলের অনুবাদ—যখন যোগী সমস্ত সংকল্প বর্জনপূর্বক ভোগ্য বিষয়ে ও ভোগসাধন কর্মে আসক্ত না হন, তখন তিনি যোগারূঢ় (ব্রহ্মনিষ্ঠ) বলিয়া উক্ত হন। ৪

শ্রীধরী টীকা—কীদৃশোঽসৌ যোগারূঢ় যস্য শমঃ কারণমুচ্যতে ইত্যত্রাহ—যদাহীতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু ইন্দ্রিয়ভোগ্যেষু শব্দাদিষু তৎসাধনেষু চ কর্মসু যদা নানুষজ্জতে আসক্তিং ন করোতি। তত্র হেতুঃ, আসক্তিমূলভূতান্ সর্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্মবিষয়াংশ্চ সঙ্কল্পান্ সন্ন্যসিতুং ত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ তদা যোগারূঢ় উচ্যতে। ৪

টীকার অনুবাদ—এই যোগারূঢ় পুরুষ কীদৃশ, শমই যাহার কারণরূপে উক্ত হয়? তাই ভগবান্ বলিতেছেন, ইন্দ্রিয়ার্থ ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দাদি বিষয়ে

---

* অনুষজ্জতে ইতি পাঠান্তরম্।

এবং উহাদের ভোগসাধন কর্মসমূহে যখন যোগী অনুষক্ত হন না, আসক্তি করেন না। এই অনাসক্তির কারণ আসক্তির মূলীভূত ভোগবিষয়ক ও কর্ম বিষয়ক সমস্ত সংকল্প সন্ন্যাস, ত্যাগ করিবার স্বভাব যাহার তিনি। তখন যোগারূঢ়[১] উক্ত হন। ৪

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫

অন্বয়—আত্মনা* আত্মানং [সংসারাৎ] উদ্ধরেৎ, আত্মানং ন অবসাদয়েৎ; হি আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ ; আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ। ৫

মূলের অনুবাদ—বিবেকযুক্ত আত্মা দ্বারা আত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, কদাপি অবসাদগ্রস্ত (অধোগত) করিবে না ; কারণ অনাসক্ত আত্মাই আত্মার উপকারী ও বিষয়াসক্ত আত্মাই আত্মার অপকারী। ৫

শ্রীধরী টীকা—অতো বিষয়াসক্তিত্যাগে মোক্ষং, তদাসক্তৌ চ বন্ধং পর্য্যালোচ্য রাগাদিস্বভাবং ত্যজেদিত্যাহ উদ্ধরেদিতি। আত্মনা বিবেকযুক্তেনাত্মানং সংসারাদুদ্ধরেৎ ন অবসাদয়েৎ অধো ন নয়েৎ। হি যস্মাৎ আত্মৈব মনঃসঙ্গাদুপরতঃ আত্মনঃ স্বস্য বন্ধুরুপকারকঃ রিপুরপকারকশ্চ। ৫

টীকার অনুবাদ—অতএব, বিষয়াসক্তি পরিত্যাগে মোক্ষ ; আর বিষয়াসক্তিতে বন্ধন হয়। ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন, আসক্তি প্রভৃতি স্বভাব ত্যাগ করিবে। বিবেকযুক্ত মন দ্বারা সংসারমগ্ন জীবাত্মাকে উদ্ধার করিবে, অবসন্ন, অধোগত করিবে না। যেহেতু মনঃসঙ্গ হইতে উপরত আত্মাই স্বীয় বন্ধু, উপকারক এবং বিষয়াসক্ত আত্মাই স্বীয় শত্রু, অপকারক। ৫

---

১ যাবদ্ যাবৎ কর্মেভ্যঃ উপরমতে তাবত্তাবৎ নিরায়াসস্য জিতেন্দ্রিয়স্য চিত্তং সমাধিয়তে। তথা সতি স ঝটিতি যোগারূঢ় ভবতি।—শংকরাচার্য্য।

* গীতায় আত্মা শব্দ ভূতাত্মা, জীবাত্মা, পরমাত্মা, প্রত্যগাত্মা প্রভৃতি বহু অর্থে ব্যবহৃত।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬

অন্বয় যেন আত্মনা এব আত্মা জিতঃ, তস্য আত্মা এবং আত্মনঃ বন্ধুঃ, অনাত্মনঃ তু আত্মা এব শত্রুবৎ বর্ত্তেত। ৬

মূলের অনুবাদ—যে আত্মা আত্মাকে বশীকৃত করিয়াছে, সেই আত্মাই[১] আত্মার হিতকারী ; আর অজিত আত্মাই শত্রুবৎ আত্মার অপকারী হয়। ৬

শ্রীধরী টীকা—কথম্ভূতস্যাত্মৈব বন্ধুঃ, কথম্ভূতস্য চাত্মৈব রিপুরিত্যপেক্ষায়ামাহ—বন্ধুরিতি।* যেনাত্মনৈবাত্মা কার্য্যকারণসংঘাতরূপো জিতো বশীকৃতস্তস্য তথাভূতস্যাত্মন আত্মৈব বন্ধুঃ। অনাত্মনোঽজিতাত্মনস্তু আত্মৈবাত্মনঃ শত্রুত্বে শত্রুবদপকারকারিত্বে বর্তেত। ৬

টীকার অনুবাদ—যদি প্রশ্ন কর, কিরূপ ব্যক্তির আত্মাই বন্ধু ; আর কিরূপ ব্যক্তির আত্মাই শত্রু ? ইহার উত্তর ভগবান এই শ্লোকে দিতেছেন। যিনি আত্মা দ্বারা কার্য্যকারণ সংঘাতরূপ, দেহেন্দ্রিয়াদি সমষ্টিরূপ আত্মাকে বশীকৃত করিয়াছেন তথাভূত আত্মার আত্মাই বন্ধু ; কিন্তু অনাত্মার, অজিতাত্মার আত্মাই শত্রুত্বে, শত্রুতুল্য অপকারসাধনে প্রবৃত্ত হয়। ৬

১ এই স্থানে আত্মা অর্থে মন বা চিত্ত। পঞ্চদশী (১১। ১১৩) বলেন,—

চিত্তমেব হি সংসারস্তৎ প্রযত্নেন শোধয়েৎ।
যচ্চিত্তস্তন্ময়ো মর্ত্তো গুহ্যমেতৎ সনাতনম্ ॥

সংসার চিত্তাত্মক। অতএব সেই চিত্তকে অভ্যাস ও বৈরাগ্যরূপ প্রযত্ন দ্বারা রজস্তমোরহিত করিবে। দেহিমাত্রই পুত্রাদি বিষয়ে চিত্তবান্ হয়। ইহাই অনাদিসিদ্ধ নিগূঢ় রহস্য।

উক্ত মর্মে মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ (৪।১১)

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম্ ॥

মনই মনুষ্যগণের বন্ধন ও মুক্তির কারন। বিষয়াসক্ত মন বন্ধন সৃষ্টি করে ও বিষয়বর্জিত মন মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে।

* একস্যৈবাত্মনো মিথো বিরুদ্ধং বন্ধুত্বং রিপুত্বঞ্চ লক্ষণভেদমন্তরেণায়ুক্তমিতি চোদিতে বশীকৃতসংঘাতস্যাত্মানং প্রতি বন্ধুত্বমিতরস্য শত্রুত্বমিত্যবিরোধং দর্শয়তি বন্ধুরিত্যাদিনা।—আনন্দগিরি।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

অন্বয়—জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ সমাহিতঃ। ৭

মূলের অনুবাদ—সর্বত্র সমবুদ্ধিহেতু জিতেন্দ্রিয়, নির্বাসন ও প্রশান্ত পুরুষ শীত ও গ্রীষ্ম, সুখ ও দুঃখ, সম্মান ও অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলেও আত্মস্বরূপে সদানন্দে সমাহিত থাকেন। ৭

শ্রীধরী টীকা—জিতাত্মনঃ স্বস্মিন্ বন্ধুত্বং স্ফুটয়তি—জিতাত্মন ইতি। জিত আত্মা যেন তস্য প্রশান্তস্য রাগাদিরহিতস্যৈব পরং কেবলমাত্মা শীতোষ্ণাদিষু সৎস্বপি সমাহিত স্বাত্মনিষ্ঠো ভবতি নান্যস্য, যদ্বা তস্য হৃদি পরমাত্মা সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি। ৭

টীকার অনুবাদ—জিতাত্মা পুরুষের স্বকীয় বন্ধুত্ব স্পষ্টভাবে ভগবান বলিতেছেন। আত্মা যাঁহার দ্বারা জিত হইয়াছে, সেই প্রশান্ত পুরুষের আসক্তি প্রভৃতি হইতে বিমুক্ত ব্যক্তি। শীত ও গ্রীষ্ম, সুখ ও দুঃখ, সম্মান ও অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্বেও তিনি সমাধিযুক্ত স্বাত্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মনিষ্ঠ হন; অন্যে নহে। অথবা তাঁহার হৃদয়ে পরমাত্মা সমাহিত, অবস্থিত হন। ৭

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮

অন্বয়—জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা, [অতঃ] কূটস্থঃ, [অতঃ] বিজিতেন্দ্রিয়ঃ, [অতঃ] সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ যোগী যুক্ত ইতি উচ্যতে। ৮

মূলের অনুবাদ—যে যোগী ঔপদেশিক জ্ঞান ও অপরোক্ষ অনুভবে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, যিনি বিষয় সন্নিধানেও বিকারশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি মৃৎখণ্ড, প্রস্তর ও সুবর্ণে হেয়োপাদেয় বুদ্ধিশূন্য, তিনি যোগারূঢ় বলিয়া উক্ত হন। ৮

শ্রীধরী টীকা—যোগারূঢ়স্য লক্ষণং শ্রৈষ্ঠ্যং চোক্তমুপপাদ্যোপসংহরতি—জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মেতি, জ্ঞানমৌপদেশিকং, বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবস্তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাংক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য অতঃ কূটস্থো নির্বিকারঃ, অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন, অতএব সমানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য, মৃৎখণ্ডপাষাণসুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ স যুক্তো যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে। ৮

টীকার অনুবাদ—পূর্বোক্ত যোগারূঢ় পুরুষের লক্ষণ ও তাঁহার শ্রেষ্ঠতার উপসংহার ভগবান এই শ্লোকে করিতেছেন। উপদেশজাত জ্ঞান ও বিজ্ঞান বা অপরোক্ষ অনুভব এই উভয় দ্বারা পরিতৃপ্ত, আকাংক্ষারহিত আত্মা, চিত্ত যাহার। অতএব কূটস্থ, ভোগ্য বস্তুর সম্মুখেও নির্বিকার। অতএব বিজিত ইন্দ্রিয়সমূহ যাহার দ্বারা। অতএব মৃৎখণ্ড, পাষাণ ও সুবর্ণে সমবুদ্ধি, হেয় ও উপাদেয় ভাবমুক্ত যিনি, তিনিই সমাধিবান্, যোগারূঢ় উক্ত হন। ৮

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯

অন্বয়—সুহৃৎ-মিত্র-অরি-উদাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু সাধুষু পাপেষু অপি চ সমবুদ্ধিঃ বিশিষ্যতে*। ৯

মূলের অনুবাদ—স্বভাবতঃ হিতাশংসী, স্নেহবশে উপকারক, ঘাতুক, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও অসাধু সকলকেই যিনি সমজ্ঞান করেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগী। ৯

শ্রীধরী টীকা—সুহৃন্মিত্রাদিষু সমবুদ্ধিযুক্তস্ততোঽপি শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সুহৃদিতি। সুহৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাশংসী, মিত্রং স্নেহবশেনোপকারঃ, অরির্ঘাতুকঃ, উদাসীনো বিবদমানয়োরুভয়োরপ্যাপেক্ষঃ, মধ্যস্থো বিবদমানয়োরুভয়োরপি হিতাশংসী দ্বেষ্যো দ্বেষবিষয়কঃ, বন্ধু সম্বন্ধী, বন্ধু সম্বন্ধী, সাধবঃ সদাচারাঃ, পাপা দুরাচারাঃ, এতেষু সমা রাগদ্বেষাদিশূন্যা বুদ্ধির্যস্য স তু বিশিষ্টঃ। ৯

---

* বিমুচ্যতে ইতি বা পাঠঃ।

টীকার অনুবাদ—সুহৃৎ, মিত্র প্রভৃতিতে সমবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। সুহৃৎ, স্বভাবতঃ হিতাকাঙ্ক্ষী। মিত্র, স্নেহবশে উপকারক। অরি, ঘাতুক। উদাসীন, বিবদমান পক্ষদ্বয়েরই উপেক্ষক। মধ্যস্থ, বিবদমান পক্ষদ্বয়ের হিতৈষী। দ্বেষ্য, দ্বেষের বিষয় বা পাত্র, বন্ধু, সম্বন্ধী, যাঁহার সহিত সম্বন্ধ আছে। সাধুগণ, শাস্ত্রানুবর্তী সদাচারী ব্যক্তিগণ। পাপী, দুরাচারী, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মে রত। এই সকল ব্যক্তিতে সমবুদ্ধি, আসক্তি ও বিদ্বেষ প্রভৃতি রহিত বুদ্ধি যাহার তিনিই বিশিষ্ট। ৯

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০

অন্বয়—যোগী সততং রহসি স্থিতঃ [সন্] একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীঃ অপরিগ্রহঃ আত্মানং যুঞ্জীত। ১০

মূলের অনুবাদ—যোগী ব্যক্তি নিরন্তর গিরিগুহাদি নির্জন স্থানে অবস্থান[১] পূর্বক নিঃসঙ্গ, সংযত, নিরাকাংক্ষ ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া এবং দেহমন বশীভূত করিয়া আত্মস্বরূপে সমাহিত থাকিবেন। ১০

শ্রীধরী টীকা—এবং যোগারূঢ়স্য লক্ষণমুক্ত্বা ইদানীং তস্য সাঙ্গং যোগং বিধত্তে—যোগীত্যাদিনা। স যোগী পরমো মত ইত্যন্তেন গ্রন্থেন। যোগীতি যোগী যোগারূঢ় আত্মানং মনো যুঞ্জীত সমাহিতং কুর্য্যাৎ, সততং নিরন্তরং রহসি একান্তে স্থিতঃ সন্ একাকী সঙ্গশূন্যঃ, যতঃ সংযতঃ চিত্তমাত্মা দেহশ্চ যস্য নিরাশীর্নিরাকাংক্ষো নিরাহারো বা, অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহশূন্যশ্চ। ১০

টীকার অনুবাদ—এইরূপে যোগারূঢ়ের লক্ষণ বলিয়া ইদানীং অঙ্গ সহ যোগ ব্যাখ্যা করিতেছেন এই শ্লোক হইতে 'সেই যোগী আমার মতে শ্রেষ্ঠ'

১ শংকরানন্দ সরস্বতী কৃত গীতাটীকায় এই শ্লোক উদ্ধৃত—
একান্তবাসো লঘুভোজনাদি মৌনং নিরাশা করণাবরোধঃ।
মুনেরসোঃ সংযমনং ষড়েতে চিত্তপ্রসাদং জনয়ন্তি শীঘ্রম্॥
নির্জনবাস, অল্পাহার, বাক্‌সংযম, আশারাহিত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও প্রাণনিরোধ—এই ছয় উপায় সত্বর মুনির চিত্তস্থৈর্য্য উৎপন্ন করে।

পর্যন্ত গ্রন্থাংশে। যোগী, যোগারূঢ়। আত্মাকে, মনকে সমাহিত করিবেন। সতত, নিরন্তর। একান্তে অবস্থিত হইয়া। একাকী, সঙ্গশূন্য। যত, সংযত। চিত্ত, আত্মা ও দেহ যাহার। নিরাশী, আকাংক্ষারহিত ও অপরিগ্রহ, পরিগ্রহত্যাগী। ১০

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২

অন্বয়—শুচৌ দেশে আত্মনঃ স্থিরং ন অত্যুচ্ছ্রিতং ন অতিনীচং চৈলাজিন-কুশোত্তরম্* আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র আসনে উপবিশ্য মনঃ একাগ্রং কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ [সন্] আত্মবিশুদ্ধয়ে যোগং যুঞ্জ্যাৎ। ১১-১২

মূলের অনুবাদ—জিতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ আত্মশুদ্ধির জন্য একাগ্র অন্তরে স্বভাবতঃ বা সংস্কারতঃ শুদ্ধ স্থানে[১] প্রথমে কুশাসন এবং তদুপরি ক্রমান্বয়ে মৃগচর্ম বা ব্যাঘ্রচর্ম ও বস্ত্র পাতিয়া অনতি উচ্চ ও অনতি নিম্ন সুস্থির আসন[২] স্থাপনপূর্বক তথায় উপবিষ্ট[৩] হইয়া যোগাভ্যাস করিবেন। ১১-১২

---

* চেলাজিনকুশোত্তরম্ ইতি বা পাঠঃ।

১ ভগবান বুদ্ধদেব ধ্যানাসনে বসিয়া এইরূপ সুদৃঢ় সংকল্প করিয়াছিলেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

এই আসনে আমার দেহ শুষ্ক হউক, ত্বক্ অস্থি ও মাংস ক্ষয় হউক। বহু কল্পে সুদুর্লভ ব্রহ্মবোধি না পাইয়া এই আসন হইতে দেহ চালিত করিব না।

নীলকণ্ঠমতে পদ্মাসন, সিদ্ধাসন বা স্বস্তিকাসন প্রভৃতি যোগাসনে উপবেশনপূর্বক ধ্যানাভ্যাস কর্তব্য।

২ ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।১৫) আছে, শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়ম্ অধীয়ানঃ। ইহার অর্থ, শুদ্ধস্থানে স্বাধ্যায় বা বেদপাঠ কর্তব্য। শংকরভাষ্য অনুসারে শুচি শব্দের অর্থ, বিবিক্ত ও অমেধ্যাদি রহিত।

৩ মধুসূদন মতে 'ন তু শয়ানস্তিষ্ঠন্'। ইহার অর্থ, শায়িত অবস্থায় ধ্যানভ্যাস উচিত নহে।

শ্রীধরী টীকা—আসননিয়মং দর্শয়ন্নাহ—শুচাবিতি দ্বাভ্যাম্। শুদ্ধে স্থানে আত্মনঃ স্বস্য আসনং স্থাপয়িত্বা। কীদৃশং? স্থিরম্ অচলম্ নাতি চোন্নতং ন চাতিনীচং চ। চৈলং বস্ত্রম্, অজিনং ব্যাঘ্রাদিচর্ম, চৈলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে যস্মিন্। কুশানামুপরি চর্ম, তদুপরি বস্ত্রমাস্তীর্য্যেত্যর্থঃ। ১১ তত্র তস্মিন্নাসনে উপবিশ্য একাগ্রং বিক্ষেপরহিতং মনঃ কৃত্বা যোগং যুঞ্জ্যাৎ অভ্যস্যেৎ। যতা সংযতা চিত্তস্য ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া যস্য, আত্মনো মনসো বিশুদ্ধয়ে উপশান্তয়ে। ১২

টীকার অনুবাদ—এই দুই শ্লোকে আসনের নিয়ম দেখাইয়া ভগবান বলিতেছেন। শুদ্ধ স্থানে (মৃত্তিকা, গোময় ও গঙ্গাজলাদি দ্বারা সংস্কৃত ও পরিষ্কৃত) স্বকীয় আসন স্থাপন করিয়া। সেই আসন কীদৃশ হইবে? স্থির, অচল। নাতি উচ্ছ্রিত, নাতি উন্নত, এবং নাতি নীচ। চেল, বস্ত্র। অজিন, ব্যাঘ্রাদি চর্ম। ইহার অর্থ, চেল ও অজিন কুশাসনের উপরে যাহার। কুশাসনের উপরে চর্ম, তদুপরি বস্ত্র পাতিয়া। ১১ সেই আসনে উপবেশন করিয়া মনকে একাগ্র, বিক্ষেপরহিত করিয়া যোগাভ্যাস করিবে। যত, সংযত চিত্ত ও ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়া যাহার তিনি। আত্মার, মনের বিশুদ্ধি, উপশান্তির জন্য। ১২

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ১৩

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪

অন্বয়—কায়শিরোগ্রীবং সমম্ অচলং ধারয়ন্ স্থিরঃ [সন্] নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য দিশঃ চ অনবলোকয়ন্ প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ [সন্] মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তঃ মৎপরঃ যুক্তঃ [ভূত্বা] আসীত। ১৩-১৪

মূলের অনুবাদ—দেহ, মাথা ও গ্রীবা অবক্র ও নিশ্চল রাখিয়া, অন্য

কোন দিকে না তাকাইয়া ও স্বকীয় নাসাগ্রে দৃষ্টিবদ্ধ[১] করিয়া অর্ধনিমীলিত নয়নে যোগাভ্যাস করিবে। যোগী স্থির চিত্তে অভীভাবে ও ব্রহ্মচর্য্য* ব্রতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া মদ্‌গতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন। ১৩-১৪

শ্রীধরী টীকা – চিত্তৈকাগ্র্যোপযোগিনীং দেহাদিধারণাং দর্শয়ন্নাহ-সমমিতি দ্বাভ্যাম্‌। কায় ইতি দেহস্য মধ্যভাগো বিবক্ষিতঃ। কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবং মূলাধারাদারভ্য মূর্দ্ধাগ্রপর্য্যন্তং সমমবক্রং নিশ্চলং ধারয়ন্‌ স্থিরঃ। দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বেত্যর্থঃ। স্বকীয়ং নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য চ অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ। ইতস্ততো দিশশ্চানবলোকয়ন্নাগীতেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। ১৩ প্রশান্তেতি। প্রশান্ত আত্মা চিত্তং যস্য, বিগতা ভীর্ভয়ং যস্য, ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতঃ সন্‌ মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য। মচ্চিত্তং যস্য অহমেব পরঃ পুরুষার্থো যস্য স মৎপরঃ এবং যুক্তো ভূত্বা আসীত তিষ্ঠেৎ। ১৪

টীকার অনুবাদ – এই দুই শ্লোকে চিত্তের ঐকাগ্র্য সাধনোপযোগী দেহাদির ধারণা দেখাইয়া ভগবান বলিতেছেন। কায়, দেহের বিবক্ষিত মধ্যভাগ। কায় ও শির ও গ্রীবা। মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তকের অগ্রভাগ পর্যন্ত সম,

---

১ স্বনাসিকাগ্র সংপ্রেক্ষণ ইহাতে বিহিত নহে। নিমীলনে লয় ভয় ও উন্মীলনে বিক্ষেপ ভয় থাকে। অতএব লয় ও বিক্ষেপরাহিত্যার্থ বিষয় প্রবৃত্তি-রহিত অর্ধনিমীলিত নেত্র বিহিত। ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিবদ্ধ হইলে সর্বদিকস্থ বিক্ষেপক বিষয় দর্শন নিবারিত হয়।

* শ্রবণং কীর্তনং কেলি প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্‌
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রীড়ানিষ্পত্তিরেব চ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যং অনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥

কামবিষয় শ্রবণ, কীর্তন, কৌতুক, প্রকৃষ্ট, দর্শন, গোপনে আলাপ, সংকল্প, প্রচেষ্টা ও যৌন কর্ম—এই অষ্টাঙ্গ মৈথুন মনীষীবৃন্দ বলিয়া থাকেন। ইহার বিপরীত ব্রহ্মচর্য্য ও মোক্ষার্থী সাধক কর্তৃক পালনীয়।

অবক্র। অচল, নিশ্চলভাবে ধারণ করিয়া। ইহার অর্থ, স্থির, দৃঢ়প্রযত্ন হইয়া। স্বীয় নাসিকাগ্র সম্যক্ প্রেক্ষণ করিয়া। ইহার অর্থ, অর্ধনিমীলিতনেত্র হইয়া এবং ইতস্ততঃ দিক্‌সমূহ অবলোকন না করিয়া আসীন হইবে। পরবর্তী শ্লোকের সহিত ইহা অন্বিত হইবে। ১৩

টীকার অনুবাদ—প্রশান্ত আত্মা, চিত্ত যাহার। বিগত ভী, ভয় যাহার। ব্রহ্মচারী-ব্রতে, ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া। মনকে সংযত, প্রত্যাহৃত করিয়া। আমাতেই চিত্ত স্থির যাহার। আমিই পরম পুরুষার্থ যাহার, সে মৎপর। এইরূপে যোগযুক্ত, সমাধিস্থ হইয়া অবস্থান করিবে। ১৪

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫

অন্বয়—এবং সদা আত্মানং যুঞ্জন নিয়ত-মানসঃ যোগী নির্বাণপরমাং মৎসংস্থাং শান্তিম্ অধিগচ্ছতি। ১৫

মূলের অনুবাদ—পূর্বোক্ত প্রকারে মন সমাহিত ও চিত্ত নিরুদ্ধ করিয়া যোগী পরমা শান্তি প্রাপ্ত হন। সেই শান্তি সংসারোপরতিমূলক, নির্ব্বাণপ্রদ ও মদ্রূপে অবস্থিতি কারক। ১৫

শ্রীধরী টীকা—যোগাভ্যাসফলমাহ—যুঞ্জন্নেবমিতি। এবমুক্তপ্রকারেন সদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ সমাহিতং কুর্ব্বন্ নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং চিত্তং যস্য সঃ। শান্তিং সংসারোপরতিং প্রাপ্নোতি। কথম্ভূতাম্? নির্ব্বাণং পরমং প্রাপ্যং যস্যাং তাং মৎসংস্থাং মদ্রূপেণাবস্থিতিম্। ১৫

টীকার অনুবাদ—যোগাভ্যাসের ফল ভগবান বলিতেছেন এই শ্লোকে। পূর্বোক্ত প্রকারে সর্বদা আত্মাকে, মনকে সমাহিত করিয়া। নিয়ত, নিরুদ্ধ। মানস, চিত্ত যাহার সে। শান্তি, সংসারোপরম প্রাপ্ত হয়। কিরূপ শান্তিকে? যাহাতে সমস্ত বাসনার পরম নির্বাণ হয় তাহাকে। মৎসংস্থা, মৎরূপে অবস্থিত শান্তিকে।১৫

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬

অন্বয়—অর্জুন, অত্যশ্নতঃ তু যোগঃ ন অস্তি, চ একান্তম্ অনশ্নতঃ ন, অতি স্বপ্নশীলস্য চ ন এব, চ ন জাগ্রতঃ [যোগঃ অস্তি]। ১৬

মূলের অনুবাদ—হে অর্জুন, অতি ভোজনশীল[১] বা একান্ত অনাহারী এবং অতি নিদ্রালু বা অত্যন্ত বিনিদ্র ব্যক্তির সমাধি হয় না। ১৬

শ্রীধরী টীকা—যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদিনিয়মমাহ—নাত্যশ্নত ইতি দ্বাভ্যাম্। অত্যন্তমধিকং ভুঞ্জানস্য। একান্তমত্যন্তমভুঞ্জানস্যাপি* যোগঃ সমাধিঃ ন ভবতি তথাতিনিদ্রাশীলস্য অতিজাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি। ১৬

টীকার অনুবাদ—যোগাভ্যাসীর পক্ষে আহারাদির নিয়ম ভগবান বলিতেছেন

---

১ যোগীর আহার সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

অর্ধং সব্যঞ্জনান্নস্য তৃতীয়মুদকস্য তু।
বায়োঃ সঞ্চরণার্থং তু চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥

যোগী ব্যঞ্জন ও অন্ন দ্বারা উদরের অর্ধভাগ এবং জল দ্বারা এক চতুর্থাংশ পূর্ণ করিবেন এবং বায়ুসঞ্চরণের জন্য অবশিষ্ট চতুর্থ অংশ শূন্য রাখিবেন।

* যদুহ বা আত্মসংমিতমন্নং তদবতি তন্ন হিনস্তি, যদ্ভূয়ো হিনস্তি তৎযৎ কনীয়ো ন তদবতি, ইতি শ্রুতেঃ যোগী নাত্মসংমিতাদন্নাদধিকং ন্যূনং বাশ্নীয়াৎ। ইহার অর্থ, যিনি আত্মসম্মিত অন্নভোজন করেন সেই অন্ন ভোক্তাকে রক্ষা করে, তাহার অনিষ্ট করে না। অতএব যোগী আত্মসম্মিত অন্ন অপেক্ষা অধিক বা অল্প ভোজন করিবেন না। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে—

নাধ্মাতঃ ক্ষুধিতঃ শ্রান্তো ন চ ব্যাকুলচেতনঃ।
যুঞ্জীত যোগং রাজেন্দ্র যোগী সিদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ ॥
নাতিশীতে ন চৈবোষ্ণে ন দ্বন্দ্বে নাতিলম্বিতে।
কালেষ্বেতেষু যুঞ্জীত ন যোগং ধ্যানতৎপরঃ ॥

হে রাজেন্দ্র, সিদ্ধিলাভের জন্য যোগী অনাহারী থাকিয়া, ক্ষুধিত অবস্থায় পরিশ্রান্ত হইয়া অথবা ব্যাকুল চিত্তে যোগাভ্যাস করিবেন না। অতি শীতে বা অতি গ্রীষ্মে বা আলম্বিত সময়ে ধ্যাননিষ্ঠ যোগাভ্যাসে বিরত হইবেন।

এই দুই শ্লোকে। অধিক ভোজনকারীর এবং অত্যন্ত অনাহারীরও যোগ, সমাধি হয় না। তদ্রূপ অতি নিদ্রাশীল বা অতি জাগরণকারীরও সমাধি হয় না। ১৬

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭

অন্বয়—যুক্তাহারবিহারস্য কর্মসু যুক্তচেষ্টস্য যুক্তস্বপ্নাববোধস্য *যোগঃ দুঃখহা ভবতি। ১৭

মূলের অনুবাদ—যাঁহার আহার,[১] বিহার, কর্মচেষ্টা,

* যুক্ত শব্দের অর্থ আতিশয্য-বিবর্জিত ও কৃচ্ছ্রতারহিত। ইহার বিশেষ পদ যোগ। আহার ও বিহারাদি সম্বন্ধে এই চারি প্রকার যোগ আয়ুর্বেদে বিহিত—হীনযোগ, অতিযোগ, মিথ্যাযোগ ও সমযোগ। তন্মধ্যে প্রথম ত্রিবিধ যোগ রোগ সৃষ্টি করে এবং চতুর্থ যোগ বা সমযোগ আরোগ্যের কারণ হয়। 'অষ্টাঙ্গ হৃদয়' নামক আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে উক্ত মর্মে নিম্নোক্ত শ্লোক পাওয়া যায়।—

কালার্থকর্মনাং যোগাঃ হীনমিথ্যাতিমাত্রকাঃ।
সমযোগশ্চ বিজ্ঞেয়ো রোগারোগ্যেককারণম্‌ ॥

কাল (শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা), অর্থ (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়) ও কর্ম (শারীর ও মানস)—এইগুলির হীনযোগ, মিথ্যাযোগ ও অতিযোগ রোগের কারণ এবং এইগুলির সমযোগ আরোগ্যের কারণ। শরীর নীরোগ ও সবল না থাকিলে ধর্মসাধন বা যোগাভ্যাস অসম্ভব। তাই শাস্ত্রকার বলেন, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্‌'। ধর্মসাধনে সুস্থদেহ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এই হেতু যোগশাস্ত্রে আসনাদি বিহিত।

১ মহাভারতের মোক্ষধর্ম পর্বে ৩০০ অধ্যায়ে রাজা যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যোগিগণ কীদৃশ আহার ও কি কি জয় করিয়া যোগবল প্রাপ্ত হন তাহা আপনি আমাকে বলুন।' ভীষ্মদেব বলিলেন, 'বৎস, যোগিগণের মধ্যে যাহারা তৈলঘৃতাদি বর্জনপূর্বক শালিচূর্ণ, গোধূমচূর্ণ আহার করেন, যাঁহারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া দিবা ভাগের মধ্যে একবার মাত্র রুক্ষ যবান্ন ভোজন করেন, যাঁহারা দুগ্ধমিশ্রিত জলপান করিয়া ক্রমে ক্রমে একদিন, একপক্ষ, একমাস, একঋতু ও এক সম্বৎসর যাপন করেন এবং যাঁহারা পবিত্র অন্তরে পূর্ণ

নিদ্রা ও জাগরণ[১] নিয়মিত, তিনি দুঃখনাশক সমাধি লাভ করেন। ১৭

শ্রীধরী টীকা—তর্হি কথম্ভূতস্য যোগো ভবতীত্যত আহ—যুক্তাহারেতি। যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারশ্চ গতির্যস্য, কর্মসু কার্য্যেষু যুক্তা নিয়তা এব চেষ্টা যস্য, যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রাজাগরৌ যস্য তস্য দুঃখ-নিবর্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি। ১৭

টীকার অনুবাদ—তাহা হইলে কিরূপ ব্যক্তির সমাধি লাভ হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন। নিয়ত আহার ও বিহার (ভ্রমণাদি গতি) যাহার। কার্য্যাদিতে চেষ্টা নিয়মিত যাহার। স্বপ্ন ও অববোধ, নিদ্রা ও জাগরণ পরিমিত যাহার। তাহার দুঃখনাশক যোগসিদ্ধি হয়। ১৭

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥ ১৮

অন্বয়—যদা বিনিয়তং চিত্তম্ আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে, [কিঞ্চ] সর্বকামেভ্যো নিঃস্পৃহঃ এব (ভবতি) তদা যুক্ত ইতি উচ্যতে। ১৮

মূলের অনুবাদ—যখন নিরুদ্ধ চিত্ত আত্মাতে নিশ্চলভাবে অবস্থিত হয় এবং যোগী ঐহিক ও আমুষ্মিক ভোগ্য বিষয়ে বিতৃষ্ণ হন, তখনই তিনি সমাধিস্থ হন। ১৮

শ্রীধরী টীকা—কদা নিষ্পন্নযোগঃ পুরুষো ভবতীত্যপেক্ষায় মাহ—যদেতি।

এক মাস উপবাসী থাকিতে পারেন তাঁহারাই যোগবল লাভে সমর্থ হন। এই জন্যই শাস্ত্রে একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা প্রভৃতি তিথিতে উপবাস বিহিত। অষ্ট গ্রাস মুনির, ষোড়শ গ্রাস অরণ্যবাসীর ও বত্রিশ গ্রাস গৃহস্থের ভক্ষ্য। প্রতিগ্রাস কুক্কুটাণ্ডের মত হইবে।

১ আনন্দগিরির মতে রাত্রির প্রথম ভাগে দশ ঘটিকা পরিমিত কালে জাগরণ, মধ্যভাগে স্বপন ও পুনরায় দশ ঘটিকা পরিমিত জাগরণ—ইহাই যোগীর পক্ষে নিদ্রাবিধি। মধুসূদন সরস্বতী বলেন রাত্রিকে তিন ভাগ করিয়া প্রথম ও শেষভাগে জাগরণ ও তন্মধ্যে নিদ্রা—ইহাই যোগশাস্ত্রোক্ত নিদ্রাবিধি।

বিনিয়তং বিশেষেণ নিরুদ্ধং সৎ চিত্তমাত্মন্যেব যদা নিশ্চলং তিষ্ঠতি। কিঞ্চ সর্বকামেভ্যঃ ঐহিকামুষ্মিকভোগেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ বিগততৃষ্ণো যদা ভবতি যোগী, তদা যুক্তঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যুচ্যতে। ১৮

টীকার অনুবাদ—কখন যোগী পুরুষকে যোগসিদ্ধ বলা যায়? ইহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন। বিনিয়ত, বিশেষ ভাবে নিরুদ্ধ হইয়া চিত্ত যখন আত্মাতে নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। আরও, সর্বকামনা, ঐহিক ও পারত্রিক (দৃষ্ট ও অদৃষ্ট) বিষয় ভোগ হইতে যখন নিস্পৃহ, বিগততৃষ্ণ হন। তখন তিনি যোগসিদ্ধ বলিয়া কথিত হন। ১৮

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ ১৯

অন্বয়—যথা নিবাতস্থঃ দীপঃ ন ইঙ্গতে, আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ যতচিত্তস্য যোগিনঃ স উপমা স্মৃতা। ১৯

মূলের অনুবাদ—জিতেন্দ্রিয় যোগীর চিত্ত সমাধিকালে[১] নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখাবৎ অচঞ্চল থাকে। ১৯

শ্রীধরী টীকা—আত্মৈকাকারতয়াবস্থিতস্য চিত্তস্যোপমানমাহ—যথেতি। বাতশূন্যে দেশে স্থিতো দীপো যথা নেঙ্গতে ন বিচলতি সা উপমা দৃষ্টান্তঃ। কস্য? আত্মবিষয়ং যোগং যুঞ্জতোঽভ্যসতো যোগিনো। যতং নিয়তং চিত্তং যস্য। নিষ্কম্পতয়া প্রকাশকতয়া চ অচঞ্চলং যচ্চিত্তং তদ্বত্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। ১৯

টীকার অনুবাদ—আত্মার সহিত একাকারে অবস্থিত চিত্তের উপমা

---

১ টীকাকার শংকরানন্দ সরস্বতী কর্তৃক এই শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত

মনসো বৃত্তিশূন্যস্য নির্বিকারাত্মনা স্থিতিঃ।
অসম্প্রজ্ঞাত নামাসৌ সমাধির্যোগিনাং প্রিয়ঃ॥

বৃত্তিহীন মনের বিকাররহিত অবস্থিতি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি নামে অভিহিত। ইহাই যোগিগণের সুপ্রিয় অবস্থা।

(দৃষ্টান্ত) ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। যেমন বায়ুশূন্য স্থানে বিদ্যমান প্রদীপ বিচলিত হয় না। সেই উপমা, দৃষ্টান্ত। কাহার পক্ষে? আত্মবিষয়ক যোগ অভ্যাসকারী যোগীর। যত, নিয়ত চিত্ত যাহার তাহার। নিষ্কম্পতা ও প্রকাশকতা দ্বারা অচঞ্চল সেই চিত্ত। ইহার অর্থ, যোগীর চিত্ত তদ্রূপ নিশ্চল থাকে। ১৯

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ ২০

অন্বয়—যত্র যোগসেবয়া চিত্তং নিরুদ্ধম্ উপরমতে, যত্র চ আত্মনা আত্মানং পশ্যন্ আত্মনি এব তুষ্যতি। ২০

মূলের অনুবাদ—যে অবস্থায় যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া বিষয় হইতে উপরত হয় এবং যাহাতে শুদ্ধ মন দ্বারা সদাশুদ্ধ আত্মাকেই দর্শন করেন, দেহাদিকে নহে এবং আত্মাতেই তৃপ্ত হন, বিষয়ে নহে, তাহাই সমাধি। ২০

শ্রীধরী টীকা—"যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব" ইত্যাদৌ কর্মৈব যোগশব্দেনোক্তং, 'নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি' ইত্যাদৌ তু সমাধির্যোগশব্দেনোক্তঃ। তত্র মুখ্যো যোগঃ ক ইত্যপেক্ষায়াং সমাধিমেব স্বরূপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়ন্ স এব মুখ্যো যোগ ইত্যাহ—যত্রেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যত্র যস্মিন্নবস্থা বিশেষে যোগাভ্যাসেন নিরুদ্ধং চিত্তমুপরতং ভবতীতি যোগস্য স্বরূপলক্ষণমুক্তম্। তথাচ পাতঞ্জলং সূত্রং, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ" ইতি। ইষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণেন ফলেন তমেব লক্ষয়তি। যত্র চ যস্মিন্নবস্থাবিশেষে আত্মনা শুদ্ধেন মনসা আত্মানমেব পশ্যতি ন দেহাদি, পশ্যংশ্চাত্মন্যেব তুষ্যতি ন তু বিষয়েষু। যত্রেত্যাদীনাং যচ্ছব্দানাং তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। ২০

টীকার অনুবাদ—যাহাকে সন্ন্যাস বলে, হে পাণ্ডব, তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে। এই বাক্যের প্রথমে যোগ শব্দ দ্বারা কর্মই কথিত হইয়াছে। আবার অতিভোজনশীলের যোগ হয় না—এই বাক্যে যোগ শব্দ দ্বারা

সমাধি লক্ষিত হইয়াছে। তথায় মুখ্য যোগ কি? এই প্রশ্ন অপেক্ষা করিয়া উক্ত যোগ শব্দ দ্বারা স্বরূপতঃ ও ফলতঃ সমাধিকেই লক্ষিত করিয়া তাহাই মুখ্য যোগ সার্ধ তিন শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন। যথায়, যে অবস্থা বিশেষে যোগাভ্যাস দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত উপরত, নিষ্ক্রিয় হয়—ইহা দ্বারা যোগের স্বরূপ লক্ষণ কথিত হইয়াছে। উক্ত মর্মে পাতঞ্জল যোগসূত্র* বলেন, চিত্ত-বৃত্তির নিরোধই যোগ বা সমাধি। ইষ্টপ্রাপ্তির লক্ষণরূপ ফল দ্বারা তাহাকেই লক্ষ্য করা হইতেছে এবং যথায়, যে অবস্থাবিশেষে। আত্মা, শুদ্ধ মন দ্বারা আত্মাকেই দর্শন করে, দেহাদিকে নহে এবং আত্মাকে দেখিয়া আত্মাতেই তুষ্ট হয়, বিষয় প্রাপ্তিতে তুষ্টিবোধ থাকে না। যথায় ইত্যাদি বাক্যে যৎ শব্দাদি তাহাই যোগের সংজ্ঞা বলিয়া জানিবে' ইত্যাদি চতুর্থ শ্লোকের সহিত অন্বিত হইবে। ২০

---

* ইহা পাতঞ্জল যোগসূত্রের দ্বিতীয় সূত্র। উক্ত সূত্রের ব্যাসভাষ্য উদ্ধৃত হইল।—"সর্বশব্দাগ্রহণাৎ সম্প্রজ্ঞাতোঽপি যোগ ইত্যাখ্যায়তে। চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণং। প্রখ্যারূপং হি চিত্তসত্ত্বং রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টম্ ঐশ্বর্যবিষয়প্রিয়ং ভবতি। তদেব তমসানুবিদ্ধং অধর্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্যোপগং ভবতি। তদেব প্রক্ষীণ-মোহাবরণং সর্বতঃ প্রদ্যোতমানম্, অনুবিদ্ধং রজোমাত্রয়া, ধর্মজ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্যোপগং ভবতি। তদেব রজোলেশমলাপেতং স্বরূপপ্রতিষ্ঠং সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রং ধর্মমেঘধ্যানোপগং ভবতি; তৎপরং প্রসংখ্যানমিত্যাচক্ষতে ধ্যায়িনঃ। চিতিশক্তিরপরিণামিন্যপ্রতিসংক্রমা দর্শিতবিষয়া শুদ্ধা চানন্তা চ। সত্ত্বগুণাত্মিকা চেয়ম্। অতো বিপরীতা বিবেকখ্যাতিরিত্যতস্তস্যাং বিরক্তং চিত্তং তামপি খ্যাতিং নিরুণদ্ধি; তদবস্থং সংস্কারোপগং ভবতি। স নির্বীজঃ সমাধিঃ। ন তত্র কিঞ্চিৎ সম্প্রজ্ঞায়তে ইত্যসম্প্রজ্ঞাতঃ। দ্বিবিধঃ স যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি।"

উদ্ধৃত ব্যাসভাষ্যের অনুবাদ—"উক্ত সূত্রে সর্বশব্দের অগ্রহণহেতু সম্প্রজ্ঞাত সমাধিও যোগ নামে আখ্যাত হয়। চিত্ত প্রখ্যা (জ্ঞান), প্রবৃত্তি (ক্রিয়া) ও স্থিতি (আলস্য)—এই ত্রিবিধ স্বভাবসম্পন্ন। সুতরাং চিত্ত ত্রিগুণাত্মক। তন্মধ্যে সত্ত্ব জ্ঞানাত্মক, রজঃ ক্রিয়াত্মক এবং তম ক্রিয়ানিরোধক ও জাড্যাত্মক। যখন চিত্তের জ্ঞানাত্মক সত্ত্বাংশ রজঃ ও তম গুণদ্বয়ের সহিত মিশ্রিত থাকে, তখন চিত্ত ঐশ্বর্যপ্রিয় ও ভোগপ্রবণ হয়। যখন চিত্তের সত্ত্বাংশ তমোগুণ দ্বারা

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১

অন্বয়—যত্র যৎ তৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্ আত্যন্তিকং সুখং বেত্তি, যত্র চ স্থিতঃ [সন্] তত্ত্বতঃ ন চলতি। ২১

মূলের অনুবাদ—যে অবস্থাবিশেষে অতীন্দ্রিয় আত্যন্তিক বুদ্ধিলভ্য

অনুবিদ্ধ হয়, তখন উহা অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের অভিমুখী হয়। যখন উহা রজোমাত্র দ্বারা অনুবিদ্ধ হয় এবং তমোগুণ নিস্তেজ ও অপ্রকাশ থাকে, তখন চিত্তের মোহরূপ আবরণ ক্ষীণ হইয়া যায়। সর্ব বিষয়ে জ্ঞানের প্রকাশ হইতে থাকে এবং চিত্ত ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যে অনুরক্ত হয়। ঐশ্বর্য্য অর্থে ঈশ্বরভাব বা স্বশক্তিপ্রতিষ্ঠা। যখন অল্পমাত্রও মলস্বরূপ রজোগুণ চিত্তে না থাকে, তখন চিত্ত স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয় এবং সত্ত্বগুণ হইতে পুরুষ ভিন্ন—এইমাত্র জ্ঞানে অবস্থান করে। তৎকালে উহা ধর্মমেঘ নামক ধ্যানে নিবিষ্ট হয়। ইহাকে যোগিগণ অতিশ্রেষ্ঠ প্রসংখ্যান বলেন। প্রসংখ্যান অর্থে সম্যক্ বিবেকজ্ঞান। পরন্তু পুরুষ বা চিতিশক্তি অপরিণামী (সর্ববিকাররহিত) ও প্রতিসংক্রমবিহীন (বিষয় পঙ্কে অপ্রবিষ্ট)। তিনি বিষয়ের কেবল দ্রষ্টা মাত্র, শুদ্ধ (গুণসঙ্গরহিত) এবং অনন্ত বা সর্বব্যাপী। পূর্বোক্ত রজঃ ও তমোগুণদ্বয় বিযুক্ত চিত্তে যে বিবেকখ্যাতি থাকে তাহা সত্ত্বগুণাত্মক। বিবেকখ্যাতি অর্থে, পুরুষ চিত্ত হইতে পৃথক্—এই মাত্র জ্ঞান। সুতরাং এই বিবেকখ্যাতি চিতিশক্তি হইতে বিপরীত। অতএব চিত্ত উক্ত বিবেকখ্যাতিতে বিরক্ত হইয়া সেই বিবেকজ্ঞানকেও নিরুদ্ধ করে। উহা তদবস্থায় সংস্কারমাত্ররূপে, অপ্রকাশিত শক্তিমাত্ররূপে পরিণত হয়। ইহাকে নির্বীজ সমাধি বলে। ইহাতে কিঞ্চিৎ মাত্র জ্ঞানের স্ফুরণ হয় না। অতএব ইহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বিকল্প সমাধি। অতএব চিত্তের সর্ববিধ বৃত্তি নিরোধরূপ যোগ বা সমাধি দ্বিবিধ—সম্প্রজ্ঞাত (সবিকল্প) ও অসম্প্রজ্ঞাত (নির্বিকল্প)]

তৃতীয় যোগসূত্রে আছে, সমাধিতে দ্রষ্টা পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হন। সমাধি হইতে ব্যুত্থিত অবস্থায় পুরুষ তদ্রূপ থাকিলেও তিনি বিষয়দর্শী বলিয়া অনুভূত হন। যোগদর্শন অনুসারে সমাধিতে কৈবল্য লাভ হয়, পুরুষ প্রকৃতি-বিমুক্ত হন। কৈবল্য অবস্থাতেও প্রকৃতি থাকেন। যোগ দর্শনে অনেক পুরুষ স্বীকৃত হয়। বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মই একমাত্র পুরুষ এবং ব্রহ্মাধিগমে প্রকৃতি বা মায়া চিরতরে তিরোহিত হন। ইহাই যোগ ও বেদান্তের মধ্যে চরম পার্থক্য।

ব্রহ্মসুখ অনুভূত হয় এবং যাহা প্রাপ্ত হইলে যোগী কদাপি আত্মচ্যুত হন না তাহাই সমাধি [১] বলিয়া জানিবে। ২১

শ্রীধরী টীকা—আত্মন্যেব তোষে হেতুমাহ—সুখমিতি। যত্র যস্মিন্নবস্থা-বিশেষে যত্তৎ কিমপি নিরতিশয়মাত্যন্তিকং* নিত্যং সুখং বেত্তি। নন্থ তদা বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাভাবাৎ কুতঃ সুখং স্যাৎ তত্রাহ। অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধাতীতম্। কেবলং বুদ্ধ্যৈবাত্মাকারতয়া গ্রাহ্যম্। অতএব চ যত্র স্থিতঃ সন্ তত্ত্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি। ২১

টীকার অনুবাদ—আত্মাতেই সন্তোষের কারণ ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। যথায়, যে অবস্থাবিশেষে কোন এক নিরতিশয় আত্যন্তিক (অনির্বচনীয়) নিত্যসুখ অনুভব করে। আশংকা উঠিতে পারে, তখন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধাভাব ঘটে। তবে কোথা হইতে সেই সুখ হয়? ইহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন, অতীন্দ্রিয়, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধাতীত। কেবল আত্মাকারে আকারিত শুদ্ধ বুদ্ধির উপলভ্য সেই

---

১ সমাধি ও সুষুপ্তি স্বতন্ত্র অবস্থা। সুষুপ্তিতে বুদ্ধিলয় ঘটে, অবিদ্যা বীজাকারে থাকে; আর সমাধিতে অবিদ্যার সম্যক্ বিনাশ ও সর্ববৃত্তি নিরোধ হয়। আচার্য গৌড়পাদ বলেন, লীয়তে তু সুষুপ্তৌ তন্নিগৃহীতং ন লীয়তে পঞ্চদশীতে (১১।১১৮) আছে।—

সমাধিনির্ধূতমলস্য চেতসো
নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা
স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥

চিত্তমল সমাধি দ্বারা বিধৌত হইলে শুদ্ধ আত্মার যে সুখ অন্তঃকরণে অনুভূত হয় তাহা বাক্য দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। উক্ত মর্মে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ব্রহ্মজ্ঞান কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না। শ্রুতিও বলেন, উহা বাক্য ও মনের অতীত।

* অত্র আত্যন্তিকমিতি ব্রহ্মসুখস্বরূপকথনম্ অতীন্দ্রিয়মিতি বিষয়বাবৃত্তিঃস্তু বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ সাপেক্ষত্বাৎ। বুদ্ধিগ্রাহ্যমিতি, সৌষুপ্তসুখব্যাবৃত্তিঃ সুষুপ্তৌ বুদ্ধের্লীনত্বাৎ সমাধৌ নিবৃত্তিকায়াস্তস্যাঃ সত্ত্বাৎ ইতি। —মধুসূদন সরস্বতী

সমাধিসুখ১। অতএব যাহাতে অবস্থিত হইলে যোগী তত্ত্বতঃ, আত্মস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয় না, তাহাই সমাধি শব্দবাচ্য। ২১

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ২২

অন্বয়—যং লব্ধা ততঃ অধিকম্ অপরং লাভং ন মন্যতে, যস্মিন্ [চ] **স্থিতঃ** গুরুণা দুঃখেন অপি ন বিচাল্যতে [তং যোগসংজ্ঞিতম্ বিদ্যাৎ]। ২২

মূলের অনুবাদ—যে অবস্থা লাভ করিলে অন্য লাভ অধিক মনে হয় না এবং যথায় আরূঢ় হইলে নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তিহেতু দারুণ শীতোষ্ণাদি দুঃখেও অভিভূত হন না, তাহাকেই সমাধি বলে। ২২

শ্রীধরী টীকা—অচলত্বমেবোপপাদয়তি—যমিতি। যমাত্মসুখস্বরূপলাভং লব্ধ্বা ততোঽধিকমপরং লাভং ন মন্যতে ন চিন্তয়তি তস্যৈব নিরতিশয়সুখত্বাৎ যস্মিংশ্চ স্থিতো মহতাপি শীতোষ্ণাদি দুঃখেন ন বিচাল্যতে নাভিভূয়তে, এতেন ...নেষ্টনিবৃত্তি ফলেনাপি যোগলক্ষণমুক্তং দ্রষ্টব্যম্। ২২

টীকার অনুবাদ—সমাধিবান্ মহাযোগীর অচঞ্চলত্ব ভগবান্ এই শ্লোকে প্রতিপাদন করিতেছেন। যে আত্মসুখরূপ শ্রেষ্ঠ লাভ প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে অন্য লাভকে অধিক লাভ বলিয়া মনে হয় না। তাহার কারণ, আত্মা নিরতিশয় সুখস্বরূপ; এবং যাহাতে অবস্থিত হইলে শীত ও গ্রীষ্মাদি মহৎ দুঃখেও বিচলিত, অভিভূত হইতে হয় না। ইহা লক্ষণীয় যে, ইহা দ্বারা সমস্ত অনিষ্ট নিবৃত্তিরূপ ফল যোগের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইল। ২২

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্নচেতসা॥ ২৩
সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪

অন্বয়—তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ বিদ্যাৎ। অনির্বিণ্নচেতসা

১ ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগে ইন্দ্রিয়সুখ উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে সমাধিসুখ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কারণ সমাধি সুখ শুদ্ধাবুদ্ধিগ্রাহ্য ও প্রতিক্রিয়ারহিত। আর ইন্দ্রিয়সুখ বিষময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

সংকল্প-প্রভাবান্ সর্বান্ কামান্ অশেষতঃ ত্যক্ত্বা মনসা এব সমন্ততঃ ইন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য নিশ্চয়েন স যোগ যোক্তব্যঃ। ২৩—২৪

মূলের অনুবাদ—যে অবস্থায় দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না, তাহাই সমাধি। অধ্যবসায় সহকারে ও নির্বিঘ্ন মানসে[১] সেই সমাধি অভ্যাস করিবে। ২৩ সঙ্কল্প-সম্ভূত কামনাসমূহ নিঃশেষে বর্জনপূর্বক বিষয়ে দোষদর্শী মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া সমাধি অভ্যাস করিবে। ২৪

শ্রীধরী টীকা—য এবম্ভূতোঽবস্থাবিশেষস্তমাহ—তমিত্যর্দ্ধেন। দুঃখশব্দেন দুঃখমিশ্রিতঃ বৈষয়িকং সুখমপি গৃহ্যতে। দুঃখস্য সংযোগেন সংস্পর্শমাত্রেনাপি বিয়োগো যস্মিংস্তমবস্থাবিশেষং যোগসংজ্ঞিতং যোগশব্দবাচ্যং জানীয়াৎ। পরমাত্মনা ক্ষেত্রজ্ঞস্য যোজনং যোগঃ, যদ্বা দুঃখস্য সংযোগেন বিয়োগ এব, শূরে কাতরশব্দবদ্বিরুদ্ধলক্ষণয়া যোগ উচ্যতে, কর্মণি তু যোগশব্দস্তদুপায়ত্বাদৌপ-

---

১ মনোজয় অতিশয় কষ্টসাধ্য। এই সম্বন্ধে আচার্য্য গৌড়পাদ বলেন,—

উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা।
মনসো নিগ্রহস্তদ্বদ্ ভবেদপরিখেদতঃ॥

কুশাগ্র দ্বারা বিন্দু বিন্দু বারিসেচনপূর্বক সমুদ্রের শোষণ যেরূপ অসম্ভব তদ্রূপ বিষয় বৈরাগ্য ব্যতীত মনোনিগ্রহ অসাধ্য।

এই সম্বন্ধে কোন ধর্মসম্প্রদায়ে নিম্নোক্ত আখ্যায়িকা প্রচলিত। কোন পক্ষীর তীরস্থ অণ্ডসমূহ তরঙ্গবেগে সমুদ্রে পতিত হয়। ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া উক্ত পক্ষী সমুদ্রকে শোষণ করিব' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সমুদ্র হইতে স্বকীয় মুখাগ্র দ্বারা এক এক বিন্দু জল তীরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বহু বন্ধুপক্ষী আসিয়া তাহাকে নিবারণ করা সত্বেও সে উক্ত কর্ম হইতে বিরত হইল না। যদৃচ্ছা ভ্রমণ সময়ে নারদ তথায় আসিয়া তাহাকে নিবারণ করিলেন। ইহাতে সে তদগ্রেও পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিল, এই জন্মে বা জন্মান্তরে আমি নিশ্চয়ই সমুদ্রকে শোষণ করিব। বৈরাগ্যমুকুল হেতু কৃপালু নারদ গরুড়কে উক্ত পক্ষীর সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। সমুদ্র গরুড়কেও জ্ঞাতিদ্রোহ হেতু অপমানিত করিল। গরুড়ের পক্ষবাতে সমুদ্র ক্রমশঃ শুষ্ক ও অতি ভীত হইয়া অপহৃত অণ্ডসমূহ উক্ত পক্ষীকে ফেরৎ দিল।

ইত্যাহ স ইতি সার্দ্ধেন। স যোগ নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন যোক্তব্যোঽভ্যসনীয়ঃ। যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি, তথাপ্যনির্বিণ্ণেন নির্বেদরহিতেন চেতসা যোক্তব্যঃ। দুঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্নশৈথিল্যং নির্বেদঃ। ২৩ কিঞ্চ সংকল্পেতি। সংকল্পাৎ প্রভবো যেষাং তান্ যোগপ্রতিকূলান্ সর্বান্ কামানশেষতঃ চারিক এবেতি ভাবঃ। যস্মদেবং মহাফলো যোগস্তস্মাৎ স এব যত্নতোঽভ্যসনীয়ঃ সবাসনাংস্ত্যক্ত্বা মনসৈব বিষয়দোষ-দর্শিনা সর্বতঃ প্রসরন্তমিন্দ্রিয়সমূহং বিশেষেণ নিয়ম্য যোগঃ যোক্তব্যঃ ইতি পূর্বেণান্বয়ঃ। ২৪

টীকার অনুবাদ—যাহা এইরূপ অবস্থাবিশেষ, তাহাকেই দুঃখ সংস্পর্শের সমাপ্তিরূপ যোগ বলিয়া জানিবে। দুঃখ শব্দ দ্বারা দুঃখমিশ্রিত বিষয়সুখও গৃহীত হয়। দুঃখের সংযোগ, সংস্পর্শ মাত্র হইলেই বিয়োগ, উপশম যাহাতে সেই অবস্থা বিশেষকে যোগ সংজ্ঞা, যোগশব্দবাচ্যরূপে জানিবে। পরমাত্মার সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবের সংযোজনই যোগ। অথবা দুঃখের সংযোগমাত্রই দুঃখের বিয়োগ ঘটে—এই উত্তম অবস্থার নাম যোগ, যেমন ভীরু শব্দ নেতিমূলক অর্থে বীর সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ বিরুদ্ধ লক্ষণ দ্বারা ইহাকে যোগ বলে। কর্মও যোগ নামে উক্ত হয়, তাহা যোগের উপায় বলিয়া তাহাকেও ঔপচারিক অর্থে যোগ বলে। ইহাই ভাবার্থ। যে যোগের এমন মহাফল তাহাই প্রযত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করিবে—ইহাই ভগবান্ অর্ধশ্লোকে বলিতেছেন। সেই যোগ মোক্ষশাস্ত্র ও সিদ্ধাচার্যের উপদেশ জনিত নিশ্চয় দ্বারা অভ্যাস করিতে হইবে। যদিও সত্বর ইহাতে সিদ্ধিলাভ হয় না, তথাপি অনির্বিণ্ণ, নির্বেদরহিত চিত্ত দ্বারা যোগ অভ্যাস করিবে। দুঃখবোধে প্রযত্নের শৈথিল্যকেই নির্বেদ বলে। ২৩ সংকল্প হইতে উৎপন্ন যোগসিদ্ধির প্রতিকূল সমস্ত কামনা নিঃশেষে বাসনার সহিত ত্যাগ করিয়া বিষয়ের দোষদর্শী মন দ্বারাই সর্বদিকে ধাবমান ইন্দ্রিয়সমূহকে বিশেষভাবে সংযত করিয়া যোগসাধন কর্তব্য। পূর্ব শ্লোকের সহিত এইরূপ অন্বয় হইবে। ২৪

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫

অন্বয়—ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা মনঃ আত্মসংস্থং * কৃত্বা শনৈঃ শনৈঃ [ন তু সহসা] উপরমেৎ কিঞ্চিৎ অপি ন চিন্তয়েৎ। ২৫

মূলের অনুবাদ—ধৈর্য্যবলে বশীকৃত বুদ্ধি দ্বারা মনকে আত্মারূঢ় করিয়া ধীরে ধীরে যোগাভ্যাস করিবে। তখন অন্য বিষয় চিন্তা করিবে না। ২৫

শ্রীধরী টীকা—যদি তু প্রাক্তনকর্মসংস্কারেণ মনো বিচলেত্তর্হি ধারণয়া স্থিরীকুর্য্যাদিত্যাহ—শনৈরিতি। ধৃতির্ধারণা তয়া গৃহীতয়া বশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা আত্মসংস্থমাত্মন্যেব সম্যক স্থিতং নিশ্চলং মনঃ কৃত্বা উপরমেৎ। তচ্চ শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ, ন তু সহসা। উপরম-স্বরূপমাহ "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ"। নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমানপরমানন্দস্বরূপো ভূত্বা আত্মধ্যানাদপি নিবর্ত্তেত ইত্যর্থঃ। ২৫

টীকার অনুবাদ—যদি প্রাক্তন কর্মের সংস্কার বশে মন বিচলিত হয়, তাহা হইলে ধারণা দ্বারা উহাকে স্থির করিবে। এই অর্থে ভগবান্ বলিতেছেন। ধৃতি, ধারণা। তাহার দ্বারা গৃহীত, বশীকৃত বুদ্ধি দ্বারা। আত্মসংস্থ, আত্মাতেই সম্যক্ স্থিত, নিশ্চল মন করিয়া ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে উপরত হইবে। তাহাও সহসা নহে। ধীরে ধীরে অভ্যাসক্রমে উপরত হইবে। উপরতির স্বরূপ বলিতেছেন—

* ভাষ্যকার শংকরাচার্য্য বলেন, "আত্মৈব সর্বং ন ততোঽন্যৎ কিঞ্চিদস্তীত্যেবমাত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। এষ যোগস্য পরমো বিধিঃ।"
ইহার অর্থ, আত্মাই সব, ইহা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বই নাই। এইরূপ সুদৃঢ় ধারণার নাম আত্মসংস্থ অবস্থা। মনকে এইরূপ আত্মসংস্থ করিয়া অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। ইহাই আত্মযোগ বা ব্রহ্মযোগের শ্রেষ্ঠ বিধি। আনন্দগিরি বলেন, যখন ধ্যানে আত্মাকার চিত্তবৃত্তি কিঞ্চিৎ পৃথকরূপে জ্ঞাত হয় তখন সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। সর্ব চিত্তবৃত্তিলয় ও মনোনাশ হইলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। নীলকণ্ঠ বলেন, চিত্তকে সর্বপ্রকারে বৃত্তিশূন্য করিয়া ধ্যাতৃ, ধ্যান ও ধ্যেয় বিভাগও স্মরণ করিবে না, অদ্বৈতৈকরস সংবিদাত্মা হইয়া সুষুপ্তবৎ অবস্থান করিবে।

তখন আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। মন স্থির হইলে যোগী স্বয়ং প্রকাশমান পরমানন্দস্বরূপ হইয়া আত্মধ্যান হইতেও নিবৃত্ত হইবেন। কারণ, আত্মবোধ উদিত হইলে ধ্যাতা, ধ্যেয় ও ধ্যান—এই ত্রিপুটীভেদ ঘটে। ২৫

যতো যতো নিশ্চরতি* মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ২৬

অন্বয়—[স্বভাবতঃ] চঞ্চলম্ [অতএব] অস্থিরম্ মনঃ যতঃ যতঃ নিশ্চরতি, ততঃ ততঃ এতৎ [মনঃ] নিয়ম্য আত্মনি এব বশং নয়েৎ। ২৬

মূলের অনুবাদ—স্বভাবতঃ চঞ্চল অস্থির মন যে সকল বিষয়ে ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া ইহাকে আত্মলীন করিবে। ২৬

শ্রীধরী টীকা—এবমপি রজোগুণবশাদ্ যদি মনঃ প্রচলেত্তর্হি পুনঃ প্রত্যাহারেণ বশীকুর্য্যাদিত্যাহ—যত ইতি। স্বভাবতশ্চঞ্চলং ধার্য্যমাণমপ্যস্থিরং মনো যং যং বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি ততস্ততঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মন্যেব স্থিরং কুর্য্যাৎ। ২৬

টীকার অনুবাদ—এইরূপে রজোগুণের প্রভাবে মন যদি বিচলিত হয়, তাহা হইলে পুনরায় প্রত্যাহার দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিবে। এই অর্থে ভগবান্ বলিতেছেন। স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং ধার্য্যমান হইলেও অস্থির মন যে যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় হইতে উহাকে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাতে স্থির করিবে। ২৬

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ২৭

অন্বয়—শান্তরজসং [অতএব] প্রশান্তমনসম্ অকল্মষং ব্রহ্মভূতম্ এনং যোগিনং হি উত্তমং সুখম্ উপৈতি। ২৭

মূলের অনুবাদ—শান্তচিত্ত রজোমুক্ত পাপশূন্য ব্রহ্মপ্রাপ্ত মহাযোগী স্বতঃই সমাধি সুখ লাভ করেন। ২৭

---

* নিশ্চলতি ইতি বা পাঠঃ।

শ্রীধরী টীকা—এবং প্রত্যাহারাদিভিঃ পুনঃপুনর্মনো বশীকুর্বতঃ রজোগুণক্ষয়ে সতি যোগসুখং প্রাপ্নোতীত্যাহ—প্রশান্তমনসমিতি। এবমুক্তেন প্রকারেণ শান্তং রজো যস্য তম্। অতএব প্রশান্তং মনো যস্য তমেনং নিষ্কল্মষং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তং যোগিনমুত্তমং সুখং সমাধিসুখং স্বয়মেবোপৈতি প্রাপ্নোতি। ২৭

টীকার অনুবাদ—এইরূপ প্রত্যাহার দ্বারা পুনঃ পুনঃ যিনি মনকে বশীভূত করেন, রজোগুণ ক্ষীণ হইলে তিনি যোগসুখ প্রাপ্ত হন। এই অর্থে ভগবান বলিতেছেন। পূর্বোক্ত প্রকারে যাহার রজোগুণ উপশান্ত হইয়াছে; অতএব প্রশান্ত মন যাহার, সেই নিষ্পাপ ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্ত সিদ্ধযোগীকে সর্বোত্তম সমাধিসুখ স্বয়ংই আশ্রয় করে। ২৭

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ২৮

অন্বয়—এবং সদা আত্মানং যুঞ্জন্ বিগতকল্মষঃ যোগী সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে। ২৮

মূলের অনুবাদ—উক্ত রূপে নিষ্পাপ যোগী মনকে সর্বদা বশীভূত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জনিত সর্বোত্তম সুখপ্রাপ্ত ও জীবন্মুক্ত হন। ২৮

শ্রীধরী টীকা—ততশ্চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—যুঞ্জন্নিতি। এবমনেন প্রকারেণ সর্বদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ বশীকুর্বন বিশেষেণ সর্বাত্মনা বিগতং কল্মষং যস্য স যোগী সুখেন অনায়াসেন ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শোঽবিদ্যানিবর্তকঃ সাক্ষাৎকারস্তদেবাত্যন্তং সর্বোত্তমং সুখমশ্নুতে জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। ২৮

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, সমাধিসুখ প্রাপ্ত হইলে যোগী কৃতার্থ হন। এই প্রকারে সর্বদা আত্মাকে, মনকে বশীভূত করিয়া বিশেষরূপে, সর্বাত্মকরণে। বিগত কল্মষ, পাপ নাই যাহার সেই যোগী সুখে, অনায়াসে অবিদ্যানাশক ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ অত্যন্ত সুখ ভোগ করেন। ইহার অর্থ, তিনি জীবন্মুক্ত হন। ২৮

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ। ২৯

অন্বয়—যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ [যোগী] আত্মানং সর্বভূতস্থম্ আত্মনি [অভেদেন] সর্বভূতানি চ ঈক্ষতে। ২৯

মূলের অনুবাদ—সমাধিবান্ মহাযোগী সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করেন এবং ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্বভূতে স্বাত্মাকে এবং স্বাত্মাতে সর্বভূতকে অভেদরূপে অবলোকন করেন। ২৯

শ্রীধরী টীকা—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারমেব দর্শয়তি—সর্বভূতস্থমিতি। যোগেনাভ্যস্যমানেন যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সর্বত্র সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি সমদর্শনঃ। স্বমাত্মানমবিদ্যাকৃতদেহাদিপরিচ্ছেদশূন্যং সর্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষবস্থিতং পশ্যতি। তানি আত্মন্যভেদেন পশ্যতি। ২৯

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার কিরূপ তাহাই ভগবান্ দেখাইতেছেন। যোগাভ্যাস দ্বারা যুক্তাত্মা, সমাহিত চিত্ত সর্বত্র সমান ব্রহ্মকে দর্শন করেন। ইহাই সমদর্শন। আর ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্বভূতে অবিদ্যাকৃত দেহাদিপরিশূন্য স্বীয় আত্মাকে দেখেন এবং নিজ আত্মাতে সর্বভূতকে অভিন্নরূপে দেখিতে পান। ২৯

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৩০

অন্বয়—যঃ মাং সর্বত্র পশ্যতি, ময়ি সর্বং পশ্যতি তস্য অহং ন প্রণশ্যামি, স চ মে ন প্রণশ্যতি। ৩০

মূলের অনুবাদ—যিনি পরমেশ্বরকে ভূতমাত্রে এবং প্রাণিমাত্রকে পরমেশ্বরে দর্শন করেন, আমি পরমেশ্বর কখনও তাঁহার অদৃশ্য হই না এবং তিনিও কদাপি আমার অদৃশ্য হন না। ৩০

শ্রীধরী টীকা—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানস্য সর্বভূতাত্মতয়া মদুপাসনং মুখ্যং কারণমিত্যাহ—য ইতি। মাং পরমেশ্বরং সর্বত্র ভূতমাত্রে যঃ পশ্যতি, সর্বং চ প্রাণিমাত্রং ময়ি যঃ পশ্যতি, তস্যাহং ন প্রণশ্যামি অদৃশ্যো ন ভবামি, স চ মমাদৃশ্যো ন ভবতি। প্রত্যক্ষো ভূত্বা কৃপাদৃষ্ট্যা তং বিলোক্যানুগৃহ্নামীত্যর্থঃ। ৩০

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন, আমি সর্বভূতাত্মা। সুতরাং আমার উপাসনা সর্বত্র সমদর্শনরূপ আত্মজ্ঞানের প্রধান কারণ। পরমেশ্বরস্বরূপ আমাকে ভূতমাত্রে যিনি দেখেন এবং সর্বপ্রাণীকে আমাতে যিনি দেখেন তাঁহার নিকট আমি অদৃশ্য হই না। এবং তিনিও কখনও আমার অদৃশ্য হন না। ইহার অর্থ, আমি তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া কৃপাদৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে বিলোকন পূর্ব্বক অনুগ্রহ করি। ৩০

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥ ৩১

অন্বয়—যঃ সর্ব্বভূতস্থিতং মাম্ একত্বম্ আস্থিতঃ [সন্] ভজতি সর্ব্বথা অপি বর্তমানঃ স যোগী ময়ি [এব] বর্ততে। ৩১

মূলের অনুবাদ—যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে আমার সহিত একীভূত হইয়া ভজনা করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে কর্মত্যাগী হইলেও আমাতে অবস্থান করেন, কদাপি মদ্‌ভ্রষ্ট হন না। ৩১

শ্রীধরী টীকা—ন ত্বেবম্ভূতো বিধিকিংকরঃ স্যাদিত্যাহ-সর্ব্বভূতস্থিতমিতি। সর্ব্বভূতেষু স্থিতং মামভেদমাস্থিত আশ্রিতো যো ভজতি স যোগী জ্ঞানী সন্ সর্ব্বথা কর্মপরিত্যাগেনাপি বর্তমানো মধ্যেব বর্ততে মুচ্যতে, ন তু ভ্রশ্যতীত্যর্থঃ। ৩১

টীকার অনুবাদ—এবম্ভূত সিদ্ধযোগী বিধি-কিংকর নহেন—ইহাই ভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন। আমি সর্ব্বভূতে অবস্থিত—এইরূপ অভেদ ভাব

আশ্রয়পূর্বক যিনি আমার ভজনা করেন, সেই যোগী জ্ঞানী হইয়া সমস্ত অবস্থায় থাকিয়াও, বৈধ কর্ম পরিত্যাগ করিলেও আমাতেই অবস্থান করেন। ইহার অর্থ, তিনি মুক্ত হন, কদাচ ভ্রষ্ট হন না। ৩১

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৩২

অন্বয়—অর্জুন, যঃ সর্বত্র সুখং বা যদি বা দুঃখম্ আত্মৌপম্যেন সমং পশ্যতি, সঃ পরমঃ মতঃ। ৩২

মূলের অনুবাদ—হে অর্জুন, যিনি স্বীয় সুখ বা দুঃখের ন্যায় অন্যের সুখ বা দুঃখ দর্শন করেন, অর্থাৎ সকলের সুখ কামনা করেন ও কাহারও দুঃখ বাঞ্ছা করেন না,[১] তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী[২] ৩২

শ্রীধরী টীকা—এবঞ্চ মাং ভজতাং যোগিনাং মধ্যে সর্বভূতানুকম্পী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—আত্মৌপম্যেনেতি। আত্মৌপম্যেন স্বসাদৃশ্যেন যথা মম সুখং প্রিয়ং

১ সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলে এই অবস্থা আসে, তৎপূর্বে নহে। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেও কখন কখনও মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় এই উভয়ের অভাবে জীবন্মুক্তি সুখ অনুভূত হয় না। প্রারব্ধ কর্মবশে সমাধি হইতে ব্যুত্থানান্তে চিত্তবিক্ষেপ ঘটে, দৃষ্ট সুখ বা দুঃখ অনুভূত হয়। এই হেতু তত্ত্বাভ্যাস ও মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় সমকালে অভ্যাস কর্তব্য। উক্ত মর্মে মুক্তি উপনিষৎ (২।১১) বলেন—

বাসনাক্ষয়বিজ্ঞানমনোনাশা মহামতে।
সমকালং চিরাভ্যস্তা ভবন্তি ফলদা মতাঃ॥

২ শ্রীমদ্ভাগবতে নবম স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ে ১২-১৩ শ্লোকদ্বয়ে যোগীবর রন্তিদেবের এই প্রার্থনা পাওয়া যায়।—

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাম্ অষ্টর্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজামন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥
ক্ষুত্তৃট্শ্রমো গাত্র পরিভ্রমশ্চ দৈন্যং ক্লমঃ শোকবিষাদমোহাঃ।
সর্বে নিবৃত্তাঃ কৃপণস্য জন্তোর্জিজীবিষোর্জীবজলার্পণান্মে॥

আমি পরমেশ্বরের সন্নিধানে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিযুক্ত গতি অথবা মুক্তি কামনা করি না। আমার কাতর প্রার্থনা, আমি যেন সমস্ত দেহীর অন্তঃস্থিত হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হই এবং যেন আমার দ্বারা সর্ব-দেহীর দুঃখ দূরীভূত হয়। এই দীন ব্যক্তি জীবন ধারণার্থ বাসনা করিতেছে। ইহাকে জীবন রক্ষার্থ জলদান করিলেই আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা, শ্রান্তি, গাত্রঘূর্ণী, কাতর্য্য, ক্লান্তি, শোক, বিষাদ ও মোহ নিবৃত্ত হইবে।

দুঃখঞ্চাপ্রিয়ং তথা অন্যেষামপীতি সর্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্বেষাং যো বাঞ্ছতি, ন তু কস্যাপি দুঃখং, স যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমত ইত্যর্থঃ। ৩২

টীকার অনুবাদ—এইরূপ আমার ভজনকারী যোগিগণের মধ্যে যিনি সর্বভূতের অনুকম্পী, অনুগ্রহকারী তাহাকেই ভগবান্ শ্রেষ্ঠ যোগী বলিতেছেন। আত্মার উপমায়, স্বসাদৃশ্যে—যেমন সুখ আমার প্রিয় ও দুঃখ আমার অপ্রিয় সেইরূপ অন্যেরও হয়, এইরূপ সর্বত্র সমদৃষ্টি করিয়া—যিনি সকলের সুখই বাঞ্ছা করেন, কাহারও দুঃখ বাঞ্ছা করেন না, সেই যোগী আমার মতে শ্রেষ্ঠ। ইহাই ভাবার্থ। ৩২

অর্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥ ৩৩

অন্বয়—অর্জুন উবাচ—মধুসূদন, ত্বয়া সাম্যেন যঃ অয়ং যোগঃ প্রোক্তঃ এতস্য স্থিরাং স্থিতিং [মনসঃ] চঞ্চলত্বাৎ অহং ন পশ্যামি। ৩৩

মূলের অনুবাদ—অর্জুন বলিলেন, হে মধুসূদন, আত্মার সাম্যরূপ যে যোগ[১] আপনি উপদেশ করিলেন, মানস চাঞ্চল্য নিমিত্ত ইহার দীর্ঘ কাল স্থায়িত্ব আমি দেখিতেছি না। ৩৩

শ্রীধরী টীকা—উক্তলক্ষণস্য যোগস্যাসম্ভবং মন্বানোঽর্জুন উবাচ—যোঽয়মিতি। সাম্যেন মনসো লয়বিক্ষেপশূন্যতয়া কেবলাত্মাকারাবস্থানেন যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ, এতস্য যোগস্য স্থিরাং দীর্ঘকালং স্থিতিং ন পশ্যামি মানসশ্চঞ্চলত্বাৎ। ৩৩

টীকার অনুবাদ—উক্তরূপ লক্ষণযুক্ত যোগ অসম্ভব মনে করিয়া অর্জুন বলিলেন, সমতা, মনের লয়-বিক্ষেপশূন্যতা হেতু আত্মাকারে অবস্থান দ্বারা।

---

১ কঠ উপনিষৎ (২।৩।১০) বলেন, যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্। ইহার অর্থ, যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় শব্দাদি বিষয় বর্জনান্তে মন সহ অবস্থান করে এবং বুদ্ধিও নিশ্চেষ্ট থাকে, সেই স্থিরতম ইন্দ্রিয়ধারণাকে জ্ঞানিগণ যোগ বা সমাধি বলেন!

যে এই ব্রহ্মযোগ আপনার দ্বারা কথিত হইল ইহার স্থিরা, দীর্ঘকাল অবস্থিতি আমি দেখিতেছিনা, মনের চঞ্চলতাহেতু। ৩৩

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৩৪

অন্বয়—কৃষ্ণ, হি মনঃ চঞ্চলং প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ম্; [অতঃ] অহং তস্য নিগ্রহং বায়োঃ [নিরোধম্] ইব সুদুষ্করং মন্যে। ৩৪

মূলের অনুবাদ হে কৃষ্ণ, মন স্বভাবতঃই চপল, দেহেন্দ্রিয়ের ক্ষোভ কারক, বিচারবলেও দুর্জেয় ও বিষয়প্রবণ বলিয়া দুর্ভেদ্য।[১] যেমন আকাশে দোধূয়মান বায়ুকে কুম্ভাদিতে নিরুদ্ধ করা সুকঠিন, তদ্রূপ মনকে নিগ্রহ করা সুদুষ্কর মনে করি। ৩৪

শ্রীধরী টীকা—এতৎ স্ফুটয়তি—চঞ্চলমিতি। চঞ্চলং স্বভাবেনৈব চপলম্ কিঞ্চ প্রমাথি প্রমথনশীলং দেহেন্দ্রিয়-ক্ষোভকমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বলবদ্বিচারেণাপি জেতুমশক্যম্। কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনানুবদ্ধয়া দুর্ভেদ্যম্। অতো যথা আকাশে দোধূয়মানস্য বায়োঃ কুম্ভাদিষু নিরোধনমশক্যং তথা তস্য মনসোঽপি নিগ্রহং নিরোধং সুদুষ্করং সর্বথা কর্তুমশক্যং মন্যে। ৩৪

টীকার অনুবাদ—ইহাই স্পষ্টভাবে ভগবান্ বলিতেছেন। চঞ্চল, স্বভাবতঃই চপল। আরও প্রমাথি, প্রমথনশীল। ইহার অর্থ, দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহের ক্ষোভকর। আরও বলবান্, বিচার দ্বারাও জয় করা অসাধ্য এবং দৃঢ়, বিষয় বাসনায় অনুরক্তিহেতু দুর্ভেদ্য, দুর্জেয়। অতএব যেমন আকাশে দোধূয়মান বায়ুকে কলসাদির মধ্যে রক্ষণ অসাধ্য, তদ্রূপ আমি সেই মনের নিগ্রহ, নিরোধ সর্বথা অত্যন্ত দুষ্কর বলিয়া মনে করি। ৩৪

---

১ ভাষ্যকারমতে মন সহস্র বিষয়বাসনায় অনুস্যূত বলিয়া তন্তুনাগবৎ অচ্ছেদ্য। মধুসূদন বলেন, "তন্তুনাগো নাগপাশঃ তান্তনী ইতি গুর্জরাদৌ প্রসিদ্ধো মহাহ্রদনিবাসী জন্তু বিশেষো বা।" বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন, সূচিদ্বারা লৌহভেদবৎ মনোজয় কষ্টকর।

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, মহাবাহো, মনঃ দুর্নিগ্রহং চলম্ অসংশয়ং ; তু কৌন্তেয়, অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ [তৎ] গৃহ্যতে। ৩৫

মূলের অনুবাদ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে মহাবাহো,[১] চঞ্চল-স্বভাব মনের নিরোধ অত্যন্ত কঠিন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। তথাপি ব্রহ্মধ্যানের অভ্যাস ও বিষয়-বিতৃষ্ণা দ্বারা মনকে নিশ্চয়ই বশীভূত করা যায়। ৩৫

শ্রীধরী টীকা—তদুক্তং চঞ্চলত্বাদিকমঙ্গীকৃত্যৈব মনোনিগ্রহোপায়ং শ্রীভগবানুবাচ—অসংশয়মিতি। চঞ্চলত্বাদিনা মনো নিরোদ্ধুমশক্যমিতি যদ্বদসি, এতস্মিঃসংশয়মেব। তথাপি তু বিষয়াচিন্তনপূর্বকম্ অভ্যাসেন পরমাত্মাকার প্রত্যয়য়া বৃত্ত্যা বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেন চ গৃহ্যতে নিগৃহ্যতে। অভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধ বৈরাগ্যেণ চ বিক্ষেপপ্রতিবন্ধাদুপরতবৃত্তিকং সৎ পরমাত্মাকারেণ পরিণতং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে—

"মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ।
যাঽসম্প্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে ॥" ইতি। ৩৫

টীকার অনুবাদ—পূর্বোক্ত চাঞ্চল্য প্রভৃতি অঙ্গীকার, স্বীকার করিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনোজয়ের উপায় বলিতেছেন। চঞ্চলত্ব প্রভৃতি দোষহেতু মনকে নিরুদ্ধ করা অসাধ্য বলিয়া তুমি যাহা বলিতেছ তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। তৎসত্ত্বেও পরমাত্মাকার রূপ প্রত্যয়বৃত্তি অভ্যাস এবং বিষয়বৈতৃষ্ণ্য দ্বারা উহা অবশ্যই নিরুদ্ধ হয়। ইহার অর্থ, অভ্যাস দ্বারা মনের লয়, চিত্তের অবসাদ বা নিদ্রার প্রতিবন্ধক হয় এবং বৈরাগ্য দ্বারা বিক্ষেপ, বিষয়প্রবণতা প্রতিরুদ্ধ হইলে মনোবৃত্তি উপরত হয়। তখন মন পরমাত্মাকারে পরিণত হইয়া

১ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, তুমুল সংগ্রামে অর্জ্জুন কর্তৃক মহাবীরগণও বিজিত এবং পিণাকপাণি ও বশীকৃত হইয়াছেন। সুতরাং অর্জ্জুন নিশ্চয়ই মহাবীর-শিরোমণি মন নামক প্রাধানিক ভটকে মহাযোগরূপ অস্ত্র প্রয়োগে জয় করিতে সমর্থ।

অবস্থান করে। উক্ত মর্মে যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, বৃত্তিশূন্য মনের ব্রহ্মাকারে যে অবস্থিতি তাহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি নামে অভিহিত হয়। ৩৫

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৩৬

অন্বয়—অসংযতাত্মনা যোগঃ দুষ্প্রাপঃ ইতি মে মতিঃ, বশ্যাত্মনা [পুরুষেণ] উপায়তঃ যততা যোগঃ অবাপ্তুম্ শক্যঃ। ৩৬

মূলের অনুবাদ—অভ্যাস ও বৈরাগ্য[১] দ্বারা যাঁহার চিত্ত বশীভূত হয় নাই, তাঁহার পক্ষে সমাধিলাভ অসম্ভব মনে করি; কিন্তু যাঁহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে, তিনি যথোক্ত উপায়ে যোগাভ্যাস করিলে সমাধি লাভে[২] সমর্থ হন। ৩৬

---

১ পাতঞ্জল যোগসূত্রে (১।১২) আছে, অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাম তন্নিরোধঃ। ইহার অর্থ, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। উক্ত সূত্রের ব্যাসভাষ্য উদ্ধৃত হইল—"চিত্ত নদী নাম উভয়তোবাহিনী, বহতি কল্যাণায়, বহতি চ পাপায়। যা তু কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা বিবেকবিষয় নিম্না সা কল্যাণবহা, সংসার প্রাক্‌ভারা অবিবেকবিষয়নিম্না পাপবহা। তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোত খিলীক্রিয়তে, বিবেকদর্শনাভ্যাসেন বিবেক স্রোতঃ উদ্‌ঘাট্যতে, ইত্যুভয়াধীনশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ।"

নদীবৎ চিত্ত উভয় দিকেই প্রবাহিত হয়। ইহা কল্যাণের পথে এবং পাপপথে গমন করে। যে প্রবাহ কৈবল্যের অভিমুখে ক্রমশঃ বিবেক বিষয়রূপ নিম্নমার্গ অবলম্বনপূর্বক প্রবাহিত হয়, তাহা কল্যাণকর। চিত্ত নদীর যে প্রবাহ সংসারের অভিমুখী হইয়া অবিবেকবশে ধাবিত হয়, তাহা পাপপ্রদ। বৈরাগ্য দ্বারা বিষয়স্রোত অবরুদ্ধ হয় এবং বিবেক দৃষ্টির অভ্যাস দ্বারা বিবেকস্রোত উদ্‌ঘাটিত হয়। অতএব চিত্তবৃত্তির সম্যক্ নিরোধ অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই উভয়ের অধীন।

২ সমাধি লাভের জন্য নিয়মিত ধ্যানাভ্যাস ও তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বনে প্রবলতম পুরুষকার প্রয়োগ করিতে হইবে। উক্ত মর্মে শাস্ত্র বলেন—

হস্তং হস্তেন সংপিড্য দন্তৈর্দন্তান্ বিচূর্ণ্য চ।
অঙ্গাণ্যঙ্গৈঃ সমাক্রম্য জয়েদাদৌ স্বকং মনঃ॥

হস্তে হস্ত সংপীড়ন, দন্তে দন্ত বিচূর্ণ ও অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ আক্রমণপূর্বক প্রথমেই মন জয় কর। এই সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে আছে—

ক্লীবাহি দৈবমেবৈকং প্রশংসন্তি ন পৌরুষং।
দৈবং পুরুষকারেণ ঘ্নন্তি শূরা সদোত্তমাঃ॥

শ্রীধরী টীকা—এতাবাংস্থিহ নিশ্চয় ইত্যাহ—অসংযতাত্মনেতি। অসংযতাত্মা উক্ত প্রকারেণাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যামসংযত আত্মা চিত্তং যস্য তেন পুরুষেণায়ং যোগো দুষ্প্রাপঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ। অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যো বশবর্তী আত্মা চিত্তং যস্য তেন পুরুষেণ পুনশ্চানেনৈবোপায়েন প্রযত্নং কুর্বতা যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ। ৩৬

টীকার অনুবাদ—এতদ্বিষয়ে ইহাই চরম নিশ্চয়। এই শ্লোকে ভগবান্ তাহাই বলিতেছেন। উক্ত প্রকার অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা যাঁহার আত্মা, চিত্ত সংযত হয় নাই, তাহার পক্ষে যোগপ্রাপ্তি, সমাধিলাভ দুঃসাধ্য। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বশীভূত আত্মা, চিত্ত যাঁহার সেই পুরুষ দ্বারা পুনঃ উক্ত উপায়ে প্রযত্ন করিলে যোগপ্রাপ্তি সুসাধ্য হয়। ৩৬

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ ৩৭

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ, কৃষ্ণ, [প্রথমং] শ্রদ্ধয়া উপেতঃ, ততঃ [পরম্] অযতিঃ যোগাচ্চলিতমানসঃ যোগসংসিদ্ধিম্ অপ্রাপ্য কাং গতিং গচ্ছতি? ৩৭

মূলের অনুবাদ—অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে কৃষ্ণ, প্রথমে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহ যোগে প্রবৃত্ত হয়, পরে অভ্যাসের শৈথিল্যহেতু যোগভ্রষ্ট হয়, সে যোগসিদ্ধিলাভ না করিয়া কি গতি[১] প্রাপ্ত হয়? ৩৭

শ্রীধরী টীকা—অভ্যাসবৈরাগ্যাভাবেন কথঞ্চিদপ্রাপ্তসম্যগ্‌জ্ঞানঃ কিং ফলমাপ্নোতি ইত্যর্জ্জুন উবাচ—অযতিরিতি। প্রথমং শ্রদ্ধোপেত এব যোগে প্রবৃত্তঃ, ন তু মিথ্যাচারতয়া; ততঃ পরন্তু অযতির্ন সম্যক্ যততে। শিথিলাভ্যাস

নিশ্চেষ্ট ক্লীবগণ কেবল দৈবকেই প্রশংসা করে, পৌরুষকে করে না। সদা উদ্যমশীল শূরগণ পুরুষকার দ্বারা দৈববিঘ্ন নাশ করেন।

১ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে আছে, শ্রীরাম বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

একামথ দ্বিতীয়াং বা তৃতীয়াং ভূমিকামুত।
আরূঢ়স্য মৃতস্যাথ কীদৃশী ভগবন্ গতিঃ॥

হে ভগবন, ব্রহ্মযোগের সপ্ত ভূমির মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভূমিকাতে আরূঢ় হইয়া যোগী মৃত হইলে কীদৃশী গতি প্রাপ্ত হয়?

ইত্যর্থঃ। তথা যোগাচ্চলিতং মানসং বিষয়প্রবণং চিত্তং যস্য। মন্দবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ। এবমভ্যাসবৈরাগ্যশৈথিল্যাদ্ যোগস্য সংসিদ্ধিং ফলং জ্ঞানমপ্রাপ্য কাং গতিং প্রাপ্নোতি। ৩৭

টীকার অনুবাদ—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাবে সম্যক্ জ্ঞান কিঞ্চিৎ অপ্রাপ্ত থাকিলে কি ফল লাভ হয়? এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়াই অর্জ্জুন বলিলেন। প্রথমে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যিনি যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, মিথ্যাচার হেতু নহে; অনন্তর অযতি, সম্যক্ প্রযত্ন করেন না। ইহার অর্থ, তাঁহার অভ্যাস শিথিল হইয়াছে এবং যোগপথ হইতে বিচলিত মানস, চিত্ত বিষয়-প্রবণ যাঁহার। ইহার অর্থ, মন্দ বৈরাগ্য। এইরূপে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের শিথিলতাহেতু যোগের সিদ্ধি, ফল জ্ঞান না পাইয়া কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়? ৩৭

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥ ৩৮

অন্বয়—মহাবাহো, ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ়ঃ [সন্] অপ্রতিষ্ঠঃ উভয়বিভ্রষ্টঃ [সঃ] ছিন্নাভ্রম্ ইব ন নশ্যতি কচ্চিৎ? ৩৮

মূলের অনুবাদ—হে মহাবাহো[১], সে কি যোগপথ ও কর্মপথ উভয় পথ হইতে ভ্রষ্ট, নিরাশ্রয় ও ব্রহ্মমার্গে বিমূঢ় হইয়া ছিন্ন মেঘ খণ্ড তুল্য বিনষ্ট হয় না? ৩৮

শ্রীধরী টীকা—প্রশ্নাভিপ্রায়ং বিবৃণোতি—কচ্চিদিতি। কর্মণামীশ্বরার্পিতত্বাদনমুষ্ঠানাচ্চ তাবৎ ন কর্মফলং স্বর্গাদিকং প্রাপ্নোতি; যোগানিষ্পত্তেশ্চ মোক্ষং ন প্রাপ্নোতি এবমুভয়স্মাদ্ ভ্রষ্টোঽপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ অতএব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্ত্যুপায়ে পথি মার্গে বিমূঢ় সন্ কচ্চিৎ কিং ন নশ্যতি কিংবা নশ্যতি ইত্যর্থঃ। নাশে দৃষ্টান্তঃ। যথা ছিন্নমভ্রং পূর্বস্মাদভ্রাদ্বিশ্লিষ্টমভ্রান্তরং চাপ্রাপ্তং সন্মধ্য এব বিলীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ। ৩৮

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে অর্জ্জুন উক্ত প্রশ্নের অভিপ্রায় বিবৃত

১ পুরুষার্থ চতুষ্টয় চারি বাহু যাঁহারা, যিনি চতুর্বর্গ লাভে সমর্থ—মধুসূদন সরস্বতী।

করিতেছেন। ঈশ্বরে কর্ম অর্পিত হওয়ায় এবং কর্মের অনমুষ্ঠান হেতু তাবৎ কর্মফল স্বর্গাদি তিনি প্রাপ্ত হন না। এবং যোগের অনিষ্পত্তি, অসমাপ্তি হেতু মোক্ষলাভ করিতেও পারেন না। এই প্রকার উভয়-বিভ্রষ্ট হইয়া অপ্রতিষ্ঠ, নিরাশ্রয় অতএব ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপ পথে, সাধন মার্গে বিমূঢ় হইয়া সেই ব্যক্তি কি নষ্ট হন? ইহার অর্থ, কিংবা নষ্ট হন না। নাশের দৃষ্টান্ত—যেমন ছিন্ন অভ্র, মেঘ পূর্ব অভ্র হইতে বিশ্লিষ্ট, বিচ্ছিন্ন হইয়া অভ্রান্তর, অন্য অভ্র অপ্রাপ্ত হইয়া মধ্য স্থলেই বিলীন হয় তদ্রূপ। ইহাই ভাবার্থ। ৩৮

এতন্মে* সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ ॥
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯

অন্বয়—কৃষ্ণ, মে এতৎ সংশয়ং অশেষতঃ ছেত্তুং [ত্বম্] অর্হসি। ত্বদন্যঃ অস্য সংশয়স্য ছেত্তা ন হি উপপদ্যতে। ৩৯

মূলের অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, "সর্বজ্ঞ আপনি আমার এই সন্দেহ নিঃশেষে ছেদন করিতে পারেন। আপনি ব্যতীত আর কেহ এই সংশয়ের নিবর্তক দেখি না।" ৩৯

শ্রীধরী টীকা—ত্বয়ৈব সর্বজ্ঞেনায়াং মম সন্দেহো নিরসনীয়ঃ, ত্বত্তোঽন্যস্ত এতৎ সন্দেহনিবর্তকো নাস্তীত্যাহ—এতন্ম ইতি। এতৎ এনম্। ছেত্তা নিবর্তকঃ। স্পষ্টমন্যৎ। ৩৯

টীকার অনুবাদ—আপনি সর্বজ্ঞ। আমার এই সন্দেহ আপনার দ্বারাই অপনয়ন সম্ভব। এই মর্মে অর্জুন বলিতেছেন, আপনি ব্যতীত এই সন্দেহের নিবর্তক আর কেহ নাই। ছেত্তা, নিবর্তক। অন্য অংশ স্পষ্ট। ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০

অন্বয় শ্রীভগবান উবাচ, পার্থ, ইহ তস্য বিনাশঃ ন এব, অমুত্র বিনাশঃ ন বিদ্যতে। তাত, হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং ন গচ্ছতি। ৪০

---

* নীলকণ্ঠ মতে ইহা আর্ষ প্রয়োগ। এতৎ মে এই পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

মূলের অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হে পার্থ, যোগভ্রষ্ট পুরুষের ইহলোকে পাতিত্য বা পরলোকে অধোগতি বা নরকপ্রাপ্তি হয় না। হে তাত[১], কখনও কোন শুভকারীর দুর্গতি[২] হয় না। ৪০

শ্রীধরী টীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ পার্থেতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। ইহলোকে নাশ উভয়ভ্রংশাৎ পাতিত্যম্, অমুত্র পরলোকে নাশো নরকপ্রাপ্তিঃ, তদুভয়ং তস্য নাস্ত্যেব। যতঃ কল্যাণকৃৎ শুভকারী কশ্চিদপি দুর্গতিং ন গচ্ছতি। অয়ঞ্চ শুভকারী শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তত্বাৎ। তাতেতি লোকরীত্যা উপলালয়ন্ সম্বোধয়তি। ৪০

টীকার অনুবাদ—ইহার উত্তর সার্ধ চারি শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন। উভয় মার্গ ভ্রংশহেতু ইহলোকে বিনাশ বা পাতিত্য এবং পরলোকে বিনাশ, নরক প্রাপ্তি—এই দুইই তাঁহার হয় না। যেহেতু কোন কল্যাণকারী, শুভকারীই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। এই শুভকারী শ্রদ্ধাভরে মোক্ষযোগে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাত এই সম্বোধন লোকরীতি অনুসারে স্নেহভরে অর্জুন করিলেন। [সখা শ্রীকৃষ্ণকে তিনি গুরুপদে বরণ করিয়াছেন বলিয়া]। ৪০

---

১ এই শব্দের অর্থ, বৎস। তনোতি আত্মানং পুত্ররূপেণ ইতি তাত উচ্যতে। পিতৈব পুত্র ইতি পুত্রোঽপি তাত উচ্যতে। শিষ্যও পুত্রতুল্য বা পুত্রস্থানীয় বলিয়া শিষ্যকে তাত সম্বোধন দ্বারা কৃপাতিশয্য সূচিত।—শংকরাচার্য্য ও আনন্দগিরি।

২ টীকাকার শংকরানন্দ সরস্বতী কর্তৃক এই শ্লোক উদ্ধৃত—

অশ্বমেধ সহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ
একস্য ধ্যান যোগস্য কলা নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥

সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও শত বাজপেয় যজ্ঞ একমাত্র ধ্যানযোগের ষোড়শ অংশেরও সম ফল প্রদান করে না।

সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থং ইন্দ্রিয়নিগ্রহং।
সর্বভূতদয়া তীর্থং তীর্থমার্জবমেব চ ॥

সত্য তীর্থ, ক্ষমা তীর্থ, ইন্দ্রিয় সংযম তীর্থ, সর্বপ্রাণীতে দয়া তীর্থ ও সারল্য তীর্থ। এইগুলি মুমুক্ষুধর্ম।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

অন্বয়—যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্য [তত্র] শাশ্বতীঃ সমাঃ উষিত্বা শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে অভিজায়তে। ৪১

মূলের অনুবাদ—অশ্বমেধাদি যজ্ঞকারীগণের প্রাপ্য ঊর্ধ্বলোকে বহু সম্বৎসর বাসসুখ অনুভবান্তে যোগভ্রষ্ট[১] পুরুষ সদাচারশীল ধনসম্পন্নদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ৪১

শ্রীধরী টীকা—তর্হি কিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রাপ্যেতি। পুণ্যকৃতাং পুণ্যকারিণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য তত্র শাশ্বতীঃ সমাঃ বহূন্ সংবৎসরান্ উষিত্বা বাসসুখমনুভূয় শুচীনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেহে স যোগভ্রষ্টো জন্ম প্রাপ্নোতি। ৪১

টীকার অনুবাদ—তবে তিনি কি গতি প্রাপ্ত হন? এই প্রশ্ন অপেক্ষা করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন। পুণ্যকারীগণের, অশ্বমেধাদি যজ্ঞকারীগণের ঊর্ধ্বলোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়া যোগভ্রষ্ট পুরুষ তথায় বহু বহু সম্বৎসর বাসসুখ অনুভব করিয়া সদাচার শ্রীমান, ধনীদের গৃহে অভিজাত, জন্মপ্রাপ্ত হন। ৪১

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়—অথবা ধীমতাম্ যোগিনাম্ এব কুলে ভবতি। ঈদৃশং যৎ জন্ম, এতৎ হি লোকে দুর্লভতরম্। ৪২

মূলের অনুবাদ—অথবা সুধী যোগীর বংশে তিনি জাত হন। ঈদৃশ জন্মলাভ ইহলোকে সুদুর্লভ। ৪২

---

১ অর্জুন শ্রীমান্ শুচিকুলে জাত যোগভ্রষ্ট এবং পূর্ব বাসনাবশে অনায়াসে তাঁহার জ্ঞান লাভ হইবে। ভগবৎ বাক্যে ইহাই সূচিত।—মধুসূদন সরস্বতী।

শ্রীধরী টীকা—অল্পকালাভ্যস্তযোগভ্রংশে গতিরিয়মুক্তা চিরাভ্যস্তযোগভ্রংশে তু পক্ষান্তরমাহ—অথেতি। যোগনিষ্ঠানাং ধীমতাং জ্ঞানিনামেব কুলে জায়তে, ন তু পূর্বোক্তানামনারূঢ়যোগানাং কুলে জায়তে এতজ্জন্ম স্তৌতি। ঈদৃশং যৎ জন্ম এতদ্ধি লোকে দুর্লভতরং মোক্ষহেতুত্বাৎ। ৪২

টীকার অনুবাদ—অল্পকাল অভ্যাসকারীর যোগভ্রংশের এই গতি বলিয়া অন্য পক্ষে চিরাভ্যস্ত মহাযোগীর যোগভ্রংশের কি গতি হয়, তাহাই ভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন। তিনি যোগনিষ্ঠ ধীসম্পন্ন জ্ঞানীদের বংশে জাত হন। পূর্বোক্ত অনারূঢ় যোগীর কুলে নহে। এই জন্মের স্তুতি, প্রশংসা করিতেছেন। ঈদৃশ যে জন্ম তাহা অত্যন্ত দুর্লভ। কারণ উক্ত জন্মেই মোক্ষলাভ[১] হয়। ৪২

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ †।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩

অন্বয়—তত্র * পৌর্বদেহিকং তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে, ততঃ চ কুরুনন্দন ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ যততে। ৪৩

মূলের অনুবাদ—হে কুরুনন্দন, যোগভ্রষ্ট পুরুষ সেই জন্মে ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধিসংযোগ লাভ করেন এবং মোক্ষপথে পূর্বজন্ম অপেক্ষা অধিকতর প্রযত্ন করিয়া থাকেন। ৪৩

---

১ টীকাকার শংকরানন্দ সরস্বতী কর্তৃক এই শ্লোক উদ্ধৃত—
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং বেদান্তশ্রবণাদিনা
জায়তে পরমহংসস্য যতের্মুখ্যাধিকারিণঃ ॥
নাশ্রমান্তরনিষ্ঠস্য ইতি।

বেদান্ত শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা মুখ্যতম অধিকারী যতিবর পরমহংস আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান প্রাপ্ত হন, অন্য আশ্রমে বাসকারী নহে।

* এই শব্দের অর্থ, শ্রীধর স্বামীর মতে দ্বিবিধ জন্মেই এবং শংকরাচার্য্যের মতে যোগীদের কুলে।

† পৌর্বদৈহিকম্ ইতি বা পাঠঃ।

শ্রীধরী টীকা—ততঃ কিমত আহ—তত্রেতি সার্দ্ধেন। তত্র *দ্বিপ্রকারেঽপি* জন্মনি পূর্বদেহে ভবং পৌর্বদেহিকং তমেব ব্রহ্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা *সংযোগং* লভতে। ততশ্চ ভূয়োঽধিকং সংসিদ্ধৌ মোক্ষে প্রযত্নং করোতি। ৪৩

টীকার অনুবাদ—তাদৃশ জন্মলাভের পর কি হয়? ইহাই ভগবান্ সার্দ্ধ শ্লোকে বলিতেছেন। সেই দ্বিবিধ জন্মেই তিনি পূর্ব দেহে লব্ধ ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধি-সংযোগ লাভ করেন এবং তৎপরে সংসিদ্ধি, মোক্ষ লাভার্থ অধিক প্রযত্ন করেন। ৪৩

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪

অন্বয়—তেন এব পূর্বাভ্যাসেন অবশঃ অপি সঃ হ্রিয়তে। যোগস্য [স্বরূপং] জিজ্ঞাসুঃ অপি এব শব্দব্রহ্ম অতিবর্ততে। ৪৪

মূলের অনুবাদ—যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি কোন অন্তরায় হেতু ইচ্ছা না করিলেও পূর্বজন্মকৃত শুভ সংস্কারবশে[১] ব্রহ্মনিষ্ঠ হন। তখন তিনি যোগতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়াই বেদোক্ত কর্মফল অপেক্ষ অধিক ফল লাভ করেন, বা মুক্ত হন। ৪৪

শ্রীধরী টীকা—তত্র হেতুঃ—পূর্বেতি। তেনৈব পূর্বদেহকৃতাভ্যাসেন-বশোঽপি কুতশ্চিদন্তরায়াদনিচ্ছন্নপি সংহ্রিয়তে। বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে। তদেবং পূর্বাভ্যাসবশেন প্রযত্নং কুর্বন্ শনৈর্মুচ্যতে। ইত্যর্থঃ। কৈমুত্যন্যায়েন স্ফুটয়তি—জিজ্ঞাসুরিতি সার্দ্ধেন। যোগস্য স্বরূপং জিজ্ঞাসুরেব কেবলং ন তু প্রাপ্তযোগঃ। এবম্ভূতযোগে প্রবিষ্টমাত্রোঽপি পাপবশাদ্ যোগ-

১ টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী কর্ত্তৃক এই শ্লোক উদ্ধৃত—

জন্মান্তর সহস্রেষু বুদ্ধির্যা ভাবিতা পুরা।
তামেব ভজতে জনস্তত্রুপদেশো নিরর্থকঃ ॥

সহস্র সহস্র পূর্ব জন্মে যে বুদ্ধি জাত হয় তাহাই এই জন্মে জীব লাভ করে। সুতরাং অন্যরূপ উপদেশ অর্থহীন।

ভ্রষ্টোঽপি শব্দব্রহ্ম বেদমতিবর্ত্ততে বেদোক্তকর্মফলান্যতিক্রামতি। তেভ্যোঽধিকং ফলং প্রাপ্য মুচ্যতে ইত্যর্থঃ। ৪৪

টীকার অনুবাদ--ইহার কারণ এই শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন। সেই পূর্বদেহকৃত অভ্যাস তিনি অবশ হইলেও, কোন অন্তরায়হেতু অনিচ্ছুক হইলেও তাহাকে বিষয় হইতে ফিরাইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ করে। এইরূপ পূর্বাভ্যাসের বশে প্রযত্ন করিতে করিতে ধীরে ধীরে তিনি মুক্ত হন। এই অর্থ, কৈমুত্য ন্যায়* দ্বারা ভগবান্ প্রকটিত করিতেছেন সার্ধ শ্লোকে। কেবলমাত্র যোগের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছুক প্রাপ্তযোগও নহে। এইরূপ ব্যক্তি যোগে প্রবিষ্ট হইয়া পাপবশে যোগভ্রষ্ট হইলে শব্দব্রহ্ম, বেদ অতিক্রম করে; বেদোক্ত কর্মফল অতিক্রম করে। ইহার অর্থ, তাহার অধিক ফল পাইয়া মুক্ত হয়। ৪৪

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫

অন্বয়—তু প্রযত্নাৎ যতমানঃ যোগী সংশুদ্ধ-কিল্বিষঃ [সন্] অনেকজন্ম-সংসিদ্ধঃ ততঃ পরাং গতিং যাতি। ৪৫

মূলের অনুবাদ—প্রযত্নপূর্বক অভ্যাস করিতে করিতে যোগী নিষ্পাপ হইয়া বহুজন্মে উপচিত যোগফলে জ্ঞানী হইয়া শ্রেষ্ঠ গতি[১] লাভ করেন। ৪৫

• কিম্ উত শব্দ হইতে কৈমুত শব্দ নিষ্পন্ন। টীকাকার আনন্দ গিরি উক্ত ন্যায়ের ব্যাখ্যায় বলেন, যোগভ্রষ্ট সন্ন্যাসী বৈদিক কর্ম ও তৎফল অতিক্রম করেন। কিমূত (আশ্চর্য্য কি) যিনি যোগবিদ্যা জানিয়া ও যোগনিষ্ঠ হইয়া সদাভ্যাস করিলে শ্রৌত কর্ম ও তৎফল অতিক্রম করিবেন না? উক্ত ন্যায়ের ইহাই বক্তব্য।

১ তৈত্তিরীয় সংহিতায় যোগিচরিতের সর্বযজ্ঞরূপত্ব এই ভাবে উল্লিখিত, তস্যৈবং বিদুষো যজ্ঞস্য। স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—

স্নাতং তেন সমস্ততীর্থসলিলে সর্বাপি দত্তা বনি।
যজ্ঞানাং চ কৃতং সহস্রমখিলা দেবাশ্চ সম্পূজিতাঃ।
সংসারাচ্চ সমুদ্ধৃতঃ, স্বপিতরস্ত্রৈলোক্য পূজ্যোঽপ্যসৌ
যস্য ব্রহ্মবিচারণে ক্ষণমপি স্থৈর্য্যং মনঃ প্রাপ্নুয়াৎ ॥

ব্রহ্মধ্যানে যাঁহার মন ক্ষণ কালও স্থিরতা প্রাপ্ত হয় তিনি ত্রিভুবনের পূজনীয় হন;

শ্রীধরী টীকা—যদৈবং মন্দপ্রযত্নোঽপি যোগী পরাং গতিং যাতি তদা, যস্তু যোগী প্রযত্নাদুত্তরোত্তরমধিকং যোগে যতমানো যত্নং কুর্বন্ যোগেনৈব সংশুদ্ধকিল্বিষো বিধূতপাপঃ সোঽনেকেষু জন্মসু উপচিতেন যোগেন সংসিদ্ধঃ সম্যগ্‌জ্ঞানী ভূত্বা ততঃ শ্রেষ্ঠাং গতিং যাতীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। ৪৫

টীকার অনুবাদ—যখন এইরূপ মন্দপ্রযত্ন যোগীও পরম গতি লাভ করেন, তখন যে যোগী প্রযত্ন সহকারে যোগে ক্রমশঃ অধিকতর প্রযত্নশীল হন, তিনি যোগ বলে সংশুদ্ধ-কিল্বিষ, বিধূতপাপ হইয়া বহুজন্মে উপার্জিত সংস্কারে লব্ধ যোগ দ্বারা সংসিদ্ধ, সম্যক্ জ্ঞানী হইয়া পরে শ্রেষ্ঠা গতি প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি? ৪৫

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬

অন্বয়—যোগী তপস্বিভ্যঃ অধিকঃ জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ কর্মিভ্যঃ চ অধিকঃ, [মম] মতঃ। তস্মাদ্ অর্জুন, [ত্বং] যোগী ভব। ৪৬

মূলের অনুবাদ—হে অর্জুন, আমার মতে যোগী কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞানবিৎ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং ইষ্টাপূর্তাদি কর্মকারী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব, হে অর্জুন, তুমি যোগী[১] হও। ৪৬

শ্রীধরী টীকা—যস্মাদেবং তস্মাত্তপস্বিভ্য ইতি। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিতপোনিষ্ঠেভ্যোঽপি, জ্ঞানিভ্যঃ শাস্ত্রবিজ্ঞানবিদ্ভ্যোঽপি; কর্মিভ্য ইষ্টাপূর্তাদিকর্মকারিভ্যোঽপি যোগী শ্রেষ্ঠোঽভিমতঃ। তস্মাত্ত্বং যোগী ভব। ৪৬

টীকার অনুবাদ—যেহেতু এইরূপ হয়, সেই হেতু যোগী কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি

এবং তাঁহার পিতৃকুল সংসৃতি হইতে উদ্ধার লাভ করেন। সর্বতীর্থজলে তিনি স্নান করেন; সর্বযজ্ঞ তিনি সম্পন্ন করেন এবং সর্বদেবতা তৎকর্তৃক পূজিত হন। তিনি সর্বদানের পুণ্যফল লাভ করেন।

১ মধুসূদন মতে জীবন্মুক্ত। অর্জুন যোগভ্রষ্ট মহাযোগী এই জন্য ভগবান তাঁহাকে যোগনিষ্ঠ হইতে উপদেশ দিতেছেন।

তপোনিষ্ঠগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; জ্ঞানিগণ, শাস্ত্রজ্ঞানবানগণ[১] অপেক্ষাও। ইষ্টাপূর্ত্ত[২] প্রভৃতি কর্মকারিগণ অপেক্ষাও। ইহাই আমার সুনিশ্চিত অভিমত। অতএব তুমি যোগী হও। ৪৬

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ধ্যানযোগো * নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

অন্বয়—শ্রদ্ধাবান্ য মদ্গতেন অন্তরাত্মনা মাং ভজতে সর্বেষাং যোগিনাম অপি [মধ্যে] সঃ যুক্ততমঃ মে মতঃ। ৪৭

মূলের অনুবাদ—যে ভক্ত আমাতে অনুরক্ত চিত্ত দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্বক আমাকে পরমেশ্বররূপে ভজনা করেন, তিনি আমার মতে সর্বযোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম[৩]। ৪৭

ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী মহাভারতে ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-রূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে ধ্যানযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

১ যাঁহার শুধু শাস্ত্রজ্ঞান আছে, কিন্তু তত্ত্বোপলব্ধি বা প্রত্যক্ষানুভূতি নাই।

২ ইষ্ট অর্থে যজ্ঞাদি কর্ম এবং পূর্ত অর্থে ধর্মশালা নির্মাণ, জন সাধারণের ব্যবহারার্থ জলকূপ ও জলাশয়াদি খনন, মন্দির প্রতিষ্ঠা ও অন্নদান প্রভৃতি।

* আত্মসংযমযোগ ইতি বা।

৩ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥

হে মহামুনি, সিদ্ধমুক্তগণের মধ্যে ইষ্টনিষ্ঠ শান্তচিত্ত পুরুষ কোটি কোটি ভক্তের মধ্যেও সুদুর্লভ। এই সম্বন্ধে নারদ পঞ্চরাত্র বলেন—

কৃষ্ণো নিত্য শরীরী চ তস্য তেজোঽতিবর্ত্ততে।
তেজোঽভ্যন্তর এবাহ কৃষ্ণমূর্তিঃ সনাতনঃ ॥
ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সর্বে তত্তেজো ভক্তিপূর্বকং।
সুপক্বভক্ত্যা কালেন যোগী চ বৈষ্ণবো ভবেৎ ॥

শ্রীধরী টীকা—যোগিনামপি যমনিয়মাদিপরায়ণাং মধ্যে মদ্ভক্তঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যোগিনামিতি। মদ্গতেন ময্যাসক্তেনান্তরাত্মনা মনসা যো মাং পরমেশ্বরং বাসুদেবং শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ ভজতে স যোগযুক্তেষু শ্রেষ্ঠো মম সম্মতঃ। অতো মদ্ভক্তো ভবেতি ভাবঃ*। ৪৭

আত্মযোগমবোচদ্ যো ভক্তি যোগশিরোমণিঃ।
তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং ভক্তশেবধিম্॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়ামভ্যাসযোগো নাম

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

টীকার অনুবাদ—যম ও নিয়ম প্রভৃতি অভ্যাসকারী যোগিগণের মধ্যে আমার ভক্তই শ্রেষ্ঠ—ইহাই ভগবান বর্তমান অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলিতেছেন। মদ্গত, আমাতে আসক্ত, অনুরক্ত। অন্তরাত্মা, মন দ্বারা যিনি আমাকে, পরমেশ্বর বাসুদেবকে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভজনা করেন। তিনি যোগযুক্তদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,—ইহাই আমার সংমত। ইহার ভাবার্থ, অতএব আমার ভক্ত হও। ৪৭

ভক্তিযোগের শিরোমণিতুল্য আত্মযোগ যিনি প্রিয় ভক্তের নিকট বলিয়াছেন, ভক্তের সেই পরম সম্পদ পরমানন্দস্বরূপ মাধবকে আমি ভক্তিভরে বন্দনা করি।

শ্রীধর স্বামিকৃত গীতাটীকা সুবোধিনীর ধ্যানযোগ বা অভ্যাসযোগ নামক
ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

---

* তদনেন অধ্যায়েন কর্মযোগস্য সন্ন্যাসহেতোর্মর্য্যাদাং দর্শয়তা সাঙ্গং যোগং বিবৃণতা মনোনিগ্রহোপায়োপদেশেন যোগভ্রষ্টস্য আত্যন্তিকনাশ শংকাবকাশং শিথিলয়তা তং পদার্থাভিজ্ঞস্য জ্ঞাননিষ্ঠত্বোক্ত্যা বাক্যার্থজ্ঞানাং মুক্তিরিতি সাধিতম্।—আনন্দগিরি।

পরিশিষ্ট

এক

শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবী

গঙ্গাভক্তি হিন্দুধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ। হিমালয় হইতে সিংহল পর্যন্ত বিশাল ভারতের সংখ্যাতীত হিন্দুগণ গঙ্গাপূজা করেন ও নিত্য কোটী কণ্ঠে গঙ্গানাম উচ্চারিত হয়। হিন্দুশাস্ত্রে আছে, গঙ্গা সর্বতীর্থময়ী। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে (৪৩ অধ্যায়ে) উক্ত হইয়াছে—

গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি স্থিতে।
চতুর্গকার-সংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

গীতা, গঙ্গা গায়ত্রী ও গোবিন্দ—এই গকারযুক্ত দেবতা চতুষ্টয়ের প্রতি গাঢ় ভক্তি হৃদয়ে থাকিলে পুনরায় দেহধারণ হয় না, মুক্তিলাভ হয়। হিন্দুদের মনোভাব আচার্য্য শংকর সরল ভাষায় এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, "যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।" গীতার দশম অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'স্রোতসামস্মি জাহ্নবী'। ইহার অর্থ, নদীসমূহের মধ্যে আমি জাহ্নবী, গঙ্গা। এই মর্মে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি। পূজাকালে গঙ্গাদি সপ্ত নদীর আবাহন সারা দেশে প্রচলিত। 'সর্বদেবদেবী পূজাপদ্ধতি,' 'আহ্নিক কৃত্য' ও 'পুরোহিত দর্পণ'—এই তিন খানি গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত গঙ্গাধ্যান সংকলিত হইল।—

চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ সর্বাবয়বভূষিতাং।
রত্নকুম্ভ-সিতাম্ভোজং বরদাভয়প্রদাং॥
শ্বেতবস্ত্র-পরিধানাং মুক্তামণিবিমণ্ডিতাং।
সুরূপাং শুভ্রবর্ণাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাং॥

চামরৈর্বীজ্যমানাঞ্চ শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাং।
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্র নিজান্তরাং॥
সুধাপ্লাবিতভূপৃষ্ঠাং সার্দ্রগন্ধানুলেপনাং।
ত্রৈলোক্যনমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাং॥
ধ্যায়েৎ মকরপৃষ্ঠস্থাং শ্বেতালঙ্কারশোভিতাং॥

অনুবাদ—যিনি চতুর্ভুজা ত্রিনয়না সর্বাঙ্গভূষিতা, দুই বাম হস্তে রত্নকুম্ভ (কমণ্ডলু) ও শ্বেতপদ্মধারিণী, দুই দক্ষিণ হস্তে বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রাধারিণী, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, মণিমুক্তা-খচিতা, সুরূপা, শুভ্রবর্ণা, অযুত চন্দ্রবৎ প্রভাময়ী চামর ব্যজনকারিণী সখিদ্বয় পরিবৃতা, শিরে শ্বেতচ্ছত্রশোভিতা, সুপ্রসন্না ও সুবদনা, যাঁহার অন্তঃকরণ করুণায় বিগলিত ও যাঁহার অমৃত সলিলে ভূতল প্লাবিত, যাঁহার দেহ সরস চন্দনাদি সুগন্ধে অনুলিপ্ত, যিনি ত্রিলোকবাসিগণ কর্তৃক পূজিতা, দেবাদি কর্তৃক সংস্তুতা ও মকরবাহনা ও সদালংকারে সুশোভিতা সেই ব্রহ্মময়ী গঙ্গাদেবীকে ভক্তিভরে ধ্যান করিবে।

গঙ্গাদেবীর নিম্নোক্ত প্রণাম মন্ত্র নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়—

সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥

অনুবাদ—যিনি মুহূর্তমাত্রে সর্বপাপ হরণ করেন, যিনি ক্ষণকালে সর্বদুঃখ বিনাশ করেন, যিনি শান্তিপ্রদা ও মোক্ষদাত্রী, সেই ব্রহ্মরূপা গঙ্গাদেবীই আমার পরম গতি।

বাংলার নানা স্থানে প্রতিমায় গঙ্গাপূজা প্রচলিত। কাশী, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে সন্ধ্যাকালে গঙ্গাবক্ষে শত শত প্রজ্জলিত প্রদীপ তরঙ্গের তালে তালে দুলিতে ও ভাসিতে দেখা যায় এবং দীপালোকে দিব্য শোভা সৃষ্ট হয়। গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ ও শবদাহ অতিশয় পুণ্যপ্রদ। গঙ্গাতীরে শবদাহ সম্ভব না হইলে গঙ্গাজলে মৃত ব্যক্তির অস্থি নিক্ষেপ করা হয়। গঙ্গানদী হইতে দক্ষিণ ভারত অতি দূরে বলিয়া তদ্দেশীয় অনেকে গঙ্গাস্নানে আসিতে পারেন না

সেইজন্য উক্ত দেশে এই অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত। গঙ্গাজল-পায়ী কোন ব্যক্তি উত্তর ভারত হইতে সুদূর দক্ষিণাঞ্চলে যাইলে তত্রস্থ মৃত ব্যক্তির অস্থিচূর্ণ দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া তাঁহাকে খাওয়ান হয়। তখন সেই গৃহে কাঁসর, শংখ, ঘণ্টাদি বাজিয়া উঠে। উক্ত ব্যক্তির উদরে গঙ্গাজল আছে। তথায় অস্থিচূর্ণ প্রবেশ করিলে গঙ্গাগর্ভে অস্থিনিক্ষেপ করা হয়। গঙ্গাস্নানের অদ্ভুত মাহাত্ম্য নানা শাস্ত্রে কীর্তিত। শ্রীমদ্‌ভাগবতে (১০।১।১৬) আছে, যেমন বিষ্ণুপাদোদ্‌ভূতা গঙ্গাদেবী স্নানকারীর তিন পুরুষকে নিষ্পাপ করে, তদ্রূপ হরিকথা বক্তা, শ্রোতা ও প্রষ্টা—এই তিন ব্যক্তিকে পবিত্র করে। দশহরা দিবসে গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপূজা মুক্তিপ্রদ। ব্রহ্মপুরাণে আছে—

শুক্লপক্ষস্য দশমী জ্যৈষ্ঠে মাসি দ্বিজোত্তম।
হরতে দশপাপানি তস্মাৎ দশহরা স্মৃতাঃ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে দশমী দশবিধ পাপ হরণ করে বলিয়া ইহার নাম দশহরা। এই মর্মে আর একটি শ্লোক পাওয়া যায়—

জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে দশম্যাং হস্তযোগতঃ।
দশজন্মাঘহা গঙ্গা দশাপাপহরা স্মৃতা॥

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষীয় দশমীতে হস্তা নক্ষত্র পড়িলে উক্ত দিনে গঙ্গাস্নান করিলে দশবিধ পাপ বিনষ্ট হয়। এই জন্য উক্ত শুভ তিথিকে দশহরা বলে। স্কন্দ পুরাণে আছে—

জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে দশম্যাং বুধহস্তয়োঃ।
ব্যতীপাতে গরানন্দে কন্যা চন্দ্রে বৃষে রবৌ॥
দশযোগে নরঃ স্নাত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

জ্যৈষ্ঠ মাস, শুক্লপক্ষ, দশমী তিথি, বুধবার, হস্তা নক্ষত্র, ব্যতীপাত, গরকরণ, আনন্দযোগ, কন্যা রাশিতে চন্দ্র ও বৃষ রাশিতে সূর্য্য—এই দশযোগ একত্রিত হইলে উক্ত দিনে গঙ্গাস্নানে সর্বপাপ ক্ষয় হয়। ঐদিন গঙ্গাতীরে গঙ্গাদেবীর স্বর্ণ বা রজত বা মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণপূর্বক গঙ্গাপূজা করিতে হয়। পূর্বোক্ত

গঙ্গাধ্যানে আছে—গঙ্গাদেবী মকরবাহনা, চতুর্ভুজা ও গৌরবর্ণা এবং তাঁহার দুই বাম হস্তে রত্নকুম্ভ বা কমণ্ডলু ও শ্বেতপদ্ম এবং দুই ডান হস্তে বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা শোভিত। তাঁহার দুই পাশে চামরব্যজনরতা সখীদ্বয় এবং ডান দিকে ভগীরথ ও মাথায় শ্বেতচ্ছত্র। এইরূপে গঙ্গাপ্রতিমা নির্মাণ বিধেয়। প্রতিমায় গঙ্গাপূজা করিলেও পূর্ব দিনে অধিবাস নিষ্প্রয়োজন। পূজাদিবসেই অধিবাস করিতে হয়। সুগন্ধাদি দ্বারা সংস্কারককে অধিবাস বলে। গঙ্গামাটি, গন্ধ, শিলা, ধান্য, দূর্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, পিটুলি নির্মিত স্বস্তিক, সিন্দুর, শংখ, কাজল, বাটা হলুদ, শ্বেত সর্ষপ, কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্র, চামর, দর্পণ, দীপ ও বরণডালাদি মাঙ্গল্য দ্রব্য দ্বারা দেবতার অধিবাস করা হয়। পরদিন বিস্তারিত বিহিত। গঙ্গাপূজার সঙ্গে ভগীরথ, নারায়ণ, ব্রহ্মা, শঙ্কর, ভাস্কর ও হিমালয় প্রভৃতির পূজাও করিতে হয়। দশহরা দিবসে গঙ্গাপূজার ন্যায় গঙ্গাস্নানও প্রশস্ত। উক্ত দিন গঙ্গাজলে অবগাহনপূর্বক এই কাতর প্রার্থনা করিতে হয়—

ওঁ অদত্তানামুপাদানাং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুনঞ্চাপি সর্বশঃ।
অসম্বন্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাৎ চতুর্বিধং॥
পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম মানসম্॥
এতানি দশপাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবি।
স্নাতস্য মম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে॥
বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি॥
শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাং॥

অদত্ত বস্তুর গ্রহণ, অবৈধ প্রাণী বধ ও পরদারসেবা—এই ত্রিবিধ পাপ, নিষ্ঠুর

ভাষণ, মিথ্যা কথন, গুরুজনাদির নিকট অর্থলাভের নিমিত্ত অন্যের প্রতি অযথা দোষারোপ ও অসম্বন্ধ আলাপন—এই চতুর্বিধ বাচিক পাপ এবং পরদ্রব্য লাভের সংকল্প, অন্যের অনিষ্ট কামনা ও মিথ্যাভূত বস্তুতে পুনঃপুনঃ সংকল্প,—এই ত্রিবিধ মানস পাপ, মোট এই দশবিধ পাপ গঙ্গাস্নানে নিঃশেষে বিধৌত হয়। গঙ্গাজল পানেও চিত্ত শুদ্ধ হয়। হিন্দুশাস্ত্রে আছে, গঙ্গাজল এক বৎসর অজীর্ণ থাকে।—

ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তভিস্তত যামুনাং।
নর্মদা দশভিঃ মাসৈঃ গঙ্গা বর্ষেন জীর্য্যতি॥

সরস্বতী নদীর জল তিন মাসে, যমুনার জল সাত মাসে, নর্মদার জল দশ মাসে ও গঙ্গাজল বার মাসে জীর্ণ হয়। কোন বৈজ্ঞানিক গঙ্গাজল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ইহাতে সমধিক Radio-active property আছে ও জীবাণু বেশী ক্ষণ থাকে না।

গঙ্গাপূজায় গঙ্গাহোম বিধেয়। তান্ত্রিক হোম বৈদিক যজ্ঞের চরম পরিণতি। গঙ্গাহোমে গঙ্গাদেবীকে অগ্নিরূপে ভাবনাপূর্বক অগ্নিরূপ গঙ্গাতে অষ্টাধিক শত সংখ্যা বিল্বপত্র আহুতি দিতে হয়। হোমান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূর্ণাহুতি করিবে—"ইতঃপূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎকৃতং যদুক্তং যৎস্মৃতং তৎসর্বং গঙ্গার্পণং ভবতু স্বাহা, মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীগঙ্গাদেবীচরণে সমর্পয়ে।" ইহার অর্থ, ইতঃপূর্বে প্রাণধর্ম্ম, বুদ্ধিধর্ম্ম ও দেহধর্ম্মের প্রভাবে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কালত্রয়ে মন, বাক্য ও কর্ম্ম, হস্তদ্বয় পদদ্বয় উদর ও উপস্থ দ্বারা যাহা কথিত ও কৃত ও ভাবিত হইয়াছে, তৎসমুদয় গঙ্গায় অর্পিত হউক। আমি ও আমার সমস্তই গঙ্গাদেবীর চরণে সমর্পণ করিলাম। নিত্যপূজা পঞ্চ বা দশ উপচারে করা হয়; কিন্তু বিশেষপূজা ষোড়শ উপচারে সর্বদা কর্তব্য। দশহরা গঙ্গাপূজা ষোড়শ উপচারে করিবে। ষোড়শোপচার এইগুলি—রজতাসন বা কুসুমাসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় জল মধুপর্ক, পুনরাচমনীয় জল, স্নানজল, বস্ত্র, উত্তরীয়,

অঙ্গুরীয়কাদি আভরণ, অগুরু প্রভৃতি গন্ধ, সচন্দন পুষ্প, ধূপ, মাল্য, দীপ, নৈবেদ্য ও পানার্থোদক। গঙ্গাস্নান কালে গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করা চলে। নৃসিংহ পুরাণে আছে—

অলাভে সর্ব্বদ্রব্যাণামুদকেনাপি পূজিতঃ।
যো দদাতি স্বকং স্থানং স ত্বয়া কিং ন পূজিতঃ॥

কোন উপচার দ্রব্য না পাইলে শুধু জল দ্বারাই পূজা করা যায়। যিনি নিজেকে দেবীচরণে অর্পণ করেন, তাঁহার পূজার আর কি বাকী রহিল? উক্ত মর্মে রাঘব ভট্ট কর্তৃক এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।—

সর্ব্বোপচারদ্রব্যানামলাভে ভাবনৈব হি।
নির্মলেনোদকেনাথ পূর্ণতেত্যাহ নারদঃ॥

সমস্ত উপচার দ্রব্যের অভাবে স্বচ্ছ জল দ্বারা উদ্রুকল্প ভাবনা করিলে পূজা সাঙ্গ হয়।

বাঙ্গালী হিন্দুগণ চিরকাল গঙ্গাভক্ত। ভক্ত-কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাঙ্গালী জাতির স্বভাবগত গঙ্গাভক্তি নিম্নোক্ত ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সঙ্গীত ভৈরবী সুরে ও কাওয়ালী তালে গীত হয় এবং সমগ্র বাঙ্গলায় প্রচলিত।—

(ওমা) পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে।
শ্যামবিটপিঘন-তটবিপ্লাবিনি ধূসরতরঙ্গভঙ্গে॥
কত নগ নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি' চরণযুগ মায়ি।
কত নরনারী ধন্য হইল মা তব সলিলে অবগাহি'।
বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে কত শত যুগ যুগ বাহি।
করি' সুশ্যামল কত মরু-প্রান্তর শীতল পুণ্য তরঙ্গে।
নারদকীর্তনপুলকিতমাধব বিগলিত করুণা ক্ষরিয়া।
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু' উচ্ছলি, ধূর্জটি জটীল জটা'পর ঝরিয়া।

অম্বর হইতে সম শতধারা জ্যোতিঃ প্রপাত তিমিরে
নামি' ধরাতলে হিমাচল-মূলে মিশিলে মা সাগর সঙ্গে ॥
পরিহরি ভব সুখ দুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জল কলরব বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।
বরিষ শান্তি মম শংকিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে,
ওমা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি! কলকল্লোলিনি গঙ্গে ॥

উল্লিখিত সঙ্গীতে গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি ও মহিমা সংক্ষেপে বিবৃত! দেবতাত্মা হিমালয়ের মধ্যস্থলে অত্যুচ্চ শিখরে গঙ্গোত্রীতে উৎপন্ন গঙ্গাদেবী আর্য্যাবর্ত্তে প্রায় ষোল শত মাইল প্রবাহিত হইয়া বঙ্গদেশের পাদমূলে কপিলাশ্রম সমীপে সাগরে মিলিত হইয়াছেন। এই গঙ্গাতীরে কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগ, নবদ্বীপ, দক্ষিণেশ্বর, হালিসহর প্রভৃতি পূণ্য তীর্থ বিদ্যমান। যে স্থানে গঙ্গা সাগরে মিলিত হইয়াছেন, উহার নাম গঙ্গাসাগর সঙ্গম। ইহা বাংলা দেশের মহাতীর্থ। পৌষ সংক্রান্তি দিবসে তথায় গঙ্গাস্নানার্থ বিভিন্ন প্রদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ নরনারী সমবেত হন। এই উপলক্ষে উক্ত দিন তথায় বৃহৎ মেলা বসে। হরিদ্বারে ও প্রয়াগে তিন, ছয় বা বার বর্ষ অন্তর কুম্ভমেলা হয়। এই মেলায় সমগ্র ভারতের নানা স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ নরনারী শুভযোগে গঙ্গাস্নান করিতে আসেন। সুতরাং কুম্ভমেলাও গঙ্গাতীর্থের মহিমাসূচক। গঙ্গা, যমুনা, ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থলকে ত্রিবেণী বলে। ত্রিবেণী সঙ্গমে অবগাহন মোক্ষপ্রদ। উত্তর প্রদেশে প্রয়াগে যেমন ত্রিবেণী সঙ্গম আছে, বাংলা দেশেও তদ্রূপ ত্রিবেণী তীর্থ বিদ্যমান। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সত্যই বলিয়াছেন, গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি। বঙ্গীয় ত্রিবেণীর মহিমা নানা গ্রন্থে কীর্ত্তিত। কবিকংকণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রণীত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে ত্রিবেণী সঙ্গমের বর্ণনা এই ভাবে লিখিত আছে—

বাম দিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
দুকূলের যাত্রি রবে কিছুই না শুনি ॥

লক্ষ লক্ষ লোক এক ঘাটে করে স্নান।
বাস হেম তৈল ধেনু কেহ করে দান॥

ইহা হইতে সুস্পষ্ট প্রত্যয় জন্মে যে, হিন্দু চিরকাল গঙ্গাভক্ত। সুদূর পল্লীতে স্ব স্ব পুকুরে নিত্যস্নান কালে গঙ্গাভক্ত নরনারীর মুখে এখনও ভক্তিভরে ঝংকৃত হয়—

গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো ব্রহ্মলোকে স গচ্ছতি॥

এই সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীদীনবন্ধু মিত্র রচিত 'সুরধুনী কাব্য' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগে 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্যও লিখিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতকের অনেক কবি গঙ্গামঙ্গল রচনা করেন। ভগীরথ কর্তৃক মর্ত্তে গঙ্গাবতরণ—এই পৌরাণিক আখ্যায়িকাই উক্ত শাক্ত কাব্যের মূল কাহিনী গৌরাঙ্গ শর্মা, জয়রাম দাস, দ্বিজ কমলাকান্ত, শঙ্কর আচার্য্য ও মাধব আচার্য্য—এই পাঁচ জনের প্রত্যেকের রচিত এক এক খানি গঙ্গামঙ্গল আছে। উলা নিবাসী দুর্গাপ্রসাদ মুখুটির 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী' একখানি সুপাঠ্য শাক্ত কাব্য ও অষ্টাদশ শতকের শেষাংশে রচিত। কোন কোন স্থানে গঙ্গাপূজায় বলিদান প্রচলিত। দশহরা গঙ্গাপূজায় দশবিধ জলদানের কথা নানা শাস্ত্রে আছে। পদ্ম পুরাণ অনুসারে গঙ্গাপূজার মন্ত্র—ওঁ নমো গঙ্গায়ৈ বিশ্বরূপিণ্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ। অন্য মতে এই মন্ত্র আছে: ওঁ গঙ্গায়ৈ বিশ্বমুখায়ৈ শিবামৃতায়ৈ শান্তিপ্রদায়িন্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ। গঙ্গাপূজার বীজমন্ত্র গাং। গঙ্গাদেবী বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা বৈষ্ণবী হইলেও তৎপূজায় বলিদানের বিধি ভবিষ্যপুরাণে এইভাবে কথিত আছে—

যথা গৌরী তথা গঙ্গা তস্মাৎ গৌর্য্যাস্তু পূজনে।
বিধির্যোঽভিমতঃ সম্যক্ সোঽপি গঙ্গাপ্রপূজনে॥
অতঃ গঙ্গাপূজায়াঞ্চ ছাগবলির্বিধীয়তে।

গৌরীপূজার ন্যায় গঙ্গাপূজাতেও ছাগবলি প্রদান ভবিষ্যপুরাণে বিহিত।

গঙ্গাদেবী মকরবাহনা, হিমালয়-প্রপতিতা ও সাগরসঙ্গতা। গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি (মৎস্যসমূহের মধ্যে আমি মকর), সরসামস্মি সাগরঃ (দেবখাত জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সাগর) এবং স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ (পর্বতসমূহের মধ্যে আমি হিমালয়)। পূর্বোক্ত প্রণামমন্ত্র ব্যতীত নিম্নোক্ত প্রণামমন্ত্র কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়—

ওঁ সিতমকরনিষণ্ণাং শুভ্রবর্ণাং ত্রিনেত্রাং
করধৃতকমলোদ্যৎসুখাভীতাভীষ্টাং।
বিধিহরহরিরূপাং সিন্দুকোটিরচূড়াং
কলিতসিতদুকূলাং জাহ্নবীং ত্বাং নমামি॥

গঙ্গা শব্দ এইরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে।—গাং (পৃথ্বী) অভিমুখে (নিপাতনে আ লোপ)+গ=গঙ্গা। যিনি গমন করেন তিনি গঙ্গা। ইহার সহিত স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় যোগ করিলে গঙ্গা শব্দ নিষ্পন্ন হয়। গঙ্গাদেবী ব্রহ্মদ্রবময়ী, ধর্মদ্রবময়ী, বিষ্ণুদ্রবময়ী, পতিতোদ্ধারিণী, জাহ্নবী, ভাগীরথী প্রভৃতি নামে অভিহিতা। গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ও ত্রিদশেশ্বরী। তিনি স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্যে ভাগীরথী ও পাতালে ভোগবতী নামে প্রবাহিতা। মহাভারতে আছে, ভীষ্মদেব শরশয্যায় ভোগবতীর পূত জল পান করেন। গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে মহাভারতে ও ভাগবতে এই অলৌকিক উপাখ্যান পাওয়া যায়। গঙ্গাদেবী হিমালয়ের দুহিতা এবং তাঁহার মাতা সুমেরু-কন্যা মনোরমা মেনকার গর্ভজাতা, হিমালয়ের অন্য কন্যার নাম উমা। গঙ্গাও উমার ন্যায় কৈলাসপতি মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করেন। একদা নারদমুখে, অন্য মতে শঙ্করমুখে মহাবিষ্ণু মধুর কীর্তন শুনিতে শুনিতে অতিশয় হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে অবিশ্রান্ত স্বেদবিন্দু নির্গমনের ফলে তিনি সম্যক্ দ্রবীভূত হইয়া যান। সমীপবর্তী ব্রহ্মা এই সুপবিত্রা বারিধারাকে স্বীয় কমণ্ডলুতে রক্ষা করেন। অনন্তর মহারাজ ভগীরথের কঠোর তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া গঙ্গাদেবী ভগীরথকে দর্শন দেন ও মর্ত্যে আসিতে সম্মত হন। শ্রীমদ্‌ভাগবত মহাপুরাণের নবম স্কন্ধে

নবম অধ্যায়ে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত। ইহাতে আছে গঙ্গাদেবী ভগীরথকে দর্শন দিয়া বলিলেন, 'বৎস তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমি বর দিতে আসিলাম।' তৎশ্রবণে মহারাজ ভগীরথ হৃদ্‌গত অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। তদুত্তরে গঙ্গাদেবী বলিলেন, 'রাজন্, যখন আমি আকাশ হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইব, তখন কে আমার বেগ ধারণ করিবে? যদি কেহ আমার বেগ ধারণ না করে, আমি ভূতল ভেদ করিয়া রসাতলে গিয়া পড়িব। ভগীরথ শিবকে তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট ও গঙ্গাধারণার্থ সম্মত করিলেন। গঙ্গাদেবী ভগীরথকে আর এক তাৎপর্যপূর্ণ কথা নিম্নোক্ত শ্লোকে বলিয়াছেন—

কিঞ্চাহং ন ভোগং যাস্যে নরা ময্যা ম্রিয়ন্ত্যঘম্।
মৃজামি তদঘং ক্বাহং রাজংস্তত্র বিচিন্ত্যতাম্॥

আমি পৃথিবীতে যাইতে ইচ্ছা করি না; কারণ মনুষ্যগণ আমাতে সর্বপাপ প্রক্ষালন করিবে। সেই পাপরাশি আমি কোথায় ক্ষালন করিব? ইহার উপায় চিন্তা কর। ইহার উত্তরে ভগীরথ বলিলেন—

সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠাঃ লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাৎ তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ॥

মাতঃ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, শান্ত সাধুগণ লোকপাবন। তাঁহারাই স্ব স্ব অঙ্গসঙ্গ দ্বারা আপনার অপবিত্রতা দূর করিবেন। তাঁহাদের শরীরে অঘহারী হরি বিদ্যমান আছেন।

ভগীরথ কর্তৃক দৃষ্ট গঙ্গা বর্ণনা মহাভারতে বা ভাগবতে নাই। গঙ্গার ধ্যান কিরূপে রচিত হইল? তবে ধ্যানদৃষ্ট গঙ্গামূর্তি শাস্ত্রোক্ত গঙ্গাদেবীর বর্ণনার সহিত মিলিয়া যায়। ভগীরথের ন্যায় অদ্যাপি ভাগ্যবান গঙ্গাভক্ত জ্যোতির্ময়ী গঙ্গামূর্তির দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। গঙ্গাদেবী পৃথিবীতে নামিয়াই জহ্নু মুনি কর্তৃক মহাবাধা প্রাপ্ত হন। গঙ্গাস্রোতে স্বীয় তপোবন প্লাবিত হইতে দেখিয়া গণ্ডূষমাত্রে জহ্নুমুনি উহা পান করেন। ভগীরথ জহ্নুমুনিকে আন্তরিক অনুনয় জানাইয়া প্রসন্ন করেন। তখন জহ্নুমুনি স্বীয় জানুদেশ বিদারণপূর্বক, মতান্তরে

কর্ণরন্ধ্র দ্বারা গঙ্গাধারাকে বিনির্গত করেন। তদবধি গঙ্গাদেবী জহ্নুসুতা বা জাহ্নবী নামে প্রখ্যাত হন। ভগীরথ কর্তৃক স্বর্গ হইতে মর্ত্যে আনীত বলিয়া তাঁহার অন্য নাম ভাগীরথী। মহারাজ ভগীরথও গঙ্গাদেবীকে কন্যারূপে আরাধনা করেন।

স্কন্দপুরাণ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, 'বিনা স্নানেন গঙ্গায়াম্ নৃণাম্ জন্ম নিরর্থকম্।' মুক্তিপ্রদ গঙ্গাস্নান ব্যতীত নরজন্ম নিরর্থক। বায়ুপুরাণ বলেন—

তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধ কোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্ত জাহ্নবী॥

সাড়ে তিন কোটী তীর্থ স্বর্গে, মর্ত্যে ও অন্তরীক্ষে বিদ্যমান। হে জাহ্নবী, এই সব তীর্থ তোমার পূতবারি স্পর্শেই তীর্থত্ব লাভ করিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সগর-তনয়গণের উদ্ধার-কাহিনী এবং চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে গঙ্গামাহাত্ম্য পাওয়া যায়। কল্কি পুরাণের বিংশতি অধ্যায়ে গঙ্গামাহাত্ম্য ও গঙ্গাস্তোত্র বিশেষ ভাবে বর্ণিত। ব্রহ্মপুরাণে ওষধি মাতৃকাগণ কর্তৃক গৌতমী নামা গঙ্গার মহিমা কীর্তিত। বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে গঙ্গাদেবী ত্রিলোকপাবনীরূপে ঘোষিত। মহাকবি কালিদাস তৎকৃত মহাকাব্য রঘুবংশে গঙ্গামাহাত্ম্য অমর ছন্দে রচনা করিয়াছেন।

অধুনা তিনটি প্রধান গঙ্গাস্তবই প্রচলিত আছে—তন্মধ্যে বাল্মীকি রচিত গঙ্গাস্তব সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মনে হয়। বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডে বিশ্বামিত্র কর্তৃক গঙ্গামাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি বাল্মীকিকৃত গঙ্গাস্তবের কয়েকটি শ্লোক অনুবাদ সহ উদ্ধৃত হইল।—

মাতঃ শৈলসুতা-সপত্নি বসুধা-শৃঙ্গার-হারাবলি,
স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।
ত্বত্তীরে বসত-স্তদম্বু-পিবত-স্তদ্বীচিমুৎপ্রেঙ্খত-
স্ত্বন্নাম স্মরত-স্তদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ॥ ১

হে মাতঃ, তুমি পার্ব্বতীর সপত্নী এবং পৃথিবীর বক্ষে দোলায়মান মুক্তাহারতুল্য

শোভা পাইতেছে। তুমি স্বর্গলাভের বিজয় পতাকা। তুমি ভগীরথ কর্তৃক ধরাতলে আনীত বলিয়া তোমার নাম ভাগীরথী। তোমার নিকট প্রার্থনা করি, তোমার তীরে বাস ও তোমার জলপান ও তোমার সলিলে অবগাহন ও তোমার নাম স্মরণ এবং তোমার দিব্য শোভা দর্শন করিয়া আমার দেহান্তর হউক।

পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি
দূরপ্রচারি গিরিরাজ-গুহাবিদারি।
ঝংকারকারি হরিপাদ-রজোবিহারি
গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি ॥ ৭

যাহা ঐহিক পাপ হরণ করে, যাহা প্রাক্তন দুষ্কৃত নাশ করে, যাহা তরঙ্গধারণ করে, যাহা হিমালয়ের গুহা বিদারণ করিয়া প্রবাহিতা ও যাহা শ্রীহরির পদরজ লইয়া ক্রীড়া করে, সেই মঙ্গলজনক গঙ্গাজল আমাদের সতত পবিত্র করুক।

ব্যাসকৃত গঙ্গাস্তবও সুপ্রাচীন বলিয়া মনে হয়। দরাফ খাঁ নামক মুসলমান এই গঙ্গাস্তব পাঠে অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া ইহা তৎকৃত স্তোত্ররূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, দরাফ খাঁ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন এবং বিবিধ চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাস্তুতি গাহিতে আরম্ভ করেন। দীর্ঘকাল এইরূপ করার ফলে তাঁহার দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধিও সারিয়া যায় এবং তিনি চিরতরে গঙ্গাভক্ত হইয়া পড়েন। ব্যাসকৃত গঙ্গাস্তবের শেষ শ্লোক অনুবাদ সহ নিম্নে উদ্ধৃত হইল —

সুরধনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্ত্বম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্ ॥

হে দেবনদি, হে জাহ্নবি, তুমি পুণ্যবানকেই উদ্ধার করিয়া থাক; কিন্তু সে ত স্বীয় পুণ্যবলেই উদ্ধার পায়, তাহাতে তোমার মহিমা কি? আমি অগতি

পাতকী। আমাকে যদি উদ্ধার করিতে পার, তবে এই জগতে তোমার মহিমা প্রকটিত হয়। ইহাই তোমার আসল মহিমা।

শঙ্করাচার্য কৃত গঙ্গাস্তব সমধিক প্রচলিত। কাশীধামে দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাস্নানান্তে ভক্তবৃন্দ যখন সমস্বরে গঙ্গাস্তব আবৃত্তি করেন, তাহা শুনিলে হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি স্বতঃই উদিত হয়। শঙ্করাচার্য কৃত গঙ্গাস্তবের প্রথম দুই শ্লোক অনুবাদ সহ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্কর-মৌলি-নিবাসিনি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে॥ ১
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতস্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং, ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানং॥ ২

হে দেবি, হে সুরেশ্বরি, হে ভগবতি, হে ত্রিভুবন উদ্ধারকারিণি, হে শঙ্কর-শিরোবাসিনি, হে নির্মলে, হে গঙ্গে, তোমার পাদপদ্মে আমার ভক্তি হউক। হে সুখদায়িনি মাতঃ, হে ভাগীরথী, তোমার সলিলের মহিমা বেদে বর্ণিত আছে। আমি জ্ঞানহীন ও তোমার মহিমা জানি না। হে কৃপাময়ি, আমাকে পরিত্রাণ কর।

ব্রহ্মপুরাণোক্ত গঙ্গাস্তবের এক শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হইল।—

কো বেত্তি ভাগ্যং নরদেহভাজাম্।
মহীগহানাং সরিতামধীশে।
এষাং মহাপাতকসংঘহন্ত্রী
ত্বমত্র গঙ্গে সুলভা সদৈব॥

মহাভারতে গঙ্গাদেবী ভীষ্মজননী নামে প্রখ্যাতা। শান্তনুর সহিত গঙ্গার বিবাহ হয়। মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিশাপে অষ্টবসু গঙ্গাগর্ভে ভীষ্মাদি অষ্টপুত্ররূপে জাত হন। শাপগ্রস্ত অষ্টবসুকে গর্ভে ধারণার্থ সরিদ্বরা সুরধনী নারীরূপে অবতীর্ণা হন। গঙ্গা প্রথম সাতটি সন্তানকে জলে ভাসাইয়া দেন এবং শান্তনুর অনুরোধে ভীষ্মকেই রক্ষা করেন। যখন ভীষ্মদেব দেহত্যাগ করেন, তখন কৌরব-পাণ্ডবগণ

তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনপূর্বক ভাগীরথী সলিলে স্বর্গত পিতামহের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দেন। তৎকালে গঙ্গাদেবী আবির্ভূত হইয়া স্ববীয় সন্তানের জন্য শোক করেন। মহাভারতে বনপর্বে ১০৬, ১০৭ ও ১০৮ অধ্যায়ত্রয়ে মর্তধামে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন উপাখ্যান পাওয়া যায়। রাজা সগর রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার যজ্ঞাশ্ব দেবরাজ ইন্দ্র হরণপূর্বক পাতালে কপিলমুনির আশ্রমে লুকাইয়া রাখেন। এই যজ্ঞাশ্বের রক্ষক ছিলেন সগর রাজার ষাট হাজার সন্তান। সগরসন্ততিগণ কপিল মুনির নিকট হইতে বলপূর্বক যজ্ঞাশ্ব গ্রহণ করিতে চাহিলে কপিলকোপে ভস্মীভূত হন। সগরের পুত্র অসমঞ্জসা এবং অসমঞ্জসার পুত্র অংশুমান। পিতামহ সগরের অনুরোধে অংশুমান কপিল মুনির নিকট গমনপূর্বক এই দুই প্রার্থনা করেন—কৃপাপূর্ব্বক রাজা সগরের যজ্ঞাশ্ব প্রত্যর্পণ এবং তাঁহার ভস্মীভূত সন্তানগণের উদ্ধার করুন। কপিল মুনি অংশুমানের হার্দিক প্রার্থনা পূরণ করিয়া যজ্ঞাশ্ব ফিরাইয়া দেন এবং বলেন, 'তোমার পৌত্র ভগীরথই সগর সন্তানগণের উদ্ধার সাধন করিবেন।' অংশুমানের পুত্র দিলীপ ভস্মীভূত পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার সাধনের জন্য বহু চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। তৎপুত্র মহারাজ ভগীরথ পিতৃপুরুষগণের দুর্দশার কথা পিতৃমুখে শুনিয়া তাঁহাদের উদ্ধার সাধনে যত্নবান হন। তিনি হিমাচলে যাইয়া গঙ্গাদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হন এবং মর্তে নামিয়া ভস্মীভূত সগরতনয়গণের উদ্ধার সাধনের জন্য তাঁহাকে প্রার্থনা করেন। গঙ্গাদেবী তাঁহার কঠোর তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন দেন এবং তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিতে সম্মত হন। তিনি ভগীরথকে আরও বলিয়াছিলেন, শঙ্কর ব্যতীত অন্য কেহ স্বর্গলোক হইতে তাঁহার ভূপতনের দুর্ব্বার বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। অনন্তর ভগীরথ কৈলাসে যাইয়া তপশ্চরণপূর্বক শঙ্করকে সন্তুষ্ট করেন। শঙ্কর স্বয়ং সরিদ্বরা গঙ্গাদেবীকে স্বশিরে ধারণ করিতে সম্মত হন। প্রসিদ্ধি আছে, ইন্দ্রহস্তী ঐরাবত ভূপতিত গঙ্গাস্রোত ধারণে অগ্রসর হইয়া ভাসিয়া যান। অনন্তর মহাদেব গঙ্গাদেবীকে স্বশিরে ধারণপূর্ব্বক মর্তে অবতরণ করাইলে গঙ্গাদেবী ভগীরথের সঙ্গে যথায়

সগর সন্তানগণের ভস্মীভূত কলেবরসমূহ রক্ষিত ছিল, তথায় যাইয়া উহাদিগকে সুসিক্ত করেন। গঙ্গাস্পর্শে সগরপুত্রগণ অভিশাপমুক্ত হইয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হয়। সগর সাগরকে পুত্ররূপে এবং ভগীরথ গঙ্গাকে কন্যারূপে বরণ করেন।

ঋগ্বেদের তিন স্থানে গঙ্গার কথা উল্লিখিত। গঙ্গার প্রথম উল্লেখ দেখা যায় ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ৭৫ সূক্তের পঞ্চম ঋকে। উক্ত ঋক্ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ইমং মে গঙ্গে, যমুনে সরস্বতি, শুতুদ্রিস্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া॥

ইহাতে আর্য্যাবর্তের প্রধান সপ্তনদী ও তাহাদের অবয়বভূতা নদত্রয় সংস্তুত হইতেছেন। হে গঙ্গে, হে যমুনে, হে সরস্বতি, হে শুতদ্রি, হে পরুষ্ণি, হে অসিক্নির অবয়বভূতা মরুদ্বৃধে, হে বিতস্তা, ও সুষোমা সহিতা আর্জীকীয়ে, তোমরা সপ্তনদা অস্মদীয় স্তোত্র গ্রহণ ও শ্রবণ কর। গঙ্গা শব্দের উল্লেখ নিরুক্তেও পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৫৮ সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে জাহ্নবী শব্দ দেখা যায়। উক্ত ঋক্ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

পুরাণমোকঃ সখ্যং শিবং বাং যুবোর্নরা দ্রবিণং জহ্নাব্যাম্।
পুনঃ কৃণ্বানাঃ সখ্যা শিবানি মধ্বা মদেম সহ নূ সমানাঃ॥

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আপনাদের পুরাতন সখ্যভাব আমাদের সেবনীয় ও কল্যাণকর হয়। আপনারা উভয়ে অস্মদীয় কর্মসমূহের নেতৃদ্বয়। আপনাদের ধনসম্পদ জাহ্নবীজাত। আপনাদের সহিত সুখকর সখ্যভাব পুনঃ স্থাপিত হইলে আমরা একত্র মদকর সোমরস পান দ্বারা যুগপৎ ক্ষিপ্র ও হৃষ্ট হইব।

ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৪৫ সূক্তের ৩১ ঋকে গঙ্গা শব্দ উল্লিখিত। উক্ত ঋক্ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"অধি বৃবুঃ পণীনাং বর্ষিষ্ঠে মূর্দ্ধন্নস্থাৎ। উরুঃ কক্ষো ন গাঙ্গ্যঃ॥" ইহার অর্থ, পণিগণের সুনিপুণ ও দানশীল সূত্রধরের সকাশ হইতে ধনলাভ করিয়া ঋষি

ভরদ্বাজ তদীয় দানের স্তুতি করিতেছেন। মনুসংহিতায় (১০।১০৭) এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক পাওয়া যায়।—

ভরদ্বাজঃ ক্ষুধার্তস্তু স পুত্রো বিজনে বনে।
বহ্বীর্গাঃ প্রতিজগ্রাহ বৃবোস্তক্ষ্ণো মহাযশাঃ॥

পণি শব্দের অর্থ, বণিক অথবা উক্ত নামা অসুর। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য গঙ্গ্যঃ শব্দের অর্থ করিয়াছেন গঙ্গার উন্নত কূল। গঙ্গার সমুচ্চ বিস্তীর্ণ কূলের উপর বাস করা যেরূপ বিপজ্জনক, তদ্রূপ পণিগণের মধ্যে উচ্ছ্রিত স্থানে বৃবুর প্রতিষ্ঠা লাভ সর্বদা ভীতিপ্রদ। বৃবু শব্দের অর্থ, তক্ষা বা সূত্রধর। জহ্নাবী শব্দের অর্থ সায়ণভাষ্য অনুসারে জহ্নুকুলজা বা জহ্নুর সম্বন্ধীয়। অতএব গঙ্গা ও জাহ্নবী শব্দদ্বয় সুপ্রাচীন ঋগ্বেদীয় যুগেও ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদে এই গঙ্গার উল্লেখ স্মরণ করিয়াই সম্ভবতঃ শংকরাচার্য্য তৎকৃত গঙ্গাস্তবে বলিয়াছেন, "তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।" গঙ্গা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীই গঙ্গা; অথবা ব্রহ্মময়ী গঙ্গাদেবী গঙ্গানদীরূপে আর্য্যাবর্তে প্রবাহিতা; এবং গঙ্গাসঙ্গম বঙ্গদেশে অবস্থিত। কোন কবির মতে গঙ্গার মহিমা বাংলা দেশে সর্বাধিক। কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গাহিয়াছেন—

মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে।
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে॥

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও উক্ত মর্মে গাহিয়াছেন—

নমো নমো নমো সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।

রবীন্দ্রনাথের বিশাল রচনায় গঙ্গাতট, গঙ্গাঘাট, গঙ্গার তীরবর্তী দেবালয় ও লোকারণ্য, সান্ধ্য দৃশ্য, বিপরীত তীর ও সূর্য্যাস্তের দৃশ্যরাজির সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। এক স্থানে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "গঙ্গাতীরের ভগ্ন দেবালয়গুলিরও যেন কি মাহাত্ম্য আছে। তাহার মধ্যে আর দেব প্রতিমা নাই; কিন্তু সে নিজেই জটাজুট-বিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মত অতিশয় ভক্তিভাজন ও

পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে।" অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন, "সূর্য্যাস্তের নিস্তরঙ্গা গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই, সে বাংলার সৌন্দর্য্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিময় অনুপম সৌন্দর্য্য-ছবির বর্ণনা সম্ভবে না! এই স্বর্ণচ্ছায় ম্লান সন্ধ্যালোকে দীর্ঘ নারিকেলের গাছগুলি ও মন্দিরের চূড়া, আকাশের পটে আঁকা নিস্তব্ধ গাছের মাথাগুলি, স্থির জলের উপরে লাবণ্যের মত সন্ধ্যার আভা, সুমধুর বিরাম, নির্বাপিত কলরব, অগাধ শান্তি—সেই সমস্ত মিলিয়া নন্দনের একখানি মরীচিকার মত পশ্চিম দিগন্তের ধারটুকুতে আঁকা দেখা যায়।"

দেবী ভাগবতের একাদশ হইতে চতুর্দশ পর্য্যন্ত চারি অধ্যায়ে গঙ্গাদেবীর উপাখ্যান বর্ণিত। উক্ত বিস্তৃত বর্ণনার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। সূর্য্যবংশসম্ভূত রাজেশ্বর সগরের দুই পত্নী ছিল—বৈদর্ভী ও শৈব্যা। কালক্রমে শৈব্যা কুলবর্দ্ধন মনোহর পুত্ররত্ন অসমঞ্জাকে প্রসব করিলেন। বৈদর্ভী শিববরে গর্ভবতী হইলেন ও একটী মাংসপিণ্ড প্রসব করিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে শিবকে মনোবেদনা জানাইলেন। আশুতোষ মহাদেব ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া গর্ভজাত মাংসপিণ্ডকে ষাট হাজার ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং প্রতি ভাগ হইতে এক মহাবল মহাতেজা পুত্র উৎপন্ন হইল। সগররাজের এই ষাট হাজার পুত্র মহর্ষি কপিলের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া অচিরে ভস্মীভূত হইল। ইহাদের উদ্ধারার্থ রাজপুত্র অসমঞ্জা গঙ্গাদেবীকে ভূতলে আনয়নের জন্য তপস্যা করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তৎপুত্র অংশুমানও পিতার প্রিয় কর্ম সম্পাদনে ব্রতী হইলেন; কিন্তু তিনিও কালগ্রাসে পতিত হইলেন। অংশুমানের পুত্র ভগীরথও পিতা-পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক তপশ্চরণে নিযুক্ত হইলেন। তিন পুরুষ তপস্যায় সুফল ফলিল। প্রভাশালী প্রফুল্লবদন মুরলীধর গোপালসুন্দররূপী শ্রীকৃষ্ণকে তিনি দেখিতে পাইলেন। মহাভারতে ও ভাগবতে আছে, মহারাজ ভগীরথ তপস্যার ফলে গঙ্গাদেবীকে দর্শন করিলেন। সে যাহাই হউক দেবীভাগবত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ ভগীরথের মনোবাঞ্ছা পূরণে স্বীকৃত হইলেন ও গঙ্গাদেবীকে আদেশ করিলেন, "ভারতীশাপে ভারতে যাইয়া ভস্মীভূত ষাট হাজার সগরতনয়কে উদ্ধার করুন। আপনার পূতস্পর্শে তাহারা দিব্য দেহ ধরিয়া স্বর্গে যাইবে।" গঙ্গাদেবী

বিষ্ণুপদস্থা, বিষ্ণুস্বরূপা ও বিষ্ণুপদী। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর ন্যায় তিনিও বিষ্ণুপত্নী। সরস্বতী ও গঙ্গা পরস্পর ঈর্ষান্বিতা হওয়ায় প্রথমে গঙ্গা সরস্বতীকে ও পরে সরস্বতী গঙ্গাকে মর্ত্যে যাইবার জন্য অভিশপ্ত করেন। গঙ্গাদেবী পাঁচ হাজার বৎসর ভারতে থাকিয়া পুনরায় স্বধাম বৈকুণ্ঠে যাইবেন। গঙ্গাস্পর্শে যেমন সগরতনয়গণ উদ্ধার লাভ করেন, তদ্রূপ মর্ত্যবাসীও গঙ্গাস্নানে, গঙ্গাস্পর্শে, গঙ্গাদর্শনে ও গঙ্গাস্মরণে এমন কি, গাঙ্গ্যবায়ু স্পর্শে পাপমুক্ত হইবেন।

দেবী ভাগবতে কাণ্বশাখোক্ত ও কৌথুম শাখোক্ত দুই গঙ্গাধ্যানের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাণ্বশাখোক্ত গঙ্গাধ্যান অনুসারে গঙ্গাদেবী শ্বেতপদ্মবর্ণা, পাপনাশিনী, কৃষ্ণসম্ভূতা, কৃষ্ণতুল্যা, বহ্নিসদৃশ উজ্জ্বল বস্ত্র পরিহিতা, রত্নালংকার-ভূষিতা, স্থিরযৌবনা ও শান্তস্বভাবা। শরৎকালীন শত শত পূর্ণচন্দ্রবৎ তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ চারিদিকে অজস্র ধারায় বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার বদনমণ্ডল ঈষৎহাস্যযুক্ত ও সুপ্রসন্ন। তিনি মস্তকে কবরীভার এবং গলদেশে মালতী মালা ধারণ করিয়াছেন। চন্দনবিন্দু সহিত সিন্দুরবিন্দু কপালে ধারণপূর্বক তিনি অতিশয় মনোহারিণী হইয়াছেন। নানা চিত্রময় কস্তুরীপত্রে তাঁহার গণ্ডদেশ শোভাময়। তাঁহার ওষ্ঠপুট পক্কবিম্ব বিনিন্দিত ও দন্তপংক্তি মুক্তাশ্রেণীর ন্যায় মনোহর। তাঁহার সুচারু সুবক্র নয়নযুগল সকটাক্ষ ও স্তনদ্বয় কঠিন শ্রীফলসদৃশ তাঁহার উরুযুগল সুগঠিত ও রম্ভাতরু বিনিন্দিত। পাদদ্বয় স্থলপদ্মবৎ শোভাময় রক্তবর্ণ পাদুকাযুগল ও কুঙ্কুম ও অলক্তক দ্বারা তাঁহার দুই পদ বিভূষিত মনে হয়, ইন্দ্রের মস্তকস্থিত মন্দারকুসুমের মকরন্দ কণার দ্বারা তাহারা যেন অলঙ্কৃত হইয়াছে ইত্যাদি। গঙ্গার স্বরূপ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ইঙ্গিত দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে গোলোকধাম, বৈকুণ্ঠধাম, ব্রহ্মলোক, শিবলোক, ধ্রুবলোক, চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, তপোলোক, মহর্লোক প্রভৃতি গঙ্গা কর্তৃক বেষ্টিত। গঙ্গাদেবী ত্রিলোকবাহিনী মন্দাকিনী। তিনি সত্যযুগে ক্ষীরবর্ণ, ত্রেতাযুগে চন্দ্রবৎ শুভ্রবর্ণ ও দ্বাপরযুগে চন্দনের ন্যায় আভাযুক্তা। ভগবানের আজ্ঞানুসারে ভগীরথ সামবেদীয় কৌথুম-শাখোক্ত ধ্যান ও স্তোত্র দ্বারা ভক্তিভরে গঙ্গাদেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন

মহাকবি কালিদাস কৃত মহাকাব্য 'রঘুবংশ' এর ত্রয়োদশ সর্গে গঙ্গার শোভা নিম্নোক্ত শ্লোকে বর্ণিত :—

কচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।

পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ ॥

রামচন্দ্র বিমান হইতে সীতাকে গঙ্গা দেখাইয়া বলিতেছেন, "হে অনিন্দিত-গাত্রি! দেখ দেখ গঙ্গাপ্রবাহ যমুনাতরঙ্গ হইতে পৃথক্ হইয়া কৃষ্ণভুজঙ্গভূষিত ভস্মরাগলিপ্ত ভগবান শঙ্করের তনুর ন্যায় শোভা পাইতেছে।"

বাংলার বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধকবৃন্দ সকলেই গঙ্গাভক্ত ছিলেন। মহপ্রভু শ্রীচৈতন্য গঙ্গাতীরে আবির্ভূত হন ও চব্বিশ বৎসর নবদ্বীপে লীলা করেন। শাক্ত সাধক শিরোমণি রামপ্রসাদও গঙ্গাতীরে সারা জীবন কাটাইয়া গঙ্গাগর্ভে দেহত্যাগ করেন। সাধক কমলাকান্ত মৃত্যুকালে গঙ্গাপ্রাপ্ত হন। বর্ধমানের মহারাজ তেজশ্চন্দ্র তাঁহার ভক্তশিষ্য ছিলেন। মৃত্যুশয্যায় কমলাকান্ত তেজশ্চন্দ্র প্রমুখ সমাগত শিষ্যবৃন্দকে বলেন, আমাকে মৃত্তিকার উপর শোয়াইয়া দাও। গুরুভক্ত তেজশ্চন্দ্র শ্রীগুরুকে গঙ্গাতীরস্থ হইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। ইহার উত্তরে সিদ্ধগুরু কমলাকান্ত নিম্নোক্ত পদ গাহিয়াছিলেন।

কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব?
আমি কালীমায়ের ছেলে হয়ে
বিমাতার কি শরণ লব?

কমলাকান্তের দেহত্যাগের পরেই তৃণশয্যা ভেদ করিয়া ভোগবতীর পুণ্যস্রোত প্রবাহিত হয় এবং মৃত দেহকে বিধৌত করে। দেওভোগের মহাপুরুষ দুর্গাচরণ নাগের গৃহেও কোন শুভ যোগের সময় গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।
দেওভোগ পূর্ববঙ্গে নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী এক ক্ষুদ্র গ্রাম এবং গঙ্গানদী হইতে বহু দূরে অবস্থিত। তাঁহার পিতা দীনদয়াল কোন শুভ যোগে গঙ্গাস্নান করিতে অক্ষম হওয়ায় ত্যাগী পুত্র দুর্গাচরণকে তিরস্কার করেন। গঙ্গাভক্ত দুর্গাচরণের প্রার্থনায় শুভ ক্ষণেই গঙ্গাস্রোত তদীয় গৃহে প্রবাহিত হয়। সিদ্ধভক্ত দুর্গাচরণ ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ গৃহী শিষ্য। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও গঙ্গাতীরে স্বীয় জীবনের শেষ বত্রিশ বৎসর অতিবাহিত করেন।

কালনার সিদ্ধপুরুষ ভগবানদাস বাবাজী নিত্য গঙ্গাস্পর্শ করিতে যাইতেন। তিনি কখনও গঙ্গাস্নান করিতেন না। পূত গাঙ্গ্য বারিতে পাদস্পর্শ করিতে

তিনি কুণ্ঠিত হইতেন। তিনি গঙ্গাজল মাথায় ও মুখে ছিটাইয়া গঙ্গার দিকে তাকাইতে তাকাইতে পিছনের দিকে চলিতেন। যতক্ষণ গঙ্গা দেখা যাইত, ততক্ষণ তিনি গঙ্গার দিকে পেছন ফিরিতেন না। নিশ্চয় তিনি গঙ্গাজলকে ব্রহ্মবারি বলিয়া দেখিতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "এক স্থানে গঙ্গাস্পর্শ করিলেই সারা গঙ্গা স্পর্শ করা হয়, হরিদ্বার হতে কলিকাতা পর্যন্ত সমস্ত গঙ্গা স্পর্শ করিতে হয় না।" শ্রীমা সারদামণিও দেখিয়াছিলেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গাজলে মিশিয়া গেলেন। এই দর্শনের পরে তিনি দীর্ঘকাল গঙ্গাস্নান করিতে পারেন নাই। বেলুড়মঠের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভাবাবেশে দর্শন করিয়াছিলেন, মকরবাহনা গঙ্গাদেবী গঙ্গানদী হইতে উঠিয়া মঠের মন্দিরে যাইতেছেন। তাই বেলুড়মঠে ঠাকুরপূজান্তে নিত্য গঙ্গাপূজা হয়, এবং আহারান্তে শতকণ্ঠে ধ্বনিত হয় গঙ্গামায়ী কি জয়!

সম্ভবতঃ পদ্মপুরাণে গঙ্গামুখনিঃসৃত একটী গঙ্গাস্তোত্র আছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত দুই শ্লোক দেখা যায়—

নন্দিনী নলিনী সীতা মালিনী চ মহাপগা।
বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥
ভাগীরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরী।
দ্বাদশৈতানি নামানি যত্র তত্র জলাশয়ে।
স্নানোদ্যতঃ স্মরেৎ নিত্যং তত্র তত্র ভবাম্যহম্॥

গঙ্গাদেবী স্বমুখে বলিতেছেন, "আমার এই দ্বাদশ নাম—নন্দিনী, নলিনী, সীতা, মালিনী, মহাপগা, বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা, ত্রিপথগামিনী, ভাগীরথী, ভোগবতী, জাহ্নবী, ত্রিদশেশ্বরী ও গঙ্গা—স্নানোদ্যত ব্যক্তি যে কোন জলাশয়ে নিত্য স্মরণ করিবে, তথায় আমি নিশ্চয়ই আবির্ভূত হইব। কি সদয় অভয় বাণী! মহাকবি কালিদাসের নামে একটি গঙ্গাস্তব প্রচলিত আছে। উক্ত স্তোত্রের প্রথম শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

নমস্তেঽস্তু গঙ্গে ত্বদঙ্গ-প্রসঙ্গা
ভুজঙ্গাস্তুরঙ্গাঃ কুরঙ্গাঃ প্লবঙ্গাঃ
অনঙ্গারিরঙ্গাঃ সসঙ্গাঃ শিবাঙ্গাঃ
ভুজঙ্গাধিপাঙ্গীকৃতাঙ্গা ভবন্তী॥

বেদান্ত-কেশরী শংকরাচার্য্যের অনবদ্য ভাষায় গঙ্গাদেবীকে প্রার্থনা জানাইয়া এই সুদীর্ঘ নিবন্ধের উপসংহার করিতেছি—

দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্।
তব জলমমলং যেন নিপীতং পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্॥
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ।
তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ॥

হে মা গঙ্গে, আমার পাপরাশি ক্ষালন কর। কৃপাপূর্বক আমাকে ভবসাগর পারে লইয়া চল। যে তোমার নির্মল সলিল পান করে, সে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। তোমার কৃপায় যদি কেহ তোমার স্রোতে স্নান করে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। যুগাচার্য বিবেকানন্দ স্বামিজী তৎপ্রণীত 'পরিব্রাজক' পুস্তকে গঙ্গামাহাত্ম্য এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।—"হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল, যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখনা গোনা যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদ হিমশীতল 'গাঙ্গ্য বারি মনোহারী', আর সেই অদ্ভুত হর হর হর তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সামনে গিরি নির্ঝরের হর হর প্রতিধ্বনি. সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই পূত জলপান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ, সেই গঙ্গাজল প্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সেই গাঙ্গ্য বারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ! ...গেল বারে আমি একটু নিয়ে গিয়েছিলুম। কি জানি? বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান করতাম। পান করলেই কিন্তু সেই পাশ্চাত্য জনস্রোতের মধ্যে সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সেই কোটী কোটী মানবের উন্মত্ত-প্রায় দ্রুত পদ সঞ্চারের মধ্যে মন যেন স্থির হয়ে যেত! সেই জনস্রোত, সেই রজোগুণের আস্ফালন, সেই পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বী সংঘর্ষ, সেই বিলাসক্ষেত্র অমরাবতী সম প্যারিস, নিউইয়র্ক, রোম সব লোপ হয়ে যেত। আর শুনতাম, সেই হর হর, দেখতাম সেই হিমালয় ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুর-তরঙ্গিনী যেন হৃদয়ে মস্তিষ্কে শিরায় শিরায় সঞ্চার করছেন, আর গর্জে গর্জে ডাকছেন, হর হর হর।"

—::—

দুই

শিবপূজা ও শিবরাত্রি

পুরাকাল হইতেই শিবপূজা ভারততীর্থে প্রচলিত। ধর্মক্ষেত্র মহাভারতে নানা স্থানে শিবতীর্থ বিদ্যমান। কাশ্মীরে তুষারলিঙ্গ অমরনাথ, হিমালয়ে কেদারনাথ ও মুক্তিনাথ, নেপালে পশুপতিনাথ, দাক্ষিণাত্যে রামেশ্বর, কাশীতে বিশ্বনাথ, দেওঘরে বৈদ্যনাথ, পশ্চিমবঙ্গে তারকেশ্বর প্রভৃতি শিবতীর্থ প্রসিদ্ধ। এক অর্থে ভারতবর্ষকে শিবক্ষেত্র বলা চলে। মান্দ্রাজ, মালাবার, কাশ্মীর ও সিংহল প্রভৃতি স্থানে শৈবধর্ম সুব্যাপক।

যজুর্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়ে শিব-মহিমা সংকীর্তিত। চতুর্বর্ণ শিবপূজায় অধিকারী। সোমবার শিববার। সেইজন্য সোমবারে শিবপূজা প্রশস্ত। প্রত্যহ পাষাণ বা মৃন্ময় শিবলিঙ্গে শিবপূজা করা উচিত। পুরুষের ন্যায় নারীরও শিবপূজায় অধিকার আছে। ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি হয়। স্কন্দপুরাণে আছে—

মাঘ মাসস্য শেষে বা প্রথমে ফাল্গুনস্য চ।
কৃষ্ণা চতুর্দশী সা তু শিবরাত্রি চতুর্দশী ॥

মাঘ মাসের শেষে বা ফাল্গুন মাসের প্রথমে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীই শিবরাত্রি চতুর্দশী। মাঘী পূর্ণিমার পরবর্তী চতুর্দশীতে শিবরাত্রি হয়। স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে 'প্রদোষ ব্যাপিনী গ্রাহ্যা শিবরাত্রি চতুর্দশী।' পূর্ব দিনের অমানিশাতে চতুর্দশীর অলাভ হইলে যদি পর দিনে প্রদোষ সময়ে চতুর্দশীর প্রাপ্তি হয়, তবে পর দিনেই শিবরাত্রি ব্রত হইবে। অঘোর চতুর্দশীতেও উপবাস ও রাত্রি জাগরণপূর্বক চারি প্রহরে চারিবার শিবপূজা করিতে হয়। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীকে অঘোর চতুর্দশী বলে। লিঙ্গপুরাণে অঘোর চতুর্দশী ব্রতকথা পাওয়া যায়।

ফাল্গুনী কৃষ্ণা চতুর্দশী মহাতিথিতে উপবাসী থাকিয়া সারা রাত্রি জাগিয়া শিবপূজা ও শিবহোমাদি অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে মোক্ষপ্রদ। শিবরাত্রি ব্রতকথা

শিবরহস্যে এইরূপ আছে। শিবরহস্য কোন স্বতন্ত্র পুস্তক কিনা; অথবা উহা কোন্ পুরাণের অন্তর্গত, তাহা জানিতে পারি নাই। কৈলাস পর্বতের পূর্ব শিখর সর্বরত্নে বিভূষিত। তথায় বহু দেব, দানব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও চারণ বাস করেন এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে করিতে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান। উক্ত শিখর ষড়ঋতুর পুষ্পে ও ফলে সুশোভিত। উহা স্নিগ্ধচ্ছায় মহীরুহে আকীর্ণ ও সন্তানক পুষ্পবনে সমাবৃত। তথায় পারিজাত পুষ্পোত্থিত দিব্যগন্ধে দশদিক আমোদিত। স্বর্গগঙ্গার জলতরঙ্গ উঠিয়া তথায় মৃদু শব্দ করিতেছে। শীতল সুগন্ধ ও মৃদু বায়ু বহিয়া সেই স্থানকে সুশীতল রাখিয়াছে। ব্রহ্মর্ষি গণের বদনোদ্ভূত বেদপাঠে উহা নিরন্তর নিনাদিত। কোন সময়ে সেই কৈলাস শিখরে শঙ্কর গিরিজা সহ বাস করিয়াছিলেন। সুখোষিতা উমা শিবকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন, তুমি পরিতুষ্ট হইলে জীবকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—চতুর্বর্গ দান কর। অতএব, কি কর্ম বা ব্রত বা তপস্যা করিলে তুমি শীঘ্র প্রসন্ন হও?" ভগবান শঙ্কর পার্বতীর বাক্য শুনিয়া বলিলেন, গৌণ ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণপক্ষে যে চতুর্দশী তিথি পড়ে, উহার তামসী রাত্রিই শিবরাত্রি। ঐ শিবচতুর্দশীতে উপবাস করিলে আমি প্রসন্ন হই। সেই শুভ দিনে উপবাসী থাকিলে আমি যেমন তুষ্ট হই, তেমন তুষ্ট স্নান, বস্ত্র, অর্চনা ধূপ পুষ্প বা পূজায় আমি হই না। পূর্ব দিনে ত্রয়োদশী তিথিতে স্নান করিয়া ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া নিরামিষ বা হবিষ্যান্ন একবার মাত্র খাইবে। কদাপি ইহার অন্যথা করিবে না। রাত্রিকালে মন্নাম সংস্মরণ করিতে করিতে পরিষ্কৃত স্থানে কুশশয্যায় শুইবে। অনন্তর রাত্রিশেষে উঠিয়া মলমূত্রত্যাগ, দন্তধাবন ও প্রাতঃস্নান করিবে। তৎপরে দেবপূজা ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা এবং সায়ং কালে সায়ং সন্ধ্যা যথারীতি সমাপনান্তে নদীতীরে অথবা শুদ্ধ স্থানে স্থাবর (অচল) শিবলিঙ্গে, কিংবা সচল শিবলিঙ্গে বিল্বপত্র দ্বারা লিঙ্গপীঠ মার্জনপূর্বক আমাকে পূজা করিবে। আমার পূজায় সর্বপুষ্প অপেক্ষা বিল্বপত্রই উৎকৃষ্টতর। বিল্বপত্রে যেমন আমার সন্তোষ হয়, মণিমুক্তা ও প্রবালে এবং স্বর্ণপুষ্পাদিতেও সেরূপ সন্তোষ হয় না। রাত্রির চারি প্রহরে চারিবার আমার স্নান এবং গন্ধপুষ্পধূপাদি উপচারে বিশেষরূপে পূজা করিবে। প্রথম প্রহরে দুগ্ধ, দ্বিতীয় প্রহরে দধি,

তৃতীয় প্রহরে ঘৃত ও চতুর্থ প্রহরে মধু দ্বারা আমার স্নান করাইবে। নানাপ্রকার পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বিধানে ও মূলমন্ত্রে যথাশক্তি নৃত্যগীতাদি সহকারে আমাকে পূজা করিতে হয়। অনন্তর পরদিন মদ্ভক্ত ও শুভব্রত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া ও দক্ষিণাদি দ্বারা তুষ্ট করিয়া নিজে পারণ করিবে। যে ব্যক্তি উক্তরূপে এই ব্রত পালন করিলে তাহা আমার পরম প্রীতিকর হয়। যজ্ঞ, দান ও অন্যান্য ব্রত ইহার ষোড়শ ভাগেরও এক ভাগ নহে। এই ব্রতের প্রভাবে মনুষ্য দেবগণের উপর কর্তৃত্ব লাভ হয় এবং ইচ্ছা করিলে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর আধিপত্যও পাওয়া যায়। এই শিবচতুর্দশীর অদ্ভুত মাহাত্ম্য আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। সর্বগুণযুক্ত বারাণসী পুরীতে এক ঘোরমূর্তি প্রাণিহিংসক ব্যাধ বাস করিত। সে খর্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ ও ক্রূর-স্বভাব ছিল এবং তাহার চক্ষু ও কেশ কটাবর্ণ ছিল। ফাঁদ, দড়ি, বাণ প্রভৃতি দ্রব্যে তাহার কুটির সম্পূর্ণ থাকিত। একদিন সে বনে যাইয়া বিবিধ পশু মারিয়া মাংসভার লইয়া স্বগৃহে আসিতে উদ্যত হইল; কিন্তু সেই গুরুভার বহন করিতে অসমর্থ ও পরিশ্রান্ত হওয়ায় বিশ্রামার্থ বনমধ্যে একটি বৃক্ষমূলে সে নিদ্রিত হইল। এদিকে সূর্যদেব অস্ত গেলেন ও ভয়প্রদা মহানিশা সমাগত হইল। চতুর্দিক তিমিরাবৃত থাকায় সে উঠিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না। তথায় হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া অতিকষ্টে নানা লতা দিয়া দড়ি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা একটি বিল্ব বৃক্ষে সে মাংসভার বাঁধিয়া রাখিল। বৃক্ষমূলে থাকিলে হিংস্র জন্তুর ভয় আছে ভাবিয়া সে বেলগাছে উঠিল এবং শীতার্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়া কম্পান্বিত কলেবরে সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইল। তাহার সর্বদেহ তখন শিশির সলিলে ভিজিয়া গিয়াছিল। দৈবযোগে সেই বৃক্ষতলে আমার একটি লিঙ্গ ছিল এবং সেদিন শিবরাত্রি মহানিশি এবং ব্যাধও নিরাহার ছিল। তারপর উহার দেহচ্যুত হিম-বারি আমার উপর ঝরিয়া পড়িল। হে সুন্দরী, তখনই একটি বিল্বপত্র শিবলিঙ্গে পতিত হইল। হে ঈশ্বরী, শিবচতুর্দশীর মাহাত্ম্যে ও তাহার ভাগ্যে আমার অত্যন্ত সন্তোষ হইল। স্নান, পূজা ও নৈবেদ্যাদির আয়োজন না থাকিলেও কেবল শুভ তিথির মাহাত্ম্যে সেই দিনে আমার সামান্য অর্চনাও মহাফলপ্রদ হয়। পরদিন প্রাতঃকালে চারিদিক আলোকিত হইলে সেই

ব্যাধ নিজ গৃহে গেল। যথাসময়ে তাহার আয়ুঃ শেষ হইলে তৎসমীপে যমদূত আসিল। যমদূত নানা রজ্জু দিয়া তাহাকে বাঁধিতে উদ্যত হইলে মদীয় আদেশে আমার দূত যাইয়া তাহাকে বারণ করিল। তখন ব্যাধের জন্য দুই দূতের মধ্যে তুমুল কলহ উপস্থিত হইল। শেষে যমদূতকে আমার দূত প্রহার করায় সে যমকে আমার উজ্জ্বল পুরীর দ্বারে লইয়া আসিল। তথায় ধর্মরাজ নন্দীকে দেখিয়া সব কথা বলিলেন। ব্যাধকৃত দুষ্কর্মাদি ও যাবজ্জীবন দুরাত্মতা ধর্মরাজ বিবৃত করিলেন। সর্বজ্ঞ নন্দী তাঁহার কথা শুনিয়া উক্ত দিনে ব্যাধকৃত পুণ্য-কর্মও যমরাজকে শুনাইল। নন্দী বলিল, "হে ধর্মরাজ, ব্যাধ সারা জীবন দৌরাত্ম্য ও দুষ্কর্ম করিয়াছে, সন্দেহ নাই। তথাপি শিবরাত্রির প্রভাবে সে শিবসামীপ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যমরাজ নন্দীকে বন্দনান্তে স্বীয় দূত সহ নিজ পুরীতে গমন করিলেন। শিবমুখে পার্বতী এই ব্রতকথা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং সর্বদা শিবরাত্রি মহাব্রতের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। উক্ত ব্রতকথার শেষে আছে ইহলোকে শিবাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই; অশ্বমেধতুল্য যজ্ঞ নাই; গঙ্গাতুল্য তীর্থ নাই ও শিবরাত্রিতুল্য ব্রতও নাই।

সর্বত্র নিম্নলিখিত শিবধ্যান প্রচলিত এবং এই ধ্যান আবৃত্তিপূর্বক শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

অনুবাদ—যিনি রজত পর্বত সদৃশ, ললাটে চারুচন্দ্র মণ্ডিত, রত্নালঙ্কারে সমুজ্জ্বল শরীর, যাঁহার চারি হস্তে কুঠার, মৃগ-মুদ্রা, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা সুশোভিত, যিনি প্রসন্নবদন ও পদ্মাসনে উপবিষ্ট, চতুর্দিকে দেবগণ কর্তৃক সংস্তুত, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত, বিশ্বজগতের আদিমূল, বিশ্বকারণ, সর্বভয়নাশক পঞ্চবদন, ত্রিনেত্র ও মহেশ্বর তাঁহাকে সর্বদা ভক্তিভরে ধ্যান করিবে।

নিম্নোক্ত শিবপ্রণামও ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ।—

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে ।
নিবেদয়ামি চাত্মানং গতিস্ত্বং পরমেশ্বর ॥

অনুবাদ—যিনি শিবময়, শান্তমূর্তি, সত্ত্ব ও রজঃ ও তমঃ—এই তিন জগৎ-কারণের কারণ, তাঁহাকে প্রণাম করি। হে পরমেশ্বর, তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করিতেছি। তুমিই আমার পরম আশ্রয়।

গৌরীপূজা শিবপূজার অঙ্গীভূত। গৌরীপীঠে (পিনেটের গোড়ায়) গৌরীপূজা করিতে হয়। মহানির্বাণ তন্ত্রের চতুর্দশ উল্লাসে এই গৌরীধ্যান পাওয়া যায়।—

উদ্যদ্ভানু সহস্র কান্তিমমলাং বহ্ন্যর্কচন্দ্রেক্ষণাং
মুক্তাযন্ত্রিতহেমকুণ্ডলসৎ স্মেরাননাম্ভোরুহাং।
হস্তাব্জৈরভয়ং বরং চ দধতীং চক্রং তথাব্জং দধৎ
পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাং ভয়হরাং পীতাম্বরাং চিন্তয়েৎ ॥

অনুবাদ—যাঁহার অঙ্গকান্তি উদীয়মান সহস্র সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল ও সুনির্মল, বহ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্র যাঁহার তিন চক্ষু, যাঁহার সস্মিত বদন-কমল মুক্তাখচিত হেমকুণ্ডলে শোভমান, যিনি পদ্মহস্ত চতুষ্টয়ে চক্র, সুগন্ধি পদ্ম, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধারণ করেন, যাঁহার পয়োধরযুগল পীন ও উত্তুঙ্গ, যিনি পীত বসন পরিহিত, তাদৃশী ভয়হারিণী শিবশক্তি গৌরীদেবীকে ধ্যান করি।

হাওড়ার অদূরে বালটিকারী গ্রামে সদানন্দ মঠ অবস্থিত। উক্ত মঠ ব্রহ্মচারী সদানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই মঠের দুর্গা মন্দিরের দেওয়ালে শ্বেতপাথরে নিম্নলিখিত গৌরীধ্যান খোদিত আছে।—

ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং বালগৌর্য্যৈ নমঃ।
সিংহপৃষ্ঠে সমাসীনাং কাঞ্চনাভাং বরপ্রদাং।
নগরাজ-দুহিতৃঞ্চ দক্ষযজ্ঞান্তকারিণীম্ ॥
শিবসঙ্গোৎসুখার্থে চ পুনর্ধ্যানপরায়ণাম্।
যুগ্মহস্তাং ত্রিনয়নাং সন্তোদ্বিগ্নঞ্চ মানসাম্ ॥

পদ্মাসনযুতাং দেবীং সমাধিযোগমাশ্রিতাম্ ।
ভস্মার্থগৈরিকযুক্তাং সাধকাভীষ্টসিদ্ধিদাম্ ॥
বালাং বালাদিত্যাং স্বরূপাং তেজসা পূরয়ন্তীম্ ।
ধ্যানমগ্নাং বালগৌরীং প্রভজেৎ পরমেশ্বরীম্ ॥

'পুরোহিত দর্পণ' গ্রন্থে এই গৌরীধ্যান পাওয়া যায় ।—

ওঁ হেমাভাং বিভ্রতীং দোর্ভির্দর্পণাঞ্জন-সাধনে ।
পাশাংকুশৌ সর্বভূষাং তাং গৌরীং সর্বদা ভজে ॥

শিবতত্ত্ব ও গৌরীতত্ত্ব অভিন্ন। শিব গৌরীধ্যানে ও গৌরী শিবধ্যানে সর্বদা নিমগ্ন। উভয়ে শুদ্ধ সত্ত্বের সুশ্বেত প্রতিমা। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই শিব ও ব্রহ্মশক্তিই গৌরী। শিবের ইষ্টদেবী গৌরী ও গৌরীর ইষ্টদেব শিব। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা দেবী শিব-গৌরীর সঙ্গে তুলনীয়। ইহা হইতে মহাকাল ও মহাকালীর তত্ত্ব ভিন্ন। ইহারা রজোগুণের বিগ্রহ বলিয়া রক্তবর্ণা। যেমন শিব রজতগিরিনিভ, তেমনি গৌরী কাঞ্চনপ্রভা। হিমালয়ের উচ্চতম চূড়ার নাম গৌরীশৃঙ্গ। ভারতভীর্থের কি অদ্ভুত ঐতিহ্য! উক্ত শৃঙ্গে গৌরী দেবী শিবধ্যানে সমাহিতা। হিন্দু সমাজে অল্পবয়স্কা কন্যাদানকে অদ্যাপি গৌরীদান বলে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর দেবীকবচ অনুসারে নবদুর্গার মধ্যে মহাগৌরী অষ্টম দুর্গা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে (৪। ১১) আছে, 'গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা। ইহাতে (৫।৪১) আছে, সরস্বতী গৌরীদেহা এবং ইহার (১১।১০) শ্লোকে এই গৌরীপ্রণাম প্রদত্ত :—

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে ।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥

সর্বদেবদেবীর পূজা দিবসে পূর্ব বা উত্তর মুখে এবং রাত্রে উত্তর মুখে বসিয়া করিতে হয়। কেবল শিবপূজা দিনে বা রাত্রে উত্তর মুখে বসিয়াই কর্তব্য। পূজক স্বীয় কপালে ত্রিপুণ্ড বা অর্ধচন্দ্রাকৃতি তিনটি রেখা টানিবেন ও গলায় সংশোধিত রুদ্রাক্ষমালা পরিবেন। শিবপূজার পূর্বে সূর্য্যার্ঘ্যপ্রদান ও গণেশপূজা কর্তব্য। ব্রহ্মপুরাণে আছে :—

যাবন্ন দীয়তে চার্ঘ্যং ভাস্করায় নিবেদিতম্।
তাবন্ন পূজয়েদ্বিষ্ণুং শংকরং বা মহেশ্বরীম্ ॥

সূর্যার্ঘ্য নিবেদন না করা পর্যান্ত বিষ্ণু, শংকর বা গৌরীকে পূজা করিবে না। ভবিষ্যপুরাণে আছে।—

দেবতাদৌ যদা মোহাদ্ গণেশ ন চ পূজ্যতে।
তদা পূজাফলং হন্তি বিঘ্নরাজো গণাধীপ ॥

প্রথমে মোহবশে গণেশপূজা না করিলে পূজাফল বিঘ্নরাজ গণেশ হরণ করেন। শিব ঠাকুরের পঞ্চমুখ এই পাঁচ নামে কথিত হয়।—সদ্যোজাত পশ্চিম মুখ, বামদেব উত্তর মুখ, অঘোর দক্ষিণ মুখ, তৎপুরুষ পূর্বমুখ ও ঈশান ঊর্দ্ধমুখ। এই পঞ্চমুখের মধ্যে ঈশান মুখই প্রধান বলিয়া শিবরাত্রি ব্রতে তাহার পূজাতেই তৎপুরুষ মুখের পূজা সিদ্ধ হয়। শিবের প্রতিমুখে তিনটি নেত্র। উদাত্ত অনুদাত্ত, ও স্বরিত নামে ত্রিবিধ মন্ত্রস্বরকে শিবের তিন নেত্র বলা হয়। অথবা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণভূত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণত্রয় তাঁহার তিন নেত্র। শিবের অর্ঘ্যে বিল্বপত্র ও বোঁটা সহ কাঁটালি রম্ভাও দেওয়া যায়। অষ্টমূর্তির পূজা শিবপূজার অঙ্গীভূত। বেদীর (বেড়ের) উপর পূর্বাদিক্রমে বামাবর্তে অষ্ট মূর্তির পূজা করিতে হয়। পূর্বে শিবের ক্ষিতিমূর্তি, ঈশান কোণে জলমূর্তি, উত্তরে অগ্নিমূর্তি, বায়ুকোণে বায়ুমূর্তি, পশ্চিমে আকাশ-মূর্তি, নৈঋত কোণে যজমান মূর্তি, দক্ষিণে সোমমূর্তি ও অগ্নিকোণে সূর্যমূর্তি বিদ্যমান। মহাদেবের এই অষ্টমূর্তি অন্ততঃ গন্ধপুষ্পে পূজা করিবে। পূজার সময় দেবতার মাথার উপর দিয়া হাত ঘুরাইবে না, অথবা দেবতার মাথায় হাত ঘুরাইবে না। উক্ত মর্মে সারদাতিলক তন্ত্রে আছে, 'পূজাকালে দেবতা-নোপরি ভ্রময়েৎ করম্।' চণ্ডেশ্বর নামে এক অনুচর মহাদেবের নির্মাল্য বাহক। এই জন্য শিবপূজার শেষে ঈশান কোণে ত্রিকোণ মণ্ডল আঁকিয়া কিঞ্চিৎ নির্মাল্য লইয়া উক্ত মণ্ডলের উপর রাখিবে ও চণ্ডেশ্বরের পূজা করিবে। পূজান্তে শিবলিঙ্গ ও সমস্ত নির্মাল্য বৃক্ষমূলে, বা নদীজলে বা পুষ্করিণীতে ফেলিবে। দুইটি শিবলিঙ্গ বা দুইটি শালগ্রামশিলা এক সঙ্গে পূজা করিতে নাই, পৃথক পৃথক পূজা করিতে হয়। স্কন্দপুরাণে আছে, 'আলয়ঃ

সর্বদেবানাং লয়নাৎ লিঙ্গমুচ্যতে।' সকল দেবতার আধার এবং উহাতে সমস্তই লীন হয় বলিয়া উহাকে লিঙ্গ বলে। চরলিঙ্গ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণের ন্যূন এবং স্থাবরলিঙ্গ হস্তপ্রমাণের ন্যূন হইবে না।

মৃদাহরণ ও লিঙ্গগঠন এইরূপে করিতে হয়।—শিবরাত্রিতে পাষাণ বা মৃণ্ময় লিঙ্গে শিবপূজা করা উচিত। অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ শিবলিঙ্গ গড়িয়া মাথাটি একটু টিপিয়া দিয়া তদুপরি বজ্র রাখিবে। একটি ক্ষুদ্র মাটির গুলিকে বজ্র বলে। কাংস্য পাত্রের উপর বিল্বপত্র চিৎ করিয়া পাতিবে ও মাঝের পাতার ডগা উত্তর মুখে রাখিবে। তাহার উপর মৃন্ময় শিবলিঙ্গ বসাইবে, পিনেট উত্তর দিকে থাকিবে। অনন্তর হস্তলগ্ন মৃত্তিকা, অথবা শোধিত ভস্ম, কিংবা চন্দন, তদভাবে জল দ্বারা নিজ কপালে ত্রিপুণ্ড্র আঁকিবে। কুব্জিকেশ্বর তন্ত্রে আছে—

লিঙ্গছিদ্রে মহেশানি মহাবহ্নি প্রজায়তে।
অতএব বরারোহে বজ্রং দদ্যাৎ শিরোপরি॥
স্ববজ্রং গঠয়েৎ দেবি স্ববজ্রং স্থাপনং চরেৎ।
স্ববজ্রং স্নাপয়িত্বা চ ততো বজ্রং পরিত্যজেৎ॥

হে মহাদেবী, লিঙ্গছিদ্রে মহা অগ্নি উৎপন্ন হয়। অতএব, হে শ্রেষ্ঠযানযুক্তা, লিঙ্গশিরের উপরে বজ্র দিবে এবং স্ববজ্র লিঙ্গ গঠন ও স্থাপন করিবে। স্ববজ্র লিঙ্গ স্নপনান্তে বজ্রটি নামাইয়া পিনেটের গোড়ায় রাখিবে। শিবপূজা কালে বম্ বম্ বলিয়া গাল বাজাইতে হয়। অ, উ, ম=ওম্ এবং উ, অ, ম=বম্। সুতরাং ওঁ ও বম্ উভয় শব্দের একই অর্থ।

শিবভক্ত পুষ্পদন্ত বিরচিত শিবমহিম্ন স্তোত্র সমগ্র ভারতে প্রচলিত। উক্ত স্তোত্রের ৩২ শ্লোকে আছে—

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তথাপি তব গুণানাং ঈশ পারং ন যাতি॥

যদি সমুদ্ররূপ মস্যাধারে নীল পর্বততুল্য কালি থাকে, পারিজাত পুষ্পবৃক্ষের শ্রেষ্ঠ শাখা কলম ও পৃথিবী কাগজ হয় ও সরস্বতী এই সকল দ্রব্য দ্বারা

চিরকাল লেখেন, তথাপি হে ঈশ্বর, তোমার গুণসমূহের সীমা প্রাপ্ত হন না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে এই স্তোত্রাংশ আবৃত্তি করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন, "হে শিব ঠাকুর, তোমার অপার মহিমা আমি কি আর বলতে পারি?" বাল্যকালে কামারপুকুরে অবস্থান কালে কোন শিবরাত্রিতে রঙ্গমঞ্চে শিবের অভিনয় করিতে করিতেও তিনি শিবভাবে সমাহিত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। আজন্ম শিবভাবে তন্ময়তা তাঁহার একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মহিম্নস্তব প্রণেতা ভক্তকবি পুষ্পদন্ত গন্ধর্ব্বরাজ বিশেষ। সোমদেব ভট্ট বিরচিত "কথাসরিৎসাগর" গ্রন্থে লিখিত আছে, পুষ্পদন্ত নামে শিবের একটি অনুচর ছিলেন। এই অনুচর গোপনে শিবপার্ব্বতীর কথোপকথন শ্রবণ করায় মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে শাপ দেন। সেই শাপে পুষ্পদন্ত মর্ত্তলোকে কৌশাম্বী নগরে কাত্যায়ন বররুচি নামে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পরেই আকাশবাণী হয়, এই বালক শ্রুতিধর হইবে এবং বর্ষ পণ্ডিত হইতে বিদ্যালাভ করিবে। পতঞ্জলী প্রণীত মহাভাষ্যের উপর কাত্যায়ন কৃত বার্ত্তিক আছে। গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত কোন সময়ে শিবনির্মাল্য লঙ্ঘন করায় খেচরত্বভ্রষ্ট হন। ইহাতে মর্মাহত হইয়া তিনি শিবের মহিমা কীর্তন করিতে থাকেন। এই স্তব শিবমহিম্ন স্তোত্র নামে সর্বত্র বিখ্যাত। ভক্তিভরে এই স্তব রচিত হওয়ায় পুষ্পদন্ত পুনরায় খেচরত্ব প্রাপ্ত হন। মহিম্নস্তব শিবপূজায় পঠিত হইয়া থাকে। পার্বতীর সঙ্গিনী জয়া এই পুষ্পদন্তের পত্নী ছিলেন উল্লিখিত 'কথাসরিৎসাগর' অনুসারে বররুচির অন্য নাম কাত্যায়ন।

লিঙ্গ পুরাণোক্ত অঘোর চতুর্দশী ব্রতকথার উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি ইহার সারাংশ প্রদত্ত হইল। ঊর্দ্ধতম মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনা পার্বতী কৌতূহলবশে সিংহাসনে সমারূঢ়া হইয়া যমালয়ে গেলেন। তথায় তিনি সহস্র সহস্র ভীষণ নরক দেখিলেন; নরকসমূহে জীবগণ অধোমুখ ও ঊর্ধ্বমুখ অবস্থায় যম-কিংকরগণের কঠোর তাড়নায় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। ইহা দেখিয়া দেবী নিজ মন্দিরে ফিরিলেন এবং স্বপতি শংকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাঘোর যমালয়ে অবস্থিত নরকসমূহে কি কর্মবিপাকে মানবগণ বাস করে?

হে দেবেশ, ইহা আমাকে সবিস্তারে বলুন।" শংকর সহাস্যে উত্তর দিলেন, "ব্রহ্মহা, পিতৃহা, গোঘ্ন, সুরাপ, ও গুরুতল্পগ পাপিষ্ঠগণ প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া নরকে গমন করে। পতি, শ্বশ্রূ, গুরু, দেব, বন্ধু ও অপত্যকে হিংসা করিয়া যাহারা মৃত হইয়াছে, তাহারাও নিরয় বাস করে?" এই সকল কথা শুনিয়া পার্বতী শংকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে প্রভো, কোন্ ব্রত পালন করিলে নরগণ স্বর্গে যাইতে পারে এবং নরকে পতিত হয় না? ইহার উত্তরে শংকর বলিলেন, "হে দেবী, একটি গুহ্যতম ব্রতোত্তম আছে। তোমার প্রেমবশে উক্ত ব্রতকথা তোমাকে বলিতেছি। ভাস্কর সিংহরাশিস্থ হইলে যে কৃষ্ণা চতুর্দশী আসে, উহা অঘোরা চতুর্দশী নামে বিখ্যাত। উক্ত চতুর্দশীর মহানিশিতে আমাকে ভক্তিভরে অর্চনা করিলে নরকগতি হয় না। হে শুভব্রতে, উক্ত ব্রতের বিধানও তোমাকে বলিতেছি। পূর্ব দিনে নিরাহার বা যতাহার ও শুচি থাকিয়া পরদিনে ব্রতারম্ভ করিবে। জলপূর্ণ কুম্ভ দ্বারা অর্ঘ্য চতুষ্টয় দিবে এবং প্রযত্ন সহকারে মানপত্রের আসনোপরি শিবকে স্থাপনপূর্ব্বক চারি প্রহরে চারি বার স্নান ও পূজা করাইবে। ঘৃত দীপ জ্বালিবে, অর্ঘ্যে বক পুষ্প দিবে ও ঘৃতযুক্ত বিল্বপত্রে যথাশক্তি হোম করিবে। চতুর্থ প্রহরে অর্ঘ্য চতুষ্টয় দিবে ও রাত্রি জাগরণ করিবে। এইরূপে অঘোর চতুর্দশী ব্রত উদ্‌যাপন করিলে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইবে।"

শিবধ্যান ও শিবপ্রণাম গণেশ পুরাণে পাওয়া যায়। শংকরাচার্যকৃত শিবাষ্টক স্তোত্র, শিবপঞ্চাক্ষর স্তোত্র, শিবনামাবল্যষ্টক ও বেদসারশিবস্তোত্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। আচার্য্য শংকরকৃত শিবাষ্টক স্তোত্রের শেষ শ্লোকটি এইরূপ—

অনাথং সুদীনং বিভো বিশ্বনাথ
পুনর্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো।
ভজতোঽখিল দুঃখসমূহহরং
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্॥

মার্কণ্ডেয়কৃত চন্দ্রশেখরাষ্টক, বসিষ্ঠকৃত দারিদ্র্যদহনস্তোত্র, শিবাপরাধক্ষমাপন স্তোত্র, ব্যাসকৃত শিবমানসপূজনস্তোত্র ও বিশ্বনাথাষ্টক এবং হরগৌর্য্যষ্টক

ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ব্যাসকৃত বিশ্বনাথাষ্টকের প্রথম শ্লোকটি এইরূপ—

গঙ্গাতরঙ্গ-রমণীয়-জটাকলাপং
গৌরীনিরন্তরবিভূষিতবামভাগম্।
নারায়ণপ্রিয়মনঙ্গমদাপহারং
বারানসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্॥

উল্লিখিত শিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্রে এই শ্লোক আছে—

আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ।
লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গ-চপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং
তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা॥

দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন আয়ুক্ষয় ও যৌবননাশ হয়, গত দিন ফিরিয়া আসে না, ধনসম্পদ্ জলতরঙ্গবৎ চপল ও জীবন বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল। অতএব, হে আশ্রয়দাতা মহাদেব তুমি এখন শরণাগত আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর

উদ্ধৃত শ্লোকের পরবর্তী শ্লোকটি এইরূপ—

শান্তং পদ্মাসনস্থং শশধরমুকুটং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং
শূলং বজ্রঞ্চ খড়্গং পরশুমপি বরং দক্ষিণাঙ্গে বহন্তং।
নাগং পাশঞ্চ ঘন্টাং ডমরুকসহিতং চাঙ্কুশং বামভাগে
নানালঙ্কারদীপ্তং স্ফটিকমণিনিভং পার্বতীশং ভজামি।

যিনি শান্ত, পদ্মাসনে সমাসীন, চন্দ্রমৌলি, পঞ্চানন ও ত্রিনেত্র এবং দক্ষিণ ভাগে ত্রিশূল, বজ্র, খড়্গ ও বরমুদ্রা ধারণ করেন এবং বামভাগে সর্প, ঘন্টা, ডমরু সহিত অঙ্কুশ বহন করেন ও বিবিধ অলংকারে উজ্জ্বল স্ফটিকমণিবৎ সুশুভ্র, সেই অষ্টভুজ মহাদেব পার্ব্বতীপতিকে আমি ভজনা করি।

পূর্বে যজুর্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ইহার ভাষ্যকার ভট্টভাস্কর প্রতিমন্ত্রের ব্যাখ্যাশেষে এক বা একাধিক শ্লোকে সুললিত রুদ্রধ্যান দিয়াছেন। আদি মন্ত্রের ব্যাখ্যান্তে তৎকর্তৃক এই রুদ্র ধ্যান প্রদত্ত।—

আকর্ণাকৃষ্টে ধনুষি জ্বলন্তীং দেবীমিষুং ভাস্বতি সংদধানম্ ।
ধ্যায়েন্ মহেশং মহনীয়বেষং দেব্যাযুতং যোধতনুং যুবানম্ ॥

ভট্টভাস্কর রুদ্র শব্দের অর্থ সম্বন্ধে এই শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—

অশুভদ্রাবকো রুদ্রো যজ্জহার পুনর্ভবম্ ।
তস্মাৎ শিবস্ততো রুদ্রশব্দেনাত্রাভিধীয়তে ॥

রুদ্র অশুভনাশক। তিনি পুনর্জন্ম ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম শিব। এখানে রুদ্র শব্দে ইহাই কথিত হয়। রুদ্রাধ্যায়ের নিত্যপাঠ অদ্যাপি দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে প্রচলিত।

মহাকবি কালিদাস কৃত 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যে (৩।৪৫-৫০) শিবের সমাধির বর্ণনা এইরূপ পাওয়া যায়।—

পর্যঙ্কবন্ধ স্থিরপূর্বকায়মৃজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসম্ ।
উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে ॥
ভুজঙ্গমোন্নদ্ধজটাকলাপং কর্ণাবসক্তাদ্বিগুণাক্ষসূত্রম্ ।
কণ্ঠপ্রভাসঙ্গবিশেষনীলাং কৃষ্ণত্বচং গ্রন্থিমতীং দধানম্ ॥
কিঞ্চিৎপ্রকাশস্তিমিতোগ্রতারৈর্ভ্রূবিক্রিয়ায়াং বিরতপ্রসঙ্গৈঃ ।
নেত্রৈরবিস্পন্দিতপক্ষ্মমালৈর্লক্ষ্যীকৃতঘ্রাণমধো ময়ূখৈঃ ॥
অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্ ।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ ॥
কপালনেত্রান্তরলব্ধমার্গৈর্জ্যোতিঃপ্ররোহৈরুদিতৈঃ শিরস্তঃ ।
মৃণালসূত্রাধিকসৌকুমার্যাং বালস্য লক্ষ্মীং গ্লপয়ন্তমিন্দোঃ ॥
মনোনবদ্বারনিষিদ্ধবৃত্তিঃ হৃদি ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্যম্ ।
যমক্ষরম্ ক্ষেত্রবিদো বিদুস্তম্ আত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্ ॥

বীরাসন বন্ধন করাতে শিবের পূর্বকায় নিশ্চল এবং উভয় স্কন্ধ নত হইয়াছে। তিনি ঋজু ও আয়তভাবে আসীন। পাণিদ্বয়ে ঊর্ধ্বতল সন্নিবেশপূর্বক তিনি অঙ্কে যেন প্রফুল্ল পদ্ম ধারণ করিয়াছেন। তদীয় জটাকলাপ ভুজঙ্গ দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। কর্ণে দ্বিগুণ অক্ষমালা বিলম্বিত। তদীয় কণ্ঠপ্রভার সংসর্গে বিশেষ নীলবর্ণ গ্রন্থিবিশিষ্ট কৃষ্ণমৃগাজিন তিনি ধারণ করিতেছেন। ভ্রূবিক্ষেপের

প্রসঙ্গমাত্রশূন্য তদীয় চক্ষু ঈষৎ প্রকাশিত, নিশ্চল এবং উগ্রভাবাপন্ন, পক্ষ্মপংক্তি স্পন্দশূন্য। নেত্রের কিরণ অধোভাগে প্রসৃত হওয়ায় একমাত্র নাসাগ্রে তিনি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁহাকে তৎকালে বৃষ্টিহীন মেঘের ন্যায়, তরঙ্গশূন্য জলাধারের ন্যায় ও নির্বাতস্থানে অবস্থিত নিশ্চল প্রদীপের ন্যায় স্থির বোধ হইতে লাগিল। যে তেজোঙ্কুর তদীয় ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নির্গত হইয়া কপালনেত্রের মধ্য দিয়া গমন করিতেছে, তদ্দ্বারা তিনি বালচন্দ্রের মৃণালসূত্র অপেক্ষাও অধিকতর সুকুমার কান্তিকে পরাভূত করিতেছেন। মুখাদি নবদ্বার রোধপূর্ব্বক মনকে সমাধির বশীভূত এবং হৃদয়ের মধ্যে ব্যবস্থাপিত করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষগন যাহাকে অবিনাশী বলিয়া জানেন, সেই আত্মাকে তিনি নিজ আত্মাতে অবলোকন করিতেছেন।

শিবপূজায় সর্বাগ্রে নারায়নের অর্চনা বিধেয়। উক্ত মর্মে অগ্নি পুরাণে আছে—

অর্চয়িত্বা জগন্নাথং শুভং কর্ম সমাচরেৎ।
দত্ত্বাগ্রং দেবদেবায় তচ্ছেষাণ্যুপযুঞ্জয়েৎ॥

বিশ্বপালক নারায়নের অর্চনান্তে সর্ব শুভকর্ম করিবে। সর্বাগ্রে দেবদেব নারায়নকে পূজা দিলে পরিশেষে অন্য পূজা প্রশস্ত হয়। নারায়ন ধর্মরাজের ইষ্টদেব ও জগৎপিতা। অন্য শাস্ত্রে আছে—

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মাণি কারয়েৎ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থমতে দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণকে অগ্রে না দিয়া গন্ধপুষ্প আর কাহাকেও দিতে নাই। অন্য মতে সর্বাগ্রে সূর্য্যার্ঘ্য দিতে হয়। এই মর্মে ব্রহ্মপুরাণ বলেন—

যাবন্ন দীয়তে চার্ঘ্যং ভাস্করায় নিবেদিতম্।
তাবন্ন পূজয়েৎ বিষ্ণুং শঙ্করং বা মহেশ্বরম্॥

উদ্ধৃত বচনে বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা পূজার পূর্বে সূর্য্যপূজা বিহিত। আবার ভবিষ্য পুরাণ বলেন—

দেবতাদৌ যদা মোহাদ্ গণেশো ন চ পূজ্যতে।
তদা পূজাফলং হন্তি বিঘ্নরাজো গণাধিপঃ॥

যখন মোহবশে সর্বাগ্রে গণেশ পূজিত না হন, তখন বিঘ্নরাজ গণপতি পূজাফল হরণ করেন। কোন মতে শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, সূর্য্য ও গণপতি—এই পঞ্চদেবতার পূজা সর্বাগ্রে করিতে হয়। হিন্দুধর্মে প্রধানতঃ এই পঞ্চবিধ উপাসনা অদ্যাপি বিদ্যমান—শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব।

শিবার্ঘ্যে গন্ধপুষ্প, দুর্বা, আতপ চাউল ও জল—এই পাঁচ দ্রব্য দিতে হয়। অর্ঘ্য দেবতার চরণে দিতে নাই, দেবতার মাথায় দিতে হয়। শিবপূজায় কোন মুদ্রা করিতে না পারিলেও দোষ হয় না। যে দেবতারই পূজা করা হউক তাহাতে আচমন, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, ভূতশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, ভূতাপসারণ, দিব্যবিঘ্ন ও ভূমিবিঘ্ন ও অন্তরিক্ষ বিঘ্নত্রয়নাশ, বীজন্যাস, মানসপূজা ও পঞ্চদেবতার পূজাদি করিতে হয়। যেমন, গন্ধপুষ্প একসঙ্গে দেওয়া যায়, এতে গন্ধপুষ্পে বলিয়া, তদ্রূপ এতৌ ধূপদীপৌ বলিয়া একসঙ্গে ধূপদীপ দিতে নাই। যোগীযাজ্ঞবল্ক্য গ্রন্থে আছে—

ধ্যাত্বা প্রণবপূর্বং তু দেবতাং তু সমাহিতঃ।
নমস্কারেণ পুষ্পাদি বিন্যসেৎ তু পৃথক্ পৃথক্॥

নিত্যপূজা গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই পঞ্চ উপচারে করিবে। অবসর থাকিলে বা ইচ্ছা হইলে এই দশোপচারেও পূজা করা যায়—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়োদক, স্নানীয়োদক, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও পানার্থোদক। কোন উপচার নিবেদনকালে নমঃ শব্দ বলিতে হয়। এই নমঃ শব্দের অর্থ, প্রদান বা নিবেদন। তোড়ল তন্ত্রে আছে—

এতৎ পাদ্যং মহেশানি ষড়ক্ষরমনুং ততঃ।
নমস্কারং সমুচ্চার্য্য দদ্যাৎ লিঙ্গোপরি ক্রমাৎ॥

ষড়ক্ষর শিবমন্ত্র এইরূপ—ওঁ নম শিবায়। ইহা হইতে ওঁ বাদ দিলেই পঞ্চাক্ষর শিবমন্ত্র হয়। এক মতে দ্বিজাতির পক্ষে ষড়ক্ষর শিবমন্ত্র এবং স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে পঞ্চাক্ষর শিবমন্ত্র উচ্চার্য্য। পাষাণ, স্বর্ণ, রজত, পারদ, মুক্তা বা স্ফটিক, দ্বারা শিবলিঙ্গ বা শিবমূর্তি নির্মিত হয়। উপবাস দিবসে তৈলমর্দন, বিলাস দ্রব্য উপভোগ, দিবানিদ্রা, পাশাখেলা ও স্ত্রী-পুরুষ সহবাস নিষিদ্ধ। পারণ দিনে দ্বিতীয় বার ভোজন, পরান্ন ভোজন, দূরপথে গমন, ক্লেশকর কর্ম, স্ত্রী-পুরুষ

সহবাস ও দিবানিদ্রা অনুচিত। স্মৃতিসন্দোহ গ্রন্থ বলেন, শাকং মধু পরান্নং চ ত্যজেদুপবসন্ স্ত্রিয়ম্। গুরু, মাতুল, পিতা ও পুত্রের অন্ন পরান্ন নহে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আছে—

পুনর্ভোজনমধ্বানং যানমায়াসমৈথুনে।
উপবাসফলং হন্যাদ্দিবানিদ্রা চ পঞ্চমী॥

দিবানিদ্রা বা পুনঃপুনঃ জলপান করিলে ১০৮ বার ষড়ক্ষর শিবমন্ত্র জপ করিবে। শিবরাত্রি, সাবিত্রী চতুর্দশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উপবাস ব্রত সধবা স্ত্রীকে করিতে নাই; করিলে স্বামীর আয়ুঃক্ষয় হয়। তবে প্রবল আগ্রহ হইলে স্বামীর অনুমতি লইয়া ব্রত করা যায়। সংকল্পিত ব্রত ভঙ্গ করিলে মস্তক মুণ্ডন ও তিন রাত্রি উপবাস করিয়া পুনর্বার সেই ব্রত লইতে হয়। প্রমাদাদি হেতু একবার ব্রত ভঙ্গ হইলে, অথবা কোন অঙ্গহানি ঘটিলে ব্রত নষ্ট হয় না। সুতরাং তখন পুনর্বার ব্রত গ্রহণের আবশ্যকতা নাই। পদ্ম পুরাণে আছে—

লোভাদ্ মোহাদ্ ভয়াদ্ বাপি ব্রতভঙ্গো যদা ভবেৎ
উপবাসত্রয়ং কুর্যাৎ কুর্যাৎ বা কেশমুণ্ডনম্।
প্রায়শ্চিত্তমিদং কৃত্বা পুনরেব ব্রতী ভবেৎ॥

এই শ্লোকোক্ত বা শব্দ সমুচ্চয়ার্থে ব্যবহৃত। দেবল সংহিতায় আছে—

সর্বভূতভয়ং ব্যাধি প্রমাদো গুরুশাসনম্।
অব্রতঘ্নানি কথ্যন্তে সকৃদেতানি শাস্ত্রতঃ॥

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব অনুসারে "কাম্যে নিত্যে চ বৈদিকমাত্রে যথাকথঞ্চিৎ প্রধান নিষ্পত্তৌ নাঙ্গানুষ্ঠানার্থং প্রধানাবৃত্তিঃ।" উপবাসে প্রাণসংশয় ঘটিলে বা অশক্ত হইলে জল, ফল, মূল, ঘৃত, দুগ্ধ, ঔষধ অথবা গুরু ও ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া পূজান্তে বা রাত্রে হবিষ্যান্ন খাইলে ব্রতভঙ্গজন্য দোষ হয় না। বৌধায়ন গ্রন্থে আছে—

অষ্টৈতান্যব্রতঘ্নানি আপোমূলং ফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্বচনমৌষধম্॥

মানসপূজা ব্যতীত বাহ্যপূজা সফল হয় না। সনৎকুমার তন্ত্র মতে 'অকৃত্বা মানসং যাগং ন কুর্যাৎ বহিরর্চনম্।' মানস পূজায় হৃদয়-মন্দিরে ইষ্টদেবকে

বসাইয়া বিবিধ মানস উপচারে পূজা করিতে হয়। হৃদয়ে তিনি আবির্ভূত না হইলে লিঙ্গে বা মূর্তিতে কিরূপে তাঁহার আবির্ভাব ঘটিবে? জীবন্যাসে পূজক নিজেকে শিবরূপে চিন্তা করিবেন। শাস্ত্রে আছে, দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ। ইহার অর্থ, যে দেবতাকে পূজা করিবে, নিজেকে সেই দেবতাস্বরূপ অনুভব করিবে। ইহাতে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত। শিবপূজক নিজেকে শিবস্বরূপ ধ্যান করিয়া শিবপূজা করিবেন। যদি পূজা আন্তরিক ও ভক্তিপূত হয়, তাহা হইলে শিবের সামীপ্য বা শিবের সাযুজ্য বা শিবের সারূপ্য বা শিবত্ব প্রাপ্তি নিশ্চয়ই ঘটিবে। তাই শিবপূজক শিব সাজিয়া রুদ্রাক্ষমালা পরিয়া পূজা করেন। শিবনৃত্য ও শিবসঙ্গীত শিবপূজার অঙ্গীভূত। বাংলা ভাষায় অনেক শিবসঙ্গীত রচিত হইয়াছে। যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ স্বামী যে দুইটি শিবসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল। তন্মধ্যে প্রথমটি কর্ণাটী সুরে ও একতালে এবং দ্বিতীয়টি সুর ঝাঁপতালে গীত হয়--

(১) তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা বোম বব বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে দুলিছে কপালমাল॥
গরজে গঙ্গা জটা মাঝে, উগরে অনল ত্রিশূলরাজে,
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্কভাল॥

(২) হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।
যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিনাকপাণি॥
ঊর্দ্ধ জ্বলত জটাজাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল,
সপ্ত ভুবন ধরত তাল, টলমল অবনী॥

হিন্দুস্থানী শিবভক্ত দেবী সহায় দুর্ভাগ্যক্রমে অন্ধত্ব প্রাপ্ত হন; কিন্তু শিবকৃপায় অলৌকিক উপায়ে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পান। চক্ষুষ্মান্ হইয়া তিনি হিন্দি ভাষায় এই চমৎকার শিবসঙ্গীত রচনা করেন।—

অব শিব পার করো মেরে নেইয়া।
অউ ঘট ঘাট অগাধ জলধি
বল্লী ন লাগে ন খেওইয়া॥

বারি বরোবর বারি বহো হ্যায়
তা পর অতি পূরবৈয়া।
থর থরাওত কম্পত হিয়া মেরো
শিব কি দেহ ছুইয়া
দেবী সহায় প্রভাত পুকারত
শিব পিতু গিরিজা মেইয়া॥

মদীয় গুরুদেব মহাপুরুষজী এই শিবসঙ্গীত গাইতে ও শুনিতে ভালবাসিতেন এবং ইহার প্রথম চরণ স্বামী বিবেকানন্দজীর মুখে শেষ জীবনে প্রায়ই শোনা যাইত। এই সঙ্গীত আলাহিয়া বেলাবল সুরে ও তেতালে গীত হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, যদুনাথ ভট্ট, স্বামী তপানন্দ প্রভৃতি অনেকে সুমধুর শিব সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তামিল ভাষায় শত শত শিব সঙ্গীত প্রচলিত। দক্ষিণ ভারতে শিবাচার্য্য বসবেশ্বর কর্তৃক লিঙ্গাইত শৈব সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত। কাশ্মীরে শিবাদ্বৈতবাদ দর্শন গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রসিদ্ধ তামিল পুস্তক 'তিরুবাচকম্' শিবসঙ্গীতে পরিপূর্ণ।